দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ

(দক্ষিণভারতের মানচিত্র এবং বহুসংখ্যক চিত্র সংবলিত)

মাদ্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মহিষুরের ন্যূনাধিক
দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ সহ

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস
প্রণীত

কলিকাতা
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোম্পানী লিমিটেড্
১৫নং কলেজ স্কোয়ার।
২৫।১ জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড্ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
সন ১৩৪১ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

(২ হইতে ৮, ১০, ১১ ও ১৩ সংখ্যক দশখানি চিত্র দক্ষিণভারত রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে এবং ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যক তিনখানি চিত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের সৌজন্যে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।)

দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ

দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ

(দক্ষিণভারতের মানচিত্র এবং বহুসংখ্যক চিত্র সংবলিত)

মাদ্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মহিষুরের ন্যূনাধিক
দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ সহ

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস

প্রণীত

কলিকাতা
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোম্পানী লিমিটেড্
১৫নং কলেজ স্কোয়ার।
২৫।১ জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড্ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
সন ১৩৪১ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা।

এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া মূল্যের টাকা যাহাই পাওয়া যাইবে, তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের বৃন্দাবনস্থ পুরাতন আশ্রমের সেবাপূজার নিমিত্ত সমর্পিত হইবে।

গ্রন্থকার।

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য গুরুদেব

অষ্টোত্তরশতশ্রী-যুক্ত

স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

বাবা! তোমারই দয়াপ্রসূত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তোমারই রাজীবচরণে সাষ্টাঙ্গপ্রণামসহকারে নিবেদন করিতেছি, প্রার্থনা যেন তোমার করুণদৃষ্টিপূত প্রসাদ গৌড়জনকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অকিঞ্চন সেবক

শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

দুই মাসের মধ্যে স্নেহময়ী জননী এবং স্নেহের পুত্র ফণীগোপালকে হারাইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। মাতৃদেবী অশীতিবর্ষ বয়সে নিত্যধামে গিয়াছেন। কৈশোরে ভোগবাসনাবর্জ্জিত, সরলতায় শিশু এবং নির্ম্মলচরিত্র ফণীগোপাল অল্প বয়সেই আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়া দুঃখপূর্ণ সংসার হইতে কল্যাণময় লোকে চলিয়া গিয়াছে। উভয়ের পুণ্যস্মৃতি দ্বারা পবিত্র হইয়া দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভারতে যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ের বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা এক বার হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইল না। একটী চক্ষু তিমিরান্ধ, সুতরাং অবসরপ্রাপ্ত; অপরটীও যেন ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া অবসর গ্রহণে লালায়িত। কাজেই কেবল দক্ষিণভারতের তীর্থের কথাই লিখিলাম।

এই পুস্তকে ন্যূনাধিক ৬০টী প্রসিদ্ধ তীর্থের বিবরণ এবং মোট অন্ততঃ ১৫০টী তীর্থের কথা লিপিবদ্ধ হইল। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটী তীর্থের বিবরণ (যত দূর জানি উর্দ্ধ সংখ্যায় ২৫টীর) বাঙ্গলা পুস্তকে ও মাসিকপত্রে এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অজ্ঞতার ফলে অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ের নিকটে গিয়াও দর্শনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, স্থলবিশেষে নানাবিধ অসুবিধায়ও পড়িতে হইয়াছিল এবং বৃথা ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যাত্রিগণের যেন এই অবস্থা না হয়, বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশের ইহাই একটা উদ্দেশ্য।

দক্ষিণভারতের একটী বিশুদ্ধ মানচিত্র এই পুস্তকে সংযোজিত হইল, তাহাতে সমস্ত রেলপথ ও প্রধান প্রধান তীর্থ প্রদর্শিত হইল। ১ম পরিশিষ্টে প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণ পাঠকগণ প্রথমেই পড়িয়া লইবেন।

২য় পরিশিষ্টে প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ যে ক্রমে ভ্রমণ করা উচিত, তাহার বিবরণ এবং ৩য় পরিশিষ্টে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত চারিটী ভাষার প্রয়োজনীয় অনেক শব্দ এবং তাহাদের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ সন্নিবিষ্ট হইল।

ভ্রমণকাহিনী হিসাবে অথবা কেবল যাত্রিগণের সহায়তার নিমিত্ত, এই পুস্তক লিখিত হয় নাই। সকলেই যেন তীর্থপ্রসঙ্গ পাঠ করিয়া অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে তীর্থসকলের মহিমার উপলব্ধি ও মাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারেন, সেই দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু ভাব, ভক্তি এবং ভাষা সমস্ত উপকরণেরই আমার অভাব; তথাপি যেখানে যৎকিঞ্চিৎ আভাস গুরুকৃপায় পাইয়াছি, তাহাই নিবেদন করিলাম। আমার অযোগ্যতা দর্শনে যদি কোন প্রকৃত ভক্ত এবং সুলেখক ভবিষ্যতে ভারতের তীর্থসমূহের যথাযোগ্য ভক্তিভাবোদ্দীপক বিবরণ প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করেন, তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এবং ভারতের চারি জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য দক্ষিণ-ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত উপসংহারে সন্নিবিষ্ট হইল।

যে সকল তীর্থ আমি দর্শন করি নাই, তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তীর্থভ্রমণকালে স্থানীয় লোক হইতে অথবা পরে বহুসংখ্যক পোষ্টমাষ্টার ও ষ্টেশনমাষ্টার হইতে পত্রব্যবহার দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি। রেলওয়ে কোম্পানীর পুস্তক ও পুস্তিকা, গোষ্ঠবাবুর "তীর্থভ্রমণকাহিনী", ধরণীবাবুর "ভারতভ্রমণ", শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের "রামায়ণের প্রকৃত কথা" এবং "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" এবং রায়বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ", মাসিকপত্র "উৎসব" এই সকল হইতেও অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্যলাভ করিয়াছি। এই জন্য সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মুখবন্ধ।

দাক্ষিণাত্যের দেবালয়সমূহ ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং স্থাপত্যবিদ্যার প্রাচীন গৌরবের জীবন্ত নিদর্শন। সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগররাজগণের প্রাসাদ এবং দেবালয়াদির ধ্বংসাবশেষ হিন্দুদিগের তদানীন্তন শৌর্য্যবীর্য্য, ধর্ম্মচর্চ্চা ও শিল্পোৎকর্ষের স্মৃতিচিহ্নরূপে অদ্যাপি বিদ্যমান। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহুসংখ্যক পর্য্যটক দাক্ষিণাত্যের অপূর্ব্ব দেবালয়সমূহ এবং হাম্পির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় দাক্ষিণাত্যেও অসংখ্য ভক্ত, যোগী ও ঋষিগণের সাধনাস্থল ও তপোভূমি বিদ্যমান। ভগবানের অবতার বামনদেব, নৃসিংহদেব, পরশুরামদেব এবং শ্রীরামচন্দ্রের পদরজে দক্ষিণাপথ চিরদিনের জন্য পবিত্রীকৃত। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের তপস্যাস্থান পবিত্র সিমাচলে নৃসিংহ-দেবের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ বা স্মরণ করিলে কাহার প্রাণ না ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? তিরুপতি (বালাজী), বিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মহাত্মা সাধন ভজন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, ঐ সকল স্থানে তাঁহাদের স্মরণ ও মনন দ্বারা শ্রদ্ধাশীল দর্শক ভক্তিলতাবীজ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন এবং এই বীজ সদ্গুরুকৃপাবারিসিঞ্চনে অঙ্কুরিত হইয়া যথাকালে সাধকের হৃদয়কুঞ্জ পরিশোভিত করিবে, এই সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামনাদ (দর্ভশয়নম্), রামেশ্বর, রামঝরকা, কিষ্কিন্ধ্যা (চক্রতীর্থ, চিন্তামণি ও ফটিকশিলা) প্রভৃতি যে যে স্থানে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এক সময়ে বিবিধ লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে একাগ্রমনে ধ্যানপূর্ব্বক নাম জপ করিলে ভগবানের মহিমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি অবশ্যই হইবে এবং সেই অনুভূতির স্মৃতি চির কাল সাধকের প্রাণকে সরস রাখিবে। রামেশ্বর,

শিবকাঞ্চী, তিরুবান্নামলয় ও কালহস্তী প্রভৃতি স্থানে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকলেই কৃতার্থম্মন্য হইবেন এবং শিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবী এবং মাদুরা প্রভৃতি স্থানে মীনাক্ষী বা পার্ব্বতীদেবীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধকগণ সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য শক্তিসাধনার পথে অগ্রসর হইবেন। আর কুমারিকায় কন্যাকুমারীদেবী এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের বরকলায় শ্রীশ্রীজনার্দ্দনস্বামীর অতুলনীয় জীবন্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়া বিশ্বাসহীন দর্শকেরাও নূতন জীবন লাভ করিবেন। তীর্থভ্রমণের সার্থকতা যাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারা এক বার সিমাচল, বালাজী, কন্যাকুমারী, নীলগিরি এবং হাম্পি ও কিষ্কিন্ধ্যায় ফটিক-শিলা, চক্রতীর্থ ও চিন্তামণি আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসুন; কিংবা হিমালয় ও গির্ণার (রৈবতক) পর্ব্বতের সিদ্ধভূমি সকল, ব্রজধামের কদমখণ্ডী, পসেয়া, বর্ষাণা, কুসুমসরোবর প্রভৃতি তপোভূমি ও লীলা-স্থান এবং চিত্রকূটের কামদাপাহাড়, জানকীকুণ্ড, ফটিকশিলা, কোটিতীর্থ, অনসূয়া ও গুপ্তগোদাবরী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আসুন, তাহা হইলে তাঁহারা আপন আপন প্রাণের ভিতরে তীর্থভ্রমণের সার্থকতা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিবেন।

সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, তীর্থদর্শন, অর্চ্চন, কীর্ত্তন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম মুমুক্ষু জীবের সাধনার অঙ্গ, চিত্তদর্পণমার্জ্জনের সহায়। ষড়্‌রিপু চোরের ন্যায় জীবের জ্ঞান ও আনন্দরূপ মহাধন অপহরণ করে, জীব গৃহকারাগারে দেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। বদ্ধজীবগণ যদি সময়ে সময়ে কারাগৃহ হইতে ছুটিয়া ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্থান দর্শন করেন এবং সৎসঙ্গ, পূজা, পাঠ প্রভৃতি ভক্তিযোগানুষ্ঠানদ্বারা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তবে রিপুগণও ভগবৎসেবার সহায় হইয়া থাকে। তখন আর বাহিরে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। সাধক তখন "হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে" ডুব দিতে সক্ষম হইবেন।

ভারতীয় আধুনিক উপাসকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ এবং বহু দার্শনিক পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে ভগবান্ শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্যপ্রমুখ চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য এবং শঙ্করাবতার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য সর্ব্বপ্রধান। আচার্য্যগণের দার্শনিক মতবাদ ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ বর্ণনা নহে, দেশকালোপযোগী সাধনা প্রণালী মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপ শব্দ-বাচ্য নহে। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ (জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং জগৎ সম্বন্ধে লৌকিক সংস্কার মিথ্যা, জাগতিকভেদানুভূতিবর্জ্জিত অদ্বৈত ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীবের ভেদসংস্কার ও দেহাত্মবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মানুভূতির জাগরণ) অনধিকারীর হাতে নাস্তিকতায় পরিণত হওয়াতে আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, ইহাতেও নাস্তিকতা দূরীভূত না হওয়াতে আচার্য্য মধ্ব কালোপ-যোগী দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। উপযুক্ত অধিকারীর হাতে মায়াবাদ উৎকৃষ্ট সাধনাপ্রণালী; কিন্তু ইহা অনেক লোকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়াছিল যে তাঁহারা মনে করিতেন, আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব মাত্রই পূর্ণ ব্রহ্ম এবং জগৎ একান্ত মিথ্যা। কিন্তু আচার্য্যবর এইরূপ কথা কোন স্থানেই বলেন নাই, পরন্তু তিনি ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আচার্য্যগণের মতবাদে মূলবিষয়ে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ধ্যানের প্রণালীই বিভিন্ন মাত্র।

আচার্য্যগণ ও সাধুমহাত্মাগণের জন্মস্থান বা সাধনাস্থান শ্রদ্ধাসহকারে দর্শন করিলে এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্যাগশীলতা এবং বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত সাধনাজীবনের কথা ধীরভাবে স্মরণ করিলে দক্ষিণভারতে তীর্থভ্রমণ সকলেরই শ্রেয়োলাভের সহায় হইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এই পুস্তকের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

(২ হইতে ৮, ১০, ১১ ও ১৩ সংখ্যক দশখানি চিত্র দক্ষিণভারত রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে এবং ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যক তিনখানি চিত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের সৌজন্যে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
শ্রীশ্রীপূর্ব্বাচার্য্যেভ্যো নমঃ
শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ

গ্রন্থারম্ভে বন্দনা।

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অঃ ১১শ শ্লোক)

অর্থঃ—যে জ্ঞান দ্বিতীয়রহিত, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্ব বলেন ; এই তত্ত্বই (উপনিষদের) ব্রহ্ম এবং (যোগিগণকর্ত্তৃক) পরমাত্মা ও (ভক্তগণকর্ত্তৃক) ভগবান্ নামে অভিহিত। এই অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপকে গ্রন্থারম্ভে নমস্কার করি।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩শ অধ্যায়)

অর্থঃ—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) যিনি জ্ঞাতব্য, যাঁহাকে জানিলে জীব অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি।

তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম, "তিনি সৎ (ব্যক্ত)" এইরূপ বলা যায় না, "তিনি অসৎ (অব্যক্ত)" এইরূপও বলা যায় না, অর্থাৎ তিনি কেবল স্থূলজগৎস্বরূপ নহেন, তিনি কেবল জগৎকারণ অব্যক্তপ্রকৃতিস্বরূপও নহেন, প্রকৃত কথা এই যে তিনি যুগপৎ স্থূলজগদ্রূপে ব্যক্ত, জগৎকারণ মূলপ্রকৃতিরূপে অব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্তের অতীত নির্গুণ নির্ব্বিকার তত্ত্বস্বরূপ। (এই শ্লোকে, সৎ = ব্যাবহারিক সৎ বা স্থূল-দৃষ্টিতে সৎ = স্থূলরূপে ব্যক্ত; "সৎ"এর অতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই অসৎ, এইরূপ ব্যাপক অর্থে "অসৎ" কথাটী এখানে ব্যবহৃত হয় নাই, অসৎ = অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম = ব্যক্তজগতের কারণ অব্যক্ত প্রকৃতি।)

তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট হইয়া লোকসমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দর্শনাদি গুণের বিষয়রূপে (অর্থাৎ রূপাদি আকারে) প্রকাশমান, অথচ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়শূন্য; তিনি নিঃসঙ্গ অথচ সকলের আধার; তিনি নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণসকলের ভোক্তা বা পালক।

তিনি জীবগণের বহিঃস্থ এবং অন্তরস্থ; তিনি চর এবং অচর (স্থাবর এবং জঙ্গম); তিনি সূক্ষ্ম, সুতরাং (মনোবুদ্ধিদ্বারা) জানিবার যোগ্য নহেন; তিনি দূরস্থ অথচ সন্নিহিত।

তিনি ভূতগণ হইতে অভিন্ন অথচ ভিন্নবৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য, সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্মে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ); তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পালনকর্ত্তা, প্রলয়কালে গ্রাসকারী এবং সৃষ্টিকালে বহুরূপে প্রকাশমান।

তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যাদির উদ্ভাসক), তিনি মোহান্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞানস্বরূপ (বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান), তিনিই জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য (অর্থাৎ অমানিত্বাদি গীতোক্ত বিংশতি-

প্রকার জ্ঞানসাধনদ্বারা জ্ঞাতব্য) এবং সর্ব্বভূতের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) নিয়ন্তৃ-রূপে অধিষ্ঠিত।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতার উক্ত ছয়টী শ্লোকে, যাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই জ্ঞেয় পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তমকে বন্দনা করি।

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি এবং দেহাধিষ্ঠাতা পুরুষ, এই উভয়েরই আধার যে পরমাত্মা বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিষ্ণু* বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।

বেদান্তমতে যিনি যুগপৎ নির্গুণ এবং অনন্তগুণাধার, যিনি অরূপ অথচ সর্ব্বরূপ, যিনি নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অকর্ত্তা ও নির্ব্বিকার, পরন্তু ঈশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি অক্ষররূপে এবং ঈশ্বররূপে অমূর্ত্ত, অথচ অসংখ্য জীবাধিষ্ঠিত স্থূলজগদ্রূপে এবং লীলাবিগ্রহরূপে মূর্ত্ত, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে বারংবার নমস্কার করি।

যে পতিতপাবন শ্রীহরিনাম কলির জীবের ভবার্ণবতরণে নৌকাস্বরূপ এবং পরমপদপ্রাপ্তির অবলম্বন ("কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ"—বিষ্ণুপুরাণ), গ্রন্থারম্ভে সেই শব্দব্রহ্মস্বরূপ হৃৎকর্ণরসায়ন ভুবন-মঙ্গল হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতেছি।

মন, একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি ব'লে ভবসিন্ধু পারে চল,
হরি হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল।

---

* বিষ্ণুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকে বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণিত আছে :—

প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥

জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিহরি, বলরে হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখরে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ হরি চরণ কমল॥

হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বি সুখের সাগরে॥

বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

প্রথম অধ্যায়।

ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থান।

ওয়ালটেয়ার এবং বিজিয়ানাগ্রামের অনতিদূরে নিম্নলিখিত তীর্থস্থান-সমূহ বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে শ্রীকূর্ম্মম্, সিমাচলম্ ও পিঠাপুরম্ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

(১) শ্রীকূর্ম্মম্ (কূর্ম্মক্ষেত্র), (২) সিমাচলম্ (নৃসিংহক্ষেত্র), (৩) আন্নাবরম্, (৪) পিঠাপুরম্ (পাদগয়া), (৫) শ্যামলকোট।

শ্রীকূর্ম্মম্। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের আরম্ভেই শ্রীকূর্ম্মদেব দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে পাঠকগণের সহিত আমরাও গ্রন্থারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামোচ্চারণপূর্ব্বক পবিত্র হইলাম।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য ভক্তকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীকৃত দশাবতারস্তোত্র স্মরণপূর্ব্বক ভগবানের দ্বিতীয় অবতার শ্রীকূর্ম্মদেবকে প্রণাম করিয়া কূর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয় দিতেছি ঃ—

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণকিণ চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে চিকাকোল রোড্ (Chicacole Road) নামক একটী ছোট ষ্টেশন আছে; এই ষ্টেশনের দূরত্ব হাওড়া

হইতে ৪৬৬ মাইল। চিকাকোল রোড্ হইতে ৪৩ মাইল দূরে বিজিয়ানাগ্রাম (Vijianagram) এবং শেষোক্ত ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে ওয়ালটেয়ার (Waltair) এবং বিজাগাপত্তম্ (Vizagapatam) বা বিশাখাপত্তন নগর অবস্থিত, সুতরাং চিকাকোল রোড্ হাওড়া হইতে ওয়ালটেয়ার যাওয়ার পথেই পড়ে। মাদ্রাজ ডাকগাড়ী আজকাল হাওড়া হইতে সন্ধ্যা ৭টার একটু পরে ছাড়িয়া পরদিন প্রাতে প্রায় ১১টায় চিকাকোল রোডে পৌছায়। এই ষ্টেশন হইতে গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত শ্রীকূর্ম্মম্ (Srikurmam) ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত; মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, ভাড়া জনপ্রতি ॥০ আনা। এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারের বিগ্রহ বিদ্যমান।

গোবিন্দ দাসের করচায় উল্লিখিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব রসালকুণ্ডে কূর্ম্মদেব দেখিয়াছিলেন। রসালকুণ্ড (Russelkonda) চিকাকোল হইতে বহু দূরে অবস্থিত। আজকাল রসালকুণ্ডে শ্রীকূর্ম্মবিগ্রহ নাই এবং পূর্ব্বে কখনও ছিল কি না তাহা স্থানীয় অতি বৃদ্ধ লোকেরাও বলিতে পারেন না।*

ওয়ালটেয়ার—সিমাচলম্। ওয়ালটেয়ারের নিকটস্থ সিমাচলম্ একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, সিমাচলম্ নৃসিংহক্ষেত্র বা প্রহ্লাদপুরী নামে খ্যাত। কথিত আছে, ভক্তচূড়ামণি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ এই

---

* ইং ১৯৩৪ সালের মার্চ্চমাসে রসালকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারমহাশয়কে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা এই বিষয় জানিবার জন্য লিখিয়াছিলাম। তিনি ১৫ দিন যাবৎ অনুসন্ধান করিয়া ৩১শে মার্চ্চ তারিখে লিখিয়াছেন—

"There is no such temple or there was no such temple as Kurmasthan at Russelkonda or around Russ. at any time. If it is stated in any book, it is wrong information. Most of the very old people say that there was no Kurmasthan in this place. It is only at Srikurmam, a place far from this place."

স্থানে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবাপূজায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে প্রহ্লাদ-প্রতিষ্ঠিত নৃসিংহদেবের বিগ্রহ লুপ্ত হইয়া যায়। প্রবাদ এই যে বহুকাল পরে চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া বল্মীকস্তূপ হইতে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করেন এবং বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়া-দিবসে অভিষেকপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোপাখ্যান সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। ভক্তিতত্ত্বে পূর্ণ এই মধুর লীলাকাহিনী বারংবার আস্বাদন করিয়াও ভক্তজন পরিতৃপ্ত হন না, সুতরাং সিমাচল প্রসঙ্গের শেষভাগে সেই শ্রবণমঙ্গল আখ্যায়িকার সারাংশ সন্নিবিষ্ট হইল।

ওয়ালটেয়ার জংশন (Waltair Junction) বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে (B. N. Ry.) এবং মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে (M. S. M. Ry.) এই দুইটী রেলপথের সংযোগস্থল, হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ৫৪৭ মাইল (মান্দ্রাজ ডাকগাড়ীতে ১৯ ঘণ্টার পথ)। একটা যাত্রী গাড়ী (Waltair-Vizag passenger train) পুরী হইতে ছাড়িয়া প্রায় ১৫ ঘণ্টায় ওয়ালটেয়ার পৌছায়।

ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং গরুর গাড়ীর অভাব নাই। ঘোড়ার গাড়ীকে এদেশে ঝট্‌কা বলে, ঝট্‌কা দেখিতে বাঙ্গালা দেশের গরুর গাড়ীর ন্যায় (অবশ্য ঘোড়ায় টানে)। ঝট্‌কা অপেক্ষা এখানকার এদ্দু বাণ্ডিতে (অর্থাৎ গরুর গাড়ীতে) বসিবার ব্যবস্থা ভাল। ষ্টেশন হইতে ন্যূনাধিক ১॥ মাইল দূরে টর্ণার ছত্র (সত্র) নামক একটী মিউনিসিপ্যাল্ ছত্র বিদ্যমান। এই ছত্রের কয়েকটী ঘরে সকলেই বিনাভাড়ায় বাস করিতে পারেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল প্রত্যেক ঘরের ভাড়া দৈনিক ॥৹ আনা হইতে এক টাকা। ছত্রের প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান আছে, অদূরে অল্প উচ্চ একটী পাহাড় থাকাতে দৃশ্যও মনোরম; কিন্তু

এখানে পাইখানার সুবন্দোবস্ত নাই। সহরের মধ্যে এবং সমুদ্র তীরে ঘর ভাড়া বা বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, হোটেলও আছে।

ওয়ালটেয়ার ও বিজাগাপত্তম্ এই দুই স্থান একযোগে বস্তুতঃ একটী মাত্র সহর। এই সহর বিজাগাপত্তম্ জিলার প্রধান নগর এবং বঙ্গোপসাগর তীরে অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারের যে অংশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী উচ্চ স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম উচ্চ ওয়ালটেয়ার (Uplands Waltair)। এই অংশে জিলার উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের বাস এবং জয়পুরের মহারাজা, বিজিয়ানাগ্রামের রাজা প্রভৃতির প্রাসাদ বিদ্যমান। এখানেই খ্যাতনামা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। উচ্চ ওয়ালটেয়ার একটী সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান, কিন্তু নিম্ন ওয়ালটেয়ার ও বিজাগাপত্তম্ সেইরূপ নহে।

ওয়ালটেয়ারের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান উচ্চ ওয়ালটেয়ার ও তৎসন্নিহিত সমুদ্রতীর এবং বিজাগাপত্তনের পরম রমণীয় সুবৃহৎ পোতাশ্রয় (Harbour)। সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের পাদদেশে একটী খাল (back-water) আছে, এই খাল অবলম্বন করিয়া বহুব্যয়ে পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে অপর পারে একটী পাহাড় দৃষ্টিপথে পতিত হয়, নিকটেও আর একটী পাহাড় আছে; সুতরাং এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে গণেশজীর মন্দির, পীরের দরগা এবং খৃষ্টানদিগের ভজনগৃহ (Church) বিদ্যমান। এই তিনটী ধর্ম্ম-মন্দির পূর্ব্বে একই পাহাড়ের উপরে ছিল; কিন্তু পাহাড়ের মধ্য দিয়া পোতাশ্রয় পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হওয়াতে, ধর্ম্মমন্দির তিনটী এক্ষণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রে বাষ্পীয় পোত যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমুদ্রতীরে একটী লাইট-হাউস্ (Light-house) আছে।

বিজাগাপত্তম্ হইতে কিঞ্চিদধিক ৯ মাইল দূরে অবস্থিত সিমাচলম্ (সিংহাচলম্) বা নৃসিংহপর্ব্বতের উপরে নৃসিংহদেবের মন্দির বিদ্যমান (মাদ্রাজ অঞ্চলে "সিং" এর উচ্চারণ "সিম্", সুতরাং সিংহাচলম্

=সিম্‌হাচলম্‌=সিমাচলম্‌)। বিজাগাপত্তম্‌ হইতে মোটর বাস্‌এ বা ঝট্‌কায় সিমাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করা যায়। পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা বাই উৎকৃষ্ট সোপানশ্রেণী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। শিখরদেশ পর্য্যন্ত সোপানসংখ্যা প্রায় এক সহস্র, কতিপয় সোপানের পর পরই এক একটী সমতল স্থান বিদ্যমান, সুতরাং আরোহণে ক্লেশ হয় না। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে স্থলে স্থলে পর্ব্বতোপরি আম, কাঁঠাল, কলা ও পেঁপে গাছ শোভা পাইতেছে এবং পর্ব্বতের নির্ঝরিণী হইতে নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতেছে। পথশ্রান্ত তৃষ্ণাতুর পথিকের তৃষ্ণানিবারণের জন্য প্রকৃতিদেবীর কি অপার করুণা!

পাহাড়ের নীচেই ডুলি পাওয়া যায়, অসমর্থ লোকেরা ডুলিতে চাপিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে পারেন। এক এক খানা ডুলির ভাড়া (যাতায়াতের নিমিত্ত) তিন টাকা হইতে চারি টাকা। পর্ব্বতোপরি একটী সমতল স্থানে ডুলি হইতে অবতরণ করিতে হয়। এই স্থান হইতে বাম দিকের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে "গঙ্গাধারা" নামক প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রবণের নির্ম্মল সুশীতল জল একটী গোমুখের মধ্য দিয়া অবিরাম প্রবলবেগে নির্গত হইতেছে। কথিত আছে, গঙ্গাধারার সহিত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিধারা অলৌকিক ভাবে যুক্ত আছে। যাত্রিগণ গঙ্গাধারার পবিত্র সুশীতল জলে স্নান ও তর্পণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন, অতঃপর নিকটবর্ত্তী একটী মন্দিরে শ্রীশ্রীসীতারামের বিগ্রহ দর্শন করিতে হইবে। গ্রহণের সময়ে এবং অন্যান্য পুণ্যতিথি বা স্নানের যোগ উপলক্ষে স্থানীয় লোকেরা গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

পূর্ব্বোক্ত সমতল স্থান হইতে অন্যপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দির নয়নপথে পতিত হইবে। মন্দির-প্রবেশের দক্ষিণা জন প্রতি ৴০ আনা দিতে হয়। ঠাকুরের ভেট পূজা

বা কর্পূরারতির জন্য যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই দিতে পারেন। মন্দিরাভ্যন্তরে নৃসিংহদেবের বিগ্রহ চন্দনচর্চ্চিত আবরণে সর্ব্বদাই আবৃত থাকে। বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ মূলবিগ্রহ প্রদর্শিত হয়। জন্মোৎসব প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুলোক সমাগত হয়। দেবালয়ের সমস্ত কার্য্য বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত, ইহার চূড়া স্বর্ণে মণ্ডিত এবং বহির্দেশ বিবিধ কারুকার্য্যযুক্ত। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রস্তরস্তম্ভে সুশোভিত। একটী পৃথক্ মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

যে পথটী ঝরণার দিকে গিয়াছে, তাহার এক স্থান হইতে সোপানশ্রেণী আরও উর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। এই স্থানে একটী সুন্দর উদ্যান বিদ্যমান, তন্মধ্যে কয়েকটী ফোয়ারা আছে। উক্ত সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক আরও উচ্চে আরোহণ করিলে দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের দৃশ্য নয়নগোচর হইবে।

বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি কেহ ওয়ালটেয়ার গমন করেন, তবে তিনি উচ্চ ওয়ালটেয়ার এবং সিমাচলের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন এবং সুশীতল সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

সিমাচলশৈলে গঙ্গাধারার পূতসলিলে স্নানপূর্ব্বক আসুন একবার শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত নৃসিংহদেবের পবিত্র লীলাকাহিনী স্মরণ করিতে করিতে সংসারের সকল সুখদুঃখের অঞ্জলি ভগবচ্চরণে সমর্পণ করি এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কথিত ভক্তিসাধনার বীজ এই পবিত্র প্রহ্লাদপুরী হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, আর আমরা সকলে প্রহ্লাদের অনুগামী হইয়া শ্রীনরসিংহদেব সমীপে নিবেদন করি যেন শ্রীগুরুকৃপাবারিবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া এই বীজ

যথাকালে পত্রপুষ্পশোভিত ভক্তিলতারূপে আমাদের হৃদয়কুঞ্জে বিরাজমান হয়। জয় ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদের জয়, জয় শ্রীনৃসিংহদেবের জয়।

প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণনের আরম্ভে বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তব স্মরণ করা যাউক :—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

* * * *

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥

* * * *

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥

* * * *

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদোপাখ্যান :—পুরাকালে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার বরে, দেব, দানব এবং মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্ট জীবের অজেয় ও অবধ্য হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু এইরূপে ত্রিভুবনবিজয়ী হইলেন এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্বর্গের ও পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ অবতারে তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন.

এই কথা স্মরণ করিয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মহাগর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর প্রতিও দ্বেষ করিতে লাগিলেন। তৎকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং বহু স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। তখন অলৌকিক দৈববাণীরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বৈ আশু বিনশ্যতি।

যে ব্যক্তির দেবগণে, বেদে, গোসকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুজনে, ধর্ম্মে এবং ভগবানে বিদ্বেষ হয়, সে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা নিশ্চিত।

ভগবান্ আরও বলিলেন, "যখন ঐ দৈত্য তাহার নিজ তনয় মদ্ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি হিংসাচরণ করিবে, তখন আমি উহাকে বধ করিব।"

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ অসুরকুলজাত হইয়াও অসুরভাবরহিত, সচ্চরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণপ্রিয়, নিস্পৃহ ও নিরভিমান ছিল। সে স্বভাবতঃ ভগবান্ বাসুদেবে একান্ত অনুরক্ত ছিল। বাল্যকালে সে অন্য বালকের ন্যায় খেলা করিত না, কৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া জড়বৎ বিচরণ করিত, গ্রহাদিতে আবিষ্টের ন্যায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণভাবাবিষ্ট থাকিত এবং জগৎ যে কিরূপ তাহা দেখিয়াও দেখিত না। শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া প্রহ্লাদ কখনও হাস্য, কখনও নৃত্য, কখনও বা উচ্চকণ্ঠে গান করিত।

হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ড ও অমর্কের উপরে প্রহ্লাদ ও অন্যান্য বালকের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। কিছুকাল পরে এক দিন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি কি শিক্ষা করিয়াছ বল"। প্রহ্লাদ বলিল, পিতঃ, গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া শ্রীহরির চরণ আশ্রয় করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি; দিবানিশি হরিনাম স্মরণে আমি আনন্দ লাভ করি।

(গান)

হরি নাম বড় ভালবাসি ।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি ॥
সে নাম স্মরণে শিহরে পরাণ, পুলকে অশ্রুবারি ।
নামে সুধাঝরে পিয় প্রাণ ভরে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥

হিরণ্যকশিপু হাস্য করিলেন এবং শিক্ষকদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন বৈষ্ণবগণ ছদ্মবেশে আসিয়া বালকের বুদ্ধিভেদ না জন্মায়। অতঃপর শণ্ডামার্ক বহু চেষ্টা এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারাও প্রহ্লাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা প্রহ্লাদকে অনেক প্রকার সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডরূপ নীতি শিক্ষা দিলেন। কিছুদিন পরে হিরণ্যকশিপু পুনরায় প্রহ্লাদকে পূর্ব্ববৎ তাঁহার পাঠের কথা স্নেহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহ্লাদ বলিল,

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

অর্থ :—(হে পিতঃ), শ্রবণ (শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণ), কীর্ত্তন (নামকীর্ত্তন ও গুণাদিবর্ণন), স্মরণ (শ্রীবিষ্ণুস্মরণ—রূপধ্যানাদি), পাদসেবন (শ্রীচরণসেবা), অর্চ্চন (পূজা), বন্দন (নমস্কারাদি বা স্তবাদি দ্বারা প্রণাম), দাস্য (স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির অনুগত দাসরূপে সকল কর্ম্ম করা), সখ্য (শ্রীহরিই আমার সখা এই বুদ্ধিতে নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে ভালবাসা), আত্মনিবেদন (নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ—গৃহধনপুত্রদারাদি এবং নিজের দেহ, মন ও বুদ্ধি এই সমস্তের প্রতি আত্মবুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে তৎসমস্তের সমর্পণ), পুরুষ যদি

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি এই নবলক্ষণা ভক্তি সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে পারে, তবে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন (সকল অধ্যয়নের সার), এইরূপ আমার বিশ্বাস।

হিরণ্যকশিপু এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "রে অভদ্র! তোর গুরুই কি তোকে এই শিক্ষা দিয়াছে? নচেৎ তোর এই কুমতি কোথা হইতে হইল?"

প্রহ্লাদ বলিল, যে সকল বিষয়াসক্ত জীব বিষয়ী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় ঘোর সংসারকূপেই নিপতিত হয়। আরও দেখুন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

[যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং ন বৃণীত, তাবৎ এষাং বিষয়াসক্তানাং মতিঃ উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং (শ্রীবিষ্ণুচরণং) ন স্পৃশতি, যদর্থঃ (যস্ত পাদ-রজসঃ অর্থঃ) অনর্থাপগমঃ (নিখিলদুঃখনিবৃত্তিকরঃ)]

অর্থ:—যাবৎ বিষয়াসক্ত জীবসকল নিরভিমান মহাত্মাগণের পদধূলি দ্বারা আপনাদিগকে অভিষিক্ত না করে, তাবৎ যে চরণস্পর্শে সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়, সেই (পরম মঙ্গল) শ্রীবিষ্ণুচরণ স্পর্শ করিতে তাঁহাদের মতি হয় না। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি মহৎকৃপাসাপেক্ষ।

হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহ্লাদকে নিজের ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আরক্তনেত্রে বলিলেন, "দৈত্যগণ! আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর চরণসেবক এই পাপিষ্ঠকে বধ কর।"

দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট ভয়ঙ্কর দানবগণ প্রহ্লাদের সকল মর্ম্মস্থানে শূলদ্বারা প্রহার করিল, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদ সর্ব্বজীবজীবন পরব্রহ্মে একান্ত যোগযুক্ত থাকাতে ঐ সকল মর্ম্মভেদ প্রহারেও ব্যথিত বা বিচলিত হইল না। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে বিবিধ উপায়ে বধ করিবার চেষ্টা

করিলেন। দিগ্‌গজ, সর্প, অভিচার, পর্ব্বতাদি হইতে পাতন, নানা-প্রকার মায়া, গর্ত্তে নিরোধ, বিষপ্রদান, অনাহার, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল, পর্ব্বত চাপান প্রভৃতি নানা উপায়েও পুত্রকে নিহত করিতে অসমর্থ হইয়া, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে শুক্রাচার্য্যতনয় শণ্ড ও অমর্ক দৈত্যরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, পিতৃদেব শুক্রাচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষায় ইহাকে বরুণপাশে আবদ্ধ রাখুন যেন পলায়ন না করে, বয়সের সঙ্গে প্রহ্লাদের বুদ্ধি ক্রমশঃ ভালও হইতে পারে।"

গুরুপুত্রবাক্যে সম্মত হইয়া দৈত্যাধিপতি বলিলেন, আপনারা ইহাকে গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন।

গুরুপুত্রদ্বয় প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ উপদেশ করিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ তৎসমস্ত উত্তম বলিয়া স্বীকার করিল না, পরন্তু গুরুপুত্রদের অনুপস্থিতিকালে অন্যান্য দৈত্যবালককে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিল। প্রহ্লাদ বলিল, পূর্ব্বে আমি মহাভাগ দেবর্ষি নারদের নিকটে যে পবিত্র ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই সারাংশ তোমা-দিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর (৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম স্কন্ধ):—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥২
তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥৪
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥৫
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ২৪

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা। ২৫
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ২৬

অর্থ:—শ্রীবিষ্ণুর চরণসেবাই পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনিই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, বন্ধু এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। ২

যাহা হইতে কেবল আয়ুঃক্ষয় হয়, পরন্তু মঙ্গলময় শ্রীমুকুন্দের চরণ লাভ হয় না, সেই প্রকার বিষয়ে প্রয়াস কখনই কর্ত্তব্য নহে। ৪

সংসারে জন্মলাভ করিয়া সুচতুর পুরুষ, যাবৎ শরীর সমর্থ ও কার্য্যক্ষম থাকে, তাবৎ নিজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য যত্ন করিবে। ৫

অতএব, অসুরভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া এবং সৌহৃদ্য স্থাপন কর, তাহা হইলে আনন্দময় শ্রীহরি তুষ্ট হইবেন। আমাদের গুরু যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ও আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং নানাপ্রকার বার্ত্তা বর্ণন করিয়াছেন, সে সকল ত্রিগুণময় বেদপ্রতিপাদ্য বটে; কিন্তু জীবের প্রিয়সুহৃৎ পরমপুরুষে আত্মসমর্পণই সত্য জানিবে। ২৪-২৬

দৈত্যবালকেরা বলিল, হে প্রহ্লাদ! তুমি এবং আমরা সর্ব্বদা একত্র বাস করিতেছি, তবে তুমি একাকী কিরূপে দেবর্ষি নারদের সঙ্গ লাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, আমাদের এই সন্দেহ ভঞ্জন কর।

প্রহ্লাদ বলিল, পিতৃদেব যখন তপস্যার্থে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম। এই সময়ে দানবপুরী দেবগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে দেবর্ষি নারদ মাতৃদেবীকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। তখন দেবর্ষি মাতৃগর্ভস্থ আমাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, ঋষির কৃপায় তৎসমস্তই আমার

মনে আছে। সেই পবিত্র তত্ত্বকথাই আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি এবং আরও বলিতেছি শ্রবণ কর (৭ম অধ্যায়, ৭ম স্কন্ধ) ঃ—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯

অর্থ ঃ—আত্মা নিত্য (সর্ব্বাবস্থায় ও সকল কালে বিদ্যমান) অব্যয় (ক্ষয়শূন্য), শুদ্ধ (দোষহীন), অদ্বিতীয়, ক্ষেত্রজ্ঞ (সর্ব্বান্তর্যামী), সকলের আশ্রয়, বিকারশূন্য, স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, হেতু (সকলের কারণ), ব্যাপক (বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে অখণ্ড চৈতন্যরূপে বিদ্যমান এই অর্থে সর্ব্বব্যাপী), অসঙ্গী (অনাসক্ত), আবরণহীন।

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০

শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১

হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ ॥ ৩২

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৩৩

অর্থ ঃ—গুরুশুশ্রূষা, গুরুভক্তি, সর্ব্বস্ব অর্পণ, সাধু ও ভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা এবং তদীয় গুণকর্ম্মাদির বর্ণন, ভগবৎপাদপদ্মধ্যান এবং শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাদি, এই সকল কর্ম্মদ্বারা ভগবানে ভক্তি লাভ হয়। ভগবান্ হরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন, এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধিতে সর্ব্বভূতের সন্তোষ উৎপাদনে যত্নবান্ হইলে। এই প্রকারে

ষড়রিপুদমনকারী পুরুষ ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করিবে, এবং ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্ বাসুদেবে একান্ত রতি বা প্রেম লাভ করিবে। ৩০-৩৩

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্। ৪৮

[যদপাশ্রয়াঃ (যদধীনাঃ) অনীহয়া (কামনারাহিত্যেন) অনীহম্ (নিরপেক্ষম্) ঈশ্বরং হরিম্ আত্মানং ভজত (আশ্রয়ত)]

অর্থ :—অতএব, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যাঁহার অধীন, তোমরা নিষ্কামভাবে সেই নিরপেক্ষ সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মারূপী শ্রীহরিকে ভজনা কর।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্॥ ৫৫

অর্থ :—শ্রীগোবিন্দে একান্ত ভক্তি এবং সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবদর্শন, পুরুষের এইমাত্রই পরম পুরুষার্থ।

দৈত্য বালকগণ প্রহ্লাদের উপদেশই গ্রহণ করিল, কিন্তু শণ্ড ও অমর্কের উপদেশ আর গ্রহণ করিল না। শুক্রাচার্য্যতনয়েরা ভীত হইয়া দৈত্যরাজকে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে কর্কশবাক্যে প্রহ্লাদকে বলিলেন, “রে মূঢ়, এখনই খড়্গদ্বারা তোর মস্তক ছিন্ন করিব। যদি আমা ছাড়া জগতের ঈশ্বর থাকে, তবে দেখি তোর সেই ঈশ্বর কিরূপে তোকে রক্ষা করে। যদি তোর কথা সত্য হয়—যদি সে সর্ব্বত্রই থাকে, তবে এই স্তম্ভমধ্যে তাহাকে দেখা যায় না কেন ?”

এই বলিয়া দৈত্যরাজ খড়্গহস্তে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ মুষ্টিদ্বারা স্তম্ভকে আঘাত করিলেন। তখনই তাহা হইতে একটী ব্রহ্মাণ্ডভেদী ভয়ানক শব্দ হইল এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তের কথা সত্য করিবার নিমিত্ত এবং নিজ সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকটনার্থ, মৃগও নহে, মানুষও

নহে, এইরূপ অদ্ভুত নরসিংহমূর্ত্তিতে সভামধ্যে প্রকট হইলেন এবং অল্প-সময়মধ্যেই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন।

হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিগণ, মনু, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইয়া দূর হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিলেন; কিন্তু তদীয় অদ্ভুত ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলিত করিলেন এবং কালভয়ে ভীত জনগণের অভয়দ নিজ করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে অর্পণ করিলেন। প্রহ্লাদ শ্রীহরির করকমলস্পর্শে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং নৃসিংহদেবের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

প্রহ্লাদ বলিলেন :—

হে পরমেশ! রজোগুণে সমুদ্ভূত, তমোগুণপ্রধান দৈত্যকুলজাত এই অধমের মস্তকে করকমল অর্পণ করিয়া আজ যেরূপ কৃপা করিলেন, ব্রহ্মা, রুদ্র এমন কি লক্ষ্মীদেবীকেও সেইরূপ কৃপা আপনি করেন নাই।

হে প্রভো! আপনার কথামৃতপানে বিমুখ মোহাচ্ছন্ন সংসারী জীবগণের জন্য আমার দুঃখ হয়। সকল লোকের ত্রাণ করাও আপনার পক্ষে দুষ্কর নহে।

হে দেব! মুনিগণ নিজ নিজ মুক্তিকামনায় নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করেন, কিন্তু প্রায়ই তাঁহারা অন্যের ত্রাণার্থ তপস্যা করেন না। পরন্তু আমি এই সকল দীন দৈত্যবালকগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তিলাভ করিতে চাহি না।

হে পূজ্যতম! নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, অর্চ্চন, লীলাস্মরণ, গুণকথা-শ্রবণ এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে আপনার শ্রীচরণে কেহই ভক্তিলাভ

করিতে পারে না। আপনার দাস যেন এই সেবা হইতে বঞ্চিত না হয়।

এই প্রকার বহুবিধ স্তবে স্তূয়মান ও বন্দিত হইয়া শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কামনাকে ভক্তিযোগের অন্তরায় মনে করিয়া সহাস্তবদনে শ্রীহরিকে বলিলেন, হে প্রভো! আপনি কি ভৃত্যলক্ষণ পরীক্ষার জন্যই হৃদয়ের গ্রন্থিস্বরূপ সংসারবন্ধনের হেতুভূত কামনাবিষয়ে এ দাসকে প্রেরণ করিতেছেন? যে আপনার নিকটে কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে, সে প্রকৃত সেবক নহে, সে বণিক্। হে বরদশ্রেষ্ঠ! যদি একান্তই আপনি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি যেন আমার হৃদয়ে কামাঙ্কুর না জন্মে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মানব অন্তরের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই, পবিত্র ভগবদ্ভাব লাভ করিবার যোগ্য হয়। অবশেষে প্রহ্লাদ নিম্নোক্ত বাক্যে শ্রীভগবানের বন্দনা করিলেন—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে বৎস! তোমার ন্যায় মদগতচিত্ত ভক্তেরা ইহকাল বা পরকালের কল্যাণের জন্য বর প্রার্থনা করেন না ইহা সত্য, তথাপি আমার আজ্ঞায় তুমি বর্ত্তমান মন্বন্তরের অবশিষ্ট কাল যাবৎ দৈত্যেশ্বরগণের ভোগসকল ভোগ কর। আমার প্রিয় কথা সকল সেবা করিতে করিতে নিজ হৃদয়ে আমাকে ধ্যান কর এবং যোগদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বররূপে আমার আরাধনা কর। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ পুণ্য এবং পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া অন্তিমে বন্ধনমুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার নিকটে এই প্রার্থনা

করি যে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার পিতার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তাঁহাকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অনঘ! কুলপাবন তুমি যখন এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পিতা পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষের সহিত পবিত্র হইয়াছে। হে প্রহ্লাদ! তুমি আমার ভক্তমধ্যে আদর্শ-স্থানীয়। তুমি এখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান কর এবং মদ্গতচিত্তে কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর।

অতঃপর শ্রীহরি ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা ও শুক্রাচার্য্যাদি প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রহ্লাদকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রহ্লাদকে নির্জ্জনে পাইয়া আসুন এক বার সকলে প্রাণের কথা নিবেদন করি :—

ভক্তরাজ! তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা, দৈত্যবালকগণকে ত্যাগ করিয়া তুমি একাকী মুক্তি কামনা করিলে না, আমাদিগের প্রতিও একটু কৃপাদৃষ্টি করিও। তোমার শ্রীমুখবিগলিত যে সুধাপানে দৈত্যবালকেরা বিভোর হইয়াছিল, তাহার এক বিন্দু পাইলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। জীবের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও বোধ হয় তুমি আবার বিদেহমুক্ত জীবরূপে লীলা করিতেছ, বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত তোমার ন্যায় ভক্তেরাই সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল জীবকে প্রেম বিলাইতেছেন। হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

আন্নাবরম্। ওয়ালটেয়ার হইতে ৭১ মাইল দূরে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথে আন্নাবরম্ (Annavaram) নামক একটী ছোট ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির

বিদ্যমান। ওয়ালটেয়ার হইতে পিঠাপুরম্ বা রাজামহেন্দ্রী যাওয়ার পথে এই মন্দির দর্শন করিতে পারেন।

পিঠাপুরম্ (পাদগয়া)। ওয়ালটেয়ারের ৮৬ মাইল দক্ষিণে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথে পিঠাপুরম্ (Pithapuram) নামক ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পাদগয়া অবস্থিত। ষ্টেশনে ঝট্‌কা ও গোশকট পাওয়া যায়।

ভারতে তিনটী গয়াতীর্থ (অধস্ত্রিগয়া) বিদ্যমান (ঊর্দ্ধত্রিগয়া হিমালয়ে):—

(১) বিহার প্রদেশে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গয়া ষ্টেশনের নিকটে শিরোগয়া, এই গয়াতীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

(২) উড়িষ্যা প্রদেশে যাজপুরে বিরজা দেবীর মন্দিরে নাভিগয়া।

(৩) মাদ্রাজ প্রদেশে পিঠাপুরের নিকটে পাদগয়া।

পরলোকগত পিতৃপুরুষাদির উদ্ধারার্থে হিন্দুগণ উক্ত তিনটী গয়াতীর্থের যে কোনটীতে বা তিনটীতেই শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন।

বায়ু পুরাণে গয়ামাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, উক্ত পুরাণ হইতে সংগৃহীত গয়াতীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পুরাকালে গয়াসুর নামে একজন পরাক্রমশালী বিষ্ণুভক্ত দানব ছিলেন, ইঁহার দেহের উচ্চতা ১২৫ যোজন ছিল। গয়াসুর বহু সহস্র বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করেন। ভগবান্ বিষ্ণু, মহাদেব এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ গয়াসুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, গয়াসুর! আমরা প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। গয়াসুর বলিলেন—

হে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরপ্রমুখ দেবগণ! আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর দান করুন, আমি যেন দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীব অপেক্ষা এবং জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র হইতে পারি। দেবগণ তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর ত্রিভুবনের সমস্ত জীব গয়াসুরের পবিত্র দেহ দর্শন করিয়া

উদ্ধার হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে লোকালয় এবং যমপুরী শূন্যপ্রায় হইলে দেবতারা ব্রহ্মার সমভিব্যবহারে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন—

হে ব্রহ্মন্! আপনি গয়াসুরের নিকটে গমন করিয়া যজ্ঞের জন্য তাহার দেহ প্রার্থনা করুন। অতঃপর ব্রহ্মা গয়াসুরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে গয়াসুর! আমি যজ্ঞের জন্য পবিত্র স্থানের অনুসন্ধান করিতেছি, তোমার দেহ বিষ্ণুর প্রসাদে অতি পবিত্র, পৃথিবীর কোন তীর্থস্থানই এইরূপ পবিত্র নহে। অতএব, তোমার পবিত্র দেহ যজ্ঞার্থে আমাকে অর্পণ কর। গয়াসুর বলিলেন—

হে দেবদেবেশ! আমি ধন্য যে আপনি আমার দেহ প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনি আমার দেহে যাগ করিবেন, সুতরাং আমার পিতৃকুলও ধন্য। আপনিই এই দেহ সৃজন করিয়াছেন, আপনিই ইহার পবিত্রতা বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বভূতের উপকারের নিমিত্ত এই দেহে যাগ অনুষ্ঠিত হউক।

এই বলিয়া গয়াসুর উত্তরে মস্তক এবং দক্ষিণে পদদ্বয় স্থাপন করিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ("শিরঃ কৃত্বোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃত্বা তু দক্ষিণে"—বায়ুপুরাণ)।

ধন্য গয়াসুর, ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম, তোমার কঠোর তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জীবের উদ্ধার, সেই নিমিত্তই তুমি বর চাহিয়াছিলে, তোমার দেহ যেন সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হয়, আর অবশেষে তুমি সর্ব্বভূতের হিতার্থে আত্মবলিদান করিয়া জগতের আদর্শ হইয়া রহিয়াছ। পাদগয়ায় তোমার চরণে প্রণাম করিয়া এবং পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম। তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

অতঃপর ব্রহ্মা গয়াসুরের পবিত্র দেহোপরি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মা যমরাজকে বলিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার

গৃহে এক শিলা জন্মিয়াছে, ঐ শিলা গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন কর, যেন তাহার মস্তক নিশ্চল হয়। মহর্ষি মরীচির পত্নী ধর্ম্মব্রতা পতিশাপে শিলারূপী হইয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে বরলাভ করিয়াছিলেন যে এই শিলা পবিত্র শ্রেষ্ঠ মুক্তিতীর্থস্বরূপ হইবে এবং এই শিলায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া মানব আপনার সহিত পিতৃগণের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। শিলা মস্তকে স্থাপিত হইলেও গয়াসুর শিলাসহ বিচলিত হইতে থাকিলেন। তখন ব্রহ্মার আদেশে রুদ্রাদি দেবতা স্ব স্ব পদ দ্বারা শিলাকে চাপিয়া ধরিলেন, তথাপি শিলা নিশ্চল হইল না।

অতঃপর ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরে গমনপূর্ব্বক শেষশায়ী বিষ্ণুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ গদাধর বিষ্ণু স্বয়ং গয়াসুরের সমীপে আগমন করিলেন এবং তদীয় মস্তকোপরি স্থাপিত শিলার উপরে পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন। গয়াসুর ভগবান্‌কে স্তবদ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, যত দিন সৃষ্টি থাকিবে, তত দিন গদাধর বিষ্ণু সমস্ত দেবগণ সহ এবং সমস্ত তীর্থের সহিত এই শিলায় ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অধিষ্ঠান করুন, আর এই শিলা আমার নামানুসারে গয়াক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হউক, এই ক্ষেত্রে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া মানবগণ সহস্র সহস্র কুল উদ্ধার করুক, এখানে যাহাদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান হইবে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হউক। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ গয়াসুরকে বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে এবং আমাদের পাদপদ্ম পূজা করিয়া তুমি পরম গতি লাভ করিবে।

বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে নাভিগয়া এবং পাদগয়ার মাহাত্ম্যও বর্ণিত আছে :—

আক্রান্তং দৈত্যজঠরম্ ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা
নাভিকূপসমীপেতু দেবী যা বিরজা স্থিতা।
তত্র পিণ্ডাদিকং কৃত্বা ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ॥

মহেন্দ্রগিরিণা তস্য কৃতৌ পাদৌ সুনিশ্চলৌ।
তত্র পিণ্ডাদিকৃৎ সপ্তকুলানুদ্ধরতে নরঃ॥

অর্থঃ—পবিত্র বিরজাদ্রিদ্বারা দৈত্যজঠর আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার নাভিকূপসমীপে বিরজাদেবী অধিষ্ঠিতা। ঐ স্থানে পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম করিয়া মানব ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মহেন্দ্রগিরিদ্বারা দৈত্যের পদদ্বয় নিশ্চল করা হইয়াছে, ঐ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিয়া মানব সপ্তকুল উদ্ধার সাধন করে।

কটকের উত্তরে অবস্থিত বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের যাজপুর রোড্ নামক ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল দূরে বৈতরণীর একটী শাখা নদী আছে, নৌকাযোগে ঐ নদী পার হইয়া আরও ৭ মাইল অগ্রসর হইলে যাজপুর সহর পাওয়া যায়। সহরের নিকটে বিরজাদেবীর মন্দিরে নাভিগয়া বিদ্যমান। যাজপুর রোড হইতে উক্ত নদী পর্য্যন্ত এবং নদীর অপর পার হইতে যাজপুর সহর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে।

পিঠাপুরে পাদগয়া অবস্থিত, এখানে কোথাও মহেন্দ্রগিরি নামক পর্ব্বত আছে কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। গয়াসুর একটু বক্রভাগে পতিত হইয়া থাকিলে মস্তক গয়ায়, নাভি যাজপুরে এবং পদদ্বয় পিঠাপুরে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রাম জিলায় চন্দ্রনাথ তীর্থের নিকটে পাদগয়া অবস্থিত। শিরোগয়া বিহার প্রদেশে এবং নাভিগয়া উৎকলান্তর্গত যাজপুরে, এতৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে, গয়াসুর মস্তক উত্তরে এবং পাদদ্বয় দক্ষিণে রাখিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। মস্তক গয়ায় এবং নাভি যাজপুরে পড়িলে পদদ্বয় আরও দক্ষিণে পতিত হওয়ারই কথা। চন্দ্রনাথতীর্থ যাজপুরের দক্ষিণে নহে, উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। পিঠাপুরম্ যাজপুরের ঠিক দক্ষিণে না হইলেও দক্ষিণপশ্চিমে। অতএব, ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে বায়ুপুরাণমতে,

পাদগয়া চন্দ্রনাথতীর্থে এই সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পাদগয়া পিঠাপুরের নিকটে অবস্থিত এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সমীচীন।

পিঠাপুর ষ্টেশনের এক মাইল দূরে কুক্কুটেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। দেবালয়ের মধ্যে পৃথক্ মন্দিরে পার্ব্বতীদেবী বিরাজিতা। নিকটেই একটী কুণ্ড বা সরোবর আছে। দেবালয়ের যে স্থানে বিষ্ণু-পাদপদ্মের চিহ্ন বিরাজমান, সেই স্থানটী পাদগয়া নামে খ্যাত। প্রধানতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশের লোকেরাই এই স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী পিঠাপুরে শ্রাদ্ধাদি করেন।

গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য বায়ুপুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। তর্পণ ও পিণ্ডদানের প্রাণস্পর্শী মন্ত্রসমূহ পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে এমন উদার ভাব হিন্দুজাতি ভিন্ন জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। পিতৃবংশে, মাতৃবংশে, গুরু, শ্বশুর ও বান্ধব বংশে যাঁহারা মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই স্মরণ করিতে হয়; যিনি যেখানেই থাকুন, নরকেই হউন বা অন্য যোনিতে জাতই হউন,—নাম জ্ঞাত হউক বা অজ্ঞাত হউক—সকলেরই পিণ্ডদান করিতে হয়; এমন কি, ভৃত্য, আশ্রিত, মিত্র, শিষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে কৃতোপকার, ইত্যাদি সকলের এবং ইহ জন্মে কি অন্য জন্মে যাঁহারা পিণ্ডদাতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্তের কথা স্মরণ করিয়া সকলের উদ্দেশেই পিণ্ডদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদিতে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপ সার্ব্বজনীন স্মৃতিতর্পণ এবং কল্যাণকামনা আত্মবুদ্ধি প্রসারিত করিয়া আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে এবং পবিত্র বিশ্বজনীন প্রেমের ভাব জাগরিত করিয়া কঠিন প্রাণকেও সরস করিয়া তোলে।

গর্ভধারণ কাল হইতে মাতা সন্তানের জন্য কত যাতনা ভোগ করেন, মাতৃষোড়শীমন্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে, অর্থবোধসহকারে এই মন্ত্র পাঠ

করিয়া যিনি গয়ায় স্বীয় গর্ভধারিণীকে যোড়শ পিণ্ড দান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই তৎকালে অশ্রুসিক্তনয়ন হইবেন এবং মাতৃস্মৃতি দ্বারা নিজের জীবন পবিত্র ও ধন্য হইল এইরূপ অনুভব করিবেন। পিণ্ডদানের শাস্ত্রোক্ত ফল যাহাই হউক না কেন, পিণ্ডদাতার চিত্তশুদ্ধি এবং পবিত্রতা ইহার প্রত্যক্ষ ফল, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাদগয়া হইতে ৬ মাইল দূরে শ্যামলকোট জংশন নামক একটী অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশন আছে। পাদগয়ার কার্য্য সমাপনান্তে পিঠাপুর ষ্টেশনে না ফিরিয়া যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে মোটর বাস্এ বা ঝট্কায় শ্যামলকোট্ ষ্টেশনে যাইতে পারেন।

শ্যামলকোট্। ওয়ালটেয়ার হইতে ৯৩ মাইল দূরে পিঠাপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে শ্যামলকোট (Samalkot) জংশন অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে একটী রেলপথ সমুদ্রতীরস্থ কোকনদ (কাঁকনাড়া) পোর্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে। শ্যামলকোট ষ্টেশনের আধ মাইল দূরে খালের অপর পারে মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। নিকটে সুন্দর একটী বাঁধান কুণ্ড আছে। এই দেবালয়ে ভীমেশ্বর নামে সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোদাবরী অঞ্চলের তীর্থ।

গোদাবরী অঞ্চলে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা তীর্থসমূহ বিদ্যমান। গোদাবরী স্নানের নিমিত্ত এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত তীর্থে, বহুযাত্রিসমাগম হইয়া থাকে।

(১) রাজামহেন্দ্রী বা গোদাবরী, (২) কোকনদ (কাঁকনাড়া)
(৩) দ্রাক্ষারাম (৪) কোটিপল্লি।

রাজামহেন্দ্রী (গোদাবরী)। ওয়ালটেয়ার হইতে এম্. এস্. এম্. রেলওয়ে যোগে ১২৫ মাইল দূরে (শ্যামলকোটের ৩২ মাইল দক্ষিণে) রাজামহেন্দ্রী (Rajahmundry) ষ্টেশন অবস্থিত, আরও ২ মাইল দূরে গোদাবরী ষ্টেশন। দুইটী ষ্টেশনই রাজামহেন্দ্রী সহরের নিকটবর্ত্তী। এই নগরের প্রাচীন নাম রাজমহেন্দ্রপুর। উত্তর গোদাবরী জিলার জজ এখানেই বাস করেন।

গোদাবরী ষ্টেশনের দক্ষিণেই গোদাবরী নদী। এই নদীর উপরে এম্. এস্. এম্. রেলওয়ের যে সেতু আছে, তাহা প্রায় পৌনে দুই মাইল দীর্ঘ। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের শোণ নদীর সেতু ভিন্ন ইহা অপেক্ষা বড় সেতু ভারতবর্ষে আর নাই।

রাজামহেন্দ্রীর তিন চারি মাইল নিম্নে ধবলেশ্বর নামক স্থানে গোদাবরী দুইটী ধারায় বিভক্ত হইয়াছে, একটীর নাম গৌতমী, অপরটীর নাম বশিষ্ঠা। তৎপরে আবার গৌতমী হইতে তিনটী শাখা এবং বশিষ্ঠা হইতে আর দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে। এইরূপে গোদাবরী সপ্তমুখী হইয়া কোকনদ পোর্টের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গোদাবরীর সাতটী ধারার প্রত্যেকটীই পবিত্র তীর্থ। গোদাবরী ষ্টেশনের নিকটে নদীটী অখণ্ড গোদাবরী নামে খ্যাত, কারণ তখনও ইহা একাধিক ধারায় বিভক্ত হয় নাই। প্রত্যেক ধারা পুণ্যতোয়া হইলেও অখণ্ড গোদাবরী স্নানের মাহাত্ম্য অধিক।

ভগীরথের সাধনাবলে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণা, এইজন্য গঙ্গার একটী নাম ভাগীরথী। এইরূপ, গৌতম ঋষির সাধনাবলে ত্র্যম্বকের জটা হইতে অবতীর্ণা, এই কারণে গঙ্গা গৌতমী গঙ্গা নামেও পরিচিতা। গোদাবরী গৌতমী গঙ্গারই নামান্তর।

মা গঙ্গে! তুমি ভাগীরথীরূপে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে পবিত্র করিতেছ, আবার গোদাবরীরূপে দাক্ষিণাত্যকেও কৃতার্থ করিতেছ। চিরকাল তোমার ভাগীরথীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দ-লাভ করিয়াছি; যে দিন গোদাবরীরূপে নূতন মূর্ত্তিতেও তোমার দর্শন পাইলাম, সে দিন বড় আনন্দের দিন। সকল ভারতবাসীর উপরেই তোমার সমান করুণা। করুণাময়ি! তোমায় নূতন বেশে দেখিয়া সে দিন আবার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম। ভক্তেরা তোমায় ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন, আমরা তোমায় কি দিয়া পূজা করিব? ফুল ফল আর গঙ্গাজলই আমাদের সম্বল। দেবি গৌতমী গঙ্গে! দক্ষিণাপথের জ্ঞানী ভক্ত তোমায় যে ভাষায় স্তব করিয়াছিলেন, তারই কিয়দংশ যেন প্রতিদিন স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি—

দেবি সুরেশ্বরি, ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥
ভাগিরথি সুখদায়িনি মাত
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তা ধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবর মণ্ডিতভঙ্গে।

* * * *

অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে॥

মাতর্গঙ্গে! দরাফখাঁর সঙ্গে আমরাও বলি, পুণ্যবান্ লোকদিগকে উদ্ধার করিলে তোমার তাহাতে কি মহত্ত্ব? আমাদের ন্যায় পাপীদিগকে উদ্ধার করিতে পারিলেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে।

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

রাজামহেন্দ্রীতে যাত্রীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য এই কয়েকটী :—

(১) অখণ্ড গোদাবরীতে স্নানতর্পণ এবং ইচ্ছানুরূপ পিণ্ডদানাদি।

(২) গোদাবরীতীরস্থ কোটিলিঙ্গ মহাদেব দর্শন এবং নিকটেই পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে পার্ব্বতী দেবী ও ভগবান্ বিষ্ণুর বিগ্রহ দর্শন।

রাজামহেন্দ্রীতে দুই দিবস বাস করিতে সক্ষম হইলে, দ্বিতীয় দিন

ধবলেশ্বরে সপ্ত গোদাবরী সঙ্গমে স্নানতর্পণাদি করিবেন এবং নিকটস্থ পাহাড়ে বিষ্ণুমন্দির দর্শন করিবেন।

গোদাবরীতে বার বৎসর পর পর "গোদাবরী পুষ্করম্" নামক মেলা হয়, এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক যাত্রী গোদাবরী স্নানের জন্য রাজামহেন্দ্রীতে সমবেত হয়। ইং ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে এইরূপ একটী মেলা হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সর্ব্বত্রই কলা ও নারিকেল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজামহেন্দ্রীতে কার্ত্তিক মাসে যেরূপ উৎকৃষ্ট আতা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, সেইরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দ রায় পূর্ব্বে রাজামহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজামহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত তদানীন্তন কলিঙ্গদেশ তখন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন ছিল। গৌরাঙ্গদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসময়ে রাজামহেন্দ্রীতে রামানন্দরায়ের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন।

কোকনদ (কাঁকনাড়া)। শ্যামলকোট জংশন হইতে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের একটী শাখা ১০ মাইল দূরবর্ত্তী কোকনদ পোর্ট (Cocanada Port) পর্য্যন্ত গিয়াছে। পিঠাপুর বা শ্যামলকোট হইতে মোটর বাস্ যোগেও কোকনদ যাওয়া যায়। কোকনদ একটী সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দর, এই স্থানে উত্তর গোদাবরী জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাস করেন। ষ্টেশনের নিকটে ধর্ম্মশালা আছে।

গোদাবরীর একটী ধারা কোকনদ পোর্টের নিকটে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে, এই সঙ্গমস্থলেই শ্রীমন্ত সওদাগর "কমলে কামিনী" দর্শন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সঙ্গমস্থানটী কমলে কামিনী তীর্থ নামে খ্যাত। মাঘ ফাল্গুন মাসে কোকনদ পোর্ট হইতে নৌকাযোগে সঙ্গমস্থলে গমন পূর্ব্বক স্নান করিতে পারা যায়, অন্য সময়ে

সঙ্গমস্নান দুঃসাহসের কার্য্য। মাদ্রাজদেশীয় এক জন ভদ্রলোক কার্য্য উপলক্ষে কয়েক বৎসর কোকনদে বাস করিতেন, রাজামহেন্দ্রী নলম্ ছত্রে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে কার্ত্তিক মাসে কোকনদ পোর্টের নিকটস্থ গোদাবরীসঙ্গমে স্নান করা যাইতে পারে কি না। তিনি বলিয়াছিলেন, সঙ্গমস্থান বর্ষার সময়ে অতি দুর্গম (এই অঞ্চলে শীতকালেও বর্ষা), কেবল ফাল্গুন মাসেই ঐ স্থানে স্নান করা সম্ভব।

দ্রাক্ষারাম। কোকনদ পোর্ট হইতে কোটিপল্লি পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, দ্রাক্ষারাম (Draksharam) তাহারই একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব কোকনদ পোর্ট হইতে ২৩ মাইল। কোকনদ হইতে মোটর বাস্ যোগেও দ্রাক্ষারাম যাইতে পারা যায়। দ্রাক্ষারাম গোদাবরীর একটী শাখার উপরে অবস্থিত, এখানে মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান এবং নিকটে ছত্র আছে। গোদাবরীতে স্নানতর্পণ এবং মহাদেবদর্শন এই স্থানে যাত্রিগণের প্রধান কার্য্য।

কোটিপল্লি। কোকনদ পোর্ট হইতে এম্. এস্. এম্. রেলওয়ের একটী শাখা ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কোটিপল্লি (Kotipalli) ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাজামহেন্দ্রী বা দ্রাক্ষারাম হইতে মোটর বাস্ যোগেও কোটিপল্লি যাইতে পারা যায়। কোটিপল্লি গোদাবরীর অন্যতম শাখার উপরে অবস্থিত, এখানেও মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান এবং একটী ছত্র আছে। বহুলোক এই স্থানে গোদাবরীতে স্নানতর্পণ, পিণ্ডদান বা ভোজ্যদান করিয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে যাত্রীরা গোদাবরীর সাতটী ধারাতে স্নান করিতে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ রাজামাহেন্দ্রীর অখণ্ড গোদাবরীতে এবং ধবলেশ্বর সপ্তগোদাবরীসঙ্গমে স্নানদানাদি করিবেন এবং দ্রাক্ষারাম ও কোটিপল্লিতে (বিশেষতঃ শেষোক্ত স্থানে) স্নানতর্পণাদি করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বেজোয়াদার নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থান।

বেজোয়াদা এবং তৎসন্নিহিত স্থানে চারিটী খ্যাতনামা তীর্থ আছে :—

(১) বেজোয়াদা (কৃষ্ণাগঙ্গা), (২) মঙ্গলগিরি (পানানরসিংহ দেবালয়), (৩) শ্রীশৈল (মল্লিকার্জ্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ) এবং (৪) ভদ্রাচলম্।

বেজোয়াদা (কৃষ্ণাগঙ্গা)। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের ওয়ালটেয়ার-মান্দ্রাজ লাইনে কৃষ্ণাজিলার অন্তর্গত বেজোয়াদা (Bezwada) একটী বড় জংশন ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে উক্ত রেলওয়ের একটী শাখা গুণ্টাকল জংশনের দিকে গিয়াছে। নিজাম ষ্টেট্ রেলওয়ে এবং প্রথমোক্ত রেলপথ বেজোয়াদাতেই পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। ওয়ালটেয়ার হইতে বেজোয়াদার দূরত্ব ২১৭ মাইল।

বেজোয়াদা ষ্টেশনের অতি নিকটে একটী বড় ছত্র আছে, ছত্রে বহু সংখ্যক ঘর, প্রশস্ত বারান্দা এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। কিন্তু এখানে লোক সমাগম এত অধিক যে ছত্রের পাইখানাগুলি প্রায়ই অপরিষ্কৃত থাকে। এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালার যে অবস্থা, বেজোয়াদার ধর্ম্মশালারও প্রায় সেইরূপ অবস্থা।

বেজোয়াদা কৃষ্ণানদীর তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণা পঞ্চগঙ্গার অন্যতম। ভাগিরথী, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা এই পাঁচটী নদীই পঞ্চগঙ্গা। বেজোয়াদা ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর বাঁধান স্নানঘাট। ভোর ৪ টার সময় হইতেই এই ঘাটে বহু লোক প্রত্যহ স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। প্রত্যুষে স্নানঘাটের দৃশ্য মনোরম এবং প্রাণস্পর্শী।

কৃষ্ণার দুই তীরে পাহাড় আছে, উভয় পাহাড়েই অনেক প্রাচীন

দেবালয় ও সাধুর আশ্রম বিদ্যমান। দেবালয়সমূহের মধ্যে কনকদুর্গামন্দির খ্যাতনামা, ন্যূনাধিক পৌনে দুই শ সোপানে আরোহণ করিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়।

মঙ্গলগিরি (পানা নরসিংহদেব)। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের একটী শাখা (Metre gauge) গুণ্টাকল জংশন হইতে বেজোয়াদা দিয়া মসলিপত্তন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখায় বেজোয়াদা হইতে ৭ মাইল দূরে (গুণ্টাকলের দিকে) মঙ্গলগিরি (Mangalgiri) ষ্টেশন বিদ্যমান। এই ষ্টেশনের অতি নিকটে মঙ্গল-গিরি নামক পর্ব্বতের উপরে নরসিংহদেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির বিরাজিত। পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত আছে, মন্দির পর্য্যন্ত সোপানের সংখ্যা প্রায় ৬০০।

মন্দির মধ্যে প্রস্তরময় পর্ব্বতগাত্রে নরসিংহস্বামীর বিগ্রহ খোদিত রহিয়াছে। বিগ্রহের মুখমধ্যে সরবৎ ঢালিয়া ভোগ দেওয়ার প্রথা আছে, এইজন্য ঠাকুরের নাম হইয়াছে "পানা নরসিংহ স্বামী"। বিশ্বাসী এবং ভক্তজনের প্রদত্ত সরবৎ ঠাকুর অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন অর্থাৎ যথার্থই পান করেন, কিন্তু অন্যান্যের বেলায় অল্প মাত্র সরবৎ ঢালিয়া দিলেই বিগ্রহের মুখ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মঙ্গলগিরি ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় ইং ১৯৩৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখযুক্ত চিঠিতে সরবৎ ভোগ সম্বন্ধে এই অলৌকিক কথা লিখিয়াছেন।

মঙ্গলগিরির নিম্নভাগে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটী নরসিংহ মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মার্চ্চমাসে মেলা উপলক্ষে পানা নরসিংহ মন্দিরে দশ পনর হাজার যাত্রী আগমন করে। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের মহারাজা প্রদত্ত একখানি রমণীয় বহুমূল্য রত্ন-খচিত পর্য্যঙ্ক বিরাজমান। প্রবাদ আছে, এই পর্য্যঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শ্রীশৈলম্ (মল্লিকার্জ্জুন)। বেজোয়াদা হইতে ৭১

মাইল দূরে গুণ্টাকল অভিমুখে বিনুকণ্ডা (Vinukonda) ষ্টেশন এবং বিনুকণ্ডা হইতে ৩৮ মাইল দূরে মার্কাপুর রোড্ (Markapur road) ষ্টেশন অবস্থিত। বিনুকণ্ডা হইতে ৭০ মাইল দূরে এবং মার্কাপুর রোড্ হইতে ৫০ মাইল দূরে শ্রীশৈলে বিখ্যাত মল্লিকার্জ্জুন নামক জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। যাতায়াতের ভাল রাস্তা নাই, পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গো-যানে এই দুর্গম স্থানে যাইতে হয়।

ভদ্রাচলম্। ভদ্রাচল নিজামরাজের অন্তর্গত একটী স্থান। বেজোয়াদা হইতে নিজাম ষ্টেট্ রেলপথে (N. S. Ry.) ৭৭ মাইল দূরে দোর্ণাকল (Dornakal Jn.) ষ্টেশন অবস্থিত। দোর্ণাকল হইতে উক্ত রেলওয়ের একটী শাখা ভদ্রাচল রোড্ (Bhadrachallam Road) পর্য্যন্ত গিয়াছে (দূরত্ব ৩৪ মাইল)। ভদ্রাচল রোড্ হইতে ২০ মাইল দূরে বার্গামপাহাদ্ (Burgam Phad or Bogham Pahad) নামক একটী সহর আছে, এই সহর গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে পারঘাটের নৌকায় গোদাবরী পার হইলেই ভদ্রাচল। ভদ্রাচল রোড্ হইতে বার্গাম্ পাহাদ্ পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে ; ভাড়া জন প্রতি ১।০ আনা।

ভদ্রাচলে শ্রীরামচন্দ্রের বিখ্যাত মন্দির বিদ্যমান। শ্রীরামনবমীর মেলা উপলক্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী এখানে সমবেত হয়।

পঞ্চবটী বন হইতে সীতাদেবী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। প্রবাদ এই যে তিনি নাসিক হইতে ভদ্রাচলে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানের সন্নিকটে গোদাবরী পার হইয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন।

ভদ্রাচলে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির অতি সুন্দর এবং সুবৃহৎ, ইহার চতুর্দ্দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও ২৪টী মন্দির শোভা পাইতেছে। তেলেগু ভাষায় শ্রীরামদাসচরিতম্ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী রামদাসজী নিজামের তহবিল হইতে

৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে নিজাম রামদাসজীকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। তৎপর শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত রামদাসজীর ভৃত্যের বেশে নিজামের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন। নিজাম এই অলৌকিক ঘটনা হইতে রামদাসজীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দান করেন। ভদ্রাচলের মন্দিরে ভক্ত রামদাসজীর একখানা ছবি এখনও রক্ষিত আছে।

আসুন সকলে মিলিয়া এক বার ভক্ত রামদাসজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি, আর এই কলিকালেও করুণাময় ভগবান্ ভক্তের প্রতি কিরূপ কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ ভদ্রাচলের শ্রীরামসীতামন্দির স্মরণ করিতে করিতে জীবন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি এবং তাঁহার নামগান করি—

নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম।
নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড নমস্তে ভক্তবৎসল ॥

নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম।
রাবণারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেবহি ॥

ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোহন্যন্নৈব কিঞ্চন ॥

শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥

গান।

রাম নাম গাওরে বনের পাখী।
প্রাণভ'রে আয় রাম ব'লে ডাকি॥
রাম নাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শিলে,
রাম নাম গেয়েছিল, বনের যত বানর মিলে,
গুহক প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল-আঁখি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাদ্রাজ নগর ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান।

মাদ্রাজ অঞ্চলে ও সমীপবর্ত্তী স্থানে নিম্নোক্ত তীর্থসকল বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে কাঞ্চী, বালাজী, পক্ষীতীর্থ, মহাবলিপুরম্, শ্রীপেরাম্বুদুর এবং কালহস্তী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ :—

(১) মাদ্রাজ (২) কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী)
(৩) তিরুপতি-তিরুমলয় (বালাজী)
(৪) তিরুকালিকুণ্ড্রম্ (পক্ষীতীর্থ বা পঞ্চতীর্থ)
(৫) মহাবলিপুরম্ (সপ্তমন্দির) (৬) শ্রীপেরাম্বুদুর
(৭) কালহস্তী (৮) চিত্তুর (৯) সিদ্ধোট (সিদ্ধবট)
(১০) নন্দলুর (১১) পত্তুর (১২) তিরুত্তানি
(১৩) ত্রিবেল্লোর (১৪) শোলিঙ্গার (১৫) পন্নেরি
(১৬) তিরুবত্তিয়ুর (১৭) বাঙালুর।

যাঁহারা এই সকল তীর্থস্থান দর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমেই মাদ্রাজ গমন করত ইচ্ছানুসারে ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে যাইতে পারিবেন। অথবা মাদ্রাজ গমনের পূর্ব্বেই গুডুর (Gudur) জংশনে গাড়ী বদ্‌লাইয়া রেণিগুণ্টাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। পথে কালহস্তী ষ্টেশনের নিকটে বিখ্যাত বায়ুলিঙ্গ মহাদেব দর্শন করত তিরুপতি ইষ্ট্ ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক বালাজী দর্শন করিবেন। অতঃপর চিত্তুর, নন্দলুর ও সিদ্ধবট দর্শন করিয়া মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হইবেন।

মাদ্রাজ নগর। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান নগর বা রাজধানীর নাম মাদ্রাজ। এই নগর করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের ধারে ধারে প্রায় ৯ মাইল বিস্তৃত। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের দূরত্ব ১০৩২ মাইল। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor), মন্ত্রি-পরিষদের সভ্যগণ এবং অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ শীতকালে মাদ্রাজ নগরে বাস করত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। মাদ্রাজ নগর কলিকাতা ও বোম্বাই অপেক্ষা ছোট, কিন্তু ভারতের অন্য সকল নগর অপেক্ষা বড়। এই সহর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান না হইলেও এখানে দুইটী খ্যাতনামা দেবালয় আছে, পার্থসারথির মন্দির এবং ঈশ্বর স্বামীর মন্দির।

যে ভূমিতে বর্ত্তমান মাদ্রাজ নগর অবস্থিত, তাহা ইং ১৬৩৯ সালে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী দর্মালা বেঙ্কাদ্রি নামক এক ব্যক্তি হইতে বিজয়নগর রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির রাজার অনুমোদনক্রমে ক্রয় করিয়াছিলেন। ভূমি-ক্রয়ের অব্যবহিতপরেই কোম্পানী এইস্থানে একটী ছোট দুর্গ এবং একটী কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত বেঙ্কাদ্রির পিতা চিন্নাপ্পার নাম অনুসারে স্থানীয় লোকেরা অদ্যাপি মাদ্রাজ নগরকে চিনাপত্তন নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের দুইটী প্রসিদ্ধ রেলপথ (M.S.M. Ry এবং S.I. Ry.) মাদ্রাজ নগরাভ্যন্তরে মাদ্রাজ বীচ্ (Madras Beach) ষ্টেশনে পরস্পর

সংযুক্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ নগরে প্রথমোক্ত রেলপথের বড় ষ্টেশন মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল (Madras Central) এবং শেষোক্ত রেলপথের বড় ষ্টেশন মাদ্রাজ এগ্‌মোর্। এস্. আই. রেলওয়ের আরও চারিটী ষ্টেশন মাদ্রাজ সহরের মধ্যে অবস্থিত (পার্ক, ফোর্ট, চেৎপাট ও কোদাম্বাকাম্)। মাদ্রাজ পার্ক ষ্টেশন মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এই দুইটী ষ্টেশন সহরের মধ্যস্থলে ঈষৎ পশ্চিমভাগে অবস্থিত।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের নিকটে রাজা স্তর রামস্বামী মুদলিয়ারের একটী ধর্ম্মশালা আছে। এখানে সকলেই বিনা ভাড়ায় বাস করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিবে না, তাঁহারা বহির্দ্দিকে বারান্দায় স্থান পাইবেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে অভ্যন্তরস্থ গৃহে বাস করিবার বা সঙ্গীয় দ্রব্যাদি ঘরে রাখিবার অধিকার পাইবেন। আধ মাইল দূরে শ্রীযুক্ত পরমানন্দদাস ছোট দাসের একটা ঠাকুর বাটী আছে। এখানে নিরামিষভোজী হিন্দুমাত্রেই বাস করিতে পারেন, অবশ্য সকলকেই ঠাকুর বাড়ীর নিয়ম পালন করিতে হইবে, যথা, ছত্রের প্রাঙ্গণে দেবমন্দিরের সম্মুখে চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং ছত্রমধ্যে গাড়ীওয়ালা এবং মজুর প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। উক্ত ধর্ম্মশালা ও ছত্র ভিন্ন অন্যান্য ছত্র (যেমন বেঙ্কটগিরি রাজার ছত্র) এবং হোটেলও মাদ্রাজে আছে।

মাদ্রাজে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী আছে এবং মোটর গাড়ী, ঝট্‌কা প্রভৃতিরও অভাব নাই। সহরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে বাকিংহাম্ খাল (Canal) এবং পূর্ব্বপশ্চিমে কুম (Cooum) নামক একটী নদী বিদ্যমান। নগরের প্রধান রাজপথের নাম মাউণ্ট রোড্ (Mount Road)।

মাদ্রাজ নগরের মধ্যভাগে সমুদ্রের ধারে ধারে দুই মাইল বিস্তৃত একটা অপেক্ষাকৃত অল্প জনাকীর্ণ স্থান আছে, এখানেই সেণ্ট্ জর্জ্ দুর্গ, লাট সাহেবের বাড়ী, চেপাক রাজবাড়ী, গবর্ণমেণ্ট অফিস, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ ইত্যাদি অবস্থিত। এই স্থানের পশ্চিমে চেপারি

ও পেরাম্বুর প্রভৃতি স্থান এবং উত্তরে ও দক্ষিণে জনাকীর্ণ সহর। উত্তরে জর্জ টাউন (George Town) সমুদ্রের উপকূলে ১॥ মাইল বিস্তৃত, দক্ষিণে ট্রিপ্লিকেন্, মাইলাপুর প্রভৃতি স্থান। জর্জ টাউনে হাইকোর্ট, আইন বিদ্যালয় (Law College), ব্যাঙ্ক, বন্দর এবং ডক, বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের অফিস ইত্যাদি রহিয়াছে। ডকের নিকটস্থ মাদ্রাজ বীচ্ ষ্টেশন হইতে জাহাজের যাত্রিগণ যাতায়াত করেন। পেরাম্বুরে বড় বড় কাপড়ের কল আছে। সেণ্ট জর্জ দুর্গ হইতে অনতিদূরে মাদ্রাজ ফোর্ট ষ্টেশন। ট্রিপ্লিকেন্, মাইলাপুর প্রভৃতির দক্ষিণে এগ্‌মোর্, চেৎপাট্, আদিয়ার প্রভৃতি স্থানে সাহেবদের বাড়ী। এই স্থানের প্রত্যেক বাড়ীতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং উদ্যান শোভা পাইতেছে।

মাদ্রাজ নগরে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শনযোগ্য :—

(১) পিপল্‌স্ পার্ক (People's park)। এই পার্ক প্রায় ৩৫০ বিঘা ব্যাপী, ইহার মধ্যে ৫টী হ্রদ বিদ্যমান। মুর মার্কেট, ভিক্টোরিয়া হল্ এবং মাদ্রাজ কর্পোরেশন অফিস ইহার মধ্যে অবস্থিত।

(২) সমুদ্রতীরস্থ ম্যারিণায় মাছের ঘর (Aquarium)। এখানে নানাপ্রকার অদ্ভুত রকমের মৎস্য রক্ষিত আছে।

(৩) হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

(৪) মাদ্রাজ মানমন্দির (Observatory)।

(৫) সেণ্ট জর্জ দুর্গ, (৬) মাদ্রাজের বিখ্যাত পোতাশ্রয় (Harbour)।

(৭) লাট সাহেবের বাড়ী, (৮) আজবখানা (Museum)।

(৯) পার্থসারথির মন্দির ও ঈশ্বরস্বামীর মন্দির।

(১০) সেণ্ট জর্জের ক্যাথিড্রাল ও সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ গির্জা।

পার্থসারথির মন্দির। এই দেবালয় মাদ্রাজের দক্ষিণ ভাগে ট্রিপ্লিকেন্ নামক স্থানে অবস্থিত। দেবালয় উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত, সুবৃহৎ এবং প্রাচীন। প্রাঙ্গণে একটী সোণার তালগাছ (গরুড়স্তম্ভ) শোভা

পাইতেছে। ঠাকুর ঐশ্বর্য্যশালী, সেবাপূজার সুব্যবস্থা আছে। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণবলরামের মূর্ত্তি বিরাজমান। অদূরে লক্ষ্মীদেবী এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তিও আছে। দেবালয়ের সম্মুখে একটী সরোবর বিদ্যমান, ইহার নাম তিরু-ইল্লিকেনি বা কুমুদসরোবর (তিরু = শ্রী, ইল্লি = কুমুদ, কেনি = সরোবর)। কথিত আছে, ট্রিপ্লিকেন পূর্ব্বে বৃন্দারণ্য নামে পরিচিত ছিল, এক্ষণে উক্ত সরোবরের নাম অনুসারেই তিরুইল্লিকেনি বা ত্রিপ্লিকেইন্।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পার্থ অর্থাৎ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম পার্থসারথি। এই নামানুসারেই উক্ত দেবালয় পার্থসারথির মন্দির নামে পরিচিত।

পার্থসারথি পার্থকে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই অমূল্য গীতার উপদেশ আমরা আজ কাল ভুলিয়া গিয়াছি। এই জন্য ভারতবাসীর মধ্যে কর্ম্মবীরের সংখ্যা এখন অল্প। পাশ্চাত্য জাতীয়েরাই আধুনিক যুগে কর্ম্মবীর। কলিকাতার ন্যায় মাদ্রাজনগরও ইংরেজের কর্ম্মকুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চন্দ্রগিরিরাজের অনুমোদনক্রমে সমুদ্রতীরে যে ভূখণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাই ইংরেজেরা কালক্রমে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করিয়াছেন। এই স্থানে ইংরেজের কারখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ সেণ্ট জর্জ দুর্গে পরিণত হইয়াছে এবং এই দুর্গের সৈন্যসাহায্যেই ইংরেজ সেনাপতি শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু স্থলতানকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন।

ইংরেজ জাতির কর্ম্মযোগের মূর্ত্তরূপ মাদ্রাজনগরে বিরাজমান হইয়া পার্থসারথি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে তিনি কেবল পার্থের সারথি নহেন, কর্ম্মযোগসাধনে যে কেহ তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন, তিনি সেই কর্ম্মবীরেরই সারথি। শ্রীভগবান্ যেন দিব্যস্বরে বলিতেছেন,

"আমি কেবল ভারতের নহি, আমি জগতের। যুগে যুগে দেশে দেশে সকল কর্ম্মযোগীরই আমি সারথি"। ইংরেজজাতি অন্ততঃ আংশিকভাবে পার্থ-সারথির উপদেশ পালন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, (১) কর্ম্ম কর অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর, (২) নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম কর। পাশ্চাত্যজাতিরা এই ভারতীয় সাধনাতত্ত্বের সার উপদেশ কিয়ৎপরিমাণে (অন্ততঃ ইহার প্রথম অংশ) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখন কেবল গীতার ব্যাখ্যা ও টীকা লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্মযোগের সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। আমরা প্রায়শঃ তামসিকভাবাপন্ন হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া থাকি। অনধিকারী হইয়াও আমরা উচ্চ জ্ঞানযোগের ও উচ্চ ভক্তিযোগের তীব্রস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছি; কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূল ভিত্তি কর্ম্মযোগে আমাদের অবহেলা। হে পার্থসারথি! তুমি কৃপা করিয়া আর এক বার ভারতের অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াও*, আর এক বার মোহনিদ্রাভিভূত ভারতবাসীকে, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীকে, কর্ম্মযোগে প্রবুদ্ধ কর।

আসুন এক বার সকলে নিজ নিজ হৃদয়ে শ্রীশ্রীপার্থসারথির বিশ্বরূপ ধ্যান পূর্ব্বক ব্রহ্মাদিবন্দিত শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি এবং তৎসমীপে হিন্দুজাতির এবং সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণ কামনা করি:—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

---

* মাদ্রাজে পার্থসারথিবিগ্রহ ভারতবর্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া সমুদ্রের অভিমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

কাঞ্চীপুর। মাদ্রাজ হইতে কাঞ্চীপুর (Conjeeveram) বা কাঞ্চী যাতায়াতের দুইটী পথ আছে:—(১) আর্কোণাম্ দিয়া, (২) চিংলিপুট দিয়া। আর্কোণাম্ এম্. এস্. এম্. রেলপথের একটা বড় জংশন ষ্টেশন, মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ৪৩ মাইল। আর্কোণাম্ হইতে এস্. আই. রেলপথে কাঞ্চী যাইতে হইবে (দূরত্ব ১৮ মাইল)। দ্বিতীয় পথে (মাদ্রাজ এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে এস্. আই. রেলপথে চিংলিপুট দিয়া) কাঞ্চীর দূরত্ব ৫৭ মাইল।

কাঞ্চীসহর দুই অংশে বিভক্ত। যে অংশ বড়, তাহার নাম শিবকাঞ্চী (Big Conjeeveram), ছোট অংশের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী (Little Conjeeveram)। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী এই উভয় স্থানেই যাত্রীদিগের বাসোপযোগী ছত্র আছে; কিন্তু অধিকাংশ দেবালয় শিবকাঞ্চীতে অবস্থিত, এই নিমিত্ত যাত্রীরা প্রায়ই শিবকাঞ্চীতে বাস করেন। কাঞ্চীষ্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে শিবকাঞ্চীতে একটা গুজরাটি ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালার বাড়ীটা দোতলা, যাত্রিগণ বিনাভাড়ায় নিম্নতলের গৃহে বাস করিতে পারেন। দোতলায় দুই তিনটি উৎকৃষ্ট ঘর আছে। এই ঘর কয়েকটীর ভাড়া দিনপ্রতি ১৲

টাকা। ধর্ম্মশালার কর্ম্মচারী বলিলেন, ধর্ম্মশালার ব্যয়নির্ব্বাহার্থই আজ কাল দোতলার ঘরগুলি যাত্রীদিগকে ভাড়া দেওয়া হয়। ধর্ম্মশালায় পাইখানা আছে, কিন্তু অন্ততঃ পুরুষদিগের পক্ষে শৌচের জন্য পাইখানা অপেক্ষা নিকটস্থ মাঠই ভাল। কাঞ্চীতে কলের জলের সুব্যবস্থা আছে।

কাঞ্চীপুর প্রাচীনকালে চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা একটী সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী (উজ্জয়িনী), দ্বারবতী (দ্বারকা), ভারতবর্ষের এই সাতটী নগর মোক্ষদায়িকা পুরী নামে শাস্ত্রে খ্যাত আছে। সম্ভব হইলে হিন্দুমাত্রেরই কাঞ্চীপুরী দর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রবলপরাক্রান্ত বিজয়নগর সম্রাট্ আধুনিক যুগের হিন্দুরাজচূড়ামণি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রাও দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক সুবৃহৎ দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাঞ্চীর কয়েকটী দেবালয় (অন্ততঃ ইহাদের পুনর্নির্ম্মাণ), বিশেষতঃ একাম্রনাথমন্দিরের সুন্দর গোপুরটী, তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

শিবকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে যে সকল প্রধান দেবালয় ও সরোবর আছে, তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) সর্ব্বতীর্থ সরোবর। পূর্ব্বোক্ত গুজরাটি ধর্ম্মশালা হইতে অল্প দূরে "সর্ব্বতীর্থ" নামক সরোবরে যাত্রীরা স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকেন।

(২) একাম্রনাথ বা একাম্রেশ্বর শিবের মন্দির। এই সুবৃহৎ মন্দির বহুকারুকার্য্য শোভিত, অল্পদিন পূর্ব্বে মাদুরার নিকটস্থ নাটকোটি গ্রামের কোন চেটী (শ্রেষ্ঠী) কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ পরিক্রমাপথে অসংখ্য শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীদেবী এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের নিকটে শিবগঙ্গা নামক কুণ্ড বিদ্যমান। দেবালয়ের প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ কয়েক শত বৎসর প্রাচীন আম্রবৃক্ষ [illegible] পাইতেছে। পুরাণে উক্ত আছে, মহাদেব বলিয়াছেন [illegible] কা[illegible] শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর, এমন কি কাশী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ

এবং সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে রাখিয়া মহাদেব নিজেও লিঙ্গরূপে একাম্র-কাননে বাস করেন। স্থানীয় পাণ্ডারা বলিলেন, এই আমগাছের চারিটি শাখায় মিষ্ট, অম্ল, কটু ও তিক্ত এই চারি প্রকার স্বাদ বিশিষ্ট আম ফলিয়া থাকে; পূর্ব্বে প্রত্যহ একটী পক্ক আম্র পাওয়া যাইত এবং তাহা ভোগে লাগিত। কথিত আছে, একদা মহাদেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীদেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন; কিন্তু দেবীর অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া বলেন যে কাঞ্চীনগরে ৬ মাস তপস্যা করিলে দেবী পুনর্ব্বার মহাদেবকে লাভ করিবেন। উক্ত আম্রবৃক্ষতলে পার্ব্বতী দেবীর তপস্যার ফলে একাম্রেশ্বর লিঙ্গ প্রকট হইয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে প্রতি এপ্রিল মাসে ১৫ দিন ব্যাপী উৎসব হয়, উৎসবের দশম দিনে হরপার্ব্বতীর মিলন হয়, ঐ দিন রাত্রিতে কামাখ্যাদেবীর সুসজ্জিত উৎসব-মূর্ত্তি একাম্রনাথের উৎসবমূর্ত্তির পার্শ্বে একই প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হয়।

যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে ১০৮টী বিল্বপত্র দ্বারা এবং কলা নারিকেল প্রভৃতি পূজোপহার সহকারে একাম্রেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করাইতে পারেন। অর্চ্চনা ও কর্পূরারতির দক্ষিণা ।৫ আনা।

একাম্রনাথলিঙ্গ কাহারও কাহারও মতে "ক্ষিতিলিঙ্গ" অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত পঞ্চলিঙ্গের* অন্যতম লিঙ্গ। আবার কেহ কেহ বলেন, তিরুভাল্লুরের "ত্যাগরাজস্বামী" নামক শিবলিঙ্গই ক্ষিতিলিঙ্গ। সে যাহাই হউক, একাম্রনাথলিঙ্গ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে, রামেশ্বরদেবের পরেই, শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ।

শিবকাঞ্চীতে শুনিলাম শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য (আদি শঙ্করাচার্য্য) মানব-

---

* ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের নামানুসারে পঞ্চলিঙ্গ বিদ্যমান। শ্রীরঙ্গমের জম্বুকেশ্বর মন্দিরে অপ্‌লিঙ্গ, তিরুবান্নামলয়ে তেজোলিঙ্গ, কালহস্তীতে মরুৎ-লিঙ্গ এবং চিদম্বরে ব্যোমলিঙ্গ বিরাজিত। মৃণ্ময় [illegible] লিঙ্গ পূজার সময় "ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ", "জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চলিঙ্গপূজার বিধান আছে।



শিবকাঞ্চী—একাম্রনাথশিব ও পার্ব্বতীদেবী (পৃঃ ৪৬)

লীলাসংবরণের কিছু কাল পূর্ব্বে একাম্রনাথমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন এবং একাম্রনাথ ও কামাখ্যা দেবীর সেবা করিয়াছিলেন।

শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য পূজিত একাম্রনাথস্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তগণ এক বার যদি শিবাষ্টক স্তোত্রটী পাঠ করিতে করিতে কল্যাণের কল্পতরুস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের চরণে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন, তবে হৃদয়ের মাঝে নির্ম্মল আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই (গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় স্তোত্রটীর কিয়দংশমাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল):—

শিবাষ্টক-স্তোত্রম্।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশ-গরলাভরণম্।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং
তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুং।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসন্মুকুটং
কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখম্।
মুখ[illegible]অপরাজিতকোটিবিধুং।

বিধুখণ্ডবিখণ্ডিতভালতটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥
অনাথং সুদীনং বিভুবিশ্বনাথ
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো ।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

(৩) কামাখ্যা (বা কামাক্ষী) দেবীর মন্দির। একাম্রেশ্বর মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিরাজিত। দেবালয়মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রত্যেক দিকে একটী উচ্চ গোপুর (তোরণ) শোভা পাইতেছে। প্রাঙ্গণে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সমাধির উপরে মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূল মন্দিরে দেবীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই প্রসন্ন হইবেন।

মা আনন্দময়ি! আনন্দময়ীর সন্তান হইয়াও আমরা এত নিরানন্দ কেন? তোর আনন্দকানন ভারতভূমি আজ রোগশোকে দুঃখদৈন্যে নিপীড়িত কেন? সন্তানের অশ্রুজলে কি তোর দয়া হয় না মা? তোর এই লীলার রহস্য কি? আমরা সামান্য জীব, তোর লীলার গূঢ় রহস্য বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? ভক্তেরা বিপদের মধ্যেই তোর যথার্থ কৃপা অনুভব করেন, তোর অভয়বরদরূপ দর্শন করেন। এই জন্যই কোন কোন ভক্ত বিপদ্‌কেই বরণ করিয়া থাকেন। কুন্তীদেবীর ন্যায় শ্রীমৎরামানুজাচার্য্যও ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্।
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরম্

অর্থঃ—হে জগদ্‌গুরো! আমাদের সর্ব্বদা বিপদ্ হউক, কারণ বিপদেই তোমার দর্শন লাভ হয়, আর তোমার দর্শন হইলেই পুনর্জন্ম হয় না। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বা রূপ লাভ করিয়া যাহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহারা তোমার নাম গ্রহণে অধিকারী নহে, কারণ কেবল অকিঞ্চন ব্যক্তিই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

মা! তোর ভক্ত রামপ্রসাদও দুঃখে ভীত না হইয়া বরঞ্চ দুঃখের বড়াই করিয়াছিল ঃ—

আমি কি, দুখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥

শুনিয়াছি অনন্তই আনন্দ, অল্পে সুখ নাই ("নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং"); তবে ত অনন্তদুঃখও আনন্দই। যাঁহাদের সাহস আছে, আসুন এক বার মাকে বলা যাউক, মা অনন্তস্বরূপিণি! যদি অনন্তসুখরূপে দেখা না দাও, তবে অনন্তদুঃখরূপেই যেন দেখা পাই।

মা! তোর ভক্ত যদি সুখ ব'লে দুঃখ চায়, তবে তুই তাকে দুঃখ ব'লে সুখ দিয়ে থাকিস্। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন ঃ—

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু,
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি [illegible] দুখ চেয়েছিনু,
তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।

(দয়া করে), (দুখ দিলে আমায় দয়া করে),
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে।
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥

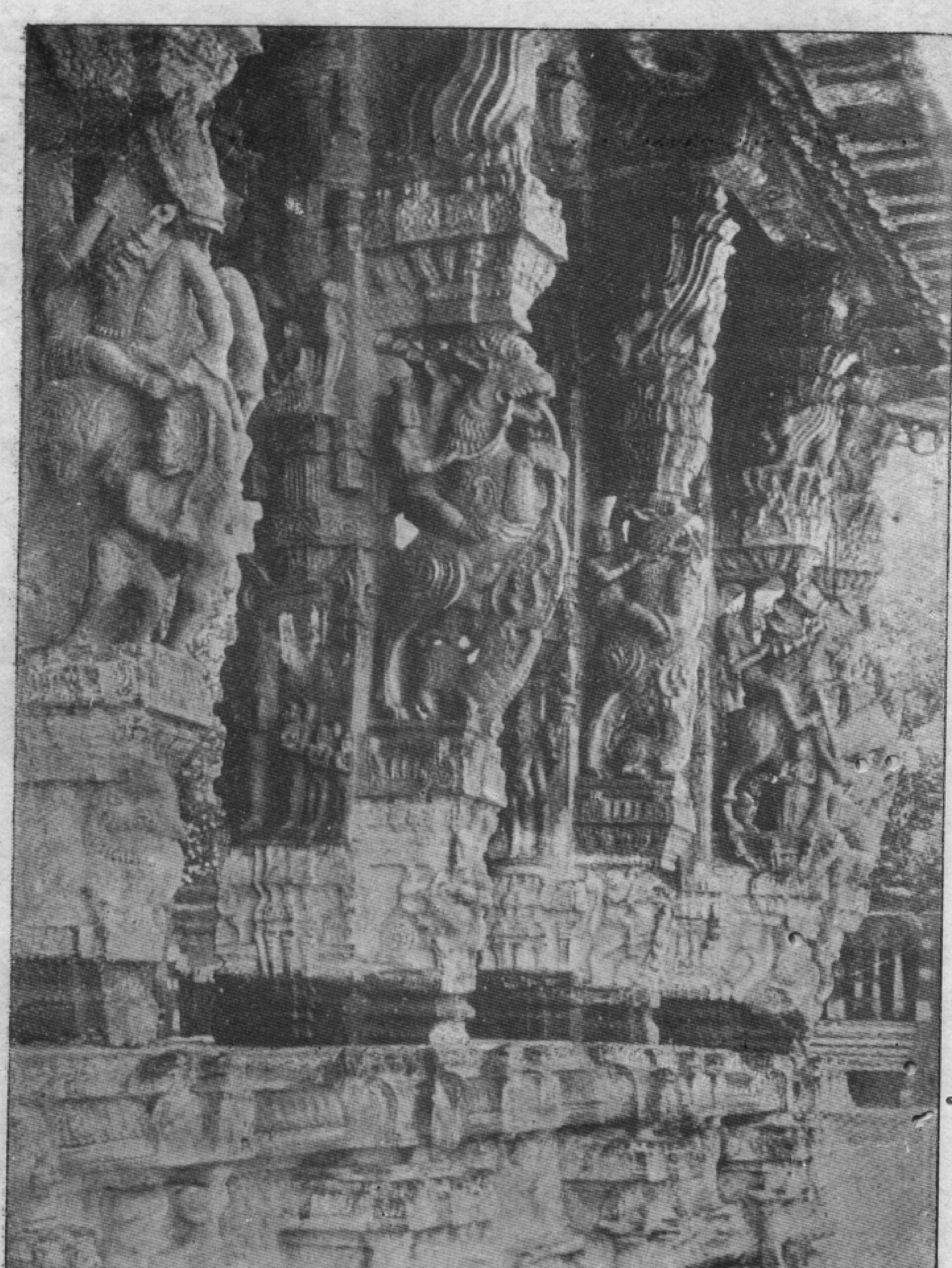
কিন্তু মা! আমাদের যে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, শক্তি নাই। শক্তি পূজার তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানি না। আমাদের কেবল এই ভরসা, কুপুত্র অনেক হয়, কিন্তু কুমাতা কখনই হয় না।

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নির্বেদন করি—

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং
পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং
নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥

(৪) বামনদেবের মন্দির। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে একটু দূরে অন্য দেবালয়ে ভগবানের বামনাবতারের বিগ্রহ আছে।



বিষ্ণুকাঞ্চী—সভামণ্ডপের প্রস্তরস্তম্ভ (পৃঃ ৫১)

একাম্রনাথ, কামাখ্যাদেবী ও বামনদেবের মন্দির ব্যতীত আরও কয়েকটী দেবালয় এখানে আছে, যথা, কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ ও পেরুমল বিষ্ণুর মন্দির। কাঞ্চীতে একটী শঙ্করমঠও আছে।

বিষ্ণু কাঞ্চী। শিব কাঞ্চী হইতে ৩ মাইল দূরে বিষ্ণু কাঞ্চী অবস্থিত। উভয় কাঞ্চীর পাণ্ডাও পৃথক্ পৃথক্। বিষ্ণু কাঞ্চীর সুবৃহৎ দেবালয়ে শ্রীশ্রীবরদরাজ নামক প্রাচীন বিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজমান। দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা ও হোম করিয়া ব্রহ্মা এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন পাইয়াছিলেন। যজ্ঞাগ্নি হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া ব্রহ্মাকে বর দান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ এখানে বরদরাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

দেবালয়ে প্রবেশ করিলেই কোটিতীর্থ নামক সরোবর নয়নপথে পতিত হয়। যাত্রিগণ এই সরোবরে স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকেন। দেবালয়প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ সভামণ্ডপ বিরাজমান, তন্মধ্যে কারুকার্য্যখচিত শতসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ শোভা পাইতেছে। এক একটী সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডমধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত করিয়া বহুপরিশ্রমে এবং বহুব্যয়ে উক্ত সভামণ্ডপের এক একটী স্তম্ভ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীশ্রীবরদরাজের উৎসবমূর্ত্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর উৎসবমূর্ত্তি-সহ উক্ত সভামণ্ডপে কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থ উচ্চ সিংহাসনোপরি বিরাজমান হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে কৃতার্থ করেন।

প্রাঙ্গণের এক অংশে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির বিদ্যমান। মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীবরদরাজ স্বামীর দর্শনের পূর্ব্বেই এই মন্দিরে নৃসিংহদেবের দর্শন করিতে হয়। প্রাঙ্গণের আর এক অংশে পৃথক্ মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা। মূল মন্দির যে উচ্চ স্থানের উপরে অবস্থিত, তাহার নাম অস্তি (হস্তী ?) পর্ব্বত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মগ্নিরাম ভাঙ্গোর মহাশয় এবং তদীয় ভ্রাতা এই মন্দিরের সংস্কারার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মূল মন্দিরের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীবরদরাজের রমণীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজমান। ঠাকুরের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ ও সাজসজ্জা আছে। শুনা যায় কেবল কিরীটের মূল্যই পঁচিশ হাজার টাকা। পাণ্ডার নিকটে জ্ঞাত হইলাম, ঠাকুরের যে সম্পত্তি আছে, তাহাদ্বারাই সেবাপূজা উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, যাত্রীরা যে ভেট বা প্রণামি দিয়া থাকেন, তাহা অর্চ্চক ব্রাহ্মণেরাই গ্রহণ করেন।

যে প্রকোষ্ঠে বরদরাজস্বামীর বিগ্রহ বিরাজিত, তাহার নিকটে দ্বিতলের অন্য এক স্থানে একটী স্বর্বর্ণময় টিক্‌টিকির মূর্ত্তি বিদ্যমান, এই সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহার সারাংশ এই :—

কোন রাজা ব্রহ্মশাপবশতঃ টিক্‌টিকি যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অবশেষে তিনি বিষ্ণুকাঞ্চীতে ভগবান্ বরদরাজস্বামীর বিগ্রহ দর্শন করত শাপমুক্ত হইয়াছিলেন। পাণ্ডা বলিলেন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে স্বর্বর্ণটিক্‌টিকি দর্শন করিলে জ্যেষ্ঠীপতনের দোষ নষ্ট হয়, অর্থাৎ মানুষের শরীরের স্থলবিশেষে টিক্‌টিকি পড়িলে যে ভাবী অমঙ্গল সূচিত হয় (অনেকের এইরূপ বিশ্বাস) তাহা প্রতিষিদ্ধ হয়, সুতরাং অমঙ্গলের আর আশঙ্কা থাকে না।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীশ্রীবরদরাজ ভগবানের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত পরম রমণীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে ধন্য হইবেন এবং ঠাকুরের আরতি দর্শন ও তৎকালীন বেদমন্ত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। প্রতি শুক্রবারে ঠাকুরের অভিষেক হয়, বহু যাত্রী ঐ দিবস অভিষেক দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করেন। বৈশাখমাসে শ্রীশ্রীবরদরাজস্বামীর প্রধান উৎসব উপলক্ষে ১০ দিন যাবৎ প্রত্যহ ঠাকুরের শোভাযাত্রা হয়।

শ্রীশ্রীবরদরাজ ভগবানের মহিমা দাক্ষিণাত্যে সুপরিচিত। বহু সাধু-মহাত্মা বরদরাজস্বামীর সেবা করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ নামক একজন বিখ্যাত শূদ্রবংশোদ্ভব ভক্ত বরদরাজ ভগবানের সেবা কার্য্য করিতেন। ইনি বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীবরদরাজের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রেমের সহিত ঠাকুরের সেবা করিতেন। উত্তম পুষ্প, সুমিষ্ট ফল, যেখানে যাহা পাইতেন, ঠাকুরের জন্য সংগ্রহ করিতেন। গ্রীষ্মকালে শীতলজলসিক্ত ব্যজন দ্বারা সর্ব্বদা ঠাকুরকে ব্যজন করিতেন। মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের স্ত্রীপুত্রাদি কোন প্রিয়জন বা কোন প্রিয়বস্তু ছিল না, শ্রীশ্রীবরদরাজই তাঁহার একমাত্র প্রিয়জন এবং সর্ব্বস্ব ধন। ভগবানের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এইরূপ একনিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ ভক্ত ভগবানের কৃপাপাত্র হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে পরম ভক্ত এবং মহাত্মাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন।

জাতিতে শূদ্র হইলেও সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। শ্রীমৎরামানুজাচার্য্যের জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে, রামানুজ অতি অল্প বয়সে মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকটে রামানুজ দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ ব্রাহ্মণ রামানুজকে দীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই।

কিছুকাল পরে রামানুজ এক দিন নানারূপ সংশয়ে আকুল হইয়া মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে প্রাণের অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিলেন না। রামানুজের আগ্রহবশতঃ তিনি শ্রীশ্রীবরদরাজকে তাহার নিবেদন জানাইলেন। কথিত আছে, ভগবান্ বরদরাজ মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে রামানুজের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন :—

অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥

মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে ॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদং।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।
ইতি রামানুজার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্ ॥

অর্থ :—জগতের কারণ যে প্রকৃতি, আমিই সেই প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম। হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে আত্মসমর্পণই মুমুক্ষুজনের মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। আমার ভক্ত জনের পক্ষে অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা নাই, দেহান্ত হইলে আমি ভক্তগণকে পরম পদ দান করি (অর্থাৎ অন্তিমকালে স্মরণে অসমর্থ হইলেও ভক্তেরা দেহান্তে মোক্ষপদ লাভ করেন)। গুণবান্ মহাত্মা পূর্ণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমার কথিত এই সকল বিষয় রামানুজকে শীঘ্র বল।

রামানুজের অন্তরে এই সকল বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করেন নাই, তথাপি তাঁহার মনের সমুদয় সংশয় নির্মূল হইয়া গেল। রামানুজ শ্রীশ্রীবরদরাজ ভগবান্‌কে এবং মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আমরাও এই আনন্দের সময়ে শ্রীমৎরামানুজ স্বামীকে, মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে এবং ভগবান শ্রীশ্রীবরদরাজস্বামীকে ভক্তিসহকারে মনে মনে বন্দনা করি এবং প্রার্থনা করি, শ্রীমৎরামানুজ স্বামীর এই দিব্য অমৃতময় আনন্দ আমাদের সকলের মৃতকল্প প্রাণে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করুক।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য গুরুভক্ত কুরেশস্বামীও শ্রীশ্রীবরদরাজ ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। চোলরাজ্যের তৎকালীন রাজা

কৃমিকণ্ঠ শৈবমতালম্বী এবং বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন।

তিনি কুরেশ স্বামীকে বিষ্ণু উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈবমত গ্রহণের আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুরেশস্বামী অসম্মত হওয়াতে রাজা কৃমিকণ্ঠের আদেশে তাঁহার নয়নদ্বয় নৃশংসরূপে উৎপাটিত হইয়াছিল। তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও যে দুরাত্মা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "ভাই, যে নয়ন মনুষ্যকে বহির্ম্মুখীন করিয়া থাকে, যাহার নিমিত্ত মন অনিত্য জাগতিক বস্তুর দিকে ধাবিত হয়, সেই নয়নরূপ শত্রুদ্বয়ের বিনাশ করিয়া তুমিই আজ আমার মিত্রের কার্য্য করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক।" উত্তরকালে ভগবান্ বরদরাজ কুরেশস্বামীকে বর দিতে চাহিলে তিনি বর চাহিলেন, "হে প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি, যে ব্যক্তি আমার চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল, তাহাকে উদ্ধার করুন এবং যে রাজার আদেশে আমার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছিল, তাহাকেও কৃপা করুন।"

ধন্য কুরেশস্বামী, ধন্য এই কল্পনাতীত মহানুভবতা, এইরূপ মহাপ্রাণ মহাত্মা যুগে যুগে বিরল। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া কুরেশস্বামীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কুরেশ, তোমার শত্রুগণের উদ্ধার সাধন করিয়া তুমি নিজে আনন্দ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি শ্রীবরদ-রাজের নিকটে স্বীয় নয়ন ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া আমাকে আনন্দিত কর।" কুরেশস্বামী গুরুর আদেশে তাহাই করিলেন এবং ভগবান্ বরদরাজের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীবরদরাজকে এবং পরম ভক্ত মহাপ্রাণ কুরেশস্বামীকে বারংবার নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীবরদরাজের নিকটে আমরা কি বর চাহিব? ইনি কেবল বরদ নহেন, "বরদরাজ"—বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সকলকেই অভিলষিত বর দান করিয়া

থাকেন। কিন্তু কি চাইব? কি চাইব বুঝি না; হয়ত বলিব "ধনং দেহি", "আরোগ্যং দেহি", "পুত্রং দেহি"; হয়ত চাইব, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"; আরো বেশী চাই ত বলিব, "ঠাকুর! আমার যেন জগৎ জোড়া নাম হয়—সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বক্তা, কবি, দেশের নেতা, বা এইরূপ একটা কিছু বড় রকমের নাম যেন সকলে আমাকে দেয়"।

চাহিবার উপযুক্ত আর কি আছে, তাহাই আমরা অনেকে জানি না বা মানি না; কাজেই সংশয়, কি চাহিব? অল্প লইয়া থাকি, সুতরাং অল্পই চাই। আমরা কূপমণ্ডুক, মহাসাগর তুচ্ছ করিয়া কূপেরই সমাদর করি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, "ভূমৈব সুখম্", "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্"; অর্থাৎ ভূমাই (অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্তই) সুখ, ভূমাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা নশ্বর। আমরা সে বস্তু চাই না, যাহা পাইলে অপর যে কোন বস্তু লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক মনে করিব না ("যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—গীতা ৬ষ্ঠ অঃ, "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে"—শ্রুতি)। যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়—যে বস্তু জ্ঞাত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র তত্ত্ব জ্ঞাত হয়, ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত সেই বস্তুর জন্য আমরা অনুসন্ধান করি না। আমাদের ঘরের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করি, ঠাকুরের কাছে কি বর চাহিব? যাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাঁহাকে বলি, শ্রীশ্রীবরদরাজ ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত বলুন এক বার—

যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবদ্ধো
যদি কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥

[মর্ম্মানুবাদ :—কালবশে পক্ষীকীটাদি যোনিতে জন্ম হইলেও যেন চিরকাল আমার হৃদয়স্থ কেশবের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে ।]

এই সঙ্গে দীনের একটী নিবেদনও দয়া করিয়া শ্রীশ্রীবরদরাজস্বামীকে জানাইবেন—

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্রতমানসাঃ ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবে জন্মনি জন্মনি ॥

তিরুপতি-তিরুমলয় (বালাজী)। তিরুপতি (ত্রিপতি বা শ্রীপতি)* সহরের সমীপবর্ত্তী তিরুমলয় (ত্রিমল্ল বা শ্রীমলয়) পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত "বালাজী" ভারতবর্ষমধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-তীর্থ (এবং কঙ্কন নামক কোন প্রসিদ্ধ মুনির সমাধিস্থান এইরূপও কেহ কেহ বলেন)। বালাজী ভূলোকে বৈকুণ্ঠস্বরূপ বৈষ্ণবগণের এইরূপ বিশ্বাস। তিরুপতি চন্দ্রগিরি তালুকের প্রধান নগর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগর চন্দ্রগিরি তিরুপতি হইতে ৮ মাইল দূরে। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ দর্শনের জন্য অনেকে চন্দ্রগিরি গমন করেন।

তিরুপতিকে কেহ কেহ শ্রীশৈল নামও দিয়াছেন। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল হইতে রেণিগুণ্টা দিয়া তিরুপতির দূরত্ব ৯০ মাইল। বাঙ্গালী যাত্রিগণ মাদ্রাজ যাওয়ার পূর্ব্বেই গুন্টুর জংশন হইতে কাট্‌পদীশাখায় তিরুপতি যাইতে পারেন (দূরত্ব ৫৮ মাইল)।

তিরুপতিতে দুইটী ষ্টেশন আছে, (১) তিরুপতি ইষ্ট্ (Tirupati East) বা পূর্ব্ব তিরুপতি এবং (২) তিরুপতি ওয়েষ্ট্ (Tirupati West) বা পশ্চিম তিরুপতি, এই দুইটী ষ্টেশন পরস্পর এক মাইল

* "তিরু" এই শব্দটী "শ্রী" শব্দের ন্যায় সম্ভ্রমার্থক (তিরু=শ্রী), মাদ্রাজ প্রদেশের বহু নগরের নামের পূর্ব্বেই "তিরু" শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যথা—তিরুবান্নামলয়, তিরুবালুর, তিরুচেন্দুর, তিরুকৈলুর, তিরুবাদামারুদুর ইত্যাদি।

দূরবর্ত্তী। বালাজীদর্শনার্থীরা প্রথমোক্ত ষ্টেশনেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিবেন, ইহার অতি নিকটে একটী বৃহৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। তিরুপতি দেবস্থানের মহন্ত শ্রীশ্রীবালাজী ঠাকুরের অর্থে এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা, প্রশস্ত বারান্দা, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বড় বড় ঘর, জল ও পাই-খানার সুবন্দোবস্ত এবং ধর্ম্মশালার কর্ম্মচারিগণের ভদ্র ব্যবহার এই সমস্ত স্মরণ করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক ধর্ম্মশালা ও ছত্র থাকিলেও এইরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালার সংখ্যা অধিক নহে। দ্বিতলে অবস্থিত প্রত্যেক গৃহে আসবাব ও বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এই সকল গৃহে বাস করিতে হইলে যাত্রিগণকে প্রত্যেক ঘরের জন্য দৈনিক ॥০ আনা দিতে হইবে; কিন্তু নিম্নতলের গৃহে বাস করিলে কিছুই লাগিবে না।

তিরুপতিনগরে কলের জলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু দিবসের সকল সময়ে জল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অল্প সময়ের জন্য কলে জল থাকে। ধর্ম্মশালায় কূপ আছে, সুতরাং জলের অভাব হয় না।

তিরুপতি এবং তিরুমলয়ের দেবালয়সমূহের তত্ত্বাবধান এবং সেবাকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে এক জন মহন্ত আছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তিরুপতি দেবস্থান সংক্রান্ত যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত দেবালয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও সেবাপরিচালনের নিমিত্ত একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। মহন্ত এক্ষণে উক্ত কমিটীর অন্যতম সভ্যমাত্র। কমিটীর বর্ত্তমান সভাপতি এক জন ন্যায়পরায়ণ যোগ্য ব্যক্তি। কমিটীগঠনের পূর্ব্বে মহন্ত যাত্রী-দিগের নিমিত্ত নানাপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। মহন্তের নিম্নোক্ত কার্য্যসমূহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়:—

তিরুপতি নগরে যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা ও বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ, সরোবর

খনন, বেঙ্কটাচলে আরোহণের নিমিত্ত যে সোপান শ্রেণী আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা এবং যে সকল সোপানের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক ছিল, তৎপরিবর্ত্তে স্থলে স্থলে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ সোপান নির্ম্মাণ। এক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা পাঞ্চজন্য শাসনপদ্ধতি বর্ত্তমান যুগে সকলেরই অনুমোদিত; কিন্তু তিরুপতি দেবস্থানে সদাশয় মহন্তের একাধিপত্য অপেক্ষা শেষোক্ত পদ্ধতি কার্য্যতঃ সমধিক হিতকর হইবে কিনা তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই।

একাধিক পুরাণে "ব্যঙ্কটেশ্বর" (বেঙ্কটেশ্বর) এর কথা উল্লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে ব্যঙ্কটাদ্রিমাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে :—একদা ভগবান্ বিষ্ণু অন্তঃপুরে ছিলেন এবং শেষনাগ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পবনদেব বিষ্ণুর দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। শেষনাগ তাঁহাকে বাধা দেওয়াতে উভয়ের মধ্যে কলহ হয়। শেষনাগ বায়ুকে বলিলেন, "আমি ব্যঙ্কটাচল বেষ্টন করিয়া থাকিব, যদি তুমি আমার দেহ স্থানচ্যুত করিতে পার, তবে আমি পরাজয় স্বীকার করিব।" বায়ু তাহাই করিলেন। শেষনাগ পরাজিত হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর বিষ্ণুর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো, আপনি আমার দেহে শয়ন করিয়া শেষশায়ী নাম ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আমার দেহস্বরূপ শেষাচল ও ব্যঙ্কটাচলেও শঙ্খচক্রহস্তে বাস করুন।" তদবধি বিষ্ণু ব্যঙ্কটেশ্বরমূর্ত্তিতে বেঙ্কটাচলে বিরাজমান।

তিরুপতিনগরে এবং তিরুমলয়পর্ব্বতে বহুসংখ্যক দেবালয় ও তীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দেবালয়সমূহ ও তীর্থ সকলেরই দর্শনীয় :—

(১) পদ্মাবতী বা লক্ষ্মীদেবীর সুবৃহৎ মন্দির। এই মন্দির তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে একটী গ্রামে অবস্থিত। লক্ষ্মীদেবী

(২) শ্রীগোবিন্দস্বামীর মন্দির। এই দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই প্রথমে নৃসিংহদেবের মন্দির ও রঙ্গনাথদেবের মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। মূল মন্দিরে গোবিন্দস্বামী অনন্তশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বোধ হয় গোবিন্দস্বামীর নামানুসারেই নিম্ন তিরুপতির আর একটী নাম গোবিন্দপত্তন।

(৩) শ্রীরামস্বামীর কারুকার্য্যশোভিত বৃহৎ দেবালয়।

(৪) কপিলাতীর্থ। তিরুমলয়পর্ব্বতগাত্রে কপিলাতীর্থ নামক জল-প্রপাত আছে। এই পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া যাত্রিগণ পর্ব্বতারোহণ করেন, নিকটে কপিলমুনির তপস্যাস্থান। গিরিপাদদেশে অবস্থিত এই নির্জন মনোহর বৃক্ষলতাশোভিত প্রকৃতির বিলাসকাননের দৃশ্য অতুলনীয়।

(৫) স্বামীতীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ প্রভৃতি। পর্ব্বতোপরি ৭টী প্রধান তীর্থ বিদ্যমান। বরাহ পুরাণে আছে, শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণদেবসহ বেঙ্কটাচল স্বামীতীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণমতে, পাণ্ডবগণ বনবাস-কালে বেঙ্কটাচল পাণ্ডবতীর্থে ১ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। পাপনাশিনী তীর্থ একটী ছোট জলপ্রপাত বা নির্ঝরিণী, স্থলপুরাণমতে ইহা ঋষিদিগের পুণ্য তপোবন। এতদ্ভিন্ন, আকাশগঙ্গা, তুম্বিরকোণা, কুমারবারিকা ও গোগর্ভ তীর্থ নামক আর ৪টী তীর্থ বিদ্যমান। গোগর্ভতীর্থে ক্ষেত্রবলি-গুণ্ডি নামক প্রস্তরস্তম্ভ আছে, এখানে কেহই মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না। কথিত আছে, দুই জনে বিবাদ হইলে তাহারা এখানে আসিয়া যাহা বলে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।

(৬) তিরুমলয় বা বেঙ্কটাচলপর্ব্বতে বেঙ্কটেশ্বরস্বামী বা বালাজী।

তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত শেষাচলম্ নামক একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গ অতিক্রম করিলে পর পর আরও ৬টী পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদ্যমান। ৩য় শৃঙ্গের নাম

বিরাজিত। পর্ব্বতারোহণের ৪টী পথ আছে, যথা, তিরুপতি, চন্দ্রগিরি, নাগাপট্টম্ ও বালপট্ট। তন্মধ্যে ১ম পথেই যাত্রিগণ আরোহণ করেন। এই পথে শেষাচলম্ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে ৭ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চে আরোহণ করিতে হইবে। প্রথম দুই মাইল পথ আরোহণ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ; প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিদ্যমান; কিন্তু কতকগুলি সোপানের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক, কোন কোনটীর উচ্চতা দশ বার ইঞ্চির কম নহে। ২ মাইলের পর বৈকুণ্ঠ নামক সমতল স্থানে যাত্রীদের জন্য একটী বিশ্রামাগার ও কয়েকটী দোকান আছে। এখানে একটী ছোট দেবমন্দিরে কয়েকজন সাধু বাস করেন। বৈকুণ্ঠের পরে অনেক দূর পর্য্যন্ত সোপানে আরোহণ করিতে হইবে না, পাথরে বাঁধান রাস্তায় অল্পে অল্পে উপরে উঠিতে হইবে, কোথাও বা অল্পে অল্পে নীচে নামিতে হইবে। অতঃপর আবার প্রস্তরময় সোপানে যথাক্রমে আরোহণ ও অবতরণ করিতে করিতে পাঁচটী পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হইবে, ৭ম শৃঙ্গোপরি বালাজীর মন্দির বিরাজমান।

তিরুমলয় পর্ব্বতারোহণে ৪ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু অবতরণের কালে তিন ঘণ্টার বেশী লাগে না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বহু স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে "গোবিন্দ গোবিন্দ" উচ্চারণ করিতে করিতে পরম উৎসাহে এবং আনন্দসহকারে দুরারোহ তিরুমলয় পর্ব্বতে আরোহণ করেন এবং বেঙ্কটাচলে শ্রীশ্রীবেঙ্কটেশ্বর (বালাজী) দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। দর্শকমাত্রই যাত্রিসঙ্ঘের উৎসাহে ও আনন্দে অনুপ্রাণিত হইবেন সন্দেহ নাই। পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহের মনোরম দৃশ্য এবং শত শত যাত্রীর বর্ণনাতীত প্রাণের আবেগ ও সরল বিশ্বাস, এতৎসমস্তই অনুভব ও উপভোগের বস্তু।

প্রয়োজন হইলে পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত ডুলির বন্দোবস্ত করা যায়।

সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে। এক একখানা ডুলির নিমিত্ত দুই, তিন বা ততোধিক বাহকের প্রয়োজন। বাহকের সংখ্যা দুই জন হইলে বালাজীর মন্দির পর্য্যন্ত যাতায়াতের ডুলি ভাড়া চারি টাকা, তিন জন বাহকের প্রয়োজন হইলে ভাড়া পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা।

অনেক যাত্রী পূর্ব্বোক্ত কপিলাতীর্থে স্নানের পরে ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বেঙ্কটেশ নামক এক প্রকার কাঁটা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করেন। কথিত আছে, স্বামীতীর্থে স্নানান্তে এই কাঁটা আপনিই অলৌকিকভাবে খসিয়া পড়ে।

বেঙ্কটাচলশিখরে একটী সমতল স্থানে বালাজীর মন্দির অবস্থিত, এই স্থানে দেবালয়ের বাহিরে অনেক ঘর বাড়ী ও দোকান আছে, একটা রীতিমত পল্লী। দেবালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের এক স্থানে বহু প্রস্তরস্তম্ভশোভিত সভামণ্ডপ বিরাজিত, মন্দিরের গুম্বজ ও গরুড়স্তম্ভ সুবর্ণমণ্ডিত। বহির্দ্দেশে একটী প্রশস্ত সরোবর বা কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ডে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া যাত্রিগণ তৎসন্নিহিত মন্দিরে বরাহ অবতারের বিগ্রহ দর্শন করেন। বরাহদেবদর্শনান্তে মূলমন্দিরে বালাজী দর্শন করিতে হয়। বালাজীর ভাল নাম বেঙ্কটেশ্বর (ব্যঙ্কটেশ্বর) বা বেঙ্কটাচলেশ্বরস্বামী। সুন্দর বেশভূষাযুক্ত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নয়নাভিরাম চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলা যাত্রিগণ কৃতার্থ হইবেন। শ্রীমূর্ত্তির মুখারবিন্দের উপরে ভীমসেনকর্পূরযুক্ত একটী উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং মধ্যস্থলে কস্তুরীর তিলক শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের কর্পূর আরতি করাইতে হইলে এক টাকা প্রণামি পূর্ব্বেই জমা দিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দর্শন, শৃঙ্গার বেশ দর্শন, পূজোপহার সহকারে অর্চ্চনা ইত্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে পূর্ব্বেই প্রণামির টাকা জমা দিতে হয়; কিন্তু কেবল দর্শনের জন্য প্রণামি দিতে হয় না।

দক্ষিণ ভারতে সকলেরই বিশ্বাস, বালাজী বড় দয়াল ঠাকুর, তাঁহার

না। বালাজীর কৃপায় যাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখানে আসিয়া ঠাকুরকে বহু টাকা প্রণামি দিয়া থাকেন। শুনা যায়, কখন কখন এক দিনেই কয়েক সহস্র টাকা প্রণামি আদায় হয়। বালাজীর প্রচুর সম্পত্তিও আছে। এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ঠাকুর খুব কম আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কটাচলে চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং ত্রিপতিতে শ্রীরামস্বামী দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিচারাকাঙ্ক্ষী মথুরা ঠাকুর নামক এক তার্কিক রামা'ত পণ্ডিতকে অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ দ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের করচায় আছে :—

"তার পরে ত্রিপদী নগরে প্রভু যায়।
শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধুলায়॥

* * *

মথুরা ঠাকুর মুই বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শত বার হার মানি॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্ব কথা পাই॥
বলিতে বলিতে প্রভু হরি বোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হ'য়ে কুতূহলী॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়।
অচেতন হইলা প্রভু যেন জড়প্রায়॥
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয়॥
অতঃপর সেই স্থান ছাড়িয়া চলিলা।
পিছে পিছে কত দূর মথুরা ধাইলা॥

বহু ভক্ত এবং মহাত্মা শ্রীশ্রীবালাজীর দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন এবং অসংখ্য সাধক শ্রীশ্রীবেঙ্কটেশ্বরের সেবাপরায়ণ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই তিরুপতি-তিরুমলয় পর্ব্বতে পরম ভক্ত শ্রীশৈলপূর্ণ-স্বামী এবং তৎশিষ্য গোবিন্দস্বামী (যিনি উত্তরকালে শ্রীরামানুজাচার্য্যকর্ত্তৃক "এমার" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের সম্মুখে বিখ্যাত "এমার" মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন) এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য শ্রীশ্রীবালাজীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তিনেবেল্লী অঞ্চলের বিখ্যাত ভক্ত নম্মা আলোয়ার (যিনি "শঠারি" নামে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন) তদীয় সহস্রগীতি নামক তামিল পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই শ্রীশৈল (তিরুপতি) ভূলোকে বৈকুণ্ঠস্বরূপ, যিনি এস্থানে বাস করেন, তিনি দেহান্তেও শ্রীবৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য এই পুস্তক তাঁহার শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে তদীয় শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য তিরুপতিতে সস্ত্রীক বাস করিয়া শ্রীশ্রীবালাজীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

তিরুমলয়বাসিগণের জলাভাব দূরীকরণার্থে অনন্তাচার্য্য স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে বহু বৎসর যাবৎ স্বহস্তে একটী সরোবর খনন করিয়াছিলেন। এই সরোবর অদ্যাপি অনন্ত সরোবর নামে খ্যাত আছে। সরোবরখননকালে একদা তাঁহার গর্ভভারাক্রান্তা স্ত্রী খনিত মৃত্তিকাবহনে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করেন। কথিত আছে, এই সময়ে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীঅনন্তাচার্য্যের পত্নীর বেশে খনিত মৃত্তিকা বহন করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ দ্রুতবেগে বলিষ্ঠ যুবকের ন্যায় এই কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আচার্য্য সন্দিগ্ধচিত্তে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী বৃক্ষতলে নিদ্রিতা। শ্রীভগবানের লীলারহস্য অনুভব করিয়া আচার্য্য স্তব করিতে লাগিলেন, তখন স্ত্রীমূর্ত্তিধারী ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার সুপ্তোত্থিতা স্ত্রীকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণবেশে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

যে দিন বালাজীর দর্শনার্থী হইয়া তিরুমলয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেই দিন বেলা ১০টার সময়ে দেবালয়ে পৌঁছিয়া প্রথমে নিকটস্থ সরোবরে স্নানতর্পণ করিলাম। তৎপরে শুনিলাম, কোন কারণ বশতঃ ঐ দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই পূজা, আরতি ও ভোগ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অপরাহ্ণ ৫টার পূর্ব্বে সেদিন দর্শনের আশা নাই। এই কথা শুনিয়া মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ৫টা পর্য্যন্ত কিরূপে এই পাহাড়ে অপেক্ষা করিব? সন্ধ্যা সময়ে ৭ মাইল পার্ব্বত্যপথে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব মনে হইল, বেঙ্কটাচলে রাত্রিযাপন করাও সম্ভবপর নহে, কারণ শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি নীচে ধর্ম্মশালায় রহিয়াছে। তখন একাগ্রচিত্তে বালাজীর নিকটে নিবেদন করিলাম, ঠাকুর! এক বার কৃপা করিয়া দর্শন দাও, বৃদ্ধবয়সে রুগ্নশরীরে এই উচ্চ পাহাড়ে তোমার মন্দিরে কোন প্রকারে এক বার আসিয়াছি, আজ বিফলমনোরথ হইলে আর কি তোমার দর্শন পাইব? অসমর্থ জানিয়া এক বার দয়া কর। মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে শুনিলাম, কিছুক্ষণ পরে মন্দির অল্প সময়ের জন্য এক বার খোলা হইবে। ঠাকুরের অপার দয়া অনুভব করিয়া আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা সহকারে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মন্দির খোলা হইল, উপস্থিত যাত্রিগণ আনন্দধ্বনিসহকারে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের সম্মুখীন হইলেন, সঙ্গী দুই জন সহ আমিও ঠাকুরের সম্মুখে উপনীত হইলাম এবং অর্চ্চক দ্বারা অর্চ্চনা ও কর্পূরারতি করাইয়া নাটমন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। জনতা কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে নাটমন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীবেঙ্কটেশ্বরদেবের মনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আর এক বার প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলাম।

ঠাকুর! এখানে তুমি এত দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? দ্বারকায় তোমাকে ত অতি নিকটে পেয়েছিলাম, সেখানে তোমার চন্দনচর্চ্চিত

নীলকলেবর স্বহস্তে মাজ্জিত ও পূতসলিলে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম, তোমার রাতুল চরণে সচন্দন পুষ্প স্বহস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলেই তোমাকে এখানে দূর হইতে দর্শন করিয়া থাকে। ঠাকুর! তোমার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তুমি কখনও কাছে, কখনও বা দূরে। না, না, এ যে বুঝিবার ভুল, দ্বারকায় তোমাকে যখন নিকটে পাইয়াছিলাম, তুমি তখনও বাহিরেই ছিলে, আর এখনও বাহিরেই আছ; যখন তুমি বাহিরে থাক, তখন তুমি বস্তুতঃ দূরেই থাক। যেদিন তোমাকে ভিতরে পাইব, সেই দিন তুমি সত্যসত্যই কাছে আসিবে। ভক্ত তোমাকে প্রেমডোর দিয়া প্রাণের ভিতরে টানিয়া লয়; কিন্তু শৌচাচার-বর্জ্জিত, ভক্তিহীন ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা যখন মন্দিরপ্রবেশে সকলের সমান অধিকারের দাবি করিয়া রাজশক্তিবলে তোমাকে বলপূর্ব্বক নিকটে আনিতে চায়, তখন তুমি নিশ্চয়ই দূর হইতে অতি দূরে চলিয়া যাও। তুমি ত রাজশক্তির অধীন নও। আর তোমার বিগ্রহের কে কত নিকটে আসিল, তাহাও তুমি দেখ না; তুমি দেখ প্রাণ। ধর্ম্মরাজ্যে তোমার সনাতন নিয়ম—যার যত প্রাণের টান, তার তুমি তত কাছে। ত্রেতাযুগে রামাবতারে পম্পাতীরস্থ মুনিগণকে দর্শন দেওয়ার পূর্ব্বেই তুমি দূর বনে অস্পৃশ্যজাতীয়া শবরীকে দর্শন দিয়াছিলে। চণ্ডালবংশোদ্ভব ভক্ত তিরুপ্পান আলোয়ারের শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না, কিন্তু এই ভক্ত রঙ্গনাথজীকে যত কাছে পাইয়াছিলেন, রঙ্গনাথজীর অর্চ্চকেরা তাঁহাকে বোধ হয় তত কাছে পান নাই। ঠাকুর! আমাদের যে প্রাণের টান নাই। আমরা কি তোমাকে চাই? ভক্ত কবি রজনী সেন গাহিয়াছেন—

আমি সকল কাজের পাইহে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে।

আমি, চাহি দারাসুত সুখসম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাইনে।
আমি কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমার কাছে ত যাইনে।

আমরা চাই মান, নিজেরা ছোট হইয়াও আমরা চাই, যারা বড় তাদের সমান হইতে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তোমাকে পাইতে হইলে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

অর্থ ঃ—সাধক আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করিবেন, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবেন, সকলকে সম্মান করিবেন, কিন্তু নিজে সম্মান চাহিবেন না; এইরূপ ভাবেই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়।

ভক্তিপথে সাম্যের দাবি চলিবে না; কিন্তু যে দিন ভক্তিলাভ হইবে, সেদিন সাম্য আপনা হইতে আসিবে। আমরা যে ভক্তিহীন, আমরা কিরূপে তোমায় কাছে পাইব? ভরসা কেবল শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা। যদি শ্রীগুরুদেব দীনহীন জানিয়া কৃপা করেন, তবেই তোমায় এক দিন না এক দিন কাছে পাইব, প্রাণের ভিতরে পাইব; তখন তোমার দিব্যরূপ দর্শন করিতে করিতে বলিতে পারিব—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত।
(কিবা) বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ।
দেখ শান্তমনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন॥
চিদানন্দ রসে, ভক্তি যোগাবেশে, হওরে চির মগন।

(চিদানন্দ রসে, হায়রে প্রেমানন্দ রসে,
প্রেমানন্দ রসে, হওরে চির মগন)
হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে, হওরে চির মগন ॥

তিরুকালিকুণ্ড্রাম্ (পক্ষী তীর্থ)। চিংলিপুট জিলার প্রধান নগর চিংলিপুট (Chingliput) মান্দ্রাজ (এগ্‌মোর্) হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত, এখানে একটা জংশন ষ্টেশন আছে। সহরের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পাহাড় এবং নিকটে একটা বড় সরোবর বিদ্যমান, সরোবরটীর দৈর্ঘ্য দুই মাইল এবং প্রস্থ এক মাইল। ষ্টেশনের নিকটে বাংলো (Travellers' Bungalow), কয়েকটী ব্রাহ্মণের হোটেল এবং একটা মিউনিসিপ্যাল্ চৌলট্রি (Choultry) বা ছত্র আছে। ছত্রের ঘরগুলি ছোট ছোট, কেবল জিনিষপত্র রাখার উপযুক্ত। প্রত্যেক ঘরের ভাড়া দিনপ্রতি ।০ চারি আনা। ছত্রের বহির্দ্দিকে যে বারান্দা আছে, তাহাতে অনেক যাত্রী রাত্রিতে শয়ন করে, তজ্জন্য ভাড়া লাগে না। ছত্রের সম্মুখস্থ রাস্তায় জলের কল রহিয়াছে; কিন্তু এখানে পাইখানার অভাব, কিছু দূরে একটা সরকারি পাইখানা আছে।

চিংলিপুট ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে তিরুকালিকুণ্ড্রাম্ নামক পাহাড়, এই পাহাড়ের উপরে পক্ষতীর্থ (পক্ষী তীর্থ) অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে পক্ষী তীর্থ পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস আছে, ঝট্‌কাতেও যাওয়া চলে। বাস্ ভাড়া জন প্রতি ।০ আনা। ঝট্‌কা চারি জনের উপযোগী, ভাড়া দশ আনা কি বার আনা। পর্ব্বতের নিম্নদেশে যাত্রীদের বাসোপযোগী ছত্র আছে। অদূরে শঙ্খতীর্থ নামক সরোবরে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া যাত্রিগণ কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত একটী মন্দিরে মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবী দর্শন করেন (বোধ হয় মহাদেবের নাম ভক্তবৎসলেশ্বর এবং দেবীর নাম "চক্ষু নাই কি মাতা")। পর্ব্বতারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সোপানশ্রেণী

বিদ্যমান, সোপানের সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক নহে। নিকটেই ডুলি পাওয়া যায়, পক্ষী তীর্থে যাতায়াতের ডুলি ভাড়া ১॥০ টাকা।

পর্ব্বতোপরি পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে বেদগিরীশ্বর মহাদেব এবং ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী বিরাজমান। মন্দির দুইটী দর্শন করিয়া ভিন্ন পথে একটু নীচে নামিলে পক্ষী তীর্থ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই স্থানে যাত্রীদের জন্য একটা বিশ্রামগৃহ আছে। নিকটেই প্রস্তরময় পাহাড়, পাহাড়ের মধ্যস্থ গভীর গর্ত্তমধ্যে নির্ঝরিণীর জল সঞ্চিত হওয়াতে একটী অপ্রশস্ত কুণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এই কুণ্ডই পঞ্চতীর্থ। যাত্রীরা পঞ্চতীর্থের নির্ম্মল পূতবারি স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন।

পঞ্চতীর্থের নিকটস্থ উক্ত প্রস্তরময় পাহাড়ে একটী অদ্ভুত ঘটনা প্রাচীনকাল হইতে প্রতিদিন বহু দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় একজন অর্চ্চক এক হাঁড়ি খেচরান্ন ও কিঞ্চিৎ চিনি সঙ্গে লইয়া পঞ্চতীর্থে আগমন করেন। তিনি উক্ত পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তদনন্তর কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কিয়ৎকাল মন্ত্রপাঠ এবং জপ করেন এবং তাঁহার সম্মুখভাগে দুইটী পাত্রে খেচরান্ন ও চিনি স্থাপন করেন। অল্পক্ষণ পরেই (সাধারণতঃ সাড়ে এগারটার মধ্যে) দুইটী শ্বেতবর্ণ পক্ষী হঠাৎ কোথা হইতে উড্ডীয়মান হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। ক্রমে ইহারা অগ্রসর হইয়া অর্চ্চকের সম্মুখস্থ পাত্র হইতে খেচরান্ন ভোজন করে এবং অবশেষে অর্চ্চকের হস্ত হইতেও কিঞ্চিৎ খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল অতিক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষী আকাশপথে প্রস্থান করে। পক্ষী দুইটী আকারে কতকটা রাজহংসের ন্যায়। ইহাদের চঞ্চু ঈষৎ বক্র, সর্ব্বশরীর শ্বেতবর্ণ, কেবল পশ্চাদ্ভাগের কয়েকটী পালক ধূসরবর্ণ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যহ একই প্রকার দুইটী মাত্র পক্ষী

এই স্থানে আগমন করে, কদাপি দুইটীর বেশী বা কম আসিতে দেখা যায় না। প্রতিদিন বহু যাত্রী ও দর্শক ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে গাইড্ নামক পুস্তকে লিখিত আছে—

"For hundreds of years, so the tradition runs, a pair of these birds have thus been fed by the priest in charge of the temple. The fact is mentioned in the District records, and Dutch and other records dating back nearly two centuries contain authentic accounts of the daily ceremony."

অর্থাৎ প্রবাদ আছে, মন্দিরের অর্চ্চক শত শত বৎসর যাবৎ এইরূপে দুইটী পক্ষীকে প্রত্যহ ভোজন করাইতেছেন। এই কথা ইংরেজকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ চিংলিপুট জিলার বিবরণে উল্লিখিত আছে এবং এই দৈনন্দিন ঘটনা সম্বন্ধে প্রায় দুই শত বৎসর প্রাচীন বিশুদ্ধ বিবরণ ওলন্দাজগণ এবং অন্যান্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আছে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের বিশ্বাস এই যে পক্ষীরূপী দুই জন যোগী পুরুষ রাত্রিতে রামেশ্বরে বাস করেন, মধ্যাহ্নে পক্ষতীর্থে আসিয়া আহার করেন, অপরাহ্নে কাশীধামে বিশ্রাম করেন এবং সন্ধ্যাসময়ে পুনরায় রামেশ্বরে গমন করেন। (কেহ কেহ বলেন একটী পক্ষী রামেশ্বর হইতে এবং অপরটী কাশী হইতে মধ্যাহ্নে পক্ষতীর্থে আসে)।

মহাবলিপুরম্ (সপ্তমন্দির)। পক্ষী তীর্থ হইতে ১০ মাইল দূরে সমুদ্রতটস্থ মহাবলিপুরে বিখ্যাত সপ্তমন্দির (The Seven-Pagodas) অবস্থিত। কথিত আছে, এই স্থানেই ভগবান্ বামনাবতারে বলি রাজাকে ছলনা করিয়াছিলেন। পক্ষী তীর্থ হইতে মোটর বাসে বাকিংহাম খাল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, খাল পার হইলেই মহাবলিপুর; কিন্তু বর্ষাকালে এই পথ দুর্গম। চিংলিপুট হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী মাদ্রাজ

(Sadras) সেতু পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, মাদ্রাজ হইতে মহাবলিপুর অবধি ৫ মাইল নৌকায় যাইতে হয়, প্রায় সকল সময়েই নৌকা পাওয়া যায়। সমুদ্র হইতে আধ মাইল দূরে বহুকারুকার্য্যশোভিত পাঁচটী প্রস্তরময় রথ বা মন্দির বিদ্যমান, প্রত্যেক রথ সুবিশাল এক খণ্ড মাত্র প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মন্দির গাত্রে ফুল, ফল এবং বিবিধ পৌরাণিক দৃশ্য অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যসহকারে খোদিত রহিয়াছে। সমুদ্রতটে ঐ প্রকার আর দুইটী পরস্পরসংলগ্ন প্রস্তরময় মন্দির (The Shore Temple) বিরাজিত। মূল মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান, নিকটেই ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশয্যা। এই মন্দির হইতে অল্প দূরে পর্ব্বতগাত্রে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে, কোথাও অর্জ্জুনের তপস্যা ("Arjun's Penance"), কোথাও বামনভিক্ষা, কোথাও বলিপিঠ, কোথাও বা বরাহ অবতারের মূর্ত্তি ইত্যাদি। আর এক স্থানে রাজা মহাবলি চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মহাবলিপুরের সপ্তমন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্যে ভারতের ভাস্করগণ যে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের বহু পর্য্যটক বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীপেরাম্বুদুর। মাদ্রাজ হইতে ২৪ মাইল দূরে শ্রীপেরাম্বুদুর (Sriperumbudur) বা শ্রীমহাভূতপুরী গ্রামে বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য পরম ভক্ত শ্রীমৎরামানুজস্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নিকট হইতে শ্রীপেরাম্বুদুর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে। ভাড়া জন প্রতি ৮০। মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী বাণ্ডালুর ষ্টেশন হইতেও শ্রীপেরাম্বুদুর গমন করা যায়, কিন্তু মোটর বাস্ সার্ভিস্ নাই। শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে একটী বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান, ঠাকুরের নাম আদিকেশব পেরুমল। মূল মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে পৃথক্

মন্দিরে শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, আচার্য্য বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে সেবকমূর্ত্তিতে করজোড়ে উপবিষ্ট আছেন। দেবালয়ের সম্মুখে একটী প্রশস্ত সরোবর বিদ্যমান। এই শান্তিপূর্ণ স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও মাধুর্য্য ভক্তমাত্রেরই আস্বাদনের বস্তু।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে আসুরি কেশবাচার্য্য নামে এক জন নিষ্ঠাবান্ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ; ইঁহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীমৎ আসুরি সর্ব্বক্রতু কেশব দীক্ষিত। বিবাহের পর বহু বৎসর যাবৎ ইঁহার সন্তান জন্মে নাই, অবশেষে ইনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃন্দারণ্যে (মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন নামক স্থানে) ভগবান্ পার্থসারথির মন্দিরের সম্মুখস্থ কুমুদসরোবরের তীরে পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যজ্ঞসমাপ্তির পরে ভগবান তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনিই স্বয়ং কেশবাচার্য্যের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে কেশবাচার্য্যের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ইনিই শ্রীরামানুজ। শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য কিরূপ মহাপ্রাণ এবং বিশ্বপ্রেমী ছিলেন, তদীয় জীবনের একটী ঘটনা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে, এই জন্য ঘটনাটী নিম্নে বর্ণিত হইল।

রামানুজাচার্য্য গোষ্ঠিপূর্ণ নামক কোন মহাত্মার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। আচার্য্যকে পরীক্ষা করার জন্যই হউক বা অন্য কোন গূঢ় কারণেই হউক, মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে বহু বার প্রত্যাখ্যান করেন। তথাপি মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা ছিল, অবশেষে তিনি দীক্ষা লাভ করিলেন। দীক্ষার সময়ে মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণ শ্রীরামানুজকে বলিলেন, "এই সিদ্ধ মন্ত্র যে তিন বার উচ্চারণ করিবে সে বৈকুণ্ঠ লাভ করিবে ; কিন্তু অপর কেহই এই মন্ত্রের অধিকারী নহে, সুতরাং কাহাকেও এই মন্ত্র বলিও না ; যদি বল, তবে তুমি নরকগামী হইবে।" শ্রীরামানুজ এই মন্ত্র লাভ করা মাত্রই অপূর্ব্ব দিব্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। গুরুর

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পরে, তিনি যাহাকেই সম্মুখে দেখিলেন তাহাকেই বলিলেন, "এস, তোমাকে আমি এক অমূল্য রত্ন দিব"। তাঁহার দিব্য ভাব এবং ব্রহ্মণ্য তেজ দর্শনে স্থানীয় সমস্ত নরনারী অল্প সময় মধ্যে ঐ স্থানে সমবেত হইল। শ্রীরামানুজাচার্য্য গোষ্ঠিপুর দেবমন্দিরের উচ্চ গোপুরের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে উচ্চৈঃস্বরে গুরুদত্ত মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তিন বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সকলকে বলিলেন। শত সহস্র কণ্ঠে মন্ত্র তিন বার প্রতিধ্বনিত হইল।

মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণ এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামানুজকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তোকে মন্ত্র দিয়া আমিও পাপী হইলাম, তোর যে নরকেও স্থান নাই।" তখন শ্রীরামানুজ বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "প্রভো! আপনার আদেশলঙ্ঘনের ফলে আমার নরকে বাস হইবে জানি; কিন্তু আমি নিজে নরকগামী হইলেও সহস্র সহস্র নরনারী আপনার কৃপায় বৈকুণ্ঠে যাইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণ অমনি বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "রামনুজ, তুমিই ধন্য, তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, এইরূপ মহানুভবতা মানুষের হয় না। অদ্য হইতে তুমিই আমার গুরু।" রামানুজস্বামী বলিলেন, "গুরুদেব! আমি আপনার নিত্য দাস, আপনার কৃপায়—আপনারই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে এত লোক উদ্ধার হইয়া গেল। আদেশলঙ্ঘনরূপ মহাপাপে মগ্ন হইলেও আপনার আলিঙ্গনে কৃতার্থ হইলাম, আপনার শ্রীচরণ হইতে যেন বঞ্চিত না হই।"

ধন্য শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য, ধন্য তোমার জীবে দয়া, ধন্য তোমার গুরুভক্তি, তোমার অপূর্ব্ব চরিতকথা স্মরণ করিয়া তোমার পূতচরণে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। তোমার ন্যায় গুরুরূপী ভক্তাবতারের করুণাকণাই আমাদের আশাহীন জীবনের একমাত্র আশা।

গান।

তুমি হে ভরসা মম, অকূল পাথারে।
আর কেহ নাই যে বিপদ্-ভয় বারে—আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয় পদ জগত-সংসারে।
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে॥
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে।
যখনই মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে॥
জীবনসখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা।
তৃষিত মম প্রাণ-মন চাহে তোমারে॥

কালহস্তী (বায়ুলিঙ্গ)। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের গুন্তুর-কাট্‌পদী শাখায় কালহস্তী (Kalhasti) নামক একটী ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশন গুন্তুর জংশন হইতে ৩৮ মাইল এবং রেণিগুন্টা হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মাদ্রাজ হইতে রেণিগুন্টা দিয়া কালহস্তী যাইতে পারা যায়। বাঙ্গলা দেশের যাত্রিগণ যদি কালহস্তী, তিরুপন্তি (বালাজী) প্রভৃতি স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা প্রথমে মাদ্রাজ না গিয়া গুন্তুরে গাড়ী বদ্‌লাইয়া গুন্তুর-কাট্‌পদী লাইনে যাইবেন। তাহা হইলে, তাঁহারা যথাক্রমে কালহস্তী, বালাজী এবং চিন্তুর দর্শন করিতে পারিবেন। তৎপর, মাদ্রাজ-রায়চর লাইনে গুন্টাকল দিয়া সিদ্ধবট ও নন্দলুর দর্শনান্তে মাদ্রাজের দিকে ফিরিবেন; পথে পত্তুর, তিরুত্তানি ও ত্রিবেলোর দর্শনের সুযোগ ঘটিবে।

কালহস্তী ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে সুবর্ণমুখী নদী তীরে শ্রীকালহস্তীশ্বর নামক বিখ্যাত বায়ুলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। এই মহাদেব দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চ শিবলিঙ্গের অন্যতম। স্থানীয় পাণ্ডা বলিলেন, বায়ুলিঙ্গ যে প্রকোষ্ঠে বিরাজমান, কপাট বন্ধ করিলেও তাহাতে বায়ুপ্রবাহ থাকে, সুতরাং ঐ প্রকোষ্ঠে দীপশিখা সর্ব্বদাই চঞ্চল।

শ্রীকালহস্তীশ্বর মহাদেবের তিনটী চিহ্ন বা নিদর্শন আছে, যথা, (১) শ্রী (উর্ণনাভ), (২) কাল (সর্প) এবং (৩) হস্তী। দেবালয়প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ইহাদের মূর্ত্তি রহিয়াছে। কথিত আছে, একটী সর্প (নিজ মস্তকের মণি শিবলিঙ্গের উপরে স্থাপন করিয়া এবং একটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলাভিষেক করত) শ্রীকালহস্তীশ্বরলিঙ্গের সেবা করিয়াছিল। একদা শুণ্ডের জল সর্পের মস্তকে পড়াতে সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীকে দংশন করে, হস্তীও সর্পকে পদদলিত করে। উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পুনর্জ্জীবিত হয়।

শ্রীকালহস্তীশ্বর দেবালয় সুবৃহৎ, প্রাচীন এবং বহু কারুকার্য্যশোভিত, প্রাঙ্গণে ও পরিক্রমাপথে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং অনেক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই দেবালয়ে বহুস্তম্ভযুক্ত নানাপ্রকার কারুকার্য্যে পরিশোভিত একটী সভামণ্ডপ বিদ্যমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাটকোটির কোন ধর্ম্মপ্রাণ চেটী (শ্রেষ্ঠী) কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরটীর সংস্কার করাইয়াছেন। পৃথক্ মন্দিরে পার্ব্বতী দেবী ("জ্ঞানপ্রসন্না" দেবী) এবং "দুর্গাক্ষা" দেবী বিরাজিতা। নিকটে ব্রহ্মার মন্দির, ভরদ্বাজাশ্রম প্রভৃতি বিদ্যমান।

কথিত আছে, শ্রীকালহস্তীশ্বরের পরম ভক্ত এক জন বীরপুরুষ স্বীয় ধনুকাগ্রদ্বারা নিজের একটী চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তৎদ্বারা উক্ত মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অপর চক্ষুটীও উৎপাটন করিবেন, এমন সময়ে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দেবালয়ের মধ্যে এই ভক্তের মূর্ত্তি বিরাজমান, নিকটস্থ পাহাড়ের উপরে একটী মন্দিরেও উক্ত ভক্তের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভক্তের সাধনাবলে ভগবান্ যে স্থানে জাগ্রত্ভাবে বিরাজ করেন, সেই স্থানই যথার্থ তীর্থ; এইরূপ পুণ্যভূমিদর্শনই তীর্থভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। নদী, পর্ব্বত এবং নয়নানন্দদায়ক মন্দির এই তিনের একত্র সমাবেশ বশতঃ কালহস্তী গ্রামের

যেমন অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা, ভক্তের সাধনাস্থান হিসাবে তেমনই আবার ইহার মাধুর্য্য ; সুতরাং সকলেই এই স্থান দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

আসুন এক বার শ্রীকালহস্তীশ্বর সমীপে সকলে মিলিয়া নিজ নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করি—

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ
শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাঽপরাধম্।

বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥

গান।

জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি,
পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়,
ভীত-নিরাশ্রয়-ভবভয়হারী।
হর করুণাকর, বরদা-ভয়হর,
মদনমনোহর, শিব শুভকারী।

চিত্তুর। গুন্তুর-কাট্‌পদী লাইনে চিত্তুর (Chittoor) নামক একটী ষ্টেশন আছে, তিরুপতি ইষ্ট হইতে ইহার দূরত্ব ৪৫ মাইল; সুতরাং যাত্রিগণ বালাজী দর্শনান্তে চিত্তুর যাইতে পারেন। চিত্তুর ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে শ্রীকোদণ্ডরামস্বামীর একটী মন্দির আছে, এই স্থানে চৈত্র মাসে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রী আগমন করে; ১২ দিন ব্যাপী মেলা হয়, তন্মধ্যে ৪র্থ দিন গরুড়োৎসব, ৮ম দিন রথোৎসব এবং ১১শ দিন পুষ্পপল্লকীসেবা নামক উৎসব হইয়া থাকে। চিত্তুর ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে ইন্দ্রপুরী বা যাদমারি নামক স্থানে শ্রীবরদরাজ স্বামী ও শ্রীকোদণ্ডরামস্বামীর দুইটী বিখ্যাত মন্দির আছে, চৈত্রমাসে এখানে ১০ দিন ব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়।

সিদ্ধবট (সিদ্ধৌট)। মাদ্রাজ হইতে রেণিগুণ্টা দিয়া রায়চর পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে তাহাতে সিদ্ধবট বা সিদ্ধৌট (Sidhout) নামক ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব রেণিগুণ্টা হইতে ৬২ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ১৪৬ মাইল। এই স্থানে সীতাপতি বা কোদণ্ডরাম স্বামীর মন্দির বিদ্যমান এবং অক্ষয়বট ও বটেশ্বর শিব আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন।

নন্দলুর। সিদ্ধৌট হইতে (মাদ্রাজের দিকে) ৯ মাইল দূরে, এবং রেণিগুণ্টা হইতে ৫৩ মাইল দূরে নন্দলুর (Nandalur) নামক ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের নিকটে সৌম্যনাথস্বামীর অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের দেওয়ালে বহু সংখ্যক পুরাতন লিপি আছে। বালাজী হইতে সিদ্ধবট যাওয়ার পথে বা সিদ্ধবট হইতে ফিরিবার সময়ে নন্দলুরে উক্ত মন্দির দর্শনের সুযোগ ঘটিবে।

পত্তুর। রেণিগুণ্টা হইতে (মাদ্রাজের দিকে) ১৫ মাইল দূরে এবং মাদ্রাজ হইতে ৭৪ মাইল দূরে পত্তুর (Puttoor) ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে নারায়ণবনম্ নামক সহর, সহরে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর

একটী সুন্দর মন্দির এবং কোন বিখ্যাত ভক্তের সমাধি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গরুড় পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ভক্তের তিরোভাবোৎসব উপলক্ষে এখানে বহু লোক সমাগত হয়। নারায়ণবনম্ সহর একটী ক্ষুদ্র নদী দ্বারা বেষ্টিত। সহরটীর দৃশ্য মনোরম। ৪ মাইল দূরে "কৈলাসনাথ কোণ" নামক জলপ্রপাত বিদ্যমান।

তিরুত্তানি। মাদ্রাজ হইতে ৫১ মাইল দূরে (রেণিগুণ্টা ও মাদ্রাজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে) তিরুত্তানি (Tiruttani) ষ্টেশন। ষ্টেশনের ১ মাইল পশ্চিমে একটী পাহাড়ের উপরে স্কন্দক্ষেত্রে কুমারস্বামী বা কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দির বিরাজিত, পাহাড়ে উঠিবার জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে পৃথক্ পৃথক্ সিঁড়ি আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানে কার্ত্তিকেয়দেব দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে প্রতি মাসে উৎসব হয় এবং বৎসরে দুই বার (জানুয়ারী ও আগষ্ট মাসে) মেলা হয়। এই স্থানে বহুসংখ্যক চৌল্ট্রী (ধর্ম্মশালা) আছে।

ত্রিবেলোর। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ২৬ মাইল উত্তরে ত্রিবেলোর (Trivellore) ষ্টেশন, ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে ত্রিবেলোর সহরে শ্রীবীররাঘবেশ্বরস্বামীর মন্দির এবং তীর্থগিরীশ্বর নামক শিবের মন্দির বিদ্যমান, দুইটী মন্দিরই বৃহৎ এবং প্রাচীন। প্রতি অমাবস্যায় ত্রিবেলোরে উৎসব হয়; যাত্রীদের জন্য নিকটে গ্রামের মধ্যে ছত্র আছে। বৈশাখ মাসে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী মেলা হয়।

শোলিঙ্গার। শোলিঙ্গার (Sholingur) মাদ্রাজ-কাট্‌প্‌দী লাইনে মাদ্রাজ হইতে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে একটী বিষ্ণুমন্দির আছে, অনেক যাত্রী সেখানে যায়। ষ্টেশন হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে, ভাড়া জনপ্রতি ।৵০।

পন্নেরি। পন্নেরি (Ponneri) মাদ্রাজ হইতে ২২ মাইল উত্তরে এম্. এস্. এম্. রেলওয়ের একটা ষ্টেশন। এই ষ্টেশন অরণি নদীর তীরে

অবস্থিত, নিকটে শিবের মন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে। শেষোক্ত মন্দিরে বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপী উৎসব এবং মেলা হয়। মেলার সময়ে শিব এবং বিষ্ণু নিজ নিজ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পরস্পর মিলিত হ'ন। পন্নেরি হইতে ১০ মাইল দূরে পুলিকট্ (Pulicut) নামক স্থানে একটা হ্রদ আছে, এই হ্রদের দৈর্ঘ্য ৩৭ মাইল, প্রস্থ সর্ব্বত্র সমান নহে (৩ মাইল হইতে ১১ মাইলের মধ্যে)।

তিরুবত্তিয়ুর। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে তিরুবত্তিয়ুর (Tiruvottiyur) ষ্টেশন, নিকটে শ্রীত্যাগরাজস্বামী নামক মহাদেবের মন্দির এবং অল্প দূরে কালাদিপেট্ (Kaladipet) নামক স্থানে শ্রীবরদরাজস্বামীর মন্দির (বিষ্ণুমন্দির) আছে। প্রথমোক্ত মন্দিরে ফাল্গুন মাসে এবং চৈত্র (বা বৈশাখ) মাসে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রী সমবেত হয়, শেষোক্ত মন্দিরেও বৈশাখ মাসে ব্রহ্মোৎসব হয়। ষ্টেশনের নিকটে ভাল চৌল্ট্রী (ধর্ম্মশালা) আছে।

বাণ্ডালুর। মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে চিংলিপুট জিলায় বাণ্ডালুর (Vandalur) নামক ষ্টেশন আছে। এখানে একটী সুন্দর বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। এগ্‌মোরে প্রাতে গাড়ী চাপিলে উক্ত মন্দির দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে মাদ্রাজ ফিরিতে পারা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

আর্কট অঞ্চলের তীর্থস্থান।

নিম্নলিখিত তীর্থস্থানসমূহ দক্ষিণ আর্কট এবং উত্তর আর্কট জিলায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে তিরুবান্নামলয় (অরুণাচলম্), চিদম্বরম্ এবং শ্রীমুষ্ণম্ এই তিনটী বিখ্যাত তীর্থ সকলেরই দর্শন করা কর্ত্তব্য :—

(১) বিক্রবাণ্ডি (২) বিল্লুপুরম্ (৩) পণ্ডিচেরী
(৪) তিরুকৈলুর (৫) তিরুবান্নামলয় বা অরুণাচলম্
(৬) পোলুর (৭) আর্ণি (৮) বেলোর
(৯) বৃদ্ধাচলম্ (১০) চিদম্বরম্ (১১) শ্রীমুষ্ণম্।

বিক্রবাণ্ডি। দক্ষিণ আর্কট জিলার অন্তর্গত বিক্রবাণ্ডি (Bikravandi) এস্. আই. রেলওয়ের একটা ষ্টেশন (দূরত্ব মাদ্রাজ এগ্‌মোর্ হইতে ৯০ মাইল)। ষ্টেশনের অদূরে ছত্র আছে। ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে বহুকারুকার্য্যশোভিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান। বিক্রবাণ্ডি সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে :—

কোন রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিল, মহাদেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছিলেন যে রাক্ষস যাহার মাথায় হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে। রাক্ষস তখন নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া বরদাতা মহাদেবের মস্তকেই হাত দিতে চেষ্টা করিল। মহাদেব পলায়ন করিলেন এবং নিকটস্থ এক প্রকার লতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

পর্য্যবেক্ষণ করিলে তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লতার নাম হইতেই গ্রামের নাম বিক্রবাণ্ডি হইয়াছে।

বিল্লুপুরম্—তিরুবামাদুর। দক্ষিণ আর্কট জিলার অন্তর্গত বিল্লুপুরম্ এস্. আই. রেলপথের একটা বড় জংশন ষ্টেশন, মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ৯৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে উক্ত রেলপথের একটী শাখা কাটপদী পর্য্যন্ত এবং অপর একটী শাখা ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিল্লুপুরম্ ষ্টেশনের নিকটে বাংলো (Travellers' bungalow) এবং চৌলট্রী (ছত্র) আছে, ২॥ মাইল দূরে তিরুবামাত্তুর (Tiruvamathur) গ্রামে শ্রীঅভিরামেশ্বর স্বামীর প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান, মন্দিরে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে মেলা হয়। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ এবং সাত জন ঋষির মূর্ত্তি বিদ্যমান। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র অভিরামেশ্বরস্বামীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। তিরুবামা শব্দের অর্থ, "পবিত্র দুগ্ধ"। গ্রামটীর নাম তিরুবামাত্তুর কেন হইল তৎসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে :—

সৃষ্টির আদিতে গোজাতির শৃঙ্গ ছিল না। হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ গোসমূহ তিরুবামাত্তুর গ্রামে সমবেত হইয়া দেবাদিদেব আশুতোষের নিকটে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল। তখন মহাদেব এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বর দান করেন যে তদবধি গোসকলের শৃঙ্গ জন্মিবে। বিল্লুপুরম্ হইতে ৩ মাইল দূরে কলিয়ানুর নামক স্থানে একটী দেবী-মন্দির আছে, প্রতি শুক্রবারে এখানে যাত্রিসমাগম হয়।

পণ্ডিচেরী। পণ্ডিচেরী (Pondicherry) মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ১২২ মাইল এবং বিল্লুপুরম্ জংশন হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের যে প্রধান উপনিবেশ আছে, পণ্ডিচেরী তাহারই রাজধানী। ফরাসী গবর্ণর এখানে বাস করেন। পণ্ডিচেরীর ৩ মাইল

দক্ষিণে সমুদ্রতীরে বিরামপত্তন নামক গ্রামে একটী দেবীমন্দির আছে, প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে এখানে মেলা হয়।

তিরুকৈলুর। বিল্লুপুরম্ হইতে ২১ মাইল উত্তরে (কাট্পদী লাইনে) দক্ষিণ আর্কট জিলার অন্তর্গত তিরুকৈলুর (Tirukoilur) ষ্টেশন অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে তিরুকৈলুর সহরে যাইতে হইলে পেন্নার নামক নদী পার হইতে হইবে। এই স্থানে নানা কারুকার্য্যশোভিত একটী বিষ্ণুমন্দিরে "ত্রিবিক্রম গোপাল মূর্ত্তি" (শ্রীকৃষ্ণ) বিরাজমান। এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে উৎসব উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। পেন্নার নদীর মধ্যস্থ একটী ছোট পাহাড়ের উপরে গণেশদেবের মন্দির বর্ত্তমান। সহরের উপকণ্ঠে কিলুর (Kiloor) নামক স্থানে দুইটী শিবের মন্দির আছে, একটীর গোপুরম্ ৮ তলা বাড়ীর সমান উচ্চ। তিরুকৈলুর ষ্টেশনের নিকটে আরিকাণ্ডা নালুর নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে প্রাচীন শিবমন্দির এবং নিকটে একটী হ্রদ বিদ্যমান। পাহাড়ের নিম্নদেশে তিনটী গুহা আছে।

তিরুবান্নামলয়। উত্তর আর্কট জিলার অন্তর্গত তিরুবান্নামলয় (Tiruvannamalai) একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তেজোলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। বিল্লুপুরম্ হইতে কাট্পদী পর্য্যন্ত এস্. আই. রেলওয়ের যে শাখা আছে, তিরুবান্নামলয় সেই শাখার একটা ষ্টেশন (ইহার দূরত্ব কাট্পদী হইতে ৫৮ মাইল, বিল্লুপুরম্ হইতে ৪২ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ১৪১ মাইল)। তিরুপতি (বালাজী) হইতে কাট্পদীর রাস্তায় অথবা মাদ্রাজ হইতে বিল্লুপুরমের পথে তিরুবান্নামলয় যাইতে হইবে। ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং সহরে কয়েকটী ছত্র ও হোটেল আছে।

ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে আন্নামলয় বা অরুণাচল পর্ব্বতের পাদদেশে তেজোলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিরাজমান। মূলমন্দিরস্থ শিব–

লিঙ্গের নাম আন্নামলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর। মন্দিরের চারিদিকে চারিটী অতি উচ্চ নানাকারুকার্য্যখচিত প্রস্তরনির্ম্মিত গোপুরম্ (তোরণ) শোভা পাইতেছে, প্রত্যেক গোপুর শতাধিক ফুট উচ্চ। আরও কয়েকটী অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ গোপুরও আছে। দেবালয়টী পর্ব্বতের পদপ্রান্তে অবস্থিত হওয়াতে দৃশ্য বড়ই মনোরম। মূল তোরণের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইলে তোরণ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ সমূহের অতুলনীয় দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়, এইরূপ রমণীয় বাহ্য দৃশ্য অতি অল্প দেবালয়েই দৃষ্ট হয়। একটী পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন ঠিক শিবলিঙ্গের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান।

দেবালয়ের প্রাকারবেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে অনেক সুদৃশ্য নাটমন্দির, সভামণ্ডপ এবং অন্যান্য মন্দির বিদ্যমান। মূলমন্দিরের নিকটে পার্ব্বতী-দেবীর মন্দির এবং অতি সুন্দর গণেশজীর মন্দির বিরাজমান।

পার্ব্বতীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আসুন এক বার দেবীকে দু'টী প্রাণের কথা বলি ঃ—

গান।

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার।
তুমি যে অখিলেশ্বরী সকলই যে মা তোমার॥
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায়না মন।
তাই মা তারা ভেবে সারা কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ॥
(যদি থাক্‌তো ভক্তি আমার, অর্ঘ্য মাগো দিতাম তার।
আছে কেবল "আমি" আমার, তাই লও মা উপহার॥)*
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কিসে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার।

---

* বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্বহিত বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই ক'রো মা, তোমার পদেই দিলাম ভার।
(আর) আমার কথা শুন্‌বে যদি, তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥

দেবালয়প্রাঙ্গণের এক স্থানে বহু কারুকার্য্যশোভিত সহস্রপ্রস্তর-স্তম্ভযুক্ত বৃহৎ সভামণ্ডপ এবং স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজাস্তম্ভ ("সোণার তালগাছ") শোভা পাইতেছে। বিখ্যাত নাটকোটির চেটীরা এই দেবালয়টীও বহু ব্যয়ে সংস্কার করাইয়াছেন। একটী সুন্দর ও সুসজ্জিত "কল্যাণ-মণ্ডপ" তাঁহাদের ব্যয়ে অল্প দিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মণ্ডপে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরের ২৪টী রমণীয় স্তম্ভ বিরাজমান। দাক্ষিণাত্যের অতুলনীয় দেবালয়সমূহ হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন। এই সকল দেবালয়ের সংস্কারার্থে ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিয়া চেটীমহোদয়গণ ভারত-বর্ষের সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অরুণাচলে বৎসরে দুই বার উৎসব হয়। তন্মধ্যে কার্ত্তিক মাসে যে ১০ দিন ব্যাপী উৎসব হয়, তাহার নাম "দীপম্ উৎসব"। এই উপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রী সমবেত হয়। উৎসবের সময়ে প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরটী অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়; তখন যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিবসে উৎসব শেষ হয়। এই দিন, অরুণাচলেশ্বরের উৎসব মূর্ত্তি (অর্থাৎ উৎসব কালের জন্য প্রতিনিধি মূর্ত্তি) প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ মণ্ডপে স্থাপিত হয়, সন্ধ্যাসময়ে মূল মন্দিরের শিবলিঙ্গের সম্মুখে অর্চ্চকগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একটী আবৃত পাত্রে কর্পূর প্রজ্জ্বলিত করেন এবং পাত্রটী উক্ত উৎসব মূর্ত্তির সম্মুখে নীত হয়। তৎপর, পাত্রস্থ জলন্ত কর্পূর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ঠিক এই সময়ে, একটী হাওয়াই বাজিতে অগ্নি-সংযোগ করা হয়; হাওয়াইটী উপরে উঠিলেই পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গোপরি যে কুণ্ডটী সেই দিন

যাত্রিগণ প্রদত্ত ঘৃত ও কর্পূরে পূর্ণ থাকে, তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত হয়। ভক্তগণ বহু দূর হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। শুনা যায়, এই অগ্নিশিখা দুই দিন যাবৎ প্রজ্জ্বলিত থাকে, এইরূপে "দীপম্" উৎসব সম্পন্ন হয়।

পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ডের জল পবিত্র এবং নির্ম্মল; পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে গুহা আছে। ষ্টেশন হইতে অল্প পশ্চিমে একটী সুব্রহ্মণ্য মন্দির বিদ্যমান (মাদ্রাজপ্রদেশে কার্ত্তিক ঠাকুরের নাম "সুব্রহ্মণ্য")। শুনা যায়, আন্নামলয় পর্ব্বতের অনতিদূরে এক জন বিখ্যাত সাধুর আশ্রম আছে, অনেক লোক এই সাধু দর্শন করিয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে আন্নামলয়েশ্বরদর্শন হইলেও সময়াভাবে সাধুদর্শনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, সুতরাং এক্ষণে দূর হইতেই অরুণাচলবাসী মহাত্মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছি।

পোলুর। পোলুর (Polur) উত্তর আর্কট জিলার একটী সহর, (বিল্লুপুরম্ হইতে ৬১ মাইল এবং কাট্‌পদী হইতে ৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত)। সহরে ছত্র আছে। এখানে নরসিংহ-স্বামীর (নৃসিংহদেবের) একটী মন্দির বিদ্যমান। সহরের ২ মাইল পূর্ব্বে চিয়ার (Cheyar) নামক নদী প্রবাহিতা। এই নদী সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে:—একদা স্কন্দ দেব (কার্ত্তিকেয়) তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাহন ময়ূর তাঁহারই আদেশে পর্ব্বতগাত্রে গর্ত্ত করিয়া সৈন্যদের জন্য জল নির্গত করিয়াছিলেন। এই গর্ত্ত হইতে স্কন্দ নামক নদীর উৎপত্তি হয়। পাপ কার্য্য করাতে কোন তপস্বীর একটী বাহু নষ্ট হইয়াছিল। পোলুরের নৃসিংহমন্দিরে অর্চ্চনা পূর্ব্বক স্কন্দনদীতে স্নান করাতে তপস্বী নষ্ট বাহু পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি এই নদীর নাম "চিয়ার" বা বাহুদা হইয়াছে (চিয়ার = বাহুদা)।

আর্ণি। পোলুরের ১০ মাইল উত্তরে আর্ণি রোড (Arni

Road) ষ্টেশন, ষ্টেশন হইতে ৬ মাইলে দূরে আর্ণি সহর। সহর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস আছে। ষ্টেশনের ৬ মাইল পশ্চিমে পদাবেদ (Podaved) নামক স্থানে রামস্বামীর মন্দির এবং আরও কয়েকটী মন্দির বিদ্যমান (অধিকাংশই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত), তন্মধ্যে একটী মন্দিরে হনুমানজীর মূর্ত্তি আছে।

বেলোর। বেলোর (Vellore) নর্থ্ আর্কট জিলার প্রধান নগর। কাটপদী হইতে ৬ মাইল দূরে বেলোর টাউন নামক ষ্টেশন অবস্থিত। এই স্থানে একটী বাংলো, কয়েকটী ছত্র এবং হোটেল আছে। প্রবাদ এই যে ভদ্রাচল নিবাসী বম্নি রেড্ডি (Bomni Reddi) বা নায়ডু নামক এক ব্যক্তি চোল রাজার অনুমতিক্রমে বেলোরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং দুর্গমধ্যে জলকান্তীশ্বরাখ্য শিবের মন্দির প্রস্তুত করেন। দেবালয়ের গোপুরম্ অতি সুন্দর এবং প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ। প্রাঙ্গণে বহুকারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভে সুশোভিত একটী কল্যাণমণ্ডপ বিরাজমান। এক একটী স্তম্ভ এক এক খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে খোদিত। স্তম্ভগুলিতে নানাপ্রকার জীবজন্তু ও রাক্ষসের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই মণ্ডপে ভাস্করগণের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের কারুকার্য্য দর্শনযোগ্য।

মণ্ডপের সম্মুখে একটী কূপ আছে, কূপের জলমধ্যে এক পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত দরজা বিদ্যমান। এই দরজা ভূগর্ভস্থ একটী প্রশস্ত মণ্ডপে প্রবেশ করিবার পথ। কত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে কল্পনা করাও কঠিন। কথিত আছে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক এই মন্দিরে এক জন নর্ত্তকী নিহত হইয়াছিল এবং সেই সময়েই মন্দিরের মূল্যবান্ রত্নাদি অপহৃত হয় (কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত ভূগর্ভস্থ মণ্ডপে লুক্কায়িত

কোন লিঙ্গ বা বিগ্রহ মন্দিরে নাই, কিন্তু কেবল মন্দিরটী দর্শন করিবার জন্যই বহু লোক বেলোর গমন করেন।

বৃদ্ধাচলম্। বিল্লুপুরম্ জংশন হইতে ২৬ মাইল দূরে কাদ্দালোর (Cuddalore Jn.) ষ্টেশন। দক্ষিণ আর্কট জিলার প্রধান নগর কাদ্দালোর উক্ত জংশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। কাদ্দালোর জংশন হইতে একটী শাখা লাইন ৩৬ মাইল দূরবর্ত্তী বৃদ্ধাচল (Vriddhachalam) পর্য্যন্ত গিয়াছে। বৃদ্ধাচলের নিকটে বৃদ্ধগিরীশ্বর শিবের মন্দির বিদ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে "বৃদ্ধকাশী" দর্শন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে তাহাই বর্ত্তমান বৃদ্ধাচল।

চিদম্বরম্। চিদম্বরম্ (Chidambaram) ষ্টেশন দক্ষিণ আর্কট জিলার অন্তর্গত, ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ১৫১ মাইল এবং বিল্লুপুরম্ হইতে ৫২ মাইল। ষ্টেশন হইতে দেবালয় প্রায় ১½ মাইল দূরে। এখানে একটী বাংলো, আর কয়েকটী ছত্র ও হোটেল আছে। নাটকোটি ছত্রে অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান হয়। মন্দিরের নিকটে পাণ্ডাদের বাড়ীতেও যাত্রীরা থাকিতে পারেন। চিদম্বরম্ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মন্দিরে চিদম্বর মহাদেব এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। এই মহাদেব প্রসিদ্ধ পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গ—ব্যোমলিঙ্গ বা আকাশলিঙ্গ, নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ লিঙ্গ (চিৎ =জ্ঞান, অম্বর=আকাশ)। এই স্থানে বৎসরে দুই বার উৎসব হয় (জ্যৈষ্ঠের উত্তরফল্গুনি নক্ষত্রে এবং অগ্রহায়ণপূর্ণিমায়), প্রতিবার ১০ দিন যাবৎ মেলা হইয়া থাকে, মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোক সমবেত হয়।

চিদম্বর দেবালয় প্রায় ১২০ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পর পর চারিটী উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। মুল মন্দিরের চারিদিকে ১ম প্রাকারের অভ্যন্তরে ১ম পরিক্রমা, ১ম ও ২য় প্রাকারের মধ্যে ২য় পরিক্রমা, এইরূপে পর পর মোট চারিটী পরিক্রমা আছে। অভ্যন্তরস্থ সমুদয়

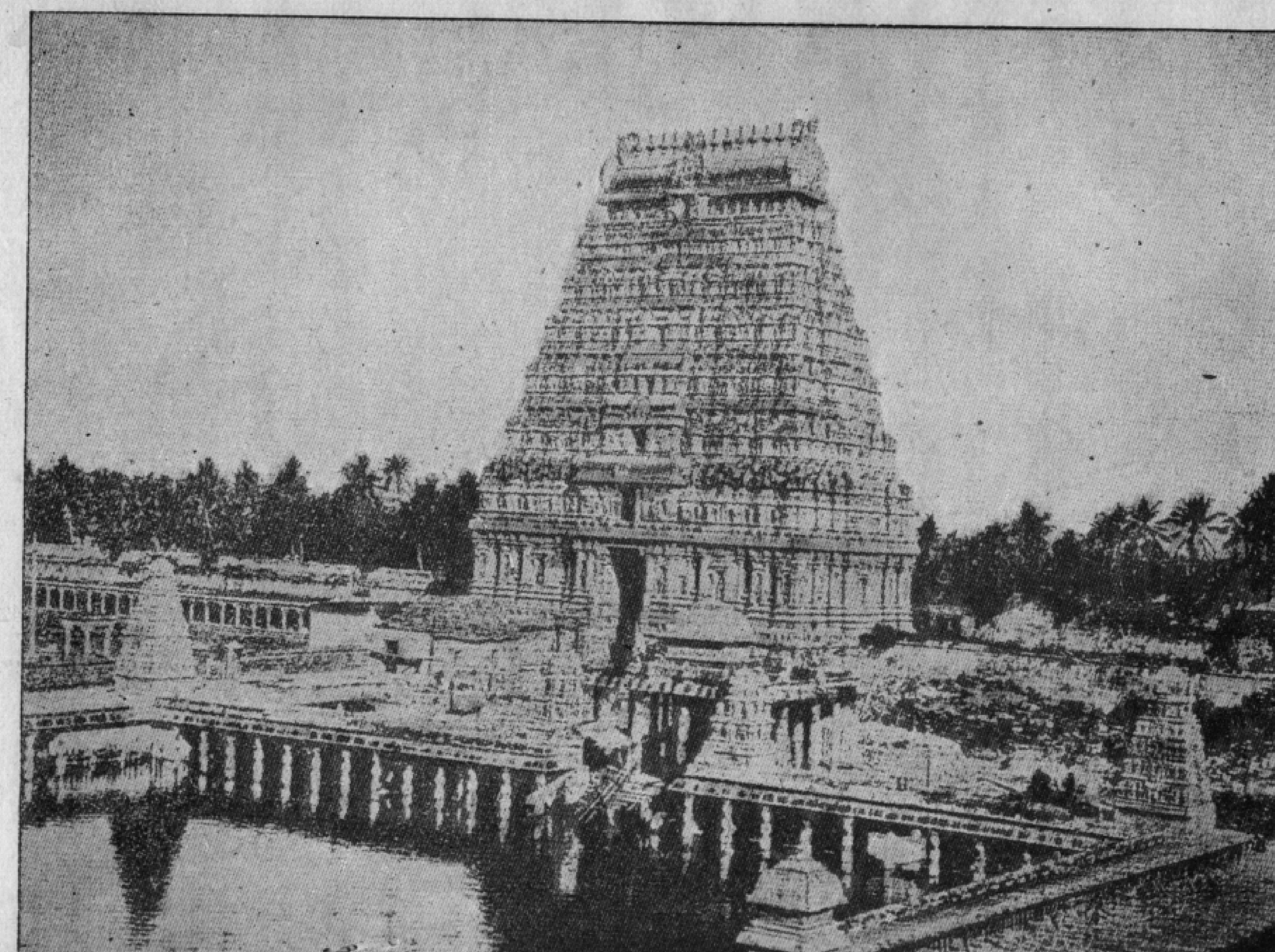


বেলোর দেবালয়—সভামণ্ডপের স্তম্ভ (পৃঃ ৮৬)

মন্দির ও সভা-মণ্ডপ প্রভৃতি ভালরূপে দেখিতে হইলে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এই দেবালয়ে কনকসভা, দেবসভা, নৃত্যসভা প্রভৃতি বহুসংখ্যক রমণীয় সভামণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে কনকসভার কারুকার্য্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। স্থলপুরাণে উক্ত আছে, ৫ম মনুর পুত্র রাজা শ্বেতবর্ষ শ্বেতকুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া চিদম্বরে আগমন করেন, এখানে তিনি বৈয়াঘ্রপদ ঋষির উপদেশে হেমতীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজাই অতঃপর চিদম্বর দেবালয়ের কনকসভা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রাকারের চারিদিকে চারিটী গোপুরম্ আছে, দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ কয়েকটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং মনোরম।

দর্শকেরা সাধারণতঃ প্রথমে অভ্যন্তরস্থ চিদম্বর ও নটেশ্বর মহাদেবের মূল মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন, তৎপরে পরিক্রমাপথে অন্যান্য মন্দির ও মণ্ডপ দর্শন করেন। মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরের মনোহর স্তম্ভসকল শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চূড়া ২১৬০০ সংখ্যক ছোট ছোট সুবর্ণপত্র দ্বারা আবৃত। শুনা যায় সুবিখ্যাত নাটকোটির চেটীরা সওয়া তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত চূড়া সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত করিয়াছেন। সুবর্ণপত্রের সংখ্যা ২১৬০০ কেন হইল জিজ্ঞাসা করাতে পাণ্ডাজী (শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দণ্ডপাণি দীক্ষিত) যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা হইতে এইরূপ বুঝিলাম ঃ—কথিত আছে, মনুষ্য দেহে প্রত্যহ সাধারণতঃ ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে ; এই নিমিত্ত চিদম্বর মহাদেবের মন্দিরও ২১৬০০ সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে উক্ত সাদৃশ্য স্মরণ করিয়া দর্শকেরা বুঝিতে পারিবেন, দেহ যেমন জীবের বাহ্যরূপ বা মূর্ত্তি, চিদম্বর মন্দিরও তেমনই নিরাকার চিদম্বর শিবের স্থূল রূপ বা প্রকট মূর্ত্তি।

মূলমন্দিরে ৩টী প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখে বারান্দা আছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য মূর্ত্তি—চতুর্ভুজমূর্ত্তি নটরাজ "মহাদেব"। কথিত আছে, একদা মহাদেব ভগবতীর সম্মুখে এক পদে নৃত্য করিয়াছিলেন।



চিদম্বরম্‌—তোরণ ও সরোবর (পৃঃ ৮৮)

পতঞ্জলি ও বৈয়াঘ্রপাদ ঋষি কঠোর তপস্যার ফলে নটেশ্বর মূর্ত্তিতে মহাদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন (চিদম্বরতন্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে বিস্তৃত বিবরণ আছে)। নটরাজের ডা'নদিকের প্রকোষ্ঠে চিদম্বরলিঙ্গ আছেন, প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশ বস্ত্রাবরণে আবৃত, আবরণ অপসারিত হইলে স্থবর্ণনির্ম্মিত বিল্ব-পত্রের মালা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কিন্তু শিবলিঙ্গ অদৃশ্য, কারণ ব্যোমলিঙ্গ নিরাকার। নটরাজের বামদিকের প্রকোষ্ঠে দ্বিভুজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা। সম্মুখস্থ বারান্দায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে (অনুমান ৮॥ টার সময়ে) বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চিদম্বরলিঙ্গের প্রতিনিধি মূর্ত্তি স্ফটিকলিঙ্গের অভিষেক, অর্চ্চনা এবং ভোগ সম্পন্ন হয়।

স্ফটিকলিঙ্গের অভিষেক ও অর্চ্চনা এবং তৎপরে নটরাজ ও চিদম্বর মহাদেবের আরতি দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। এইরূপ কত মন্দিরেই অভিষেক দর্শন করিলাম এবং অর্চ্চকদ্বারা অর্চ্চনাও করাইলাম ; কিন্তু এমন দিন কবে আসিবে যে দিন ঠাকুরকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া নয়ন-নীরে অভিষেক করিব, যে দিন ভক্তিচন্দনমিশ্রিত প্রীতিকুসুম দিয়া ঠাকুরের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইব ?

নিকটস্থ অন্য মন্দিরের একটী প্রকোষ্ঠে অনন্তশয্যায় শয়িত গোবিন্দ-রাজ স্বামীর মূর্ত্তি এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। এই দেবালয়ে আর একটী বড় বিষ্ণুমন্দির ছিল, কিন্তু উহা অত্যন্ত জীর্ণ হওয়াতে এক্ষণে (ইং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে) নূতন বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। প্রথম পরিক্রমাপথে অন্যান্য অনেক দেবতার মন্দির এবং মহাদেবের সুন্দর একটী শয়নমন্দির বিদ্যমান।

চিদম্বর দেবালয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সাম্প্রদায়িকভাব নাই। পার্ব্বতীদেবী এবং মহাদেবের সঙ্গে এই দেবালয়ে লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন। নটেশ্বর ও চিদম্বর মহাদেবের সম্মুখে যে নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে হয়, তাহার নিকটেই বিষ্ণুমন্দির।

নাটমন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া এই দেবালয়ে হরি এবং হরের মিলনমাধুরী আস্বাদন করুন, আর শ্রীরামানন্দরচিত শিবরামাষ্টক স্তোত্রের কিয়দংশ স্মরণ করুন :—

জয় কৃপাময় কৃষ্ণ নমোঽস্তু তে।
শিবহরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥
ভববিমোচন মাধব মাপতে।
তব যশো বিমলং পরিগীয়তে॥
ময়ি কথং করুণা নহি জায়তে।
শিবহরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥

সুন্দর তোরণ যুক্ত একটী বৃহৎ মন্দিরে পার্ব্বতীদেবী বিরাজিতা। আসুন এক বার সকলে মিলিয়া মায়ের চরণে নিবেদন করি :—

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং।
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্॥
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং।
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ।
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

গান।

জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে, (শ্যামা মা),
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদি 'পরে।
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যামসোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে।

কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূতনিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দলবিল্বোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা, ব'লে মা মা, ঐ অভয়চরণ পাবার তরে।

দেবালয়ের ২য় ও ৩য় পরিক্রমার স্থানে স্থানে নৃত্যকালী, সুবৃহৎ বিঘ্নেশ্বর বা গণেশজী, সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকেয়), বেণুগোপাল ইত্যাদি অনেক বিগ্রহ এবং বহু শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। পার্ব্বতীমন্দিরের নিকটে বাহন-মণ্ডপে মহাদেবের যানবাহনাদি রক্ষিত হয়। নিকটেই শ্রীমূলস্থান নামক মহাদেবের অপর এক মন্দির। দ্বিতীয় পরিক্রমা পথে একটী বৃহৎ সুসজ্জিত নন্দী (মহাদেবের ষাঁড়) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। অদূরে সহস্রপ্রস্তরস্তম্ভশোভিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপ শোভমান। মণ্ডপটীর দৈর্ঘ্য ৩৪০ ফুট, প্রস্থ ১৯০ ফুট। উৎসবের সময়ে মহাদেবের প্রতিনিধি-মূর্ত্তি এই মণ্ডপে আনীত হয় এবং উচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত হয়। মণ্ডপের ছাদে অতি সুন্দর নানাবিধ পৌরাণিক দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে।

উক্ত মণ্ডপের অনতিদূরে একটী সরোবর বা কুণ্ড বিদ্যমান, ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০০ ফুট। কুণ্ডটীর নাম শিবগঙ্গা বা হেমতীর্থ। কথিত আছে, বর্ম্মচক্র নামক কোন প্রাচীন রাজা শিবগঙ্গা স্নানের ফলে কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়া স্বর্ণকান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদবধি এই কুণ্ড হেমতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

এই দেবালয়ে আরও কয়েকটী মন্দির এবং মণ্ডপ বিদ্যমান। তন্মধ্যে সুব্রহ্মণ্যমন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মন্দিরের নিকটে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী ময়ূর এবং কয়েকটী হস্তী শোভা পাইতেছে। দেবালয় প্রাঙ্গণের অপর এক স্থানে চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত সুবর্ণমণ্ডিত উচ্চ ধ্বজাস্তম্ভ বিরাজমান।

শ্রীমুষ্ণম্। চিদম্বরম্ হইতে ২৪ মাইল দূরে শ্রীমুষ্ণম্ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অবস্থিত। মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, ভাড়া জন প্রতি ৸৹। শ্রীমুষ্ণম্ দক্ষিণভারতের চারিটী বৈকুণ্ঠের অন্যতম। অপর তিনটী বৈকুণ্ঠ তিরুপতির বালাজী, শ্রীরঙ্গম্ এবং তোতাদ্রি। শ্রীমুষ্ণমের বিষ্ণু-মন্দির প্রাচীন এবং সুবিখ্যাত। মন্দিরস্থ দেববিগ্রহের নাম শ্রীভূবরাহ। তীর্থযাত্রিগণ চিদম্বরদেবালয় দর্শনান্তে শ্রীমুষ্ণম্ অবশ্যই দর্শন করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মায়াবরম্ ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান।

মায়াবরম্ অঞ্চলে নিম্নোক্ত তীর্থসমূহ বর্ত্তমান, ইহাদের মধ্যে মায়াবরম্, তিরুক্কাদায়ুর, কাবেরীপত্তন, তিরুক্কন্নপুরম্ (নন্নিলম্), তিরুবাল্লুর এবং অবস্থার কয়েল অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ :—

(১) শিয়ালি (২) বৈদীশ্বরঙ্কয়েল বা বৈদ্যেশ্বর দেবালয় (৩) মায়াবরম্ (৪) তিরুক্কাদায়ুর ও কাবেরীপত্তন (৫) মঙ্গনল্লুর (৬) পেরালম্ (৭) কারিকল (৮) নন্নিলম্ (৯) তিরুবাল্লুর (১০) নাগপত্তন ও নাগোর (১১) তিরুনত্তিয়াত্তান গুড়ি (১২) বেদারণ্যম্ (১৩) অবস্থার কয়েল।

শিয়ালি। শিয়ালি (Shiyali) তাঞ্জোর জিলার একটী ছোট সহর এবং এস. আই. রেলওয়ের মেইন লাইনের একটা ষ্টেশন। ইহার দূরত্ব চিদম্বরম্ হইতে ১১ মাইল এবং মায়াবরম্ হইতে ১২ মাইল।

এখানে বাংলো, হোটেল এবং ছত্র আছে। শিয়ালিতে পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে বিষ্ণু, মহাদেব এবং শৃগালভৈরবীদেবী বিরাজমান। শ্রীচৈতন্যদেব শিয়ালিতে "শৃগালভৈরবী" দর্শন করিয়াছিলেন। তিরুজ্ঞানশম্বরদার নামক এক জন খ্যাতনামা শিবভক্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শিয়ালিতে বাস করিতেন। প্রতি বৎসর এপ্রিল ও মে মাসে শিয়ালিতে মেলা হয়।

বৈদীশ্বরঙ্কয়েল। শিয়ালির ৪ মাইল দক্ষিণে বৈদীশ্বর-ঙ্কয়েল (Vaithisvarankoil) নামে একটা ছোট ষ্টেশন আছে, ইহার অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান। মন্দিরে বৈদ্যেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। নিকটে ছত্র ও হোটেল আছে। মন্দিরে প্রচুর অন্নভোগ হয় এবং সমাগত অতিথিগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। মন্দিরের সমীপবর্ত্তী কূপ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে ঃ—

ত্রেতাযুগে রাবণকর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপহরণ কালে রাজা দশরথের মিত্র জটায়ু পক্ষী তাঁহার উদ্ধারার্থে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়া বর্ত্তমান বৈদ্যেশ্বর মন্দিরের নিকটস্থ কোন স্থানে মৃতবৎ পতিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে নানাস্থানে ভ্রমণান্তে এই স্থানে উপস্থিত হইলে জটায়ু তাঁহাকে সীতাদেবীর সংবাদ প্রদান করত প্রাণ ত্যাগ করেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন পিতৃবন্ধু জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জটায়ুকে দাহ করিবার নিমিত্ত যে গর্ত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে একটী কূপে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়।

মায়াবরম্। মায়াবরম্ (Mayavaram) তাঞ্জোর জিলার অন্তর্গত মায়াবরম্ তালুকের একটী সহর। চিদম্বরম্ এর ২৩ মাইল দক্ষিণে, মাদ্রাজ হইতে ১৬২ মাইল দূরে মায়াবরম্ নামক যে জংশন ষ্টেশন আছে, তাহা হইতে দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখা আরাণ্টাঙ্গি এবং আর একটী শাখা ট্রাঙ্কুয়িবার গিয়াছে। মায়াবরম্

ষ্টেশনের ২॥ মাইল পূর্ব্বে মায়াবরম্ সহর, ঝট্‌কা ভাড়া সহর পর্য্যন্ত ।/০ হইতে ।৵০ আনা। ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং সহরে কয়েকটী হোটেল ও ছত্র আছে। মায়াবরমের আর একটী নাম লক্ষ্মীপুরী, এখানে নানাপ্রকার ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

মায়াবরম্ সহর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কাবেরী পঞ্চ গঙ্গার অন্যতম, হিন্দুগণ তর্পণকালে যে সপ্ততীর্থের আহ্বান করেন, কাবেরী তন্মধ্যে একটী। কার্ত্তিক মাসে "তুলাকাবেরী" নামক কাবেরীস্নানের যোগ উপলক্ষে মায়াবরমে এক মাস যাবৎ মেলা হয় এবং অন্ততঃ ৫০ হাজার যাত্রী সমবেত হয়। প্রতি সোম এবং শুক্র বারে ছোটখাট মেলা হইয়া থাকে, আর প্রতি বৈশাখ মাসে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা হয়।

কার্ত্তিকমাসে সূর্য্যদেব তুলারাশিতে অবস্থান করেন এবং কথিত আছে, এই সময়ে গঙ্গাদেবী কাবেরীতে আগমন করেন। এই নিমিত্ত তুলাকাবেরী যোগ হইয়া থাকে। মায়াবরমে কার্ত্তিকমাসে শ্রীশ্রীকাবেরীদেবীর প্রথম দর্শন লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। আরও অধিক আনন্দের কথা এই যে সেই সময়ে কাবেরী দেবীর সঙ্গে গঙ্গাদেবীও মিলিতা ছিলেন। বাল্মীকিবিরচিত যে গঙ্গাষ্টক স্তোত্রের মধুর ঝঙ্কারে ভক্তজনের প্রাণের ভিতরে আনন্দোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়, সেই অতুলনীয় চিরপরিচিত স্তোত্রের কিয়দংশ কার্ত্তিকমাসের গঙ্গাকাবেরীসম্মিলন উপলক্ষে স্মরণ করিতেছি—

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্‌বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥

অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
মর্দনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥

গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি॥

দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥

মায়াবরম্ সহরে ময়ূরনাথ স্বামীর বিখ্যাত বৃহৎ মন্দির (শিবমন্দির) বিদ্যমান, মন্দিরটী পর পর তিনটী উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। ময়ূরনাথদেবের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বিবিধ মূল্যবান্ আভরণ আছে। প্রত্যহ (বিশেষতঃ মেলার সময়ে) প্রচুর অন্নভোগ হয় এবং অনেক সাধু ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পাইয়া থাকে। মূল মন্দির হইতে অল্প দূরে অন্য একটী মন্দিরে অভয়াম্বা দেবী বিরাজিতা।

মায়াবরম্ হইতে ২ মাইল দূরে পেরুমল রঙ্গনাথ দেবালয় নামক আর একটী বিখ্যাত দেবালয় অবস্থিত। এই মন্দিরে অনন্তশয্যায় শয়িত বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পর পর চারিটী উচ্চ প্রাচীর আছে। ইন্দুসরোবরে স্নানতর্পণ সমাপন পূর্ব্বক ঠাকুর দর্শন করিতে হয়। মূল মন্দিরের নিকটে পেরুমল রঙ্গনায়িকা নামক দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা, সম্মুখেই একটী সভামণ্ডপ শোভা পাইতেছে। দেবাসুরের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্রে এবং অন্য অনেক প্রকার সুন্দর চিত্রে

মণ্ডপটী সুশোভিত। শ্রীরঙ্গনাথজীর রৌপ্যের পর্য্যঙ্ক এবং বিবিধ বহুমূল্য বসনভূষণ দর্শন করিলে মনে হয় ভক্তগণ ঠাকুরকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়া অর্থের সার্থকতা করিয়াছেন।

তিরুক্কাদায়ুর ও কাবেরীপত্তন। মায়াবরম্ হইতে ট্রাঙ্কুয়িবার পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখা আছে, এই শাখায় মায়াবরম্ হইতে ১৪ মাইল দূরে তিরুক্কাদায়ুর (Tirukkadaiyur) ষ্টেশন। যাত্রীদের জন্য গ্রামে চৌলট্রী আছে। ষ্টেশনের নিকটে একটী সুন্দর শিবের মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে "কাল সংহারম্" নামক উৎসব এবং কার্ত্তিক মাসে "শঙ্খাভিষেকম্" নামক উৎসব হইয়া থাকে। কথিত আছে, এখানে মার্কণ্ডেয় ঋষি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের বর প্রভাবে অমরত্ব এবং চির যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ এই স্থান হইতে শ্বেতারণ্যম্, তিরুমায়নম্ ও কাবেরীপত্তন প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইতে পারিবেন। কাবেরীপত্তনের নিকটে কাবেরীর সাগরসঙ্গমে অনেক যাত্রী স্নান করেন। তিরুক্কাদায়ুর হইতে কাবেরীপত্তনের দূরত্ব ১০ মাইল। ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সেম্বনর্কয়েল (Sembanarkoil) ষ্টেশন হইতে কাবেরীপত্তন ৭ মাইল। যাতায়াতের বাণ্ডি পাওয়া যায়। ট্রাঙ্কুয়িবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থান, অনেক লোক গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বাস করেন।

মঙ্গনল্লুর। মায়াবরম্ হইতে আরাণ্টাঙ্গি পর্য্যন্ত এস. আই. রেলওয়ের যে শাখা গিয়াছে, মঙ্গনল্লুর (Manganallur) ষ্টেশন সেই শাখায় মায়াবরম্ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের ১॥ মাইল উত্তরে বলবুর (Valavoor) নামক স্থানে একটী শিবের মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে এখানে প্রাচীনকালে অনেক সাধুসন্ন্যাসী সাধন-ভজন করিতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এই স্থানে উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে বহু যাত্রী আগমন করে।

পেরালম্। মায়াবরম্ হইতে ১০ মাইল দূরে আরাণ্টাঙ্গি শাখায় পেরালম্ (Peralam) একটী জংশন ষ্টেশন, এখান হইতে ফরাসী অধিকৃত কারিকল সহর পর্য্যন্ত একটী রেলপথ গিয়াছে। পেরালমের নিকটে যাত্রীদের জন্য চৌলট্রী আছে। ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে তিরুমানাপ্পাথ্ নামক স্থানে শিবমন্দির বিদ্যমান, সেখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা হয়।

কারিকল। কারিকল (Karaikkal) ষ্টেশন ও সহর পেরালম্ হইতে ১৫ মাইল এবং মায়াবরম্ হইতে ২৫ মাইল দূরে করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত। কারিকল নামক যে ফরাসী উপনিবেশ আছে, তাহার রাজধানী কারিকল সহর, এই সহর হইতে অল্প দূরে কাবেরীর একটী শাখা নদীর মোহানা। ৩ মাইল দূরে হরপার্ব্বতীর মন্দির আছে, দেবালয়ের এক অংশে শনীশ্বর দেবের বিগ্রহ বিদ্যমান। তিরুনলার (Tirunalar) ষ্টেশন হইতেও এই মন্দিরে যাওয়া যায়। কারিকলে প্রতি বৎসর জুন মাসে "আম্রোৎসব" নামক একটা উৎসব হয়। আম্রোৎসব সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে :—

একদা কোন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীর হাতে দুইটী আম দিয়া বলিলেন, "এই আম ভোজনকালে আমাকে দিও"। অতঃপর তিনি স্থানান্তরে গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে, এক অভ্যাগত সন্ন্যাসী গৃহিণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। গৃহিণী সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, ঘরে কোন ফল আছে কি? ফলদানে গৃহস্থের কল্যাণ হয়"। গৃহিণী তাঁহাকে একটী আম দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আরও একটী আম চাহিলেন। স্ত্রীলোকটী অগত্যা অবশিষ্ট আমটীও তাঁহাকে দিলেন। সন্ন্যাসী তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভদ্রলোক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আহারের সময়ে আম চাহিলেন, তখন সেই পতিব্রতা ভীত হইয়া আকুল-

প্রাণে নিজের ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন, ঘরের মধ্যে দুইটী আম রহিয়াছে। স্বামীকে আম দুইটী দিলেন। ভদ্রলোক আম খাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "যে আম তোমাকে দিয়াছিলাম, সে আম এ কখনই নয়, এইরূপ সুস্বাদু আম জীবনে কখনই আমি খাই নাই, এই আম কোথায় পাইলে?" স্ত্রী তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। ভদ্রলোক বুঝিলেন, লীলাময়েরই এই লীলা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। পতিব্রতা স্বীয় স্বামীকে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত দেখিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন, "হে ভক্তবৎসল, আর সংসারে কাজ কি? তোমার চরণে স্থান দাও।" ভক্তের প্রাণের ডাকে ভগবান্ সাড়া দিলেন, পতিব্রতা তখনই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এই পতিব্রতা ভক্ত রমণীর স্মৃতিরক্ষার্থে কারিকলের মন্দিরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে আম্রোৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের দিবসে রাশি রাশি আম মন্দিরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, সমবেত জনমণ্ডলী আগ্রহের সহিত আম-প্রসাদ লুটিয়া নিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

নন্নিলম্। মায়াবরম্ হইতে ১৫ মাইল দূরে আরাণ্টাঙ্গি শাখায় নন্নিলম্ (Nannilam) ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে সহর। সহরে বাংলো, ছত্র এবং হোটেল আছে। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান। তিন চারি মাইলের মধ্যে আরও কয়েকটী মন্দির বা তীর্থস্থান আছে। ইহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) তিরুপ্পুগালুর (Tiruppugalur) এর বিখ্যাত শিবমন্দির। এখানে প্রতি বৈশাখ মাসে মেলা হয়।

(২) তিরুক্কন্নপুরম্ (Tirukkannapuram) এর বিষ্ণুমন্দির। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ন্যায় সুবৃহৎ না হইলেও ইহা প্রায় সেইরূপ প্রসিদ্ধ।

(৪) শ্রীবঞ্জিয়া (Srivanjia)। কথিত আছে, এখানে যে পবিত্র কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

(৫) তিরুপ্পানায়ুর। এখানে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান

তিরুবাল্লুর। তিরুবাল্লুর (Tiruvallur or Tiruvarur) জংশন মায়াবরম্ হইতে ২৪ মাইল এবং তাঞ্জোর হইতে ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশন মায়াবরম্-আরাণ্টাঙ্গি এবং তাঞ্জোর-নাগোর এই দুই শাখা রেলপথের সংযোগস্থান। তিরুবাল্লুর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান, এখানে "ত্যাগরাজস্বামী" নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। এই লিঙ্গই বিখ্যাত "ক্ষিতিলিঙ্গ" (পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম), দেবালয়ের অর্চ্চক এবং অন্য এক জন পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন (কাহারও কাহারও মতে শিবকাঞ্চীর একাম্রেশ্বরলিঙ্গই "ক্ষিতিলিঙ্গ")। তিরুবাল্লুরে একটী বাংলো এবং অনেক চৌলট্রী ও হোটেল আছে। এখানে চৈত্র মাসে মেলা উপলক্ষে বহু যাত্রী সমবেত হয়। দেবালয়ে চারিটী উচ্চ গোপুর বিদ্যমান, পূর্ব্বদিকের গোপুরটীর ন্যায় প্রশস্ত গোপুর বোধ হয় অন্য কোন মন্দিরে নাই।

মূলমন্দিরে ত্যাগরাজস্বামীর লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। বেদীর উপরে মহাদেবের একটী ছোট বিগ্রহ পার্ব্বতীদেবীর বিগ্রহের সহিত শোভা পাইতেছে। হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের * এই গানটী স্মরণ করুন :—

মরি হর বামে গৌরী বসি,
হর দুঃখ হরে, রজতশেখরে,
আলো করে যেন শরদশশী।

---

* কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার, তাঁহার বাড়ী নদীয়া জিলায়।

হরগৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর,
আধ ধবলগিরি, আধ শশধর,
আধ বেণী, আধ জটা মনোহর,
আধ আঁখি জবা, আধ যে সরসী।

দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল,
বাম কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল অতুল,
খগচঞ্চু নাসা আধ তিল ফুল,
অধরে না ধরে মধুর হাঁসি।

বলয় কঙ্কণ, কর শোভা করে,
অক্ষমণিহারে মুনিমন হরে,
দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে,
অন্য ভুজদ্বয়ে করাল চক্র-অসি।

বাঘাম্বর সনে নীলাম্বরী সাজে,
যুগলচরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে,
হরগৌরীরূপ হৃদয়সরোজে,
হরি দরশন করে দিবানিশি।

ত্যাগরাজস্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপ একটী ছোট সবুজ পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, প্রত্যহ বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এই লিঙ্গের অভিষেক হয়।

দেবালয়প্রাঙ্গণের এক স্থানে ত্যাগরাজস্বামীর প্রধান ভক্ত সুন্দরমূর্ত্তি-স্বামীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন, আরও প্রধান প্রধান ৬৪ জন ভক্তের মূর্ত্তি প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বারান্দায় সারি সারি স্থাপিত আছে।

হয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বল্মীকস্তূপের ন্যায়। সহস্রপ্রস্তরস্তম্ভযুক্ত একটী সভামণ্ডপ প্রাঙ্গণে শোভা পাইতেছে। মূল মন্দিরের উত্তর দিকে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত রথ দৃষ্টিগোচর হয়, রথচক্রের নিম্নে বালকমূর্ত্তি বিদ্যমান এবং অদূরে প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী দণ্ডায়মান, গাভীর নিকটেই মৃত বৎস। এই সকল মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে :—

চোল রাজ্যে এক জন বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ শিবভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষার জন্য মহাদেব এবং যমরাজ গাভী এবং বৎসের বেশ ধারণপূর্ব্বক চোল রাজ্যে উপনীত হইলেন। দৈবক্রমে রাজকুমারের রথচক্রের নিম্নে পতিত হইয়া বৎসটী নিহত হইল। গাভী তখন রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গদ্বারা ঘণ্টা নাড়িয়া এই ঘটনার প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রাজা চিন্তা করিলেন, রাজকুমার গোহত্যা করিয়াছে, সুতরাং রাজাকে ও রাজকুমারকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বৎসটীর জীবনদানের কোন উপায় নাই, কাজেই গাভীর শোক অনিবার্য্য। রাজা নিজে যদি সেই গাভীর ন্যায় পুত্রশোক প্রাপ্ত হন, তবেই গোহত্যার ন্যায়সঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। রাজা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং রাজকুমারকে রথচক্রের নিম্নে ফেলিয়া বধ করিলেন। রাজার ন্যায়পরায়ণতা দর্শন করিয়া মহাদেব সন্তুষ্ট হইলেন এবং পার্ব্বতীদেবী সহ রাজাকে নিজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া গোবৎস এবং রাজকুমার উভয়েরই পুনর্জীবন দান করিলেন।

অসংখ্য সাধক ও ভক্তমণ্ডলী দাক্ষিণাত্যের এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে ত্যাগরাজস্বামীর আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। শ্রীসুন্দর-মূর্ত্তিস্বামী ও অপর ৬৪ জন ভক্তের মূর্ত্তি দেবালয়ে এখনও বিদ্যমান। এই সকল ভক্তের মহিমা স্মরণ করিতে করিতে এই সিদ্ধ স্থানে বিরাজমান হর-পার্ব্বতীর ধ্যানপূর্ব্বক এক বার

লিঙ্গাষ্টক স্তোত্রম্।

ব্রহ্ম-মুরারি-সমর্চ্চিত-লিঙ্গং
নির্ম্মল-ভাসিত-শোভিত-লিঙ্গং।
জন্মজদুঃখ-বিনাশক-লিঙ্গং
তং প্রণমামি সদাশিব-লিঙ্গম্॥
সুরগুরুসুরবরপূজিত-লিঙ্গং
সুরবনকুসুমসমর্চ্চিত-লিঙ্গং।
পরমগতিদ-পরমাত্মক-লিঙ্গং
তং প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্॥

দেবী স্তোত্রম্।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

তিরুবাল্লুরের ৪ মাইল দূরে তিরুক্কান্নামঙ্গই নামক স্থানে একটী

নাগপত্তন ও নাগোর। এস. আই. রেলওয়ের তাঞ্জোর-নাগোর শাখায় তিরুবাল্লুর হইতে ১৫ মাইল দূরে নাগপত্তন (Negapatam) এবং নাগপত্তন হইতে ৪ মাইল দূরে নাগোর (Nagore) নামে ষ্টেশন আছে। নাগপত্তন কাদুবায়ুর নদীর তটে অবস্থিত একটী বিখ্যাত বন্দর। নাগোর বেত্তর (Vettar) নামক নদীর তীরে অবস্থিত। নাগপত্তনে শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। প্রথমোক্ত মন্দিরে সুন্দররাজস্বামী ও শেষোক্ত মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ বিরাজিত।

নাগোরে একটী প্রাচীন দেবালয় আছে। এই সহরের পুরাতন নাম "পুন্নগবনম্।" শ্রীচৈতন্যদেব "নাগর" সহরে শ্রীরামলক্ষ্মণ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান নাগোরে শ্রীরামলক্ষ্মণমূর্ত্তি নাই।

নাগোরের ৩ মাইল দূরে, বেলিপ্পালায়ম্ (Velippalaiyam) ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে একটী খ্যাতনামা শিবমন্দির আছে।

তিরুনত্তিয়াত্তানগুডি। এই ষ্টেশন (Tirunattiyattangudi) মায়াবরম্ হইতে ৩০ মাইল দূরে (আরাণ্টাঙ্গি লাইনে) অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে একটী দেবালয় আছে। মূলবিগ্রহের নাম "রত্নপুরেশ্বর" এবং দেবীর নাম "মঙ্গলনায়িকা"। তাঞ্জোরের কোন রাজসেনাপতি এই স্থানে বাস করিয়া উক্ত ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। এখানে এক জন বিখ্যাত মুসলমান ফকিরের সমাধিস্থান বিদ্যমান।

বেদারণ্যম্। মায়াবরম্-আরাণ্টাঙ্গি লাইনে তিরুতুরাইপুণ্ডি (Tiruturaipundi) নামক একটি ছোট ষ্টেশন আছে, ইহা মায়াবরম্ হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী। উক্ত ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখা বেদারণ্য পর্য্যন্ত গিয়াছে (দূরত্ব ২১ মাইল)। এখানে

একটী দেবালয়ও এখানে আছে। মাদ্রাজ প্রদেশের যে সকল তীর্থে সমুদ্রস্নানের নিমিত্ত যাত্রিসমাগম হয়, তন্মধ্যে ধনুষ্কোটির স্থান প্রথম এবং বেদারণ্যের স্থান দ্বিতীয়।

অবদ্যার কয়েল। মায়াবরম্ হইতে আরাণ্টাঙ্গি (Arantangi) পর্য্যন্ত রেলপথ আছে (দূরত্ব ৯৯ মাইল)। আরাণ্টাঙ্গির ৮ মাইল দক্ষিণে অবদ্যার কয়েল (Avadyarkoil) গ্রাম, এই গ্রামে একটী প্রাচীন বিখ্যাত এবং কারুকার্য্যযুক্ত মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরটী তেমন বড় না হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের সমকক্ষ। ষ্টেশন হইতে উক্ত গ্রামে যাওয়ার পথে বেলার নামক নদী পার হইতে হয়। ষ্টেশনে গোযান এবং অশ্বযানের অভাব নাই। গ্রামে যাত্রীদের জন্য কয়েকটী ছত্র আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ও পৌষ মাসে মেলা উপলক্ষে বহু সংখ্যক যাত্রী সমবেত হয়।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পর পর ৩টী উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রধান গোপুর ২০০ ফুট উচ্চ। পরিক্রমার মধ্যে স্থানে স্থানে বহুকারুকার্য্যযুক্ত স্তম্ভে সুশোভিত সভামণ্ডপ বিরাজমান। একটী মণ্ডপের স্তম্ভে অষ্টভুজ বীরভদ্র মুর্ত্তি ও অন্যান্য অদ্ভুত মূর্ত্তি খোদিত আছে। পঞ্চাক্ষর মণ্ডপ নামক আর একটী মণ্ডপে ৫০টী স্তম্ভ শোভা পাইতেছে, ইহার ছাদে নানাপ্রকার পৌরাণিক দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। ত্যাগরাজমণ্ডপের স্তম্ভগুলিও বিবিধকারুকার্য্যশোভিত। মন্দির মধ্যে একটী বৃহৎ গভীর সরোবর বিদ্যমান (দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট, প্রস্থে ১৫০ ফুট)।

মানকবচক নামক কোন রাজপ্রতিনিধি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানকবচক মহাদেবের নন্দীর অবতার, তাঁহারই নাম অনুসারে মূল মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এই মন্দিরে শিব বা পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নাই, কেবল দেবীর স্বর্ণময় পাদপদ্ম

বাটি আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটী "গুরুস্থ" বৃক্ষ আছে। কথিত আছে, এই বৃক্ষমূলে মহাদেব তেজোমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

তাঞ্জোর অঞ্চলের তীর্থ।

তাঞ্জোর অঞ্চলে অবস্থিত নিম্নোক্ত তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে কুম্ভকোণম্ (দক্ষিণকাশী), তাঞ্জোর, তিরুবাদী এবং মান্নারগুড়ি (দক্ষিণদ্বারকা) এই কয়েকটী সুবিখ্যাত।

(১) নরসিংপেট	(২) তিরুবাদামারুতুর	(৩) কুম্ভকোণম্
(৪) স্বামীমলয়	(৫) পাপনাশম্	(৬) তাঞ্জোর
(৭) তিরুবাদী	(৮) মান্নারগুড়ি।	

নরসিংপেট। মায়াবরমের ১০ মাইল দক্ষিণে এবং কুম্ভকোণমের ১০ মাইল উত্তরে নরসিংপেট (Narasinganpet) ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের ১ মাইল পূর্ব্বে তিরুবাদুথুরাই (Tiruvaduthurai) নামক গ্রামে শৈবসম্প্রদায়ের মঠ আছে এবং নিকটে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান। এই স্থানে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে "ব্রহ্মোৎসব" হয়। মঠের সেবায়েত ব্রাহ্মণেতর শৈবগণের অন্যতম গুরু। ইঁহার হাজার হাজার শিষ্য এবং অনেক ভূসম্পত্তি আছে। ব্রহ্মোৎসবের সময়ে গ্রামে

প্রধান রাজপথে পরিভ্রমণ করেন। তৎকালে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বহুবিধ উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করেন এবং তিনিও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও বস্ত্র দান পূর্ব্বক আপ্যায়িত করেন। এই সময়ে সমবেত হিন্দু মাত্রই মন্দির হইতে ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তিরুবাদামারুদুর। মায়াবরমের ১৫ মাইল দক্ষিণে এবং কুম্ভকোণমের ৫ মাইল উত্তরে তিরুবাদামারুদুর (Tiruvadamarudur) ষ্টেশন। এই স্থান কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং তাঞ্জোর জিলার কুম্ভকোণম্ তালুকের অন্তর্গত। ষ্টেশনের নিকটেই কয়েকটী হোটেল ও ছত্র এবং একটী বাংলো আছে। এখানে ষ্টেশনের অতি নিকটে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান, এই দেবালয় এবং ইহার গোপুর বিবিধ কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের নাম মহালিঙ্গস্বামী। কুম্ভকোণম্ হইতে রেলগাড়ীতে বা মোটর বাস্ যোগে তিরুবাদামারুদুর গমন পূর্ব্বক এই মন্দির দর্শন করা যায়।

পূর্ব্বদিকের ফটকে ব্রহ্মহত্যার একটী মূর্ত্তি খোদিত আছে। কথিত আছে, চোল রাজ্যের কোন রাজা ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পাপমোচনের নিমিত্ত বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন, কিন্তু নিহত ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা সর্ব্বদাই তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে থাকে। অবশেষে মহালিঙ্গস্বামী দর্শন করিয়া তিনি পাপমুক্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রেতাত্মা আর তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই। এস্. আই. রেলওয়ে গাইড্ নামক পুস্তিকায় লিখিত আছে যে উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অসাধ্য রোগ-গ্রস্ত অনেক রোগী সারা বৎসর উক্ত দেবালয়ে গমন করেন; কয়েকজন স্থানীয় লোকের নিকটে জানা গেল, নবগ্রহমন্দিরে পূজা দেওয়াই উক্ত রোগীদিগের উদ্দেশ্য। রোগীরা উক্ত মন্দিরে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া সকলেই রোগমুক্ত হইবেন এমন আশা অবশ্য কেহই

মাসে কল্যাণোৎসব (কল্যাণ=বিবাহ), আশ্বিনে নবরাত্রি উৎসব এবং মাঘ মাসে রথযাত্রা তন্মধ্যে প্রধান। ঠাকুরের রথ অতি বৃহৎ এবং পরম রমণীয়, সমগ্র ভারতের মধ্যে ঈদৃশ বিশাল রথ নিতান্ত বিরল। রথযাত্রার সময়ে চারিটী শ্বেতবর্ণ অশ্বের মূর্ত্তি রথের সহিত সংযোজিত হয়। ঠাকুর রথে আরোহণ করিলে অর্চ্চনা ও কর্পূরারতি হইয়া থাকে। তৎপর সুদীর্ঘ রজ্জু দ্বারা বহুসহস্রলোক রথ টানিয়া থাকে।

কুম্ভকোণম্। মায়াবরমের ন্যায় কুম্ভকোণম্‌ও তাঞ্জোর জিলার একটী তালুক। কুম্ভকোণম্ (Kumbokonam) ষ্টেশন মান্দ্রাজ হইতে ১৯৪ মাইল দূরে মায়াবরমের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটে সৌরাষ্ট্র দেশীয় শেঠের ধর্ম্মশালা এবং সহরে আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। সহরটী কাবেরী নদীর দুই শাখার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

কুম্ভকোণম্ একটী প্রাচীন নগর, এক সময়ে ইহা চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। সহরটী এখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থান এবং সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। এই কারণে কেহ কেহ এই নগরকে ভারতীয় কেম্ব্রিজ্ (Cambridge), এই গৌরবসূচক আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরী মঠের এক শাখা এখানে আছে।

কুম্ভকোণম্ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ এবং দক্ষিণকাশী নামে প্রসিদ্ধ। কাশীর ন্যায় ইহাও একটী মুক্তিক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে কুম্ভকোণম্ দর্শন পিপাসু কোন যাত্রী দৈবাৎ পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও বিশ্বনাথের কৃপায় তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

এই নগরে বারটী শিবের মন্দির এবং চারিটী বিষ্ণুমন্দির আছে। যাত্রিগণ নিম্নোক্ত চারিটী প্রসিদ্ধ দেবালয় এবং মহামোক্ষকুণ্ড ও কোদবাসল অবশ্য দর্শন করিবেন :—

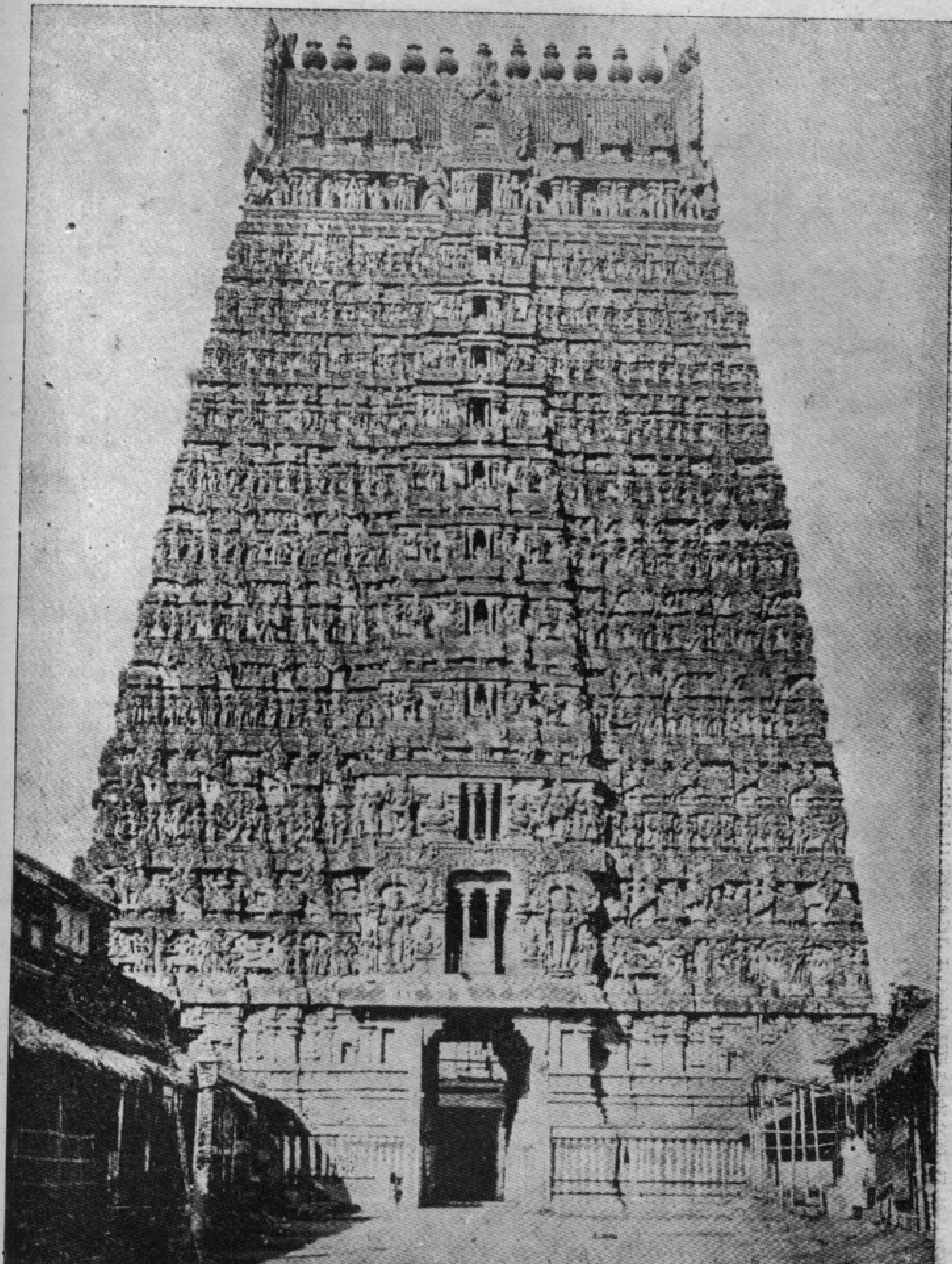
(১) কুম্ভেশ্বরস্বামীর মন্দির। মন্দিরের প্রবেশপথে ১২৮ ফুট উচ্চ গোপুর বিদ্যমান। গোপুর হইতে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত

আবৃত পথ আছে, ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ গজের অধিক হইবে। এই পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরস্তম্ভসমূহ শোভা পাইতেছে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং পার্ব্বতীদেবী বিরাজমান। ঠাকুরের রৌপ্যনির্ম্মিত নানাবিধ যানবাহনাদি আছে, যথা, পাল্কী, হাতী, ঘোড়া, রথ ইত্যাদি। মন্দিরের সম্মুখেই পাঁচ খানি রথ সজ্জিত রহিয়াছে।

কথিত আছে, অমৃতপূর্ণ একটী কুম্ভ প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান হইয়া এই স্থানে আসিয়াছিল এবং সৃষ্টির আদি হইতে সুদীর্ঘকাল এখানে ছিল। একদা ঐ কুম্ভের কাণা ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া মহাদেব কুম্ভস্থিত সমস্ত অমৃত পান করেন এবং তদবধি কুম্ভেশ্বর নাম ধারণ করেন। এই নিমিত্ত স্থানটীর নামও কুম্ভকোণম্ হইয়াছে। আধুনিক সময়ে তাঞ্জোরের কোন শিবভক্ত রাজা মহাদেবকর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া বহুব্যয়ে বর্ত্তমান কুম্ভেশ্বরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(২) শার্ঙ্গপাণিস্বামীর মন্দির। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছয়টী গোপুর আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের গোপুরটী প্রায় দেড় শত ফুট উচ্চ, ইহার নির্ম্মাণে ভাস্করগণ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকের মতে এই গোপুরই দক্ষিণভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূলমন্দিরে শার্ঙ্গপাণি (বিষ্ণু) ভগবানের বৃহৎ মূর্ত্তি অনন্ত শয্যায় শয়িত আছেন। সম্মুখেই সুন্দর সুসজ্জিত উৎসবমূর্ত্তি বিরাজমান। প্রবেশপথে পর পর দুইটী সুবৃহৎ কপাটযুক্ত দরজা, নিকটেই অন্য মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা। দেবালয়ের পশ্চাদ্ভাগে একটী সরোবর এবং পাঁচটী গোপুর বিদ্যমান। এখানে ভগবান্ শার্ঙ্গপাণির রথযাত্রা উৎসব সমারোহসহকারে সম্পন্ন হয়। বহুকারুকার্য্যযুক্ত দুইটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ বিদ্যমান, তন্মধ্যে একটী অতি বৃহৎ।

পবিত্র কুম্ভকোণম্ তীর্থে শার্ঙ্গপাণিদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আসুন, সকলে কয়েকটী প্রাণের কথা ভাবক বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের



কুম্ভকোণম্—শাঙ্গ পাণি দেবালয়ের তোরণ (পৃঃ ১০৮)

গান।

যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় নাহি পাই,
যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় ভুলে যাই,
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও, দিওনা তোমার নাম ভুলিতে।
যারা তেমন কাঁদিতে পেরেছে, যারা তেমন তোমায় ডেকেছে,
তাদের জনমের জ্বালা জুড়ায়েছে, তাদের মরণের ব্যথা হয় না সহিতে।
তাদের মত তেম্‌নি কাঁদাও, তাদের মত তেম্‌নি ডাকাও,
তাদের মত জ্বালা জুড়াও, তাদের মত তেম্‌নি শিখাও,
তোমার মতন, কেহ তেমন, পারে কিহে শিখাইতে।

(৩) রামস্বামীর মন্দির। এই দেবালয়ের মনোহর মণ্ডপ (নাট মন্দির) দর্শকমাত্রেরই বিস্ময়োৎপাদন করিবে। মণ্ডপে বহুসংখ্যক কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। এক একটী স্তম্ভ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভেই ভাস্করগণের অদ্ভুত কলাকৌশল দেদীপ্যমান। কতিপয় স্তম্ভে বিষ্ণুর অবতারসমূহের মূর্ত্তি, আর কয়েকটীতে রামলীলার বিবিধ দৃশ্য খোদিত আছে। কোন কোন স্তম্ভে আবার সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তুর মূর্ত্তি যেন জীবন্তভাবে খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের দেওয়ালে আদ্যোপান্ত সমগ্র রামায়ণের দৃশ্যসমূহ চিত্রিত আছে।

(৪) চক্রপাণিস্বামীর মন্দির। এই মন্দিরে ভগবান্ চক্রপাণিদেবের অষ্টভুজ ত্রিনয়ন মূর্ত্তি বিরাজমান। অর্চ্চক বলিলেন, চক্রপাণিদেব হরি ও হরের মিলিত মূর্ত্তি। মন্দির হইতে অল্প দূরেই কাবেরী নদী, সুতরাং যাত্রিগণ কাবেরীতে স্নানতর্পণাদি করিয়া প্রথমে চক্রপাণিদেব দর্শন করিয়া থাকেন।

চক্রপাণিস্বামীর বিগ্রহ দর্শন করিলে সাম্প্রদায়িক ভাব দূরে যাইবে

কবে চক্রপাণিস্বামী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়াকাশস্থ মোহমেঘের আবরণ অপসারিত করিয়া স্বীয় প্রেমমঙ্গলময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাদের হৃদয়মাঝে প্রকাশ করিবেন, কবে আমরা সংসারের সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া রসস্বরূপের রসাস্বাদনের অধিকারী হইব। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটী গান স্মরণ করা যাউক—

সত্য-মঙ্গল-প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে, সব দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী,
যেই ভক্ত, সেই জানে, (ওরে) তুমি জানাও যারে, সেই জানে।

(৫) মহামোক্ষকুণ্ড (বা মহামাঘ কুণ্ড)। প্রতি মাঘ মাসে এই প্রসিদ্ধ কুণ্ডে স্নান করার জন্য বহু যাত্রী কুম্ভকোণম্ আগমন করে। কুণ্ডটী সুবৃহৎ (প্রায় ৬০০ বিঘা ব্যাপী)। হরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক এবং উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলার ন্যায় বার বৎসর পর পর এখানে মহামোক্ষযোগ হইয়া থাকে, এই যোগ উপলক্ষে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে অনেক যাত্রী (অন্ততঃ ৫ লক্ষ) এই স্থানে সমবেত হয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত উক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে, যিনি দর্শন করিবেন, তিনি কখনই জীবনে সেই প্রাণস্পর্শী দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন না। সন ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে) কুম্ভকোণমে মহামোক্ষস্নান হইয়া গিয়াছে।

(৬) কোদবাসল। কোদবাসল (Kodavasal) কুম্ভকোণম্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে। কথিত আছে, পূর্ব্বোক্ত অমৃতকুম্ভ হইতে কিঞ্চিৎ অমৃত কোদবাসলে পড়িয়াছিল। এই জন্য কোদবাসল

স্বামীমলয়। কুম্ভকোণমের ৪ মাইল দক্ষিণে স্বামীমলয় (Swamimalai) ষ্টেশন। এখানে দণ্ডায়ুধপাণি নামক সুব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে। মন্দিরটী অল্প উচ্চ একটী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এখানে প্রতিদিন কিছু না কিছু যাত্রী আসিয়া থাকে, বিশেষতঃ প্রতি মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে বহুযাত্রিসমাগম হয়। গোবিন্দ-দাসের করচায় উল্লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আসিয়াছিলেন এবং ভট্টনামক ব্রাহ্মণকে এবং সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীকে হরিনামে মত্ত করিয়াছিলেন।

পাপনাশম্। কুম্ভকোণম্ ও তাঞ্জোরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাপনাশম্ (Papanasam) ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব কুম্ভকোণম্ হইতে ৯ মাইল। ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে দুইটী শিবমন্দির এবং একটী বিষ্ণু-মন্দির বিদ্যমান। নিকটে নদী আছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এখানে বিষ্ণু দর্শন করিয়াছিলেন।

তাঞ্জোর। তাঞ্জোর কুম্ভকোণম্ হইতে ২৪ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ২১৮ মাইল দক্ষিণে কাবেরীতীরে অবস্থিত একটী জংশন ষ্টেশন। এই বিখ্যাত প্রাচীন নগর এক সময়ে প্রাচীন চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগে তঞ্জান নামক রাক্ষসের বাসস্থান ছিল, এই নিমিত্ত নগরটী তাঞ্জোর নামে খ্যাত হইয়াছে। আধুনিক সময়ে বিজয়নগরের কতিপয় নায়কবংশীয় রাজা এবং তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় ভোঁসলা বংশের রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নায়ক বংশীয় রাজগণ এখানে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গ দুইটী অদ্যাপি বর্ত্তমান। একটীর নাম শিবগঙ্গা দুর্গ বা ছোট দুর্গ (Little Fort), বড় দুর্গটীও ছোটদুর্গের সহিত সংলগ্ন।

তাঞ্জোর ষ্টেশনের নিকটে একটী বাংলো, কয়েকটী ছত্র এবং হোটেল আছে। তাঞ্জোরের বিখ্যাত দেবালয় (বৃহদীশ্বরস্বামী নামক শিবের মন্দির)

পূর্ব্বোক্ত শিবগঙ্গা দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত। দেবালয়টী প্রশস্ত সুগভীর পরিখা দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। পরিখার উপরে একটী সেতু আছে, ঐ সেতুর উপর দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দির পর পর দুইটী প্রাকারে বেষ্টিত। এই দেবালয়ের গোপুর তেমন উচ্চ নহে (একটী ৯০ ফুট আর একটী ৬০ ফুট উচ্চ); কিন্তু মন্দিরটী ২১৬ ফুট উচ্চ এবং ইহার চূড়া মনোহর কারুকার্য্যে শোভিত। এইরূপ সুন্দর চূড়া বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন মন্দিরে নাই। মন্দিরের শীর্ষদেশস্থ গোলাকার চূড়াটী সুবৃহৎ এক খণ্ড স্ফটিক প্রস্তর (Granite) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যায়, ৪ মাইল দূর হইতে একটী ঢালু পথ প্রস্তুত করিয়া এই প্রকাণ্ড গোলক (ওজন ২০০০ মণের অধিক) উত্তোলিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল দেবালয়েই গোপুর অতি উচ্চ এবং বহু কারুকার্য্যযুক্ত, কিন্তু মূল মন্দির তেমন উচ্চ নহে; তাঞ্জোরে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ভ্রমণকারিগণ সকলেই তাঞ্জোর দেবালয়ের মনোহর অভ্রভেদী চূড়া দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

দেবালয়ে দুইটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ আছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ নন্দী (মহাদেবের বৃষভ) শোভা পাইতেছে (১৬ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট উচ্চ। বৃহদীশ্বরস্বামী নিজে যেমন সুবৃহৎ, তেমনই তাঁহার বাহন। রামেশ্বর মন্দিরের নন্দী ইহা অপেক্ষাও বড়, কিন্তু তাঞ্জোরের নন্দী এক খণ্ড মাত্র প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। এই নন্দী যে স্থানে আছে, তাহার নিকটে পৃথক্ মন্দিরে পার্ব্বতীদেবী বিরাজিতা। গণপতি, চণ্ডীকেশ্বর প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ স্থানে স্থানে বিদ্যমান। প্রাঙ্গণে কয়েকটী প্রস্তরস্তম্ভশোভিত মণ্ডপ আছে। একটী বারান্দায় ১০৮টী শিবলিঙ্গ বিরাজমান, ঐ বারান্দার দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মনোহর পৌরাণিক দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে।

এখানকার সুব্রহ্মণ্যস্বামী (কার্ত্তিকেয়) দেবের মন্দির পরম রমণীয়



তাঞ্জোর—বৃহদীশ্বরমন্দির (পৃঃ ১১২)

এবং কারুকার্য্যখচিত বহু স্তম্ভে সুশোভিত। ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ প্রায় ৬০ ফুট। দাক্ষিণাত্যের যে সকল দেবালয় অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের জন্য জগৎবিখ্যাত, এই সুব্রহ্মণ্যমন্দির ছোট হইলেও তন্মধ্যে অন্যতম। মন্দিরটী প্রাচীন, কিন্তু ইহার কারুকার্য্য এমন অদ্ভুত যে দেখিলেই মনে হয়, ইহা সদ্যোনির্ম্মিত।

তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদ বড় দুর্গটীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাসাদের এক স্থানে সভামণ্ডপে (Durbar Hall) কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপরে মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত শিবাজীর শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজমান। "সারস্বতমহল" নামক বৃহৎ পুস্তকালয়ে ১৮০০০ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বহু সংখ্যক অন্যান্য পুস্তক বিদ্যমান (তন্মধ্যে ৮ হাজার তাল পাতার পুথি)। তাঞ্জোরের মন্দিরসমূহ যেমন ধর্ম্মচর্চ্চা ও ভাস্করশিল্পের জাজ্বল্যমান নিদর্শন, উক্ত পুস্তকালয় তেমন এই নগরের প্রাচীন সভ্যতা ও বিদ্যাচর্চ্চার সাক্ষীস্বরূপ।

তিরুবাদী বা তিরুবায়ার। তাঞ্জোর হইতে ৭ মাইল দূরে, কাবেরী নদীর উত্তর তীরে তিরুবাদী (Tiruvadi) নামক একটী ছোট নগর আছে। ইহা বারাণসীর ন্যায় পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র (কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও পুণ্যতর ক্ষেত্র), এই মুক্তিক্ষেত্রে দেহান্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়। দক্ষিণদেশীয় বহু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জীবনের শেষ সময়ে তিরুবাদীতে বাস করেন। এখানে কারুকার্য্যযুক্ত একটী বৃহৎ শিবের মন্দির বিদ্যমান। তিরুবাদী সম্বন্ধে তাঞ্জোর গেজেটিয়ারে এইরূপ লিখিত আছে:—

"ইহাকে বারাণসী অপেক্ষা ১/১৬ গুণ অধিক পবিত্র বলে। তিরুবাদীর শিবের নন্দীর (বৃষভের) নিকটস্থ তিরুমলবাদী নগরেতে বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহের স্মরণার্থে ত্রয়োদশদিনব্যাপী উৎসব প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং একটী মিছিল (procession) সাতটী শিব

মন্দির প্রদক্ষিণ করে। সাতটী শিবমূর্ত্তি সন্নিহিত গ্রামগুলিতে (সপ্তস্থলম্) আছে।" [শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে প্রণীত "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী"]

মান্নারগুড়ি। দক্ষিণভারত রেলপথের তাঞ্জোর-নাগোর শাখায় নিদামঙ্গলম্ (Nidamangalam Jn.) নামক একটী ষ্টেশন আছে। তাঞ্জোর হইতে ইহার দূরত্ব ১৯ মাইল। নিদামঙ্গলম্ হইতে মান্নারগুড়ি (Mannargudi) পর্য্যন্ত আর একটী শাখা গিয়াছে। মান্নারগুড়ির দূরত্ব নিদামঙ্গলম্ হইতে ৮ মাইল, স্থতরাং তাঞ্জোর হইতে ২৭ মাইল। মান্নারগুড়ি একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে "দক্ষিণ দ্বারকা" আখ্যা দিয়াছেন। এই সহর বেন্নার (Vennar) নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং তাঞ্জোর জিলার অন্তর্গত। সহরে যাত্রীদের জন্য অনেক ছত্র ও হোটেল আছে। এখানে প্রায় ৪০০ গজ দীর্ঘ এবং ২৮০ গজ প্রশস্ত একটী স্থবৃহৎ সরোবর এবং ৯টী প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান, তন্মধ্যে ৪টী বিষ্ণুমন্দির এবং ৫টী শিবমন্দির। ইহাদের মধ্যে আবার রাজগোপালমন্দির নামক দেবালয়টী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে ফাল্গুন মাসে ১৬ দিন যাবৎ শ্রীশ্রীগোপালজীর জন্মোৎসব হয়। সপ্তম দিনে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা প্রদর্শিত হয়। এতদ্ভিন্ন, মার্চ্চ মাসে ও জুন মাসে ১০ দিন ব্যাপী মেলা হয়, তখনও বহু যাত্রী সমবেত হয়।

আস্থন এক বার এই স্থবিখ্যাত রাজগোপালমন্দিরে খ্যাতনামা শ্রীধর কথকের ভাষায় শ্রীশ্রীব্রজগোপালকে বন্দনা করি এবং ভক্ত চণ্ডীদাস যে প্রেমের আদর্শ সহজ ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি—

গৌরী।

মন, চিন্তয় ব্রজমঞ্জুল-কুঞ্জগতম্।
ব্রজবন্দিত-নন্দিত-নন্দস্থতম্॥

নটবেশ-মনোরম-রূপধরম্ ।
মুরলী-মধুরধ্বনি-মোহকরম্ ॥
বল্লব-নবযুবতী-মিলিতম্ ।
বৃষভানুসুতা-ধৃত-বামকরম্ ॥
দয়িতাদরপূরিত-প্রেমভবম্ ।
সঙ্গীতমতিমিবমুনিমুদিতম্ ॥

বঁধূ কি আর বলিব আমি ।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বান্ধিলাম প্রেমের ফাঁসি ।
সব সমর্পিয়া, এক মন হইয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
একুলে ওকুলে, দুকূলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায় ।
শীতল বলিয়া, শরণ লইলাম,
ও দুটী কমল পায় ॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি ।
চণ্ডীদাসে কয়, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ত্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোট অঞ্চলের তীর্থ।

ত্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোট অঞ্চলে নিম্নোক্ত তীর্থসকল আছে, তন্মধ্যে ত্রিচিনাপল্লী এবং শ্রীরঙ্গম্ ভারতবিখ্যাত, করুরও এই অঞ্চলে খ্যাতনামা।

(১) ত্রিচিনাপল্লী	(২) শ্রীরঙ্গম্	(৩) এলামান্থর
(৪) কুলিতলাই	(৫) করুর	(৬) পদ্মকোট
(৭) তিরুমায়ম্	(৮) বিরালিমলয়।	

ত্রিচিনাপল্লী। ত্রিচিনাপল্লী (Trichinopoly) বা ত্রিশিরাপল্লী (ত্রিশিরারাক্ষসের পল্লী) মাদ্রাজ এবং মাদুরা অপেক্ষা ছোট হইলেও মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্য নগর অপেক্ষা বড়। এই সহর ত্রিচিনাপল্লী জিলার প্রধান নগর এবং মাদ্রাজ (এগমোর) হইতে ২৫২ মাইল এবং তাঞ্জোর হইতে ৩০ মাইল দূরে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। সহরটী দুই অংশে বিভক্ত। ত্রিচিনাপল্লী ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট (Cantonment) বা সেনানিবাস এবং ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট (Fort) বা দুর্গ; প্রথম অংশে সাহেবদিগের বসতি এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় সৈন্যের বাসস্থান। সহরের অপর অংশে দেশীয় লোকদের বসতি। এই সহরে ৫টী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে :—

(১) ত্রিচিনাপল্লী জংশন। এই ষ্টেশন ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটে। এস. আই. রেলওয়ের মাদ্রাজ-ধনুষ্কোটি মূল রেলপথ (main line), ত্রিচি-বিল্লুপুর সোজা রেলপথ (chord line), ত্রিচি-মন্মতুরাই সোজা রেলপথ (chord line) এবং ত্রিচি-ইরোড্ শাখা এই চারিটী রেলপথ ত্রিচিনাপল্লী জংশনে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে।

(২) এবং (৩) ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট এবং ট্রিচি পালাকারই (Trichi Palakarai)। এই দুইটী ষ্টেশন সহরের নিকটে অবস্থিত। ইরোড্, ব্যাঙ্গেলোর, মহিষুর প্রভৃতি স্থানের যাত্রিগণ ত্রিচি ফোর্টে গাড়ী চাপিবেন।

(৪) এবং (৫) ত্রিচিনাপল্লী টাউন এবং গোল্‌ডেন্ রক্ (Golden Rock)। এই দুইটী ষ্টেশন ত্রিচি-বিল্লুপুর সোজা রেলপথে অবস্থিত। গোল্‌ডেন্ রকের নিকটে জেলখানা, আদালত এবং অন্যান্য আফিস।

ত্রিচিনাপল্লী সহরে যাত্রীদের একমাত্র দ্রষ্টব্য ত্রিচিশৈলস্থ দেবালয় (Trichi Rock Temple)। যাত্রীরা শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া এই দেবালয় অনায়াসে দর্শন করিতে পারেন, সুতরাং যাত্রীদের শ্রীরঙ্গমে থাকাই ভাল। কারণ, প্রধান দেবালয় দুইটীই শ্রীরঙ্গমে, ত্রিচিনাপল্লীতে তেমন ভাল ছত্র বা ধর্ম্মশালাও নাই। ট্রিচি ফোর্ট ষ্টেশনের নিকটে একটী মিউনিসিপ্যাল ছত্র আছে, ইহার প্রত্যেক ঘরের ভাড়া দৈনিক ॥০ আনা, কিন্তু নানা কারণে ইহা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাসোপযোগী নহে। অল্প দূরে এক ঠাকুরবাড়ীতে যাত্রিগণ বাস করিতে পারেন, শুনিয়াছি তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল।

ত্রিচিশৈলের উচ্চতা ২৭৩ ফুট। পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটিয়া সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে একটী সমতল রাস্তা দেখিতে পাইবেন, এই রাস্তা পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে গণেশদেবের ছোট একটী মন্দির বিদ্যমান। আর কত দূর উঠিলেই দুই পার্শ্বে দুইটী শতস্তম্ভশোভিত মণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হইবে। উৎসবের সময়ে মূলমন্দিরের বিগ্রহ এই স্থানে আনীত হইয়া থাকে। আর একটু উচ্চে গণেশদেবের অপর একটী মন্দির আছে। আরও উপরে বৃহৎ শিবের মন্দির বিরাজমান। সর্ব্বশেষে পর্ব্বতশিখরে গণেশদেবের আর একটী ছোট মন্দির শোভা

পাইতেছে। এক খণ্ড পাথরের উপরে দুইটী পদচিহ্ন আছে (হিন্দুরা বলেন, বিভীষণের পদচিহ্ন, মুসলমানেরা বলেন কোন পীরের পদচিহ্ন)।

ত্রিচি-শৈলের নিম্নে টেপ্পাকুলম্ নামক বৃহৎ সরোবর বিদ্যমান, সরোবরের মাঝখানে একটী সুন্দর মণ্ডপ বিরাজিত। উক্ত শৈলের নিকটস্থ নবাবের প্রাসাদ আজ কাল গবর্ণমেণ্ট আফিস এবং টাউন হলে পরিণত হইয়াছে।

ত্রিচিনাপল্লী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অতীতকালে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই স্থানে চোলরাজবংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা তাহা অধিকার করেন। পরে এই নগর আবার নায়ক বংশীয় হিন্দুরাজগণের অধিকারে আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীতে এখানে বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ হয়, ত্রিচিনাপল্লী জংশনের নিকটস্থ বিখ্যাত "ফকিরের পাহাড়ের" যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর লরেন্স্ ইং ১৭৫৩ সালে ফরাসীদিগকে পরাজিত করেন। পরে আবার ফরাসীরা শ্রীরঙ্গম্ মন্দির অধিকার করেন; কিন্তু ইং ১৭৫৯ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে কর্ণেল কুটে (Colonel Coote) কর্ত্তৃক ফরাসীরা ভীষণরূপে পরাজিত হওয়াতে ভারতে ফরাসী প্রভুত্বের আশা নির্ম্মূল হয় এবং ইংরেজ আধিপত্যের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হয়। অতঃপর, মহিষুরের বিখ্যাত হায়দার আলি এবং কয়েক বৎসর পরে টিপু স্থলতানও ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন। হায়দর আলি ১৭৮১ সালে পোর্ট নবোর যুদ্ধে এবং টিপু স্থলতান ১৭৯০ সালের মহিষুর যুদ্ধে ইংরেজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইংরেজগণ নির্ব্বিবাদে ত্রিচিনাপল্লী দখল করিতেছেন।

শ্রীরঙ্গম্। শ্রীরঙ্গম্ (Srirangam) ত্রিচি-বিল্লুপুরম্ সোজা (chord) রেলপথের একটী ষ্টেশন এবং ত্রিচিনাপল্লী জংশন হইতে ৭ মাইল

দূরে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গমের পশ্চিমদিকে কাবেরী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, উত্তর কাবেরী এবং দক্ষিণ কাবেরী। শাখা দুইটী শ্রীরঙ্গম্‌কে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বদিকে পুনরায় সংযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীরঙ্গম্ একটী দ্বীপ। কাবেরী নদীর উপরিস্থ ১৬০০ ফুট দীর্ঘ একটী সেতুর উপর দিয়া ত্রিচিনাপল্লী হইতে শ্রীরঙ্গম্ যাতায়াত করিতে হয়। শ্রীরঙ্গমে যাত্রীদের জন্য কয়েকটী ছত্র আছে। শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়ের মধ্যেও যাত্রিগণ ঘর ভাড়া লইতে পারেন। এখানে অল্প ভাড়ায় ঝট্‌কা পাওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গমে দুইটী প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে, শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির এবং শ্রীজম্বুকেশ্বর মন্দির। এই দুইটী দেবালয় পরস্পর আধ মাইল দূরবর্ত্তী।

শ্রীজম্বুকেশ্বরমন্দির। এই প্রাচীন দেবালয়ে জম্বুকেশ্বর নামক বিখ্যাত মহাদেব বিরাজমান। জম্বুকেশ্বর দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চশিবলিঙ্গের অন্যতম (অপ্-লিঙ্গ, অপ্ = জল)। লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব্বদাই জল দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ কোন স্থানে ভূগর্ভ হইতে প্রস্রবণের জল নির্গত হইতেছে। মন্দিরের নিকটে একটী প্রাচীন জম্বুবৃক্ষ আছে। কথিত আছে, ত্রিপুরারি (মহাদেব) এখানে জম্বুবৃক্ষতলে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি জম্বুকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন।

মূলমন্দির পর পর পাঁচটী উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। বহির্দ্দিকস্থ প্রথম দুইটী প্রকারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা সর্ব্বপ্রথম প্রাঙ্গণে একটী রাস্তা আছে, রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেক বাড়ী ঘর রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ৮০০ গজের অধিক, প্রস্থ ৫০০ গজের কিঞ্চিৎ ন্যূন। অন্যান্য প্রাঙ্গণ সমূহ পর পর অপেক্ষাকৃত ছোট। কোন প্রাঙ্গণে কারুকার্য্যযুক্ত মণ্ডপ, কোথাও বা মন্দির বিদ্যমান। প্রাঙ্গণস্থ একটী কূপ হইতে সর্ব্বদা প্রস্রবণের

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির অপেক্ষা ছোট হইলেও জম্বুকেশ্বরমন্দির শিল্প-নৈপুণ্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আসুন সকলে শ্রীশ্রীজম্বুকেশ্বর মহাদেবের বন্দনা করি এবং পার্ব্বতী-দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদের একটী গান স্মরণ করি—

গান (বেহাগ)।

শম্ভু শুভঙ্কর, শঙ্কর হে, দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে।
ভস্মবিভূষিতবিগ্রহ হে, পদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে॥
ভীরুভয়াপহ ভীষণ হে, ভীমভবাম্বুধিতারণ হে।
দীনদয়াময় ধূর্জ্জটি হে, ভক্তভবাব্ধিবিমোচন হে॥

গান (প্রসাদীসুর)।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

শ্রীরঙ্গনাথ দেবালয়। শ্রীরঙ্গনাথ দেবালয়ের ন্যায় সুবৃহৎ দেবালয় ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই দেবালয় সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট একটী পুরী বা দুর্গস্বরূপ। মূলমন্দিরটী পর পর ৭টী উচ্চ প্রাকার দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। সকলের বাহিরে যে প্রাকারটী আছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ২১ ফুট এবং চারিদিকের বেড় ২ মাইলের

১॥ মাইল, ১ মাইল এবং ৬ ফার্লং। প্রথম তিনটা প্রাকারের প্রত্যেকটীর চারিদিকে চারিটা গোপুর আছে।

সাতটী প্রাকার দ্বারা দেবালয়টী সাত মহলে বিভক্ত হইয়াছে। ১ম ও ২য় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী যে প্রশস্ত স্থান মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাই হইল ১ম মহল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী স্থান, ২য় মহল; এইরূপ, ৭ম প্রাকার ও মূল মন্দিরের মধ্যে ৭ম মহল। বহির্দ্দিকস্থ ১ম তিনটী মহলের প্রত্যেকটীতে মধ্যভাগে প্রশস্ত রাস্তা, উভয় পার্শ্বে শত শত ঘর বাড়ী, কোথাও দোকান ঘর, কোথাও গৃহস্থদের বসতবাটী, কোথাও যাত্রীদের বাসোপযোগী ঘর বিদ্যমান। এক একটী মহল যেন একটী গ্রাম। চতুর্থ মহল হইতেই প্রকৃত দেবালয়ের আরম্ভ। ১ম তিনটি মহলে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য মহলে হিন্দু ভিন্ন অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। চতুর্থ মহলে প্রবেশের নিমিত্ত যে তিনটী তোরণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে একটী ১৫০ ফুট উচ্চ, এই তোরণ দেবালয়ের অন্যান্য তোরণ অপেক্ষা সুন্দর। এই মহলে সহস্রস্তম্ভশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত একটী সভামণ্ডপ আছে, প্রতি মাঘ মাসে বৈকুণ্ঠ একাদশীর উৎসব উপলক্ষে শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রতিনিধি ভোগমূর্ত্তি উক্ত মণ্ডপে আনীত হইয়া থাকেন। মণ্ডপটী কারুকার্য্যশোভিত হইলেও চিদম্বরম্, মাদুরা, বেলোর প্রভৃতি স্থানের সভামণ্ডপের ন্যায় সুন্দর নহে। শ্রীরঙ্গমের দেবালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নহে।

ত্রিচিনাপল্লীর দিক হইতে দেবালয়ে প্রবেশ করিলে তৃতীয় প্রাকারের তোরণের বামদিকে একটী ছোট মন্দিরে ভগবানের চক্র মূর্ত্তি বিরাজিত। ৪র্থ প্রাকারের তোরণের উপরিভাগে নানাবিধ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যথা, শেষশায়ী শ্রীরঙ্গনাথজী, শ্রীরঙ্গনাথজীর ভক্ত নম্মা আলোয়ার, অপর এক ভক্ত মনোমোড়া মামুন্নি শ্রীরামসীতা ইত্যাদি। ৭ম মহলে অর্থাৎ মূল

সৌম্য মূর্ত্তি কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান, এমন স্থন্দর মধুর প্রেমপূর্ণমূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়। মন্দিরের আর একটু নিকটে হনুমানজীর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের উপরে চারিটী সোণার কলসী শোভা পাইতেছে। জ্ঞাত হইলাম, মন্দিরটী ওঙ্কার-স্বরূপ এবং উক্ত কলসী চতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ স্বরূপ ("বিমানং প্রণবাকারং বেদ-শৃঙ্গং")। মন্দিরের চূড়ার নিকটে একটী স্থবর্ণমণ্ডিত মূর্ত্তি, ইনি পর বাস্থদেব বা আদি বিষ্ণু। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় প্রাঙ্গণে "সোণার তালগাছ" অর্থাৎ স্থবর্ণমণ্ডিত গরুড়স্তম্ভ বিরাজিত, মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীরঙ্গনাথজীর অনন্ত শয্যায় শয়ান বৃহৎ মূর্ত্তি বিরাজমান, সম্মুখেই ভোগ মূর্ত্তি বা উৎসব মূর্ত্তি। ঠাকুরের নানাবিধ বহুমূল্য ভূষণাদি আছে, যথা, হীরকখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক, বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি ; বসন, ভূষণ ও তৈজসপত্রের মূল্য বহুলক্ষ টাকা। এই সকল দর্শন করিতে হইলে পাঁচ টাকা দক্ষিণা পূর্ব্বে জমা দিতে হইবে। মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত নাই, ঘৃতের বাতি জ্বলে।

মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের মহিমা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর পরম ভক্ত মহাত্মা যামুনাচার্য্যকৃত কতিপয় স্তোত্ররত্ন আবৃত্তি করা যাউক :—

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে।
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে॥
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে।
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥

যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অথচ বাক্য ও মনের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার। যাঁহার মহাবিভূতিসকল অনন্ত এবং যিনি

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী।
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ॥
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং।
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥

আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ নই, আত্মজ্ঞ নই, তোমার চরণারবিন্দে ভক্তিমান্ নই। আমি অকিঞ্চন (আমার কিছুই নাই), আমার অন্য গতি নাই। অতএব তোমার শরণাগতরক্ষকচরণতলে শরণ লইলাম।

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তঃ।
চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ॥
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীম্।
অনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥

অপার ভবসাগরের মাঝে দীর্ঘকাল যাবৎ নিমজ্জমান হইয়া অবশেষে যেন কূলস্বরূপ তোমাকে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্! তুমিও এক্ষণে এমন একটী দয়ার পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, যাহা অপেক্ষা অধম, সুতরাং যোগ্যতর কৃপাপাত্র, আর কেহই নাই।

নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে।
মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্ ॥
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ঃ।
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি ॥

হে মহাপ্রভো! তুমি তাড়াইয়া দিলেও, তোমার চরণকমল ছাড়িতে চাই না; কারণ মাতা ক্রোধপূর্ব্বক তাড়াইতে চাহিলেও স্তন্যপায়ী শিশু

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

হে হরে! আমি সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী, ভীষণ সংসার সাগর গর্ভে নিপতিত, এবং গতিহীন হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। তুমি কেবল (অহৈতুকী) কৃপা বশতঃ আমাকে আপনার করিয়া লও।

এই দেবালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীরঙ্গনাথজী ব্যতীত আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিগ্রহসমূহ প্রধান :—

(১) শ্রীরঙ্গনায়িকা বা মহালক্ষ্মীদেবী।

(২) শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

(৩) দেবালয়ের মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠ নামক স্থানে দণ্ডায়মান শ্রীশ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীদেবী, ভূদেবী ও লীলাদেবীর মূর্ত্তি। এক পার্শ্বে গোদাদেবী এবং অপর পার্শ্বে ঋষিমণ্ডলীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। শ্রীদেবী, ভূদেবী ও লীলাদেবী লক্ষ্মীদেবীর তিন মূর্ত্তি (মনে হয়, যথাক্রমে রুক্মিণীদেবী, সত্যভামাদেবী ও শ্রীরাধার ন্যায়)। লীলাদেবী আনন্দময়ী প্রেমস্বরূপিনী। কথিত আছে, লীলাদেবীই অণ্ডাল বা গোদাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। অণ্ডালের উপাখ্যান এইরূপ :—

মাতুরা হইতে ৫৩ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীবিল্লিপত্তুর নগরে পেরিয়া আলোয়ার নামক এক জন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত বাস করিতেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি এক দিবস তুলসীবনের মধ্যে একটী পরমরূপবতী স্তন্যপায়ী অপূর্ব্ব কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়া কন্যাটিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন

হইতে বিষ্ণুসেবাপরায়ণা ছিলেন। তিনি অতি মধুরভাষিনী ছিলেন, এইজন্য "গোদা" দেবী নামে সকলের নিকটে খ্যাত হইলেন (গোদা বা গো-দা = গো অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যের দাতা)। নারায়ণের শ্রীবিগ্রহের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। অণ্ডাল ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। পেরিয়া আলোয়ার এই কারণে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীনারায়ণ এক দিন স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কন্যা অণ্ডাল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সুতরাং তাঁহাকে আমার নিকটে বিবাহ দিতে দ্বিধা করিও না"। এদিকে বিষ্ণুমন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণও স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন, "তুমি সত্বর অণ্ডালের পিতৃভবনে গমন কর এবং তাহাকে বিবাহোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া শিবিকাযোগে আমার মন্দিরে আনয়ন কর"। অর্চ্চক অণ্ডালকে আনয়ন করার নিমিত্ত পেরিয়া আলোয়ারের গৃহে গমন করিলেন। পিতার অনুমতিক্রমে অণ্ডাল শিবিকারোহণে বহুলোকসমভিব্যাহারে নারায়ণকে বিবাহ করিতে চলিলেন। কথিত আছে, শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক অণ্ডাল শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপনীত হইলে, শ্রীশ্রীনারায়ণবিগ্রহ তাঁহাকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, অণ্ডাল তখন অলৌকিকভাবে শ্রীবিগ্রহের সহিত একীভূতা ও সম্মিলিতা হইয়া অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীনারায়ণ পেরিয়া আলোয়ারের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলেন, "আপনার কন্যা আমার সঙ্গেই মিলিতা হইয়া রহিলেন, আপনি নিরুদ্বেগে গৃহে গমন করুন। অদ্য হইতে আপনি বিষ্ণুর শ্বশুর নামে খ্যাত ও সম্মানিত হইবেন।" শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ বৈকুণ্ঠে যে গোদাদেবীর বিগ্রহ রহিয়াছে, তাহা এই অণ্ডাল বা গোদা দেবীরই মূর্ত্তি।

(৪) শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি এবং হনুমান্‌জীর মূর্ত্তি। শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠে নেপালরাজপ্রদত্ত শালগ্রামের মালা শোভা পাইতেছে।

আসুন এই মন্দিরে শ্রীশ্রীসীতারামের মনোমোহন যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে প্রথমেই নিজ নিজ মানসপটে সীতাদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বলি :—

নীলনীরজদলায়তেক্ষণাম্,
রাম-মানসসরো-মরালিকাম্।
রামপাদযুগলং কলয়ন্তীং,
ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্॥

অতঃপর, সেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমাদের সেবার জন্য মানুষভাবাপন্ন, ইন্দীবরনীলকান্তি, শরচ্চন্দ্রবক্ত্র, পদ্মনেত্র, শ্রীহনুমানজীপ্রমুখ-ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক স্তূয়মান, সৌমিত্রিসেবিত-পাদপদ্ম এবং সীতাদেবী সহ শোভমান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানপূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য হইয়া আসুন সকলে নিবেদন করি :—

রঘুবর তব মূর্ত্তির্মামকে মানসাব্জে,
নরকগতিহরং তে নামধেয়ং মুখে মে।
অনিশমতুলভক্ত্যা মস্তকং ত্বৎপদাব্জে,
ভবজলধিমগ্নং রক্ষ মামার্ত্তবন্ধো॥

শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়নির্ম্মাণের উপাখ্যান :— নাভাজীপ্রণীত ভক্তমালগ্রন্থে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরনির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকার মূলকথা এই যে শ্রীরঙ্গনাথজীর দুই জন ভক্ত—মামা ও ভাগিনা—অলৌকিকভাবে স্পর্শমণি চুরি করিয়া তাহার সাহায্যে সুবৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দপ্রণীত শ্রীরামানুজ-চরিত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। উপাখ্যানটী এইরূপ :—

প্রতিভাশালী মহাপুরুষ দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি পরম ভক্ত এবং কবি ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। তদীয় মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া চারি জন সিদ্ধপুরুষ তঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, চারিজনই সাধনাদ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক জন তর্কে সকলকেই পরাস্ত করার শক্তি লাভ করেন, ২য় ব্যক্তি চাবি ব্যতীত যে কোন তালা ফুৎকারে খুলিয়া ফেলিতেন। ৩য় ব্যক্তি লোকের ছায়া পদদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহার গতি রোধ করিতে সক্ষম ছিলেন। ৪র্থ ব্যক্তি জলের উপরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। তিরুমঙ্গই শিষ্যচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে নানা তীর্থ পর্য্যটনের পরে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির ভগ্নপ্রায়, চতুর্দ্দিক্ বনাকীর্ণ এবং স্থানটী হিংস্রজন্তুসঙ্কুল হইয়াছে। তিরুমঙ্গই নূতন মন্দির প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অনেক রাজা এবং ধনী ব্যক্তির নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে অর্থ দান করিলেন না। তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, যে সকল ধনবান্ লোক সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় না করিয়া বিলাস-ব্যসনে মত্ত আছেন, তাঁহাদের অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির নির্ম্মাণে নিয়োজিত করাই সঙ্গত। এই অভিপ্রায়ে তাঁহার শক্তিশালী শিষ্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে তিনি একটী বলবান্ দল গঠন করিলেন এবং পূর্ব্বোক্তরূপ বিত্তশালী ব্যক্তিদের গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বহু স্থান হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পী আনয়ন পূর্ব্বক দেবালয়নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্দিরের কার্য্য যখন অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইল, তখন বহু ধনী ও রাজা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা তখন বুঝিলেন, তিরুমঙ্গই প্রকৃতই ভক্ত, তিনি দেবালয়নির্ম্মাণের নিমিত্তই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এইরূপে ৬০ বৎসরে সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট সুবৃহৎ

এই উপাখ্যানের মধ্যে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। কিন্তু যে প্রণালীতে তিরুমঙ্গই অর্থ সংগ্রহ করত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে আবশ্যক। শ্রীরামানুজচরিতে উল্লিখিত আছে—

"বাস্তবিকই তিনি (তিরুমঙ্গই) সেই সময়কার একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও মানের পরিসীমা ছিল না, কিন্তু তাঁহার আচার ও ব্যবহার সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায়। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিনান্তে এক বার মাত্র স্বপাকে ভোজন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ সে সময়ে বোধ হয় কেহই ছিলেন না। ভগবৎপ্রেমে তাঁহার নয়নদ্বয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। তাঁহার শাসনকালে কেহ দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। কেবল ধনীরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।"

তিরুমঙ্গই ইন্দ্রিয়জিৎ, নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন; সুতরাং ইঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্মাধীন জীবের কর্ম্মের ন্যায় বিচার্য্য নহে। গীতায় আছে (৫ম অধ্যায় ১০ম শ্লোক):—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

অর্থ:—ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকেও শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

অর্থ:—যিনি কর্ম্মে ও ফলে অনাসক্ত এবং নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং অপ্রাপ্ত

বিষয়লাভে এবং প্রাপ্তবিষয়রক্ষণে নিশ্চেষ্ট, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও অকর্ত্তা অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়।

গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

অর্থ:—"আমি কর্ত্তা" যাঁহার এই ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি (অর্থাৎ আত্মদর্শী ব্যক্তি) এই সকল লোককে (লোকদৃষ্টিতে) হনন করিয়াও (স্বয়ং অনাসক্ত বলিয়া পরমার্থদৃষ্টিতে) হননও করেন না এবং (তাহার ফলে) বদ্ধও হন না।

তিরুমঙ্গই এইরূপ অনাসক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে অভ্রান্তরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে শ্রীরঙ্গনাথমন্দির নির্ম্মিত হইলে অনেক সাধু মহাত্মা এই স্থানে বাস করিয়া অসংখ্য জীবের কল্যাণ সাধন করিবেন এবং যাঁহাদের অর্থে মন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাঁহারাও কৃতার্থ হইবেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিয়া ভগবদিচ্ছানুসারে মন্দিরনির্ম্মাণব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা বা অন্য কোন সদুপায়ে এই ব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব হইলে তিনি অবশ্য তদ্রূপই করিতেন; কারণ তিনি নিজে সদসৎ বিচারের অতীত হইলেও লোকশিক্ষার নিমিত্ত সদুপায়েই অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইল না, সুতরাং তিনি অগত্যা ভগবৎ-প্রেরণানুসারে অযথাসঞ্চয়ী বা অপব্যয়ী ধনী ব্যক্তিদিগের অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা তিরুমঙ্গই বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিলেন, সুতরাং তিনি বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানেও প্রস্তুত ছিলেন। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া যদি তাঁহার

তবে শ্রীমৎরামানুজাচার্য্যের ন্যায় তিনিও নরকে গমনই হৃষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লইতেন। মহাত্মা তিরুমঙ্গইএর মহানুভবতা এবং বিশ্বপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়াই দক্ষিণাপথের বৈষ্ণবগণ এখনও, ছয়টী প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের রচনাকর্ত্তা "শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গাবতার" এই পরমভক্তের উদ্দেশে প্রত্যহ শ্রদ্ধাঞ্জলি দানপূর্ব্বক ধন্য হইয়' থাকেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহাত্মা তিরুমঙ্গই এর দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক দেশের বা বিশ্বের কল্পিত মঙ্গলের জন্য কোন অনধিকারী ব্যক্তি যেন পাপপথে বিচরণ না করেন। মহাজনদিগের আচরণ সকলস্থলে সাধারণের অনুকরণীয় নহে ; যে অধিকারীকে তাঁহারা যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তাহার পক্ষে সেই উপদেশই সর্ব্বথা পালনীয়। জীবের মঙ্গলের জন্য পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার কামনা, যশোলিপ্সা ও অভিমান সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে কিনা, সেই নষ্টের মূল "অহং" অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশে লুকাইয়া রহিয়াছে কিনা। ভগবৎপ্রেরণায় কার্য্য করিতেছি বা "পরের তরে আপন ভুলে" কর্ম্ম করিতেছি, এই সকল বড় বড় কথা বলিয়া যেন আত্মপ্রতারণা না করি। জীবন্মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকে, সুতরাং মহাত্মা তিরুমঙ্গই এর পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-কলাপ আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে।

মহাত্মা তিরুমঙ্গই এর দিব্যদৃষ্টি সফল হইয়াছে। তন্নির্ম্মিত শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়ে উত্তরকালে বহু সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্তমহাত্মা আশ্রয়-লাভ করিয়াছিলেন, এই দেবালয় হইতে ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহাত্মা যামুনাচার্য্য এই মন্দিরেই শ্রীরঙ্গনাথজীর সেবা করিয়াছিলেন, এই দেবালয় হইতেই সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তরূপ শ্রীরামানুজাচার্য্য ভক্তি-ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন

এবং জীবনের শেষভাগে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভক্তগণের সহিত এই মন্দিরে বাস করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

চণ্ডালাদি নিম্নজাতীয় ব্যক্তিরা শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী না হইলেও শ্রীরঙ্গনাথজীর কৃপালাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথজীর পরমভক্ত চণ্ডালজাতীয় সুবিখ্যাত তিরুপ্পান আলোয়ার মুনিবাহনের পবিত্র নাম এখনও দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিসহকারে কীর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য, মহাত্মা তিরুপ্পান আলোয়ার বা তাদৃশ অস্পৃশ্যজাতীয় যথার্থ ভক্তগণ হিন্দুসমাজের কল্যাণকর শৌচাচারের অঙ্গ-স্বরূপ অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন নাই বা দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হ'ন নাই; কিন্তু তাঁহারা ভক্তিবলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরও পূজনীয় ও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এলামান্নুর। ত্রিচিনাপল্লী জিলার অন্তর্গত এলামান্নুর (Elamanur) ত্রিচি-ইরোদ্ রেলপথের একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব ত্রিচিফোর্ট ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে যাত্রীদের জন্য ছত্র আছে। এলামান্নুরের নিকটবর্ত্তী যে স্থানে কাবেরী নদী হইতে কোলেরুণ্ (Coleroon) নামক শাখা বহির্গত হইয়াছে, তাহা একটী পবিত্র তীর্থ। স্নানের যোগ উপলক্ষে প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। কাবেরীর উত্তর তীরে এক মাইল দূরবর্ত্তী কুনাসেলাম (Kunaselam) গ্রামে একটী দেবালয় আছে, সেখানে প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে ব্রহ্মোৎসব হয়।

কুলিতলাই। ত্রিচিনাপল্লী জিলার অন্তর্গত কুলিতলাই (Kulitalai) গ্রামে ত্রিচি-ইরোদ্ রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব ত্রিচি-ফোর্ট হইতে ২০ মাইল। ষ্টেশনের নিকটে ছত্র আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পুষ্যানক্ষত্রে এখানে উৎসব হয়, তদুপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী ৮টী গ্রামের মন্দির হইতে দেববিগ্রহ সকল কুলিতলাই গ্রামে

নদীগর্ভস্থ একটি স্থানে নীত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক যাত্রী সমবেত হয়। যাত্রিগণ নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে ঠাকুরদের চরণামৃত গ্রহণ করেন।

৫ মাইল দূরবর্ত্তী শিবায়ম্ গ্রামে পাহাড়ের উপরে একটী দেবালয় আছে, প্রায় এক হাজার সোপান আরোহণ করিয়া মন্দির দর্শন করিতে হয়। কুলিতলাইএর সম্মুখে কাবেরীর অপর পারে মুসিরি নামক স্থানে একটী প্রাচীন শিবের মন্দির আছে।

করুর। করুর (Karur) ত্রিচি-ইরোদ রেলপথের একটা ষ্টেশন। ইহার দূরত্ব ত্রিচি-ফোর্ট ষ্টেশন হইতে ৪৪ মাইল। করুর কাবেরী ও অমরাবতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থস্থান। এখানে পশুপতীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। এই শিবলিঙ্গ কঙ্গু রাজ্যের বিখ্যাত সপ্তলিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরটীও বেশ বড়। শিবলিঙ্গ ৫ ফুট উচ্চ। লিঙ্গের এক স্থানে একটী দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে ঃ—শিবলিঙ্গটী পূর্ব্বে মৃত্তিকাগর্ভে ছিল। যে স্থানে লিঙ্গটী প্রোথিত ছিল, সেই স্থানে একটী গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছিল। গাভীর মালিক দেখিতে পাইয়া গাভীকে প্রহার করেন, এই নিমিত্ত লিঙ্গোপরি হঠাৎ গাভীর পদনখের আঘাত লাগিয়া একটী দাগ হয়।

করুর হইতে ১॥ মাইল দূরে ঠনঠনি (Thanthani) নামক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির আছে, এই মন্দির দাক্ষিণাত্যের অন্যতম তিরুপতি। তিরুমলয় পর্ব্বতারোহণে অসমর্থ লোকেরা তিরুপতিতুল্য উক্ত মন্দির দর্শন করেন।

পদ্মকোট (পুদুকোত্তা)। পদ্মকোট (Pudukottah) সহর পদ্মকোট রাজ্যের রাজধানী। পদ্মকোট ত্রিচি-মন্নতুরাই সোজা (Chord) রেলপথের একটা ষ্টেশন এবং ত্রিচিনাপল্লী জংশন হইতে ৩৩

মাইল দূরবর্ত্তী। পদ্মকোটরাজবংশের কুলদেবতা তিরুগোকর্ণেশ্বরশিবের মন্দির ঐ সহরের উপকণ্ঠে তিরুগোকর্ণম্ গ্রামে অবস্থিত, এই স্থানে বৃহদম্বা-দেবীও আছেন। পদ্মকোটরাজ্যের রাজগণ বৃহদম্বাদাস নামে খ্যাত।

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণকালে পদ্মকোট গিয়াছিলেন এবং সেখানে অষ্টভুজাদেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন। বোধহয় তিনি সকল দেবালয়েই ব্রজগোপালের দর্শন পাইয়াছিলেন, সুতরাং পদ্মকোটের নৃত্যকালী যে মহাপ্রভুর হৃদয়ের মাঝে কিশোরগোপালরূপে নৃত্য করিবেন এ আর বিচিত্র কি? চিরকালই ভগবানের এইরূপ লীলা। শ্রীরাম-সর্ব্বস্ব ভক্তবীর হনুমান্‌জীকে ভগবান্ রামরূপেই দর্শন দিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "কালী হ'লি মা রাসবিহারী, নটবরবেশে শ্রীবৃন্দাবনে"। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তুতিতে আছে, যে ভক্ত যেরূপে ভগবানের ধ্যান করেন, সেই ভক্তের নিকটে সেই রূপেই তিনি প্রকট হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যে ভক্তিহীন, আমাদের সেই সৌভাগ্যের আশা কোথায়? শ্রীগুরুকৃপাই একমাত্র আশা, সেই আশায় উৎফুল্ল হইয়া মাকে বলিতেছি—মা, তুই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের হৃদয়রাসমন্দিরে কিশোরগোপালবেশে নৃত্য করেছিলি, আমাদের হৃদয়পটে এক বার অন্ততঃ বালগোপালরূপে নাচ্ দেখি :—

গান (পিলু)।

যশোদা নাচা'ত তোরে ব'লে নীলমণি।
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যামা)॥
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে আকুল হ'ত।
এক বার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ্ দেখি মা॥
(অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, এক বার নাচ্ দেখি মা,
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে, এক বার নাচ্ দেখি মা)
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যামা)।

ভক্ত রামপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ একই। তিনি তাই গাহিয়াছিলেন—

গান।

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চীরবিলাসী *।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাঁসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥

তিরুমায়ম্। পদ্মকোট হইতে ১০ মাইল দূরে তিরুমায়ম্ (Tirumayam) ষ্টেশন। অদূরে গুহার মধ্যে শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে। বিষ্ণুমন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর বৃহৎ শয়ান মূর্ত্তি বিরাজমান।

বিরালিমলয়। কোলাতুর (Kolatur) ত্রিচি-মাতুরা রেলপথের একটী ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব ত্রিচি জংশন হইতে ১১ মাইল। কোলাতুর হইতে ৭ মাইল দূরে বিরালিমলয় (Viralimalai) নামক স্থানে একটী খ্যাতনামা সুব্রহ্মণ্য মন্দির আছে।

---

* বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র চীরবল্কলধারী ছিলেন, এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে "চীরবিলাসী" বলা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

মাতুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ।

মাতুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলে নিম্নোক্ত তীর্থসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মাতুরা, দর্ভশয়নম্, রামেশ্বর এবং ধনুস্কোটি সুপ্রসিদ্ধ। পল্‌নির সুব্রহ্মণ্যমন্দিরও খ্যাতনামা।

(১) পল্‌নি পাহাড় (২) মাতুরা (৩) তিরুপরাঙ্কুণ্ড্রাম্
(৪) রামনাদ—দর্ভশয়নম্ ও দেবীপত্তনম্ (৫) মণ্ডপম্
(৬) থাঙ্গাচিমাদম্ (৭) রামেশ্বরম্ (৮) ধনুস্কোটি।

পল্‌নি। মাতুরা জিলায় দিন্দিগাল নামে একটী সহর আছে। দিন্দিগাল জংশন মাদ্রাজ-ধনুস্কোটি মূল রেলপথের (Main lineএর) একটা ষ্টেশন (ত্রিচিনাপল্লী হইতে ৫৮ মাইল, মাতুরা হইতে ৩৮ মাইল)। দিন্দিগাল হইতে একটী শাখা রেলপথ পল্‌নি ও পল্লাচী দিয়া পোদানুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পল্‌নি (Palni) ষ্টেশন দিন্দিগাল জংশন হইতে ৩৭ মাইল দুরবর্ত্তী। পল্‌নি পাহাড়ের নিম্নদেশে এবং সহরের মধ্যে যাত্রীদের জন্য ছত্র আছে। পাহাড়টী ৪৫০ ফুট উচ্চ। পাহাড়ের উপরে একটী বিখ্যাত প্রাচীন সুব্রহ্মণ্যমন্দির বিদ্যমান, এই মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যস্বামী দণ্ডায়ুধপাণিনামে পরিচিত। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে (বিশেষতঃ চৈত্রমাসে) সর্ব্বদাই এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

পল্‌নি পাহাড়ের একটী উচ্চ শৃঙ্গে (কিন্তু পল্‌নি ষ্টেশন হইতে দূরে) কোদাইকেনাল (Kodaikanal) নামক বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত, ইহার উচ্চতা সমুদ্র হইতে সাত হাজার ফুট। দিন্দিগাল জংশন হইতে ১৩

বা ঝট্‌কায় কোদাইকেনাল যাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে সকল শৈল-নিবাস আছে, স্বাস্থ্যহিসাবে কোদাইকেনাল তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ বলেন, কোদাইকেনাল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনটী স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে অন্যতম। এখানে গবর্ণমেণ্টের একটী মানমন্দির (Observatory) আছে এবং স্তম্ভাকৃতি পাহাড় (Pillar-rocks), অপ্সরাধারা নামক জলপ্রপাত (Fairy waterfalls), রৌপ্যধারা নামক জলপ্রপাত (Silver cascade) প্রভৃতির দৃশ্য রমণীয়। তীর্থদর্শনের নিমিত্ত মাদুরা অঞ্চলে সমাগত ভদ্রলোকগণ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে কিছুকালের জন্য কোদাইকেনালের মনোহর দৃশ্য এবং উৎকৃষ্ট জলবায়ু উপভোগ করিয়া আসিতে পারেন।

মাদুরা। মাদুরা (Madura) জিলার প্রধান নগর মাদুরা (মধুপুরী বা দক্ষিণ মথুরা) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে দ্বিতীয় বড় সহর এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাচীন রাজধানী। ধর্ম্ম, শিল্প ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য মাদুরা চিরকালই বিখ্যাত, এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে ভারতের য়্যাথেন্স (The Athens of India) এই আখ্যা দিয়াছেন। এখানে তুলার কল, চাউলের কল প্রভৃতি আছে। জরিপেড়ে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র, কারুকার্য্যযুক্ত বিবিধ কাষ্ঠ ও পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্য ইত্যাদির জন্যও মাদুরা বিখ্যাত।

এই নগরে সুন্দরেশ্বর মহাদেব এবং মীনাক্ষী দেবীর পরম রমণীয় সুবৃহৎ প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান। স্থলপুরাণে উক্ত আছে, দেবরাজ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশে পৃথিবী পর্য্যটন করেন এবং মাদুরায় অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিয়া পাপমুক্ত হ'ন। অতঃপর, দেবরাজের আদেশে বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক মাদুরার দেবালয় নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র

মুসলমানেরা মাদুরা অধিকার করিয়া ১৪টী তোরণ সহ নগরের বহিঃপ্রাকার ধ্বংস করিয়াছিল এবং উক্ত দেবালয়ের মূল মন্দির দুইটী ভিন্ন অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিজয়নগররাজকর্ত্তৃক মুসলমানেরা এই স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে মাদুরাতে যথাক্রমে নায়কবংশীয়, পাণ্ড্যবংশীয় এবং পুনরায় নায়কবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন; পরে মাদুরা কিছুকাল যাবৎ রামনাদের সেতুপতিগণের ও তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারে আসিয়াছিল। মাদুরার আধুনিক হিন্দুরাজগণের মধ্যে বিশ্বনাথ নায়ক এবং তিরুমল নায়ক বিখ্যাত এবং নায়কদের সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী "নাথ" (আর্য্য নায়ক) খ্যাতনামা। ইং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মাদুরা পুনরায় মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

মাদুরা, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মহিষুর প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজন্যবর্গের পরস্পর বিরোধ এবং যুদ্ধ বশতঃই বৈদেশিকগণ মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রভুত্ব-স্থাপনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পরে ১৭৮৩ সাল হইতে ইংরেজেরা নির্ব্বিবাদে মাদুরা দখল করিতেছেন।

মাদুরা জংশন এস্. আই. রেলওয়ের একটা বড় ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে ৩৪৫ মাইল এবং ত্রিচিনাপল্লী হইতে ৯৬ মাইল। যে সকল যাত্রী মাদুরা, রামেশ্বর এবং কন্যাকুমারী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ত্রিচি-মন্মমদুরাই সোজা রেলপথে (chord lineএ) ত্রিচিনাপল্লী হইতে প্রথমেই রামেশ্বর যাইবেন, তৎপরে মাদুরা ফিরিবেন এবং মাদুরা হইতে কন্যাকুমারী যাইবেন। মাদুরাতে ৩টী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, মাদুরা ব্রিজ, মাদুরা জংশন এবং মাদুরা ইষ্ট। মাদুরা জংশন ষ্টেশনের নিকটে দুই তিনটী ছত্র আছে। মঙ্গম্মল (Mangammal) ছত্র জিলা বোর্ডের অধীন, এখানে নিম্নতলস্থ প্রত্যেক ঘরের দৈনিক ভাড়া ।০ আনা এবং দ্বিতলস্থ প্রতি ঘরের ভাড়া দিন প্রতি ।৵০ আনা। কলিকাতার

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মাগ্নিরাম ভাঙ্গোর মহাশয়ের একটী ছত্রও নিকটেই আছে, সেখানে ভাড়া লাগে না।

মাদুরা বৈগাই (Vaigai) নদীর তীরে অবস্থিত। মাদুরার বিখ্যাত প্রাচীন দেবালয় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মন্দিরে প্রায়ই উৎসব এবং মেলা হয়, তন্মধ্যে বৈশাখ ও মাঘ মাসের উৎসবই প্রধান। এই দেবালয় শ্রীরঙ্গমের দেবালয় অপেক্ষা ছোট হইলেও কারুকার্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেবালয়ের মধ্যে দুইটী মন্দির প্রধান, দক্ষিণাংশে মীনাক্ষি (পার্ব্বতী দেবীর) মন্দির এবং উত্তরাংশে সুন্দরেশ্বর স্বামী নামক শিবের মন্দির।

যাত্রিগণ প্রথমে শিবগঙ্গাকুণ্ডে স্নান বা জলস্পর্শ করিয়া মীনাক্ষি দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, প্রবেশ দ্বারের নিকটেই অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপ বিরাজিত। লক্ষ্মীদেবীর অষ্টমূর্ত্তি মণ্ডপের ছাদ ধারণ করিয়া আছেন; এই ছাদে মীনাক্ষিদেবীর জন্ম, শিবের সহিত যুদ্ধ এবং বিবাহ, সুন্দরেশ্বরস্বামীর রাজ্যাভিষেক, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। এই মণ্ডপের শেষভাগে প্রবেশদ্বারের এক পার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশের সুবৃহৎ মূর্ত্তি এবং অপর পার্শ্বে ষড়াননের মূর্ত্তি বিরাজিত। তৎপরে পথের এক পার্শ্বে মহাদেবের কিরাত মূর্ত্তি এবং অপর পার্শ্বে মীনাক্ষি দেবীর কিরাতপত্নীবেশ দৃষ্ট হয়। অতঃপর, একটী বৃহৎ মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পিতলের কপাটযুক্ত অপর একটী প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইবেন। এই কপাটে (এবং মন্দিরের অন্যান্য কপাটে) অসংখ্য ধাতুনির্ম্মিত প্রদীপ সংযুক্ত আছে, সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরটী দীপমালায় আলোকিত হইলে অপূর্ব্ব শোভা হয়।

অতঃপর আর একটী মণ্ডপে মহাদেবের নানারূপ মূর্ত্তি বিরাজমান। মণ্ডপটী অতিক্রম করিলে সুবর্ণপদ্ম-সরোবর (পত্তামারৈ golden lotus tank) নামক কুণ্ড দৃষ্ট হইবে। এই কুণ্ডের নিকটস্থ দেওয়ালে

মাত্বরায় মহাদেব যে ৬৪ প্রকার অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্রসমূহ অঙ্কিত আছে। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে মীনাক্ষিদেবীর মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া নয়নপথে পতিত হইবে। দেবীর মন্দিরের নিকটে ছোট ছোট মন্দিরে অনেক বিগ্রহ আছে, যথা, সুব্রহ্মণ্যদেব ও গণেশদেবের বিগ্রহ, সুগ্রীব ও বালীর মূর্ত্তি ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এখানেও অর্চ্চক ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা ও কর্পূরারতি করাইতে হয়।

মীনাক্ষিদেবীর সান্ধ্য আরতির সময়ে এক বার দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করুন। মা আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে সংসারের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাইবেন। আসুন এই সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের নিবেদন জানাই :—

গান।

আমায় দে মা পাগল ক'রে, (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।
তোমার ঐ প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্ত-চিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাঁসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে।
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য, প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।

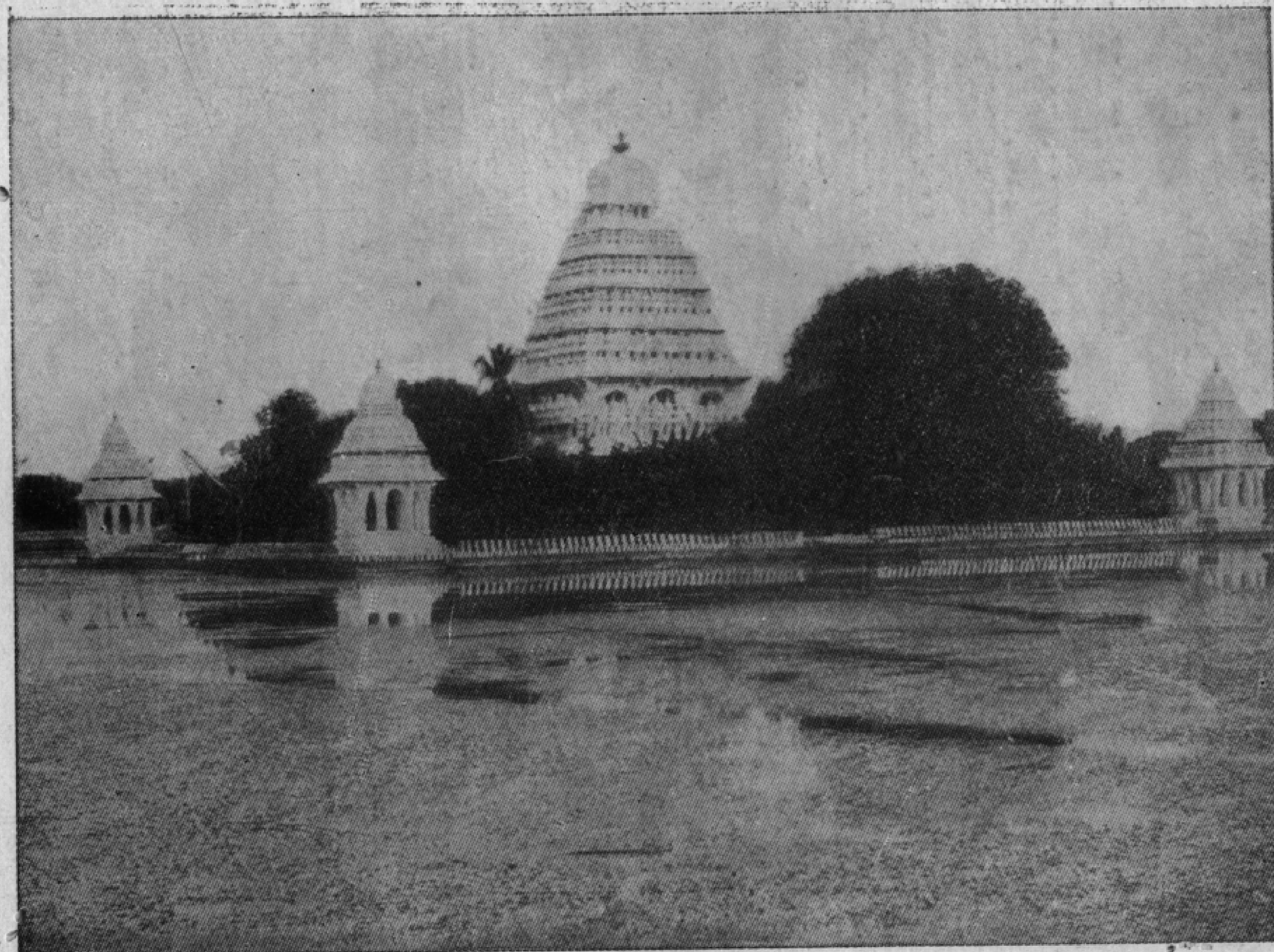
অতঃপর সুন্দরেশ্বরস্বামীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন, মূলমন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দা রহিয়াছে। বারান্দার এক পার্শ্বের দেওয়ালে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় মন্দিরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। অদূরে একটী শতস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ বিদ্যমান, ইহার নিকটে নবগ্রহমূর্ত্তি বিরাজিত। সুন্দরেশ্বরমন্দিরের সম্মুখে নন্দী (বৃষভ) এবং স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজাস্তম্ভ (সোণার তালগাছ) শোভা পাইতেছে। প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে একটী রমণীয় সভাগৃহ দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, ইহার ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত। তৎপরে একটী সুবৃহৎ মণ্ডপ এবং তন্মধ্যস্থ সহস্রস্তম্ভ-শোভিত বহুকারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্রতর মণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হইবে। শেষোক্ত মণ্ডপ বিখ্যাত রাজমন্ত্রী আর্য্যনায়ক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনতিদূরে উক্ত রাজমন্ত্রীর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি বিদ্যমান। স্থানে স্থানে রমণীয় প্রস্তরস্তম্ভে শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

সহস্রস্তম্ভমণ্ডপের নিকটে বসন্তমণ্ডপ নামক বিবিধ কারুকার্য্যযুক্ত রমণীয় মণ্ডপ বিদ্যমান, ইহার ছাদ ১২০টী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। কথিত আছে, বসন্তমণ্ডপ রাজাতিরুমল কর্ত্তৃক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মীনাক্ষিদেবী ও সুন্দরেশ্বরস্বামীর নানাপ্রকার মণিমুক্তাখচিত আভরণ এবং মূল্যবান্ আসবাব আছে, মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। আসবাবের মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত দুই খানি পাল্কী, রৌপ্যনির্ম্মিত হস্তী ও যানবাহনাদি এবং বহুমূল্য আতপত্র (ছাতা) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত দেবালয় ব্যতীত মাদুরায় অপর যাহা যাহা দ্রষ্টব্য আছে, তৎসমস্ত নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) পড়ুমণ্ডপ বা রাজা তিরুমলের ছত্র। মীনাক্ষিদেবীর মন্দিরের বাহিরে রাজপথের অপর পার্শ্বে তিরুমলের ছত্র নামক একটী বৃহৎ মণ্ডপ বিদ্যমান। কথিত আছে, এই বিস্ময়কর মণ্ডপ বা অতিথিশালার নির্ম্মাণ-কার্য্যে দেড়কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তথাপি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায়



মাদুরা—টেপ্পাকুলম্ (পৃঃ ১৪১)

আছে। পদুমণ্ডপ রাজা তিরুমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। দুঃখের বিষয়, আজকাল এই সুন্দর মণ্ডপের অধিকাংশই দোকানঘরে পরিণত হইয়াছে।

(২) রাজা তিরুমল নায়কের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সুন্দর রাজপ্রাসাদ এখন ইংরেজের আদালত ও আফিসে পরিণত। ইংরেজেরা পূর্ব্বদিকে একটী নূতন ফটক (Napier gateway) প্রস্তুত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় অংশগুলির সংস্কার করাইয়া রাজা তিরুমলের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছেন। নেপিয়ার ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই ২৫০ ফুট দীর্ঘ, ১৫০ ফুট প্রশস্ত, একটী প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হইবে। এই প্রাসাদে রাজা তিরুমলের রাজসভা ও শয়নগৃহ এখনও বিদ্যমান।

(৩) রাজা তিরুমলের "তুক্কুম্" (Tumkum)। বৈগাই নদীর অপর পারে রাজা তিরুমল বন্যপশুদের খেলা প্রদর্শনের জন্য তুক্কুম্ নামক একটী ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা ইংরেজ আমলে কালেক্টার সাহেবের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে।

(৪) টেপ্পাকুলম্ (Teppakulam)। মাদুরা জংশন হইতে ৩ মাইল দূরে মাদুরা ইষ্ট্ নামক ষ্টেশনের নিকটে টেপ্পাকুলম্ (ভেলা-সরোবর) নামক সুন্দর বাঁধান সরোবর বিদ্যমান, এই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের উপরে একটী উচ্চ মন্দির এবং চারি কোণে চারিটী ছোট ছোট মনোহর মন্দির বিরাজিত। প্রতিবৎসর মাঘমাসে মাদুরাতে ঠাকুরের ভাসনোৎসব (Floating Festival) হইয়া থাকে। এই উৎসবে মাদুরার বড়মন্দির হইতে দেবদেবীর বিগ্রহ উক্ত সরোবরে আনীত হয়। সায়াহ্নে চতুর্দ্দিকের প্রাচীর এবং মন্দিরসমূহ অসংখ্য আলোকমালায় সুশোভিত হয় এবং সুসজ্জিত দেববিগ্রহসকল ভেলায় স্থাপন করিয়া সরোবরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। অনেকেই পুরীর নরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রা

উপলক্ষে শ্রীজগন্নাথদেবের "চাপ" দর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে মাদুরার ভাসনোৎসবের কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা করিতে পারেন।

(৫) এতদ্ভিন্ন, মাদুরার ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ২৫০ ফুট উচ্চ হস্তীর আকৃতি অনয়মলয় (Elephant Rock) নামক একটা পাহাড় আছে, দূর হইতে দেখিতে কতকটা হস্তীর ন্যায়; আর পলায়ম্পত্তির জমিদারের বাংলোতে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, ইহার গুঁড়ির বেড় ৭০ ফুট।

মাদুরা হইতে ১২ মাইল দূরে অলগর কয়েল (Alagarcoil) নামক স্থানে একটী বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরে অলগরস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। মাদুরা হইতে এই দেবালয় পর্য্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে।

তিরুপরাঙ্কুণ্ড্রাম্। মাদুরা হইতে ৪ মাইল দূরে মাদুরা-তুতিকোরিণ শাখা রেলপথে তিরুপরাঙ্কুণ্ড্রাম্ (Tiruparankundram) ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের নিকটে শ্রীকণ্ঠমলয় পর্ব্বতে সুব্রহ্মণ্যমন্দির এবং শিবের মন্দির আছে। প্রতি মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে এখানে মেলা হয়।

রামনাদ—দেবীপত্তনম্ ও দর্ভশয়নম্। মাদুরা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং রামেশ্বর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে রামনাদ (Ramnad) ষ্টেশন। রামনাদ নগর "সেতুপতি" উপাধিধারী প্রাচীন রাজগণের রাজধানী। ধর্ম্মপ্রাণ দানশীল সেতুপতিগণ রামেশ্বরদেবের সেবার জন্য লক্ষাধিক টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

রামনাদ ষ্টেশন হইতে ১ মাইলের মধ্যে ছত্র ও হোটেল আছে। নগরাভ্যন্তরে রামনাদের রাজগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী দেবালয় বিদ্যমান, তন্মধ্যে পাঁচটী দেবালয়ে যথাক্রমে কোদণ্ডরামস্বামী, বিশ্বনাথ-স্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী এবং রাজরাজেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ আছে।

শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে সুগ্রীব, জাম্বুবান্, হনুমান এবং বিভীষণের

সহিত লঙ্কাভিযানের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেই স্থান "রামনাথ ক্ষেত্র" নামে খ্যাত। এই রামনাথই আধুনিক সময়ের রামনাদ।

রামনাদের নিকটে নিম্নোক্ত তীর্থস্থান সমূহ বিদ্যমান :—

(১) দেবীপত্তনম্ বা নবপাষাণম্। দেবীপত্তনম্ সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান আছে :—চামুণ্ডাদেবীর সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া মহিষাসুর রামনাদে ধর্ম্মপুষ্করিণীর মধ্যে লুকাইয়াছিলেন এবং এস্থানেই দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে এখানে দেবীপত্তনম্ নামে একটী পুরী নির্ম্মিত হয়। দেবীপত্তনম্ রামনাদ ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রমধ্যে তীরের অনতিদূরে ৯টী প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান, এই স্তম্ভসমূহ নবপাষাণম্ নামে খ্যাত। অনেক যাত্রী সমুদ্রস্নানান্তে এই সকল স্তম্ভে নবগ্রহের পূজা করেন।

দেবীপত্তনের নিকটে চক্রতীর্থ নামক গালবমুনির তপস্যাস্থান। গালব ঋষি এখানে এক রাক্ষস (শাপভ্রষ্ট বশিষ্ঠদেব) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু চক্রদ্বারা রাক্ষসকে সংহার করেন; এই জন্যই স্থানটী চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। কথিত আছে, চক্রতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বরোগমুক্তি হয় এবং অন্ধ, খঞ্জাদির পূর্ণাঙ্গতা লাভ হয়।

(২) দর্ভশয়নম্ বা তিরুপ্পুলানি (Tiruppulani)। দর্ভশয়নম্ (Therpasayanam) রামনাদ ষ্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণে। ইহার ৩ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রস্নানের নিমিত্ত যাত্রিসমাগম হয়, নিকটে রঘুনাথ-স্বামীর মন্দির বিদ্যমান। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারার্থে লঙ্কাগমনকালে দর্ভশয়নম্ নামক স্থানে দর্ভাসনে শয়ন করেন এবং এখানেই তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধনের সঙ্কল্প করিয়া সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের স্মরণ করেন। বরুণদেব তখনই উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনি সেতুবন্ধনের যে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই

আমার শিরোধার্য্য"। যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র দর্ভাসনে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী বৃহৎ প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বিগ্যমান। যাত্রিগণ রামেশ্বরদর্শনান্তে উক্ত বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের দর্ভশায়ী মূর্ত্তি অর্চনা করিয়া রামেশ্বরযাত্রা সমাপন করেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র দর্ভশয়নম্ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "দুর্ব্বেশন") হইতেই সেতুবন্ধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সেতুবন্ধনের প্রকৃত আদিস্থান বিখ্যাত দর্ভশয়নম্ তীর্থ সকলেরই দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৩) উত্তরকোষমঙ্গই (Uttarakosamangai)। এই স্থান রামনাদ ষ্টেশনের ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। স্থানীয় শিবমন্দিরে বহু যাত্রী আগমন করে।

রামনাথক্ষেত্রে অমৃতব্যাপিকা নামক আর একটী তীর্থস্থান আছে।

মণ্ডপম্। রামনাদ হইতে ২২ মাইল এবং মাদুরা হইতে ৫৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মণ্ডপম্ (Mandapam) ষ্টেশন। পূর্ব্বে রামেশ্বরযাত্রিগণ এই স্থান হইতে জাহাজে রামেশ্বর যাতায়াত করিত। ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল দূরে রামনাদের রাজার নির্ম্মিত একটী ছোট মন্দির আছে।

থাঙ্গাচিমাদম্। পাম্বান জংশন হইতে রামেশ্বর সহর পর্য্যন্ত ৮ মাইল দীর্ঘ একটী শাখা রেলপথ আছে, এই শাখায় পাম্বানের ২॥ মাইল দূরে থাঙ্গাচিমাদম্ (Thangachimadam) ষ্টেশন, শেষোক্ত ষ্টেশনের ১॥ মাইল উত্তরে বেলুরিণী (Vellurini) তীর্থ। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা গমন সময়ে এই স্থান হইতেই পানীয় জল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অনেক যাত্রী এই স্থান দর্শন করেন।

রামেশ্বর। ভারতের চারিদিকে চারিটী বিখ্যাত "ধাম" বা শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান আছে, যথা, উত্তরে বদরীনারায়ণ, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্বর (Rameswaram) এবং পূর্ব্বে পুরী। ভারতবর্ষের দক্ষিণ

প্রান্তের নিকটে রামেশ্বরদ্বীপ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান, এই দ্বীপ পক্‌প্রণালী (Palk Straits) এবং মান্নার উপসাগরে বেষ্টিত। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২৫ মাইল, পশ্চিমদিকে দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত ইহার প্রস্থ প্রায় ৬ মাইল, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ অতি অল্প চওড়া। এই দ্বীপ মাতুরা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা সব্‌ডিবিশন্‌, ইহার প্রধান নগর পাম্বান (Pamban)। রামেশ্বর সহর এই দ্বীপের একটী ছোট সহর।

মাদ্রাজ (এগ্‌মোর) হইতে ৩৬২ মাইল দূরে দক্ষিণ ভারত রেলপথে মণ্ডপম্‌ ষ্টেশন অবস্থিত। পূর্ব্বে রামেশ্বর যাইতে হইলে মণ্ডপম্‌ ষ্টেশন হইতে পাম্বান পর্য্যন্ত জাহাজে পক্‌প্রণালী পার হইতে হইত, পাম্বান হইতে রেলপথে রামেশ্বর ৮ মাইল দূরবর্ত্তী। ইং ১৯১৪ সালে দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে কোম্পানী পক্‌প্রণালীর উপর দিয়া বহুব্যয়ে ১॥ মাইল লম্বা একটী সেতু (Scherzer Roller Bridge) প্রস্তুত করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে রামেশ্বরযাত্রীদিগকে আর জাহাজে উঠিতে হয় না। সেতুটী এমন সুকৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহার এক অংশ ঘূরাইয়া ঘূরাইয়া স্থানান্তরিত করা যায়, তখন ঐ ফাঁক্‌ দিয়া ছোট ছোট জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর উপরেই উক্ত রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীতে সোজা পথে রামেশ্বরের দূরত্ব ১৪০৫ মাইল। সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে, কলিকাতা হইতে জাহাজে প্রথমে কলম্বো যাইতে পারেন, তৎপরে কলম্বো হইতে রেলগাড়ীতে তালাইমান্নার্‌ (Talaimannar) আগমন পূর্ব্বক ছোট জাহাজে ধনুষ্কোটি আসিবেন। ধনুষ্কোটি হইতে পাম্বান পর্য্যন্ত রেলপথ আছে।

রামেশ্বর ষ্টেশনে বাণ্ডি এবং ঝট্‌কা সর্ব্বদাই পাওয়া যায় (রামেশ্বর রোড্‌ ষ্টেশনে কিছুই পাওয়া যায় না)। প্রথমোক্ত ষ্টেশনের অল্প দূরে

কয়েকটী ছত্র বা ধর্ম্মশালা আছে। আমরা রায় বাহাদুর বংশিলাল আবিরচাঁদের ধর্ম্মশালায় কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। উক্ত রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র স্যর কস্তুরচাঁদ দাগা, সি. আই. ই., মহোদয় কয়েক বৎসর হইল ধর্ম্মশালার পুরাতন বাড়ীটী ভাঙ্গিয়া একটী সম্পূর্ণ নূতন সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালা এক্ষণে দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশালা। যে সকল দানবীর অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের পরম উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান ঃ—বাল্মীকি রামায়ণে এবং তুলসীদাসকৃত রামায়ণে উল্লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক যে সময়ে বানরসৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কাভিযানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি সেতুর উপরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন *। লঙ্কাধিপতি দশানন শিবভক্ত ছিলেন, সুতরাং মহাদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই নির্ব্বিঘ্নে সেতুনির্ম্মাণপূর্ব্বক লঙ্কাবিজয়ে সমর্থ হইবেন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সেতুর উপরে শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া হনুমানজীকে কৈলাসপর্ব্বত হইতে (বা নর্ম্মদা হইতে) শিবলিঙ্গ আনয়নের নিমিত্ত আদেশ করেন। লিঙ্গ আনয়নে হনুমানজীর কিঞ্চিৎ

---

* কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সময়ে সীতাদেবী উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর নির্ম্মিত বালুকাময় শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে, লঙ্কাবিজয়ের পরে সীতাদেবীসহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত রামেশ্বরলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। বহুবিধ রামায়ণের মধ্যে কোন প্রকার রামায়ণে, অথবা কোন পুরাণে, এই প্র উক্তি আছে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।



রামেশ্বরলিঙ্গোৎপাটনে হনুমান্‌জীর চেষ্টা (পৃঃ ১৪৭)

বিলম্ব হওয়াতে শ্রীরামচন্দ্র বালুকাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই লিঙ্গই শ্রীশ্রীরামেশ্বরজী। অতঃপর হনুমানজী দুইটী শিবলিঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু লিঙ্গ পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "পবননন্দন! তোমার আনীত লিঙ্গও আমি প্রতিষ্ঠিত করিব।" হনুমানজী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্ষোভে ও রোষে পরিপূর্ণ হইলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "তুমি সক্ষম হইলে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটী উৎপাটন কর, তাহা হইলে ঐ স্থানেই তোমার আনীত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিব"। কিন্তু হনুমানজী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও উক্ত লিঙ্গ কিঞ্চিন্মাত্র শিথিল করিতে সমর্থ হইলেন না।

লীলাময় লীলাচ্ছলে জীবকে বুঝাইয়া দিলেন, জীব কাহার বলে বলীয়ান্, কাহার তেজে তেজস্বী, কাহার গৌরবে গৌরবান্বিত। "তোঁহারি গরবে গরবিণী হাম", ভক্ত যখন এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবানের শরণাগত হয়, তখনই ভক্তের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি হয়। দয়াল ঠাকুর যুগে যুগেই এই তত্ত্ব জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাৎসল্যরসের খনি মা যশোদা একদা গোপালকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও বন্ধনে সমর্থ হইলেন না; অবশেষে যখন নিজের অসামর্থ্য উপলব্ধি করিলেন, তখনই গোপাল ধরা দিলেন। কৌরব-সভায় দ্রৌপদী যখন নিজ বাহুবলে দুষ্টমতি দুঃশাসন হইতে পরিধেয় বস্ত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন, তখনই সেই অগতির গতি অলৌকিকভাবে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপ্রকট হইলে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধনুকের শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। অর্জ্জুন বুঝিলেন, গাণ্ডীবের শক্তি স্বতন্ত্র শক্তি নহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশে প্রকাশমান শক্তি মাত্র। জীবমাত্রেরই শক্তি পরমাত্মার প্রকাশে প্রকাশমান ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (১৫শ অঃ ১২শ শ্লোক) ঃ—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎতেজো বিদ্ধি মামকম্॥

অর্থ ঃ—সমগ্র জগতের প্রকাশক আদিত্যগত তেজ, চন্দ্রের তেজ এবং অগ্নির তেজ, এতৎসমস্ত আমারই তেজ বলিয়া জানিও।

কেনোপনিষদে উক্ত আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবেই বিজয়যুক্ত হইয়াছিলেন, এই তত্ত্ব না বুঝিয়া, আপন স্বতন্ত্র শক্তিপ্রভাবে বিজয়ী হইয়াছেন, মোহবশতঃ এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন ব্রহ্ম যক্ষরূপী হইয়া দেবলোকে আবির্ভূত হইলেন। যক্ষের পরিচয় লওয়ার জন্য দেবগণ অগ্নি ও বায়ুকে যথাক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যই আমি দগ্ধ করিতে পারি। তখন যক্ষ এক খণ্ড তৃণ অগ্নিসমীপে স্থাপন করিয়া বলিলেন, এই তৃণখণ্ড দগ্ধ কর। অগ্নি অসমর্থ হইয়া লজ্জিতভাবে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর, বায়ু আসিলেন। যক্ষ বায়ুকে বলিলেন, তুমি কে? বায়ু বলিলেন, আমি বায়ু, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যই আমি উড়াইয়া ফেলিতে পারি। যক্ষ বলিলেন, এই তৃণগাছি উড়াও দেখি। বায়ু অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ইন্দ্র আগমন করিলেন। যক্ষ তখন অন্তর্হিত হইলেন এবং উমারূপে আকাশে আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র শক্তি নাই, ব্রহ্মতেজেই সকলে তেজীয়ান্।

রামেশ্বরলিঙ্গ উৎপাটনে অসমর্থ হইয়া হনুমানজী উপলব্ধি করিলেন, জীবশক্তি ঈশ্বরশক্তির ক্ষুদ্র অংশমাত্র, জীব ঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

স্বাধীনকর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট হওয়াতে হনুমানজী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিনয়নম্রবচনে স্তুতিপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন :—

হে প্রভো! আপনি স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ, আপনার তেজেই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বী। যে মৃত্যুরাজের ভয়ে সমস্ত জগৎ ভীত, সেই মৃত্যুরাজও আপনার ভয়ে ভীত। হে মঙ্গলালয়! আমাদের যোগ্যতার বিচার না করিয়া আপনি ঔদার্য্যবশতঃ নিত্যই সকলের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনি নিজ গুণে এ দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণদেব সহ আপনাকে বারংবার নমস্কার করি।

হনুমানজীর স্তুতিপূর্ণ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "বৎস! দুঃখ করিও না। সকলেই অগ্রে তোমার আনীত শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া পরে রামেশ্বরলিঙ্গের পূজা করিবে।"

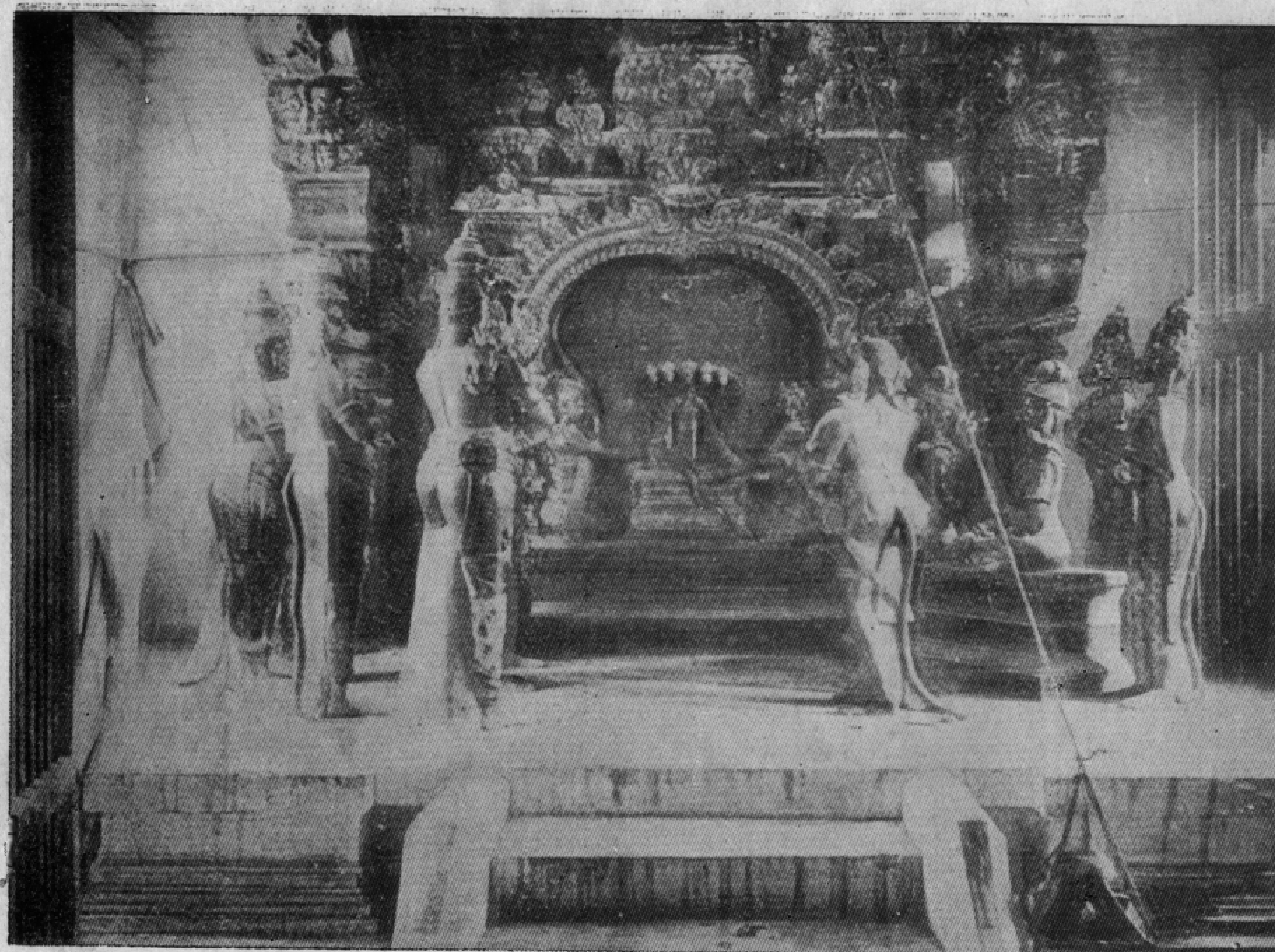
শ্রীরামেশ্বরদেবালয়ে বিশ্বেশ্বর নামক যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহাই হনুমানজীর আনীত অন্যতম লিঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্রের বরপ্রভাবে এক্ষণে যাত্রিগণ প্রথমে বিশ্বেশ্বরদেবের পূজা করিয়া পরে রামেশ্বরজীর পূজা করেন।

রামেশ্বর দেবালয়ের বিবরণ :—রামেশ্বর দেবালয় ভারতবর্ষমধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবালয়। প্রবাদ এই যে, কাণ্ডীর রাজা লঙ্কা হইতে প্রস্তর আনাইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং সেতুপতি উপাধিধারী রামনাদের রাজগণ দেবালয়টীর সংস্কার করেন। সেতুপতিগণ ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, বার্ষিক আয় লক্ষাধিক টাকা। রামেশ্বর দেবালয় মাদুরার মীনাক্ষিদেবালয়ের ন্যায় সুবৃহৎ এবং আকারে চতুষ্কোণ। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০০ ফুট, প্রস্থ ৬০০ ফুট। দেবালয়টী পর পর তিনটী প্রাকারে বেষ্টিত। মাদুরার মীনাক্ষিদেবীর মন্দিরে, হাম্পির বিঠোবামন্দিরে, শ্রীরঙ্গমের জম্বুকেশ্বরদেবালয়ে, তাঞ্জোর দেবালয়ের সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে এবং বেলোর, অবদ্ধার কয়েল ও চিদম্বরের

মন্দিরে যেরূপ কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভ এবং মণ্ডপ আছে এবং যেরূপ ভাস্করবিদ্যার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়, রামেশ্বরমন্দিরে সেইরূপ কলা-কৌশলের নিদর্শন না থাকিলেও দেবালয়টী পরম রমণীয় সন্দেহ নাই। এই দেবালয়ের অসংখ্য সারি সারি স্তম্ভে, গুম্বজে এবং ছাদে বিবিধ কারুকার্য্য এবং দেব দেবীর চিত্র বিদ্যমান ; কিন্তু প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্য এখানে অধিক নাই, অধিকাংশস্থলে বালির আস্তরের কারুকার্য্যমাত্র।

দেবালয়ের বহিঃস্থ প্রাকারের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বিবিধকারু-কার্য্যযুক্ত দুইটী গোপুর বিদ্যমান, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণদিকের গোপুর কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক বৎসর যাবৎ রামেশ্বরদেবালয়ের জীর্ণ সংস্কার চলিতেছে, বহুসংখ্যক শিল্পী প্রত্যহ কার্য্য করিতেছে ; শুনিলাম আরও কুড়ি পঁচিশ বৎসরের কমে কার্য্য শেষ হইবে না। দক্ষিণ ভারতের এক একটী বৃহৎ দেবালয়ের সংস্কারেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে।

পশ্চিমের গোপুর দিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলে এক পার্শ্বে গণেশজী ও অপর পার্শ্বে কার্ত্তিকেয়দেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত পথের উভয় পার্শ্বে রমণীয় প্রস্তরস্তম্ভসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পথের দুই দিকে ছবি, শাঁখ, কড়ি প্রভৃতির দোকান। রামেশ্বরদর্শনের পূর্ব্বে অনেক যাত্রী সমুদ্রে স্নানতর্পণাদি করেন, কেহ বা উক্ত পথের নিকটস্থ মাধবতীর্থে স্নান করেন। পূর্ব্বোক্ত পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর একটী সুশোভিত পথ দৃষ্ট হইবে। এই পথ ধরিয়া (বামে বা দক্ষিণে) অনেক দূর অগ্রসর হইলে পরিশেষে মূলমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারিবেন। গোপুর হইতে মূল মন্দিরে যাওয়ার পথে এবং বারান্দায় বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে, দেবালয় সন্ধ্যাকালে অসংখ্য আলোকমালায় শোভিত হইলে, দৃশ্য বড়ই সুন্দর হয়। মূল মন্দিরের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলো নাই,



শ্রীশ্রীরামেশ্বরজী (পৃঃ ১৫১)

অসংখ্য তৈলের প্রদীপদ্বারা মন্দিরের অভ্যন্তর সুশোভিত হয়। দেবালয়ের অভ্যন্তরে রামনাদের রাজগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

রামেশ্বরজীর মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরদেব ও অন্নপূর্ণা-দেবীর দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে হয়। রামেশ্বরজীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির আছে, যাত্রীরা এই নাটমন্দির হইতে রামেশ্বরজীর দর্শন করেন। দাক্ষিণাত্যের সকল মন্দিরেই অর্চ্চক ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্চ্চনা ও কর্পূরারত্তি করাইতে হয়। কাশীতে যেরূপ সকলেই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গের স্পর্শ ও স্বহস্তে পূজা করিতে পারেন, দাক্ষিণাত্যে কোথাও সেইরূপ নিয়ম নাই। গঙ্গাজলে রামেশ্বরজীর অভিষেক করাইতে হইলে দুই টাকার টিকেট ক্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ২৲ ভেট দিতে হয়। কর্পূরারত্তির জন্য ⁄০ আনার টিকেট করিতে হয়। অর্চ্চনা ষোড়শোপচারে বা কেবল ফুল, বিল্বপত্র, নারিকেল ও কলা দ্বারা হইতে পারে। যিনি যেরূপ অর্চ্চনা করাইবেন, তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্টহারে ভেট দিতে হইবে। মন্দিরাভ্যন্তরে স্বর্ণমণ্ডিত বেদীর উপরে শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীর লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান, লিঙ্গরাজের মস্তকে সুবর্ণময় সর্পের ফণাসকল দৃষ্ট হয়। সর্পফণাযুক্ত স্বর্ণময় শিরোভূষণ যখন রামেশ্বরজীর মস্তকোপরি স্থাপিত হয়, তখন দর্শকের মনে হয় যেন লিঙ্গমূর্ত্তি সর্পফণাযুক্ত একটী সুবর্ণের আবরণে আবৃত হইয়া আছেন। নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণদেব, সুগ্রীব ও হনুমানজীর মূর্ত্তি বিরাজিত। নাটমন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজাস্তম্ভ বা "সোণার তালগাছ" এবং সুবিশাল প্রস্তরময় নন্দীকেশ্বর (বৃষভ) শোভা পাইতেছে, এই বৃষভ তাঞ্জোরের নন্দী অপেক্ষাও বৃহৎ।

নিকটে পৃথক্ মন্দিরে শ্রীরামেশ্বরী দেবী বিরাজিতা। নানাবিধ বহুমূল্য বসনভূষণে সুসজ্জিতা দেবীর মূর্ত্তি সকলেরই নয়নাভিরাম। দেবীর অর্চ্চনা ষোড়শোপচারে (সাড়ী, শাঁখা, সোণার নথ ইত্যাদি সহ)

অথবা কেবল ফুল, বিল্বপত্র, কলা, নারিকেল এবং কুঙ্কুম দ্বারা হইতে পারে (অবশ্য অর্চনার উপযোগী ভেট ও দক্ষিণা দিতে হইবে)।

দেবালয় হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ে মহাবীরজীর (হনুমানজীর) অতি সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই প্রসন্ন হইবেন।

ভোর সময়ে রামেশ্বরজীর অভিষেক হয়, অভিষেক এবং আরতি (বিশেষতঃ শয়নারতি) সকলেরই দর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ শেষ-রাত্রি ৪॥ টার সময়ে একটী সবৎসা গাভী রামেশ্বরজীর মন্দিরে আনীত হয়, ইহার দুগ্ধ দোহন করা হইলে সেই দুগ্ধ দ্বারা রামেশ্বরজীর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ভোর সময়ে শয়নমন্দির হইতে বিবিধ বাদ্য-সহকারে রামেশ্বরজীর প্রতিনিধি স্বর্ণময় লিঙ্গ মূল মন্দিরে আনয়ন করাই অর্চ্চকগণের প্রথম কার্য্য। মূল মন্দিরে যে স্বর্ণবেদী আছে, তাহার সম্মুখে রামেশ্বরজীর প্রতিনিধি স্ফটিকলিঙ্গের স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমে গোদুগ্ধ দ্বারা এবং তৎপরে গঙ্গাজল দ্বারা এই লিঙ্গেরই অভিষেক সম্পন্ন হয়।

আরতি অনেক বার হইয়া থাকে। কিন্তু রাত্রিতে যে শয়নারতি হয়, তাহা দর্শকমাত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। রাত্রি ৯॥ টার সময়ে রামেশ্বরজীর মন্দিরে শেষ বার আরতি অনুষ্ঠিত হয়, তখন অর্চ্চক ব্রাহ্মণ মন্দির হইতে রামেশ্বরজীর প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ বাহিরে আনয়ন করেন এবং শিবিকা মধ্যে স্থাপন করেন। অতঃপর, বিবিধ বাদ্যসহকারে শিবিকা পার্ব্বতীমন্দিরে নীত হয়। মন্দিরের সম্মুখভাগে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটী বৃহৎ সুসজ্জিত দোলায়মান মঞ্চ (এক প্রকার ঝোলা) বিদ্যমান, এই মঞ্চে পার্ব্বতীদেবীর (প্রতিনিধিস্বরূপ) শয়নমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, তৎপার্শ্বে রামেশ্বরজীর স্বর্ণময় লিঙ্গ স্থাপিত হইলে ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করেন এবং যথারীতি শয়নারতি সম্পন্ন করেন। সমবেত জনমণ্ডলী শ্রেণীবদ্ধভাবে দুই সারিতে দণ্ডায়মান হইয়া আরত্রিক দর্শন করেন। গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই সময়ে সকলের অন্তরে স্বতঃই একটা

প্রগাঢ় ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠে। শ্রীশ্রীহরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য অল্প স্থানেই ঘটে। আসুন আজ আমরা রামেশ্বরমন্দিরের সেই অপূর্ব্ব শয়নারতির কথা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ প্রাণের ভিতরে হরগৌরীর যুগলমিলন ধ্যান করিতে করিতে এক বার মধুর হরগৌর্য্যষ্টক স্তোত্রের কিয়দংশ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হই :—

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈচ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
অম্ভোদরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে দেবালয়প্রাঙ্গণে পার্ব্বতীদেবীর শোভাযাত্রা হয়। দেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে সোণার তালগাছের ঠিক সম্মুখেই একটী উচ্চ বেদী আছে। তাহার চারি কোণে চারিটী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরস্তম্ভ শোভা পাইতেছে, স্তম্ভোপরি প্রস্তরনির্ম্মিত ছাদ। রাত্রি ৯টার পরে পার্ব্বতীদেবীর উৎসবমূর্ত্তি বিবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কারে এবং ফুলের মালায় সুসজ্জিত হইয়া উক্ত বেদীর উপরে একটী ছোট পাল্কীর মধ্যে স্থাপিত হয়। (পার্ব্বতীদেবী ও রামেশ্বরজীর কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের আভরণাদি আছে, এই সমস্ত দর্শন করিতে হইলে কয়েক টাকা

দক্ষিণা লাগে)। পার্ব্বতীদেবীর উৎসবমূর্ত্তির সম্মুখে বহুক্ষণ যাবৎ স্তোত্রপাঠ, বেদমন্ত্রপাঠ, গান, বিবিধ বাদ্য এবং আরতি হইয়া থাকে। অতঃপর, অর্চ্চক ব্রাহ্মণেরা পার্ব্বতীদেবীর পূর্ব্বোক্ত পাল্কী স্বয়ং বহন করেন এবং অল্প দূরে স্থাপিত বড় সুসজ্জিত সুবর্ণমণ্ডিত শিবিকার নিকটে লইয়া যান। শেষোক্ত শিবিকার মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক, রামনাদের রাজা পার্ব্বতীদেবীর শোভাযাত্রার জন্য ইহা দান করিয়াছেন। ছোট পাল্কী হইতে পার্ব্বতীদেবীকে উত্তোলন পূর্ব্বক উক্ত সোণার পাল্কীতে স্থাপিত করা হইলে পুনরায় দেবীর আরতি হয়। অতঃপর নানাপ্রকার বাদ্যসহকারে শিবিকারূঢ়া পার্ব্বতীদেবীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অর্চ্চকগণ দেবালয় মধ্যে শ্রীশ্রীরামেশ্বর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্থানে স্থানে দেবীর উপরে সুন্দর কৌশলে ছাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে এবং বহু যাত্রী পরম আনন্দে শিবিকার অনুগমন করেন। এইরূপে অন্ততঃ এক ঘণ্টা যাবৎ মন্দিরাভ্যন্তরে সমারোহসহকারে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। অবশেষে দেবী নিজ মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে অন্য শিবিকায় গণেশজী আসিয়া জননীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক মন্দিরে লইয়া যান।

রামেশ্বর দেবালয়ে শিবিকারূঢ়া পার্ব্বতীদেবীর অনুগমন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। দেবীর শোভাযাত্রার কথা স্মরণ করিতে করিতে আসুন সকলে মিলিয়া দেবীকে এক বার বলি—

গান (বেহাগ)।

তারা পরমেশ্বরী।
কখনও পুরুষ হও মা, কখনও ষোড়শী নারী॥
অনাদ্যা আদ্যা-রূপিণী, ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।
এ ভবসংসারে মাগো, ভরসা তব চরণতরী॥

রামেশ্বরে দ্রষ্টব্য অন্যান্য তীর্থাদি।

রামেশ্বর দেবালয়ের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য স্থানে ২৪টী তীর্থ এবং বহুসংখ্যক উপতীর্থ আছে। যাত্রীরা না বলিয়া দিলে পাণ্ডারা প্রায়ই আজকাল সকল তীর্থ দর্শন করান না; কিন্তু প্রধান প্রধান তীর্থসকল যাত্রিগণের দর্শন করা কর্ত্তব্য। দেবালয়ের মধ্যে মাধবতীর্থ ও শিবতীর্থ (বা শিবগঙ্গা) এই দুইটী কুণ্ড আছে, প্রথমোক্ত তীর্থ পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার হইতে অল্প দূরে এবং দ্বিতীয়টী পার্ব্বতীমন্দিরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন, গঙ্গাতীর্থ, যমুনাতীর্থ, গয়াতীর্থ, সুগ্রীবতীর্থ ইত্যাদি বহুসংখ্যক কূপ দেবালয়ে বিদ্যমান, প্রত্যেকটীই পবিত্র তীর্থ; ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কোটিতীর্থ বিখ্যাত। দেবালয়মধ্যস্থ কূপসমূহের অধিকাংশ উপতীর্থ।

কোটিতীর্থ। রামেশ্বরজীর মূল মন্দিরের নিকটে কোটিতীর্থ নামক খ্যাতনামা তীর্থ (কূপ) আছে। কথিত আছে, রামেশ্বরলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীরামচন্দ্র ধনুক দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া গঙ্গাজল উঠাইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে গঙ্গাদেবী কোটি-সংখ্যক ছিদ্র দিয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং শ্রীরামচন্দ্র সেই গঙ্গাজল দ্বারা রামেশ্বরজীর অভিষেক করেন। এইরূপে কোটিতীর্থের উৎপত্তি হয়। কোটিতীর্থের জল স্পর্শ করিলেই সর্ব্বপাপমোচন হয়, সুতরাং রামেশ্বরতীর্থ-যাত্রা সমাপনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন সময়ে যাত্রীরা কোটিতীর্থের জল সঙ্গে আনয়ন করেন।

রামনাথ ক্ষেত্রের চক্রতীর্থ ও অমৃতব্যাপিকা তীর্থের কথা রামনাদ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত তীর্থসমূহও সকলের দর্শনীয়ঃ—

বেতালবরদ তীর্থ। কোন শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধরকুমার বেতালরূপে বাস করিতেছিল, এই তীর্থে আসিয়া সে শাপমুক্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, এখানে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়।

হনুমৎ কুণ্ড। হনুমানজীর আনীত ২য় শিবলিঙ্গ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিলে মহাপাতকের নাশ হয়।

সীতাসর তীর্থ। কথিত আছে, এই তীর্থে সীতাদেবী অগ্নিপরীক্ষান্তে স্নান করিয়াছিলেন এবং তীর্থটী পঞ্চমহাপাতকনাশক।

এতদ্ভিন্ন, ব্রহ্মকুণ্ড, অগস্ত্য তীর্থ, মঙ্গল তীর্থ প্রভৃতি অনেক তীর্থ আছে। কতিপয় তীর্থ এখন সমুদ্রে লুপ্ত হইয়াছে। রামেশ্বরমন্দির হইতে অল্প দূরে নিম্নোক্ত কয়েকটী কুণ্ড যাত্রীমাত্রেরই দ্রষ্টব্য ঃ—

লক্ষ্মণ কুণ্ড। রামেশ্বরদেবালয়ের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত লক্ষ্মণকুণ্ডে যাত্রিগণ স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি করেন। কুণ্ডের তীরেই লক্ষ্মণেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড। লক্ষ্মণকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামকুণ্ড নামক সরোবরে ও সীতাকুণ্ড নামক ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাত্রীরা স্নানতর্পণ বা জলস্পর্শ করিয়া থাকেন।

রামঝরকা। রামঝরকা নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী অল্প উচ্চ পাহাড়ের উপরে একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন বিরাজমান। কথিত আছে, সেতুনির্ম্মাণকালে শ্রীরামচন্দ্র কিছু দিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে এক্ষণে কেহই বাস করেন না, নিকটেও লোকালয় নাই; কিন্তু প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে নিয়মিত সময়ে অর্চ্চক এই স্থানে আসিয়া চরণ পাদুকার সেবাপূজা সম্পন্ন করেন। রামঝরকা রামেশ্বরমন্দির হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত, রাস্তা অধিকাংশ-স্থলেই বালুকাময়, সুতরাং পদব্রজে বা গোযানে যাইতে হইবে (মোটর বা অশ্বযান চলে না)।

রামঝরকার দৃশ্য অতি মনোরম। মন্দিরের ছাদে দণ্ডায়মান হইলে সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র রামেশ্বর দ্বীপের নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য এবং রামেশ্বর দেবালয়ের গোপুর নয়নপথে পতিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-

পাছুকাদর্শনে এবং ত্রেতাযুগের লীলাস্মরণে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণে ভক্তিভাব জাগরিত হইবে। অসংখ্য দর্শকবৃন্দের কোলাহলমুখরিত রামেশ্বরমন্দিরের শোভাযাত্রা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যলীলা রামঝরকায় নাই; কিন্তু প্রদোষে বা উষার ক্ষীণালোকে গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দিগন্তব্যাপী সাগরে পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্তে অবস্থিত বিজন-শৈলশিখরস্থ এই পুণ্যভূমির মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে যদি কোন শ্রদ্ধাবান্ লোক স্মরণ করেন, আহা, যে চরণ পাওয়ার নিমিত্ত কত যোগী ঋষি দিবানিশি ধ্যানমগ্ন, সেই রাতুল চরণের সুদুর্লভ রজে এই ভূমি পবিত্রীকৃত, তবে নিশ্চয়ই তিনি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য স্বর্গীয় আনন্দের বিদ্যুৎপ্রবাহ মরমে মরমে অনুভব করিবেন; আর প্রাণের ভিতরে উপলব্ধি করিবেন যে রামঝরকা দর্শনেই রামেশ্বর তীর্থযাত্রার পূর্ণ সফলতা।

সায়ংকালে রামঝরকায় বসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা করুন এবং গুরু নানকের ন্যায় বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে প্রকৃতিদেবীর সান্ধ্য আরতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন—

তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং, নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমূর্ত্তিং, জ্যোতির্ম্ময়ং রামমহং ভজামি॥

গান।

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে।
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে॥
ধূপমলয়ানিল, পবন চামর করে।
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে॥
কেমন আরতি হয়, ভবখণ্ডন তব আরতি।

ধনুষ্কোটি। রামেশ্বর দ্বীপের এক প্রান্তে ধনুষ্কোটি তীর্থ (ধনুতীর্থ) অবস্থিত, এই প্রসিদ্ধ তীর্থে রামেশ্বর-যাত্রীরা সমুদ্রে স্নান করেন। মান্দ্রাজ হইতে পাম্বান আসিয়া এস. আই. রেলওয়ের মূল রেলপথ (Main line) ধনুষ্কোটি (Dhanuskodi) পর্য্যন্ত গিয়াছে। রামেশ্বর হইতে পাম্বান ৮ মাইল এবং পাম্বান হইতে ধনুষ্কোটি ১৬ মাইল। মাদ্রাজ বা ত্রিচি হইতে রামেশ্বর যাত্রীরা যে গাড়ীতে পাম্বান গমন করেন, সেই গাড়ীতেই, পাম্বানে না নামিয়া ধনুষ্কোটি যাইতে পারেন। কেহ কেহ বা রামেশ্বর হইতে পাম্বানে আসিয়া ধনুষ্কোটি গমন করেন।

ধনুষ্কোটি ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দূরে সমুদ্রস্নানের ঘাট। সমস্ত পথ বালুকাময়, সুতরাং পদব্রজে গমন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু ষ্টেশনে সর্ব্বদাই গোযান পাওয়া যায়। একখানা গাড়ীর ভাড়া যাতায়াতের জন্য সাধারণতঃ তিন টাকা। ধনুষ্কোটিতে যাত্রীদের জন্য ছত্র আছে। স্নানঘাট পক্‌প্রণালী এবং মান্নার উপসাগরের সন্ধিস্থানে অবস্থিত। পাণ্ডারা বলেন, এক দিকে রত্নাকর, অপর দিকে মহোদধি। স্নানঘাটের দৃশ্য মনোরম, এক পার্শ্বে সমুদ্র তরঙ্গায়িত, কিন্তু অপর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি; মনে হয় যেন নৃত্যশীলা মহামায়া নিষ্ক্রিয় শিবের সহিত মিলিত হইয়া লীলা করিতেছেন। গোবিন্দদাসের করচায় সমুদ্রতীরের যে সহজ বর্ণনা আছে, তাহাই এই স্থানে মনে পড়ে—

পর্ব্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মন॥

এখানে যাত্রিগণের প্রধান কার্য্য স্নান, তর্পণ, পিণ্ডদান এবং ভোজ্যদান। কেহ কেহ সোণার ধনুক পূজা করেন, কেহ বা বালুকা-

সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। যে পাপের মোচন অন্য তীর্থে হয় না, সেই গুরুতর পাপও ধনুষ্কোটিস্নানে দূরীভূত হয়। উক্ত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের এবং সহস্রগোদানের ফল হয় এবং অন্তিমে মুক্তিলাভ হয়।

রামায়ণে উল্লিখিত আছে, সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমন করিলে, সমুদ্রের প্রার্থনানুসারে তিনি লক্ষ্মণদেবকে সমুদ্রের বন্ধনমোচনের আদেশ করেন, অর্থাৎ সমুদ্রে যে সেতুবন্ধন করা হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিতে বলেন। লক্ষ্মণদেব ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতুটি স্থানে স্থানে ভগ্ন করেন। এই কারণে তীর্থস্থানটীর নাম ধনুষ্কোটি।

ধনুষ্কোটি পিয়ার এবং সিংহল দ্বীপ। ধনুষ্কোটি ষ্টেশন হইতে রেলপথ নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীর (পক্ প্রণালীর তীর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সিংহলযাত্রিগণের সুবিধার নিমিত্ত সমুদ্রতীরে ধনুষ্কোটি পিয়ার (Dhanuskodi Pier) নামক একটা জেটি (Jetty) বা উত্তরণমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ধনুষ্কোটি পিয়ার হইতে মান্নার দ্বীপের তালাইমান্নার (Talaimannar) বন্দর পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটী ছোট জাহাজ যাতায়াত করে। দূরত্ব সমুদ্রপথে ২২ মাইল। রামেশ্বর দ্বীপ যেমন আজকাল রেলপথ দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত, ঠিক তেমনই মান্নারদ্বীপ রেলপথ দ্বারা সিংহলদ্বীপের সহিত যুক্ত। তালাইমান্নার হইতে রেলপথে সিংহলের কলম্বো এবং অন্যান্য স্থানে গমন করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে সিংহলদ্বীপে যাতায়াত করিতে হইলে এক্ষণে ধনুষ্কোটি ও তালাইমান্নারের মধ্যবর্ত্তী ২২ মাইল মাত্র জলপথ অতিক্রম করিতে হয়।

ধনুষ্কোটি হইতে যে পথে তালাইমান্নার পর্য্যন্ত জাহাজ যাতায়াত করে, তাহা সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর একটী ভগ্ন স্থান, অন্ততঃ স্থানীয় লোকদিগের এইরূপই বিশ্বাস। ইংরেজেরা ইহাকে আদমের সেতু

শ্রীরামচন্দ্রের সেতু। রামেশ্বর অঞ্চলে শ্রীরামচন্দ্রের সেতু সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক উপাখ্যান বা প্রবাদ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় হইতে অনুমান হয় যে—

(১) রামনাদের নিকটস্থ দর্ভশয়নম্ নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান হইতেই শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(২) মণ্ডপম্ ও পাম্বান জংশনের মধ্যস্থলে যে রেলওয়ে সেতু (Rolling Bridge) আছে, তাহা সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর উপরেই প্রস্তুত হইয়াছে। সাউথ্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে সচিত্র পথপ্রদর্শক (Illustrated Guide) নামক পুস্তকে এইরূপ উল্লিখিত আছে—

Rameswaram island is now connected with the mainland of India, as the South Indian Railway constructed in 1914 a viaduct along a line of reefs $1\frac{1}{2}$ miles long (with a Scherzer Roller Bridge over the Pamban ship channel).

সমুদ্রগর্ভস্থ ১৷৷০ মাইল লম্বা যে শৈলমালার উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর অংশ। এই স্থানে গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক অংশ পতিত হইয়াছিল, এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। রামেশ্বর দ্বীপ ও মান্নার দ্বীপ এই উভয়েই সেতুর উপরে অবস্থিত।

রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাবণকর্ত্তৃক লক্ষ্মণদেব শক্তিশেলে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়নের জন্য হনুমানজী প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সমগ্র পর্ব্বতটাই আনয়ন করেন। লক্ষ্মণদেবের আরোগ্যলাভের পরে পর্ব্বতটী সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। এই পর্ব্বতের কিয়দংশ সেতুর উপরে পতিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে বহু পুণ্যতীর্থযুক্ত রামেশ্বর দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

(৩) শ্রীরামচন্দ্র সেতুর উপরেই রামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সেতু রামেশ্বরদেবালয়ের নিম্নভাগে বর্ত্তমান ছিল।

(৪) ধনুষ্কোটির নিকটে সেতুর কিয়দংশ ভগ্ন করা হইয়াছিল।

অতএব, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরামচন্দ্রের সেতু দর্ভশয়নম্, মণ্ডপম্, পাম্বান জংশন, রামেশ্বরমন্দির, ধনুষ্কোটি, তালাইমান্নার প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিংহলদ্বীপই (Ceylon) লঙ্কা, এই কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, রামায়ণোক্ত লঙ্কার একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র হইতে পারে।

দশম অধ্যায়।

তিনেবেল্লী অঞ্চলের তীর্থ।

তিনেবেল্লী অঞ্চলে নিম্নোক্ত তীর্থসকল বিদ্যমান। তন্মধ্যে তিনেবেল্লী, শ্রীবৈকুণ্ঠম্ (নবতিরুপতি), তিরুচেন্দুর এবং তোতাদ্রি প্রসিদ্ধ।

মাদুরা হইতে তিনেবেল্লী যাওয়ার সময়ে কয়েলপতি দেখিতে পারেন, তিনেবেল্লী হইতে কন্যাকুমারী যাওয়ার পথে তোতাদ্রি, লম্বে নারায়ণ ও ছোট নারায়ণ দর্শন করা যায়। অন্যান্য স্থান দেখিতে হইলে তিনেবেল্লী নগরে কয়েক দিন বাস করিতে হইবে।

(১) কয়েলপতি	(২) তিনেবেল্লী	(৩) শর্ম্মাদেবী
(৪) কল্লিদাইকুরিচি	(৫) অম্বাসমুদ্রম্—পাপনাশম্ ও বনতীর্থম্	
(৬) শ্রীবৈকুণ্ঠম্	(৭) আলোয়ার তিরুনগরী	(৮) তিরুচেন্দুর
(৯) তোতাদ্রি	(১০) লম্বে নারায়ণ	(১১) ছোট নারায়ণ।

মন্তব্য :—তিনেবেল্লী জিলায় তেন্‌কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানের উল্লেখ এস্থানে করা হইল না, কারণ এই সকল স্থান বিরুধুনগর-তেন্‌কাশী সোজা রেলপথে, সুতরাং

ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের তীর্থ দর্শনের পর ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে মাদুরা যাওয়ার পথে ঐ সকল স্থান দর্শন করা চলিবে।

কয়েলপতি। তিনেবেল্লী জিলার অন্তর্গত কয়েলপতি (Koil-pati) মাদুরা-তুতিকোরিণ রেলপথের একটা ষ্টেশন এবং মাদুরা হইতে ৫৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটে যাত্রীদের জন্য ছত্র আছে। এখানে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান, দেবালয়ের কুণ্ডমধ্যে অগস্ত্যতীর্থ নামক প্রস্রবণ হইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইতেছে।

কয়েলপতি হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে কলুগুমলয় (Kalu-gumalai) নামক স্থানে একটী বিখ্যাত মন্দির আছে, পাহাড়ের মধ্যে পাথর কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে।

তিনেবেল্লী। তিনেবেল্লী জিলার প্রধান নগর তিনেবেল্লী (Tinnevelli) বা তিরুনেবেল্লী (Tirunevelly) তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত, নদীর অপর পারে ২ মাইল দূরে পালংকত্তা (Palamcottah) সহরে এই জিলার শাসনকর্ত্তাগণ বাস করেন। সহর দুইটী একটা সেতু দ্বারা সংযুক্ত। মাদুরা-তুতিকোরিণ রেলপথের একটী শাখা মেনিয়াচী (Maniyachi) ষ্টেশন হইতে তেন্‌কাশী ও কুইলন দিয়া ত্রিবেন্দ্রম্ (Trivandrum) পর্য্যন্ত গিয়াছে। তিনেবেল্লী জংশন এই শাখার একটা ষ্টেশন। মাদুরা হইতে তিনেবেল্লী জংশন ৯৭ মাইল দূরবর্ত্তী। তিনেবেল্লী ষ্টেশনের নিকটে যাত্রীদের জন্য ছত্র এবং পালংকত্তাতে বাংলো আছে।

মাদুরার ন্যায় তিনেবেল্লীও প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কয়েক শতাব্দী যাবৎ বহু ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং যুদ্ধবিগ্রহের পর ইং ১৮০১ সাল হইতে তিনেবেল্লী জিলা সহ সমগ্র কর্ণাটদেশ (Carnatic) ইংরেজের শাসনাধীন হইয়াছে।

তিনেবেল্লীনগরে একটী সুন্দর দেবালয় বিদ্যমান। ইহার অর্দ্ধাংশে



তিনেবেল্লী_দেবালয় (পৃঃ ১৬৩)

শিবমন্দির এবং অপর অর্দ্ধাংশে পার্ব্বতীমন্দির বিরাজিত। প্রত্যেক মন্দিরে তিনটী চূড়া শোভা পাইতেছে। দেবালয় মধ্যে একটী টেপ্পাকুলম্ বা সরোবর এবং সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ বিরাজমান। দেবালয়ের পূর্ব্বদিকে দুইটী গোপুর আছে। এই মন্দিরের বিবিধ কারুকার্য্য ভারতীয় ভাস্করগণের অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলের পরিচয় দিতেছে।

তিনেবেল্লী হইতে অল্প দূরে কুরুকুর (কুরুকাপুরী) বা শ্রীনগর তাম্রপর্ণী নদী তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শঠারি বা নম্মা আলোয়ার নামে পরিচিত এক জন বিখ্যাত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি নীচকুলে জাত হইলেও বৈষ্ণবসমাজে অদ্যাবধি সম্মানিত হইয়া থাকেন। (নম্মা =আমাদের, আলোয়ার=ভক্ত। শঠারি এইরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন যে সকলেই তাঁহাকে নম্মা আলোয়ার অর্থাৎ "আমাদের" আলোয়ার বলিতেন)।

শর্ম্মাদেবী—তিরুকুরুঙ্গুড়ি। তিনেবেল্লী হইতে তেন্‌কাশী পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, শর্ম্মাদেবী (Sermadevi) সেই রেলপথের একটা ষ্টেশন, তিনেবেল্লী হইতে ইহার দূরত্ব ১২ মাইল। শর্ম্মাদেবী হইতে ১৮ মাইল দূরে তিরুকুরুঙ্গুড়ি (Tirukurungudi) নামক স্থানে একটী বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান, এই স্থান হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের রমণীয় দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। শর্ম্মাদেবী ষ্টেশন হইতে উক্ত মন্দির পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মোটর বাস্ যাতায়াত করে।

কল্লিদাইকুরিচি। তিনেবেল্লী হইতে তেন্‌কাশী পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, সেই পথে কল্লিদাইকুরিচি (Kallidaikurichi) একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব তিনেবেল্লী হইতে ১৯ মাইল। ষ্টেশনের ৩ মাইল পশ্চিমে সিঙ্গম্পত্তি (Singampatti) বা সিংহপত্তি গ্রাম। এই গ্রামে এক জন জমিদার আছেন, তাঁহার জমিদারির অন্তর্গত একটা বৃহৎ বনের মধ্যে দুইটী জলপ্রপাত বিদ্যমান, একটীর নাম মণিমুত্থার

(Manimuthar) জলপ্রপাত, অপরটীর নাম বনতীর্থ জলপ্রপাত। এই দুইটীই পবিত্র তীর্থ। "আদি অমাবস্যা" উপলক্ষে এখানে যাত্রি সমাগম হয়।

অম্বাসমুদ্রম—পাপনাশম্ ও বনতীর্থম্।

তিনেবেল্লী-তেন্‌কাশী রেলপথে অম্বাসমুদ্রম্ (Ambasamudram) নামক ষ্টেশন আছে, তিনেবেল্লী হইতে উহা ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের ১॥ মাইল দক্ষিণে অম্বাসমুদ্রম্ সহর। নিকটে বাংলো এবং ছত্র আছে। সহরে অগস্ত্যেশ্বর নামক শিবের মন্দির বিরাজিত, এখানে সময়ে সময়ে উৎসব হয়। অম্বাসমুদ্রের নিকটে দুইটী খ্যাতনামা দ্রষ্টব্য স্থান বিদ্যমান, যথা—

(১) পাপনাশম্। অম্বাসমুদ্রম্ ষ্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পাপনাশম্ নামক স্থানে কয়েকটী সুন্দর জলপ্রপাত ও পাপনাশেশ্বর শিবের মন্দির এবং অদূরে অগস্ত্যমুনির মন্দির বিরাজিত। মন্দিরের নিম্নদেশেই একটী পবিত্র মৎস্য-সরোবর আছে। জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে এখানে স্নানের যোগ হয় এবং তদুপলক্ষে বহু যাত্রী সমাগত হয়। যাত্রীরা মৎস্যসরোবরে মুড়ি নিক্ষেপ করিলে চারিদিক হইতে অসংখ্য মৎস্য মুড়ি খাইবার জন্য ছুটাছুটি করে। পাপনাশমে একটী সূতার কল আছে, জলপ্রপাতের বেগে পতনশীল জলের শক্তিদ্বারা বৈজ্ঞানিক কৌশলে উক্ত কল পরিচালিত হয়।

(২) বনতীর্থম্। অম্বাসমুদ্রের অনতিদূরে অবস্থিত বনতীর্থ হইতে তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। অমাবস্যা-স্নানের সময়ে এখানে অনেক যাত্রী আসে।

শ্রীবৈকুণ্ঠম্—নবতিরুপতি। তিনেবেল্লী হইতে এস্. আই. রেলওয়ের একটী শাখা সমুদ্রতীরবর্ত্তী তিরুচেন্দুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই শাখায় তিনেবেল্লী হইতে ১৮ মাইল দূরে শ্রীবৈকুণ্ঠম্

(Srivaikuntam) ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে তাম্রপর্ণী নদীর অপর পারে শ্রীবৈকুণ্ঠ সহর অবস্থিত। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে একটী ধর্ম্মশালা আছে, সহরে মন্দিরের নিকটেও আর একটী ছোট ধর্ম্মশালা (Local fund choultry) আছে। ষ্টেশনে মোটর গাড়ী ও ঝট্‌কা পাওয়া যায়। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুমন্দির পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। শ্রীবৈকুণ্ঠে তিনটী দেবালয় বিদ্যমান :—

(১) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরই এখানকার সর্ব্ব-প্রধান দেবালয়। এখানে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ (বিষ্ণু) এবং শ্রীবৈকুণ্ঠবল্লী দেবী বিরাজিত। কথিত আছে, মন্দিরটী ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন।

(২) নাথম্ বরগুণমাঙ্গৈ দেবালয় (উক্ত মন্দির হইতে অল্প দূরে)।

(৩) তিরুপুলিয়াঙ্কুড়ি দেবালয় (১ম মন্দির হইতে ১॥ মাইল দূর)।

শ্রীবৈকুণ্ঠে বৎসরে অনেক বার উৎসব হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসের ব্রহ্মোৎসবই প্রধান। এই উৎসব ১০ দিন ব্যাপী, ৫ম দিনে পাঁচটী নিকটবর্ত্তী মন্দির হইতে দেববিগ্রহসকলের মিলন হয় এবং সম্মিলিতভাবে তাঁহাদের বিরাট শোভাযাত্রা হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল বিষ্ণুমন্দির আছে, তৎসমুদয় নবতিরুপতি (নয়ত্রিপদী) নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণসময়ে তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া নবতিরুপতি গিয়াছিলেন এবং পানাগুড়িতে সীতাপতি দর্শন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"তাহার পরে চৈতন্যদেব তাম্রপর্ণীতে আসিলেন। এই নদীতে স্নান করিয়া তিনি নয়ত্রিপদী আসিলেন। ইহাকে অন্বার তিরুনগরী, নরতিরুপতি এবং তেনকরইও বলে। ইহা তিনেবেল্লী নগরের প্রায় ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত।

এখানে আদিনাথ স্বামীর (বিষ্ণুর) মূর্ত্তি আছে। কিন্তু নম্মাল্বার (নম্মা আলোয়ার) নামা বিষ্ণুর অবতার আদিনাথ অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠমাসে নম্মাল্বার দেবের সহিত সন্নিহিত নয়টী মন্দিরের দেবমূর্ত্তি মিলিত হন (Tinnevelly Gazetteer)"।

"Panagudi or Panaikudi is about 30 miles south of Tinnevelly. পাণাগুড়িতে রামলিঙ্গস্বামী শিবের মন্দির আছে। এই শিবের মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র বিষ্ণুমন্দির আছে। (Tinnevelly Gazetteer)।"

আলোয়ার তিরুনগরী। আলোয়ার তিরুনগরী (Alwar Tirunagari) ষ্টেশন তিনেবেল্লী-তিরুচেন্দুর রেলপথে শ্রীবৈকুণ্ঠম্ হইতে ৩ মাইল দূরে (তিনেবেল্লী হইতে ২১ মাইল দূরে) অবস্থিত। ষ্টেশনের এক মাইল দূরে অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান (শ্রীবৈকুণ্ঠের মন্দিরের ন্যায় প্রাচীন)। মন্দিরের নিকটে যাত্রীদের বাসোপযোগী ছত্র (নাটকোটি ছত্র) এবং মঠ (Ahobilam Mutt) আছে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটী তেঁতুল গাছ বিদ্যমান। প্রবাদ এই যে উক্ত তেঁতুল গাছ মন্দির হইতেও পুরাতন। এই তেঁতুল গাছের পাতা অন্যান্য তেঁতুল গাছের পাতার ন্যায় রাত্রিকালে নিমীলিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস, এই পবিত্র তেঁতুল বৃক্ষে নম্মা আলোয়ার নামক বিষ্ণুর অবতার অধিষ্ঠিত আছেন। প্রত্যেক যাত্রী এই পবিত্র বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র পল্লব বা পত্র বা একটু বল্কল বাড়ী নিয়া আসেন। বৈকুণ্ঠ একাদশীর উৎসব উপলক্ষে এখানে যাত্রিসমাগম হয়।

তিরুচেন্দুর। তিনেবেল্লী হইতে ৩৮ মাইল দূরে সমুদ্রতীরস্থ তিরুচেন্দুর (Tiruchendur) ষ্টেশন, তিরুচেন্দুর একটী খ্যাতনামা তীর্থ। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অতি প্রাচীন (কথিত আছে, এক হাজার বৎসরের উর্দ্ধকালের) একটী মন্দির বর্ত্তমান, মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যদেব

(কার্ত্তিক ঠাকুর) বিরাজিত। দেবালয়টী ঠিক সমুদ্রের উপরে পরম রমণীয় স্থানে অবস্থিত এবং শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। সমুদ্রস্নান এবং সুব্রহ্মণ্যদর্শনের নিমিত্ত এখানে সকল সময়েই, বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের পূর্ণিমা উপলক্ষে, বহু যাত্রী সমাগত হয়। এই স্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণে ১৬টী প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান, এই সকল স্তম্ভে শিলালিপি খোদিত আছে।

তিরুচেন্দুরের কয়েক মাইল দূরে কুলশেখরপত্তনম্ নামে একটী বন্দর আছে। কুলশেখরপত্তন লাইট্ রেলওয়ে (K. P. M. Light Railway) তিরুচেন্দুর হইতে উক্ত বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বন্দর হইতে কলম্বো এবং তুতিকোরিণ পর্য্যন্ত জাহাজ যাতায়াত করে।

তোতাদ্রি। তিনেবেল্লী ষ্টেশন হইতে নাগেরকয়েল (Nagerkoil) পর্য্যন্ত প্রত্যহ মোটর বাস্ যাতায়াত করে (দূরত্ব ৫০ মাইল), পথে তিনেবেল্লী হইতে ১৮ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ তোতাদ্রি নামক তীর্থস্থান অবস্থিত। তিনেবেল্লী হইতে তোতাদ্রি পর্য্যন্ত মোটরবাস্এর ভাড়া জন প্রতি ॥০ আনা, যাত্রীদের সঙ্গীয় জিনিষপত্র মোটরবাস্এর ছাদে রাখিতে পারা যায়, তজ্জন্য সাধারণতঃ পৃথক্ ভাড়া লাগে না। তোতাদ্রি-দেবালয়ের নিকটে যাত্রীদের উপযোগী ছত্র আছে। দেবালয়ের বাহিরে অদূরে ক্ষীরাব্ধি নামক একটী সরোবর বিদ্যমান, জল উৎকৃষ্ট। এই সরোবরে স্নান করিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। দেবালয়টী বৃহৎ এবং কারুকার্য্যযুক্ত। মন্দিরাভ্যন্তরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান।

ঠাকুরের মস্তকোপরি অনন্তনাগ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে ভোগমূর্ত্তি (উৎসব উপলক্ষে প্রতিনিধিমূর্ত্তি) এবং লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের প্রত্যহ তৈলাভিষেক হয়। অভিষেকের তৈল গড়াইয়া একটী কুণ্ডে পতিত হয়, সুতরাং কুণ্ডটী প্রায়ই তৈলে পূর্ণ থাকে। এই কুণ্ড হইতে যাত্রীরা ঠাকুরের প্রসাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ স্থানীয় তৈল

বাড়ী নিয়া আসেন। অনেকের বিশ্বাস, এই তৈল ভক্তি পূর্ব্বক মাখিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি অসাধ্য চর্ম্মরোগগ্রস্ত রোগীগণও রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

তোতাদ্রি শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী বিখ্যাত কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভারতের যে সকল প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাত, তৎসমূহের অন্যতম। এখানে উক্ত শ্রীসম্প্রদায়ের একজন ঐশ্বর্য্যশালী মহন্ত বাস করেন, তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। শুনা যায় দেবালয়ের বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা। সকলেরই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবমাত্রেরই তোতাদ্রি-দেবালয় দর্শন করা উচিত।

তিনেবেল্লী হইতে কন্যাকুমারী যাওয়ার পথে তোতাদ্রি-দেবালয়ে নারায়ণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আসুন সকলে এই শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ঠাকুরকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক প্রার্থনা করি :—

তোমার উজল আলোক ধারায়
দাও গো তোমারে দেখায়ে।
মম চিত্তকমল হরষে বিকসি
পড়ুক ওপদে লুটা'য়ে॥

(সন ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসের "উৎসব")

লম্বে নারায়ণ। তিনেবেল্লী হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত যে মোটর বাস্ যাতায়াত করে, ঐ বাস্এ তোতাদ্রি যাইতে হইবে। তোতাদ্রি হইতে অন্য মোটর বাস্ যোগে লম্বে নারায়ণ যাইতে পারিবেন। এখানে একটী খ্যাতনামা বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। লম্বে নারায়ণ দর্শনান্তে তোতাদ্রি ফিরিতে হইবে, সুতরাং তোতাদ্রির ছত্রে জিনিষপত্র রাখিয়া লম্বে নারায়ণ দর্শন করিয়া আসাই ভাল। এখানে মূলমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শয়ান, এই ত্রিবিধ অবস্থায় আছেন। অপর একটী মন্দিরে বামনদেবের মূর্ত্তি বিরাজিত। কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে আরও একটী বিষ্ণুমন্দির আছে।

ছোট নারায়ণ। তিনেবেল্লী হইতে যে মোটর বাস্ নাগেরকয়েল যায়, তাহাতেই তোতাদ্রি এবং ছোট নারায়ণ যাইতে হয়। তোতাদ্রি হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত ভাড়া জন প্রতি ৵০ (তিনেবেল্লী হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত ১।০)। লম্বে নারায়ণ দর্শন করিয়া তোতাদ্রি হইতে বাস্‌যোগে ছোট নারায়ণ যাইতে হইবে। এখানে একটী ছোট বিষ্ণুমন্দির আছে। প্রত্যেক মোটর বাস্ ছোট নারায়ণমন্দিরের নিকটে কিছুকাল অপেক্ষা করে; সুতরাং ঐ সময়ে যদি মন্দির খোলা থাকে, তবে যাত্রিগণ ছোটনারায়ণ দর্শনান্তে, যে মোটরে ছোটনারায়ণ যাইবেন, তাহাতেই নাগেরকয়েল যাইতে পারিবেন; নচেৎ কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী অন্য মোটরে নাগেরকয়েল যাইবেন। ছোট নারায়ণ মন্দিরের নিকটেই আর দুইটী অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরে যথাক্রমে সুন্দরেশ্বর মহাদেব ও পার্ব্বতীদেবী আছেন।

একাদশ অধ্যায়।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তীর্থ।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নিম্নোক্ত তীর্থসমূহ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে শুচীন্দ্রম্, কন্যাকুমারী, অনন্তশয়নম্ (ত্রিবেন্দ্রম্) এবং জনার্দ্দন সুপ্রসিদ্ধ :—

(১) নাগের কয়েল (২) শুচীন্দ্রম্ (৩) কুমারিকা—কন্যাকুমারী
(৪) তিরুক্করণকুড়ি (৫) ত্রিবেন্দ্রম্ (৬) তিরুবাত্তর
(৭) বরকলা—শ্রীজনার্দ্দন (৮) কুইলন (৯) তেনমলয় ও আরিঙ্কবু
(১০) শেঙ্কটা।

নাগেরকয়েল। নাগেরকয়েল (Nagercoil) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। ছোটনারায়ণ এবং নাগেরকয়েলের মধ্যবর্ত্তী একটী স্থান হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আরম্ভ। কন্যাকুমারী যাওয়ার পথে সকলকেই নাগেরকয়েলে মোটর বাস্ হইতে নামিতে হয়। তিনেবেল্লী হইতে ইহার দূরত্ব ৫০ মাইল, ভাড়া মোটর বাস্ যোগে জন প্রতি ১।০, ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে দূরত্ব ৪২ মাইল, ভাড়া মোটর বাস্ যোগে ৮০। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত শীঘ্রই রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার কথা।

নাগেরকয়েলে যে দেবালয় আছে, তাহার নাম নাগেশ্বর মন্দির। মূল মন্দিরে ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজমান। একটী প্রকোষ্ঠে অনন্ত নাগ এবং আর এক প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতী আছেন।

শুচীন্দ্রম্। নাগেরকয়েল এবং কন্যাকুমারীর মধ্যবর্ত্তীস্থানে (নাগেরকয়েল হইতে চারি কি পাঁচ মাইল দূরে) শুচীন্দ্রম্ (Suchindram) নামক স্থানে সুন্দরেশ্বর মহাদেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। কন্যাকুমারী যাওয়ার সময়ে, কিংবা কন্যাকুমারী হইতে ফিরিবার পথে, শুচীন্দ্র দেবালয় দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু অপরাহ্নে সকল সময়ে ঠাকুর দর্শন হয় না; সুতরাং সম্ভব হইলে পূর্ব্বেই দর্শনের সময় অবগত হইয়া সেই সময়ে যাওয়া সঙ্গত। নাগেরকয়েল ও কন্যাকুমারীর মধ্যে যে বাস্ সার্ভিস্ আছে, তাহাতেই শুচীন্দ্রম্ যাইতে হইবে। নাগেরকয়েল হইতে শুচীন্দ্রম্ পর্য্যন্ত ভাড়া জন প্রতি পাঁচ পয়সা। কন্যাকুমারী হইতে শুচীন্দ্রম্ এর ভাড়া জন প্রতি ৶০ আনা। এখানে ধর্ম্মশালা আছে।

দেবালয়টী বৃহৎ এবং অনেক কারুকার্য্যযুক্ত, নিকটে একটী সরোবর বিদ্যমান। এই দেবালয়ে ভগবান্ বিষ্ণু এবং শিব উভয়েই বিরাজিত। প্রাঙ্গণস্থ একটী ছোট মন্দিরে ভগবান্ দত্তাত্রেয় ঋষি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এতদ্ভিন্ন, চতুর্দ্দিকে অন্যান্য দেবদেবীর

মূর্ত্তিও বিদ্যমান। জনৈক স্থানীয় ব্রাহ্মণের নিকটে জ্ঞাত হইলাম যে ইন্দ্র এস্থানে তপস্যা ও হোম করিয়া শুচি হইয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানের নাম শুচীন্দ্রম্ (শুচি+ইন্দ্র)। এই স্থানে ডিসেম্বর মাসে উৎসব হয়, সেই সময়ে বহু যাত্রী আসিয়া থাকে।

কুমারিকা অন্তরীপ—কন্যাকুমারী। কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin) ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার তিন দিকে সমুদ্র, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরবসাগর। এই তিনটী সাগরের সন্ধিস্থলের নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ কন্যাকুমারী তীর্থ। দেবী এখানে কুমারী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা, দেবীর নামানুসারেই স্থানটীর নাম কুমারিকা। মাদুরা হইতে কুমারিকা যাতায়াতের দুইটী পথ আছে; একটী পথে যাইবেন, অন্য পথে ফিরিবেন, তাহা হইলে উভয় পথের নিকটস্থ তীর্থসমূহ দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিবে।

১ম পথ :—মাদুরা হইতে রেলপথে তিনেবেল্লী জংশন ৯৭ মাইল। তিনেবেল্লী হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, দূরত্ব ৫০ মাইল, ভাড়া জন প্রতি ১।০। নাগেরকয়েল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পৃথক্ বাস্ সার্ভিস্ আছে, দূরত্ব ১২ মাইল, ভাড়া জনপ্রতি ।০ আনা।

২য় পথ :—মাদুরা হইতে রেলগাড়ীতে ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ (Trivandrum Central) যাইতে হইবে, দূরত্ব সোজাপথে ২০৭ মাইল। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, দূরত্ব ৪২ মাইল, ভাড়া জনপ্রতি ৮০ আনা। নাগেরকয়েল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বাস্ সার্ভিসের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে নাগেরকয়েল দিয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত রেলপথ

রেলপথ নির্ম্মাণের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তিনেবেল্লী হইতে নাগের-কয়েল পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাবও বহু দিন যাবৎ আছে, কিন্তু তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে কিনা জানি না।

কুমারিকার নিকটে কোন বন্দর নাই, সুতরাং ষ্টিমারে কুমারিকা পর্য্যন্ত যাওয়ার উপায় নাই; কিন্তু সমুদ্রপথে ভ্রমণেচ্ছুক হইলে, যাত্রিগণ কলিকাতা বা মাদ্রাজ হইতে ষ্টিমারে তুতিকোরিণ বন্দর বা ত্রিবেন্দ্রমের এক মাইল দূরে অবস্থিত বালিয়াথুরা বন্দর যাইতে পারেন। তুতিকোরিণ হইতে তিনেবেল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ আছে।

কন্যাকুমারী, তোতাদ্রি ও লম্বে নারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করিতে হইলে মোটর বাস্‌এ দীর্ঘ পথ যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু পাঠকপাঠিকাগণ তজ্জন্য ভীত হইবেন না। রাস্তা উৎকৃষ্ট এবং সমতল, সুতরাং বাস্‌এ যাতায়াতেও তেমন কষ্ট হইবে না, পথের উভয় পার্শ্বে (বিশেষতঃ কুমারিকা হইতে ত্রিবেন্দ্রমের দিকে) কোথাও পাহাড়, কোথাও শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছ, কোথাও বা অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম বা কুমুদ শোভা পাইতেছে। এই সকল মনোরম দৃশ্য দর্শনে এবং সুশীতল সমুদ্র বায়ুসেবনে যাত্রিগণের পথশ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

কুমারিকা ছোট পল্লী মাত্র, বাড়ীঘর বেশী নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার একটি ভাল বাড়ী আছে। সমুদ্রের অনতিদূরে একটী বাংলো ও দুইটী ধর্ম্মশালা বিদ্যমান, একটী ধর্ম্মশালা সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য, অপরটী গৃহস্থ যাত্রীদের নিমিত্ত। সমুদ্রতীরে দেবালয়ের নিকটে এই দুইটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করাইয়া ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি সমগ্র হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ধর্ম্মশালার পাইখানা ভাল না হইলেও সমুদ্রতীরে নির্জ্জন স্থানে শৌচের সুবিধার অভাব নাই। কুমারিকা বালুকাময় স্থান, সুতরাং

কয়েল হইতে চাউল, ডা'ল, তরকারি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে। এখানে ভাল দুধ এবং উৎকৃষ্ট ঘি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কন্যাকুমারী-দেবালয়ে রামেশ্বরাদি তীর্থের ন্যায় অধিক যাত্রি-সমাগম হয় না, এই জন্যই বোধ হয় এখানে পাণ্ডার বসতি নাই। দুই এক জন ভিন্নদেশীয় ব্রাহ্মণ এখানে পাণ্ডার কার্য্য করেন।

কন্যাকুমারীদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত :—বাণাসুর নামে এক জন অসুর দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন। অসুর স্তুতিপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভো, আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই বর দিন যেন কোন পুরুষই আমাকে বধ করিতে সমর্থ না হয়"। ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া অভীপ্সিত বর দান করিলেন। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বাণাসুর ত্রিলোকবিজয়ী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। ইন্দ্র তখন বৈকুণ্ঠে ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, "দেবরাজ, তুমি তপস্যা ও হোম করিয়া পার্ব্বতীদেবীকে প্রসন্ন কর, তিনিই কুমারীরূপে অবতীর্ণা হইয়া অসুর বধ করিবেন"।

অতঃপর ইন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা ও হোম করিলেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞাগ্নি হইতে অনুপমরূপলাবণ্যবতী কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। এই অযোনিসম্ভবা কুমারীর বয়স ৯ বৎসর হইলে, বাণাসুর স্বীয় অনুচরবর্গের নিকটে কুমারীর সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কুমারীকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলেন। পার্ব্বতীদেবীর অংশসম্ভূতা এই কন্যা মনে মনে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিধানে সমুদ্রগর্ভস্থ শৈলশিখরে তপোমগ্না হইলেন। তপঃপ্রভাবে

শ্রবণ কর, আমি বিবাহের যে সময় ও লগ্ন এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট করিতেছি, যদি কোন কারণে ঐ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, তবে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না"। দেবী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিবাহের সমুদয় আয়োজন করিলেন; মহাদেবও যথাসময়ে কুমারিকা যাত্রা করিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পথিমধ্যে শুচীন্দ্র নামক স্থানে দুর্ব্বাসা মুনির সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং পরস্পর কথোপকথনে বিবাহের লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। জীবের কল্যাণের জন্যই ভগবানের লীলা। মহাদেব আর অগ্রসর হইলেন না, শুচীন্দ্রেই থাকিলেন এবং কুমারীদেবী চিরকুমারীরূপে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কুমারিকা অন্তরীপে বাস করিলেন।

কথিত আছে, ভগবানের অবতার শ্রীশ্রীপরশুরামজী কুমারিকায় কুমারী-দেবীর পূজা এবং বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চাউলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড এই স্থানে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, কুমারীদেবীর বিবাহের নিমিত্ত যে চাউল ঐ স্থানে আনীত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে।

কুমারিকায় তীর্থযাত্রিগণের দুইটী কার্য্য আছে, (১) মাতৃতীর্থে সমুদ্রস্নান এবং তর্পণাদি, (২) কন্যাকুমারীদেবী দর্শন।

মাতৃতীর্থ ঃ—কন্যাকুমারীদেবীর মন্দিরের দক্ষিণে সমুদ্রস্নানের জন্য একটী বাঁধান ঘাট আছে। ঘাটের সম্মুখেই সমুদ্রগর্ভে কতিপয় প্রস্তরময় শৈল বিদ্যমান। সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ ঐ সকল শৈলে প্রতিহত হইয়া থাকে, সুতরাং স্নানের ঘাটে পুরীর সমুদ্রতটের ন্যায় উত্তালতরঙ্গভঙ্গলীলা না থাকাতে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অক্লেশে স্নান করিতে পারেন। কথিত আছে, পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যাপাপে লিপ্ত পরশুরামদেব পাপ-মোচনের নিমিত্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, তখন তিনি কুমারিকার যে স্থানে সমুদ্রে স্নান করিয়াছিলেন, সেই স্নানঘাট মাতৃতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কুমারিকায় স্নানান্তে ভাবাবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কুমারিকা তিনদিকেই সমুদ্রবেষ্টিত, সুতরাং ইহার দৃশ্য অপূর্ব্ব। কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ণ, সকল সময়েই এখানে (মেঘ প্রতিকূল না হইলে) সমুদ্রে সূর্য্যোদয় এবং সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত, এই উভয়েরই নয়নরঞ্জন দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শরৎকালের সন্ধ্যাসময়ে চাঁদের আলোতে, মাতৃতীর্থের নিকটে, ধরিত্রীর দক্ষিণপ্রান্তস্থ এই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইলে যে দৃশ্য নয়নগোচর হয়, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ। সম্মুখে, বামে এবং দক্ষিণে দিগন্তব্যাপী নীলাম্বুধি, উৰ্দ্ধে অনন্ত নীল নভোমণ্ডল, পশ্চাতে এশিয়া মহাদেশের অপরিমেয় স্থলভাগ। চারিদিকে সমস্ত নীরব, বিক্ষোভিত বারিধি যেন কল্লোলের ছলে ভগবানের গুণগান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। বাহিরে সাগর তরঙ্গের নৃত্য, ভিতরেও দর্শকের প্রাণে ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। অসীমের মাঝখানে বসিয়া সসীম বহির্জগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়।

সমগ্র পৃথিবীকে পশ্চাতে রাখিয়া, পৃথিবীর সকল সান্ত বস্তুকে—সকল পরিচ্ছিন্ন সুখদুঃখকে চিরতরে পশ্চাতে ফেলিয়া, কবে আমরা আনন্দ-স্বরূপ অনন্তের অভিমুখী হইতে পারিব? মাতৃতীর্থের সম্মুখেই অদূরে স্থলে স্থলে শৈলসমূহ সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ইহাদের পাদমূলে প্রতিহত হইতেছে, মনে হয় যেন এক একটী ফেনিল তরঙ্গ শৈলময় শিবলিঙ্গের চরণ ধৌত করিতেছে, আর শুভ্র শেফালী ফুলের অঞ্জলি দিয়া একে একে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে। এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে নীরস প্রাণও সরস হইয়া উঠে, বহির্মুখীন মনোবৃত্তিসমূহ অন্তর্মুখীন হয় এবং ভজনহীন লোকও ভজনশীল হয়। এই স্থানের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের যথোচিত পরিচয় দেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সামান্য

লেখকের পক্ষে নীরবতাই কুমারিকার নীরব মাধুরী বর্ণনার সার্থক ভাষা। এস্থলে যে আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল, ভাবুক পাঠক সেই ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করিয়া স্বীয় কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করুন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভূতির কথঞ্চিৎ রসাস্বাদন করুন, আর সম্ভব হইলে নিজ জীবনে কন্যাকুমারীর মহিমা ও মাধুরী প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করুন।

কন্যাকুমারী দেবালয়ের বিবরণ :—এই দেবালয় বঙ্গোপসাগর তীরে অবস্থিত, উহার দক্ষিণে ভারতমহাসাগর এবং দক্ষিণপশ্চিমে আরবসাগর। মন্দিরটী উচ্চপ্রাকারে বেষ্টিত। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্দিরের ন্যায় বহুকারুকার্য্যশোভিত এবং সুবৃহৎ না হইলেও, কন্যাকুমারী দেবালয়ও পরম রমণীয়। দেবালয়টী ত্রিবাঙ্কুর-মহারাজের কর্ত্তৃত্বাধীন, ত্রিবাঙ্কুর রাজসরকার দেবালয়ের সেবাপূজা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

এই দেবালয়ে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা নাই; কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে ও প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক তৈলের প্রদীপের বন্দোবস্ত আছে, সুতরাং আলোকের অভাব হয় না। মূলমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিক্রমাপথের নিকটে একটী ছোট মন্দিরে কুমারীদেবীর ভোগমূর্ত্তি বা উৎসবমূর্ত্তি বিরাজমান এবং অপর এক প্রকোষ্ঠে গণেশজীর মূর্ত্তি বিদ্যমান। নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া দেবীর বিগ্রহ দর্শন করিতে হয়। যাত্রিগণ অর্চ্চক ব্রাহ্মণ দ্বারা ইচ্ছানুরূপ অর্চ্চনা ও কর্পূরারতি করাইতে পারেন। দক্ষিণা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই।

প্রাতঃকালে ৯ টার পরে দেবীর অভিষেক হয়। পঞ্চগব্যস্নান, দুগ্ধস্নান, কূপোদকে স্নান ইত্যাদি নানা প্রকার অভিষেক হইয়া থাকে। বেলা ১১টার পরে দেবীর ভোগ হয়। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে এই সময়ে নিজ ব্যয়ে মিষ্টান্ন, পায়স ইত্যাদি ভোগ দেওয়াইতে পারেন।

কন্যাকুমারীদেবীর বিগ্রহ বস্তুতঃই অপূর্ব্ব। সান্ধ্য আরতির

সময়ে মন্দিরের অভ্যন্তর উত্তমরূপে আলোকিত হয়। এই সময়ে মুকুট ও অন্যান্য মূল্যবান্ আভরণে এবং মনোহর পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিতা দেবীর সাক্ষাৎ জীবন্ত হাস্যময়ী দ্বিভুজা বালিকামূর্ত্তি এক বার প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলে, দর্শক জীবনে কখনই সেই ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী ভুলিতে পারিবেন না। রামেশ্বরদেবালয়ের ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর এখানে নাই; কিন্তু কন্যাকুমারীদেবীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে যে আনন্দস্রোত দর্শকের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহা কেবল অনুভবের বস্তু।

যে দিন কন্যাকুমারী দেবীর দর্শন পাইয়াছিলাম, সেই দিন জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। যতই দেবীকে দর্শন করিলাম, ততই মনে হইল, আরও দেখি, আবার দেখি; তবু যে প্রাণের সাধ মিটে না। এই বেশে ত মাকে কখনও দেখি নাই; এই কি আমার মা? কই, কোথায় মা? মনে মনে বলিলাম, মা! বাল্যে, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় তোর স্নেহময়ী জননীরূপ দেখিয়া কতই শান্তি, কতই সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। কিন্তু কেন মা আজ তুই আমার বার্দ্ধক্যসময়ে মাতৃরূপ লুকাইলি? মা, তোর কাছে ত আমরা চিরকালই বালক। তবে আজ কোন্ অপরাধে মাতৃহারা হইলাম? আমরা তোর চরণে শত অপরাধে অপরাধী সত্য; কিন্তু মা,

কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।

না, না, তুই আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিস নাই। বুঝিয়াছি, আমরা মাতৃহারা হই নাই, তুই ত মা নূতন বেশে কুমারীরূপে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছিস। বুঝিলাম, তুই কখনও মা, আবার কখনও মেয়ে। তুই ত মা তোর ভক্ত রামপ্রসাদকে তনয়ারূপে দেখা দিয়েছিলি; তাই তিনি গাইয়াছিলেন—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া॥

নয়ন থাক্‌তে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া ।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকা তারা ।
বে'র হয়ে ত্থাখ্ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে ব্যাড়া ॥

আচ্ছা, থাক্ মা তুই তবে মেয়ে হ'য়ে, তোকে কেবল এই বলি—

মা, আনন্দময়ি! ত্রিতাপদগ্ধজীবের শান্তিসুধাস্বরূপিণী তোর মধুর মূরতিখানি যেন সারা জীবন মানসপটে অঙ্কিত থাকে, আর অন্তিমেও যেন বলিতে পারি—

হৃদয়-রাসমন্দিরে, এক বার দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে ।
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ॥
হৃদ্ কমলে কালশশী, (আমি) দেখ্‌তে বড় ভালবাসি ।
(এক বার) ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী, ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে ॥

তিরুক্করণগুড়ি। কুমারিকা অন্তরীপের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মহেন্দ্রগিরির নিকটে তিরুক্করণগুড়ি নামক স্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর পঞ্চ অবতারের মূর্ত্তি আছে ।

ত্রিবেন্দ্রম্ (শ্রীঅনন্তপুরম্)। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীনকালে চেরা এবং কেরল নামে দুই রাজ্য ছিল, ত্রিবাঙ্কুর (ত্রিবঙ্ক) এই দুই রাজ্যের মধ্যে একটীর (সম্ভবতঃ কেরলের) অংশ। ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম্ * (শ্রীঅনন্তপুর), ইংরেজদের উচ্চারণে Trivandrum, ইংরেজী হইতে বাঙ্গলা করিলে ত্রিবান্দ্রম্ বা ত্রিবেন্দ্রম্। এই নগর আরবসাগরের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা

---

* তিরুবনন্তপুরম্ = তিরু + অনন্তপুরম্ (মাদ্রাজী ভাষার সন্ধিতে ব-আগম হইয়াছে)। এইরূপ, তিরুবাগ্নামলয় (পৃঃ ৮২) = তিরু + আগ্নামলয় = শ্রীআগ্নামলয়।

এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পলিটিক্যাল্ এজেন্ট্ (Agent to the Governor General for Travancore & Cochin States) বাস করেন। এখানে দুইটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে (পরস্পরের দূরত্ব ২ মাইল), একটীর নাম ত্রিবেন্দ্রম্ পেটা, অপরটীর নাম ত্রিবেন্দ্রম্ সেণ্ট্রাল (Trivandrum Central)। শেষোক্ত ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে দুর্গের মধ্যে সুবিখ্যাত পদ্মনাভদেবালয় অবস্থিত। দুর্গে এখন সেনানিবাস নাই, বহু ব্রাহ্মণের বসতি এবং দোকানঘর আছে।

শ্রীপদ্মনাভদেবালয় বা অনন্তশয়নম্ ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ, ভারতের সকল স্থান হইতে এখানে প্রতিদিন বহু যাত্রী আগমন করে। কথিত আছে, পাণ্ডবগণ বনবাসকালে পদ্মনাভদেব দর্শন করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী ও শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীপদ্মনাভদেবালয়ে আসিয়াছিলেন এবং চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব আদিকেশবদর্শনান্তে অনন্তপদ্মনাভে আসিয়া পদ্মনাভদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীপদ্মনাভ দেবালয়ের অনতিদূরে মহারাজার বাংলো (Govt. Rest House) এবং দুইটী ভাল ধর্ম্মশালা আছে, ধর্ম্মশালায় পাইখানার বন্দোবস্ত ভালই এবং কূয়ার জল মন্দ নহে। এই সহরে শীঘ্রই কলের জলের ব্যবস্থা হইবে, জলের নল বসান হইয়া গিয়াছে।

মাদুরা হইতে ত্রিবেন্দ্রমের দূরত্ব সোজাপথে অর্থাৎ বিরুধুনগর-শেঙ্কটা সোজা রেলপথে ২০৭ মাইল। ত্রিবেন্দ্রম্ এক্স্প্রেস্ (Trivandrum Express) নামক দ্রুতগামী গাড়ী মাদ্রাজ হইতে মাদুরা দিয়া উক্ত সোজাপথে ত্রিবেন্দ্রম্ গমনাগমন করে। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে নাগেরকয়েল এবং নাগেরকয়েল হইতে কুমারিকা এবং তিনেবেল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করার প্রস্তাব আছে, অন্ততঃ প্রথম অংশ শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে, এইরূপ শুনা যায়। যে সকল যাত্রী মাদুরা হইতে তিনেবেল্লী দিয়া প্রথমে

কন্যাকুমারী যাইবেন, তাঁহারা কন্যাকুমারী হইতে মোটর বাস্ যোগে ত্রিবেন্দ্রম্ আসিতে পারিবেন (দূরত্ব ৫৪ মাইল, ভাড়া ১৲ টাকা)। কন্যাকুমারী হইতে মোটর বাস্এ নাগেরকয়েল এবং নাগেরকয়েল হইতে অন্য বাস্এ ত্রিবেন্দ্রম্ আসিতে হইবে। মোটর বাস্ যাত্রীদিগকে পদ্মনাভদেবালয়ের ফটকের নিকটে নামাইয়া দিবে। এই স্থানে কুলি পাওয়া যায় (ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত মজুরি জন প্রতি এক আনা) এবং এই স্থান হইতেই নগরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মোটর বাস্ যাতায়াত করে, ভাড়া প্রতি যাত্রায় জন প্রতি ৵০ আনা। ১ মাইল দূরে বালিয়াথুরা (Valiathura) বন্দর। ত্রিবেন্দ্রম্ নগর হইতে একটী খাল (back-water) মাদ্রাজের পশ্চিম উপকূলের ধারে ধারে উত্তর দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া অবশেষে আরব সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। সহরের একটু দূরে করমানাই (Karamanai) নামক নদী বিদ্যমান।

ত্রিবেন্দ্রম্ একটী বড় সহর। এখানে কয়েকটী কলেজ এবং স্কুল, হাঁসপাতাল, মানমন্দির (Observatory), চিড়িয়াখানা, আজবখানা এবং সুন্দর বাগান আছে। সেনানিবাস এবং গবর্ণমেণ্ট আফিস প্রভৃতি ছোট ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আয় বৎসরে চারি কোটি টাকা। শ্রীপদ্মনাভদেব এই রাজ্যের মালিক, মহারাজা ঠাকুরের সেবায়েত, তাঁহার উপাধি পদ্মনাভদাস। মহারাজা সেবায়েতরূপে ঠাকুরের পক্ষে রাজ্য শাসন করেন, তিনি এবং তাঁহার পরিজনবর্গ নির্দ্দিষ্ট হারে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকেন। রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যয় এবং মহারাজা ও রাজপরিজনবর্গের বৃত্তি বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তৎসমস্তেরই মালিক শ্রীপদ্মনাথদেব ; সুতরাং ভারতবর্ষ মধ্যে আর কোন দেবালয়েরই এত অধিক সম্পত্তি নাই।

দাক্ষিণাত্যে ১০৮টী বিষ্ণু মন্দির আছে, তন্মধ্যে ১১টী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে

অবস্থিত। শ্রীপদ্মনাভদেবালয় এই ১১টীর মধ্যে একটী। এই মন্দির কন্যাকুমারী মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিকতর কারুকার্য্যযুক্ত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকার বিদ্যমান। বাহিরের প্রাকারে কারুকার্য্যযুক্ত উচ্চ গোপুরম্ বা সিংহদ্বার আছে। মন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ গরুড়স্তম্ভ (সোণার তালগাছ) শোভা পাইতেছে। একটী প্রশস্ত আবৃত পথ মন্দিরটীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার উভয় পার্শ্বে সারি সারি কারুকার্য্যশোভিত বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তম্ভ বিরাজমান। এই পরিক্রমাপথেই যাত্রিগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন ও সাধুভোজন হইয়া থাকে। প্রাতে প্রচুর পরিমাণে খিচুড়ী ভোগ হয়। শুনা যায়, প্রতিদিন প্রাতে ও বিকালে এই মন্দিরে অন্ততঃ দুই হাজার অভ্যাগত সাধু ও ব্রাহ্মণ খিচুড়ী এবং অন্যান্য প্রসাদ তৃপ্তিসহকারে ভোজন করেন। প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণের এইরূপ বিরাট আয়োজন সমগ্র ভারতের মধ্যেই আর কোন দেবালয়ে দৃষ্ট হয় না।

প্রতিমাসে ১২ দিন দেবালয়টী অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, তখন মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা হয়।

মূলমন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীপদ্মনাভদেবের অতি বৃহৎ অনন্ত শয্যায় শয়ান মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের ৩টী দ্বার, সম্মুখেই নাটমন্দির। নাটমন্দিরে দাঁড়াইলে এক দরজায় ঠাকুরের শিরোদেশ দৃষ্টি গোচর হইবে, মস্তকোপরি শেষনাগের ফণাসকল প্রসারিত। দ্বিতীয় দ্বারে শ্রীপদ্মনাভস্বামীর নাভিকমল এবং তৃতীয় দ্বারে চরণকমল দৃষ্ট হইবে। নাভিকমলের নিকটে ঠাকুরের ছোট ভোগমূর্ত্তি এবং লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। চরণের নিকটে ভূমিদেবীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় অল্প সময়ের জন্য শ্রীপদ্মনাভদেবের দর্শন পাওয়া যায়। যাত্রিগণ নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু নাটমন্দিরেও বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারা যায় না। কারণ ভোগের পূর্ব্বে

নাটমন্দির ধৌত করিতে হয়, তখন দর্শকমাত্রকেই নাটমন্দিরের নিম্নস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দূর হইতে দর্শন করিতে হইবে। ১০৮টী তুলসীপত্র দ্বারা ঠাকুরের চরণকমল পূজা করাইতে হইলে ১।০ দক্ষিণা লাগে (নাভিকমল পূজায় কম লাগে)। যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ব্যয়ে পদ্মনাভদেবের ভোগ দেওয়াইতে পারেন।

এখানে পাণ্ডা নাই, যাত্রীরা মন্দিরে উপস্থিত হইলে দুই এক জন স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে যত্নসহকারে দেবদর্শন করাইয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহারা কিঞ্চিৎ দক্ষিণার আশা করেন। এখানকার এক জন ব্রাহ্মণ কন্যাকুমারীদেবী, শ্রীপদ্মনাভদেব এবং শ্রীজনার্দ্দনদেবের চিত্রপট বিক্রয় করেন (ফটো পাওয়া যায় না, রাজাদেশে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে ঠাকুরদের ফটো তোলা নিষিদ্ধ)।

শ্রীপদ্মনাভদেবালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে সকল হিন্দুই প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু ভিতরের প্রাঙ্গণে অস্পৃশ্যজাতীয় হিন্দুদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভিতরের প্রবেশদ্বারে দ্বারপাল সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, মন্দিরস্থ কোন ব্রাহ্মণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া যাত্রীদের জাতির অনুসন্ধান করেন।

এখানকার প্রথা এই যে পুরুষযাত্রীমাত্রই গাত্রবস্ত্র কটিদেশে বন্ধনপূর্ব্বক অনাবৃত গাত্রে শ্রীপদ্মনাভদেবের দর্শন করিবেন। জামা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক এবং পবিত্র গাত্রবস্ত্র সহকারে কিংবা গললগ্নীকৃতবাসে সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধাবান্ হিন্দুগণ দেবদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু কটিদেশে গাত্রবস্ত্রবন্ধন বোধ হয় কেবল এই মন্দিরেরই নিয়ম। এইরূপ প্রথার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে মন্দিরের এক জন ব্রাহ্মণ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ভক্তিভাবে ও পবিত্রতাসহকারে দেবদর্শনের ইহাই সদাচারসম্মত বিধান। সে যাহাই হউক, এই মন্দিরের আর একটী অদ্ভুত নিয়ম এই যে ঠাকুরের সম্মুখে কেহই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

করিবেন। অন্য সকল দেবস্থানে ও সাধুসমীপে ভক্তি ও বিনয়ের সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার বিধান আছে। কিন্তু কেন জানিনা শ্রীপদ্মনাভ-স্বামীর সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ করা নিষিদ্ধ।

দেবালয়ের প্রাঙ্গণমধ্যে পৃথক্ মন্দিরে প্রিয়দর্শন গোপালমূর্ত্তি বিরাজমান। বহু দিন পরে ত্রিবেন্দ্রমে শ্রীশ্রীব্রজগোপালের মধুর আরতি দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে গোপালজীর একটী আরতির গান স্মরণ করা যা'ক—

আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি।
গোঘৃতরচিত কর্পূরবাতি, ঝলকত কাঞ্চন থারকি॥
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে, উরে শোহে বৈজয়ন্তী মাল কি।
চরণকমলপর নূপুর বাজে, আঁজরি কুসুম গুলাল কি॥
সুরনরমুনিগণ করতহি আরতি, ভকতবৎসল প্রতিপালকি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
(মদন গোপাল কি যশোদা দুলাল কি।
যশোদা দুলাল কি শ্রীনন্দলাল কি॥
শ্রীনন্দলাল কি গোপাল বাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি॥)

মূলমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য ছোট মন্দিরে নৃসিংহদেব, বালগোপাল, ব্যাসদেব, গণেশজী প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। বৎসরে দুই বার মন্দির হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত শ্রীপদ্মনাভদেবের শোভাযাত্রা হয়। হস্তী, অশ্ব, শিবিকা ইত্যাদি সুসজ্জিত রাজোচিত যানবাহনাদি ঠাকুরের অনুগমন করে এবং মহারাজা স্বয়ং শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি ৬ বৎসরে মহাসমারোহসহকারে ৫৬ দিন ব্যাপী [illegible] বড়

টাকা ব্যয় হয় এবং শেষ দিনে লক্ষ দীপম্ নামক উৎসবে যুগপৎ লক্ষদীপ প্রজ্বলিত করাতে শোভাযাত্রার যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীপদ্মনাভদেবালয়ের সমীপে পদ্মতীর্থ এবং সমুদ্রতীরের নিকটে শঙ্খতীর্থ বিদ্যমান, অনেক যাত্রী এই দুই তীর্থে স্নান করেন। এতদ্ভিন্ন, এই সহরে শ্রীকণ্ঠেশ্বরম্ নামক শিবের মন্দির এবং শ্রীবরাহম্ নামক ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মন্দির বিদ্যমান। সহর হইতে ৩ মাইল দূরে সমুদ্রের নিকটে তিরুবল্লম্ নামক স্থানে একটী প্রাচীন পরশুরামদেবের মন্দির আছে, এই মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মার মূর্ত্তি আর কোথাও দেখা যায় না, দক্ষিণ ভারতে কেবল এই মন্দিরে এবং শুচীন্দ্র মহাদেবের মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি পুজিত হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মুদ্রা। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের টাকার মূল্য ব্রিটিশ ভারতের টাকার মূল্য অপেক্ষা সামান্য একটু কম।

১ টাকা (ত্রিবাঙ্কুর)—প্রায় ৬৩ পয়সা (ব্রিটিশ)।

ত্রিবাঙ্কুরে চক্রম্ নামক তাম্রমুদ্রা প্রচলিত, ইহার মূল্য কলিকাতার ডবল পয়সা অপেক্ষা একটু অধিক। ১ চক্রম্—১৬ ক্যাশ্ (cash), অর্দ্ধচক্রম্=৮ ক্যাশ্, সিকি চক্রম্=৪ ক্যাশ্ ইত্যাদি। অর্দ্ধচক্রম্, সিকি চক্রম্, $\frac{১}{৮}$ চক্রম্ এবং ক্যাশ্ এই সকল তাম্রমুদ্রাও প্রচলিত।

১ টাকা (ত্রিবাঙ্কুর)=২৮ চক্রম্= প্রায় ৬৩ পয়সা।

১ টাকা (ব্রিটিশ)=২৮॥ চক্রম্=১ টা. (ত্রিবাঙ্কুর) ১ অর্দ্ধ চক্রম্।

ব্রিটিশ		ত্রিবাঙ্কুর
১৲ টাকা	=	২৮॥ চক্রম্ =২৮ চ. ৮ ক্যাশ্
॥০ আনা	=	১৪। চক্রম্ = ১৪ চ. ৪ ক্যাশ্ (cash)
।০ আনা	=	৭ চক্রম্ ২ ক্যাশ্

ব্রিটিশ		ত্রিবাঙ্কুর
⁄০ আনা	=	১ চক্রম্ ১৩ ক্যাশ্ (মোটামুটি হিসাবে)
১ পয়সা	=	৭ ক্যাশ্ (" "
	=	১ অৰ্দ্ধ চক্রম্ অপেক্ষা ১ ক্যাশ্ কম।

তিরুবাত্তর—আদিকেশব। ত্রিবেন্দ্রমের প্রায় ৪৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কেরল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী পদ্মনাভপুরম্ অবস্থিত। ইহার ১০ মাইল দূরে তিরুবাত্তর (Tiruvattar) নামক স্থানে পরলয়ার নদীতীরে আদিকেশবদেবের মন্দির বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যদেব পয়স্বিনী (পরলয়ার ?) নদীতে স্নানপূর্ব্বক আদিকেশবদেব দর্শন করিয়াছিলেন। আদিকেশব মন্দির দর্শন করিতে হইলে নাগেরকয়েল ও ত্রিবেন্দ্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থলে মোটর বাস্ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বহু দূর যাইতে হইবে।

বরকলা—শ্রীজনার্দ্দন। বরকলা (Varkala) এস্. আই. রেলওয়ের ত্রিবেন্দ্রম্ শাখার একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে ২৬ মাইল এবং মাদুরা হইতে ১৮১ মাইল। এই ষ্টেশনের ১॥ মাইল দূরে পঞ্চাশ কি ষাট ফুট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপরে শ্রীজনার্দ্দন-দেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ষ্টেশনে অল্প ভাড়ায় গোযান পাওয়া যায়। অন্যদিকে ষ্টেশনের দেড় মাইল দূরে স্বগিরি মঠে শ্রীনারায়ণ গুরু নামক একজন প্রাচীন সাধু বাস করেন।

বরকলা কাশীধামের সমকক্ষ একটী সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীজনার্দ্দনদেবের দর্শনার্থী হইয়া ভারতের সকল স্থান হইতে বরকলায় নিত্যই বহু যাত্রী সমাগত হয়। পর্ব্বতগাত্রে উৎকৃষ্ট সোপানশ্রেণী বিদ্যমান, নিম্নদেশে চক্রতীর্থ নামক সরোবর, পর্ব্বতাভ্যন্তর হইতে অবিরাম জলধারা (ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী) সরোবর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এই পুণ্য

সরোবরে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরোবর হইতে কিঞ্চিদধিক আধ মাইল দূরে সমুদ্র। কোন কোন যাত্রী সমুদ্রে স্নান করেন, কেহ বা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে পতিত নির্ঝর বা জলপ্রপাতে স্নান করেন। প্রবাদ এই যে নিকটবর্ত্তী সমুদ্র হইতে শ্রীজনার্দ্দনদেব প্রকট হইয়াছিলেন। কোন কোন যাত্রী চক্রতীর্থে স্নান তর্পণ সমাপন করিয়াই শ্রীজনার্দ্দন স্বামী দর্শন করেন। দেবালয়ের অনতিদূরে যাত্রীদিগের জন্য দুইটী ছত্র আছে।

পর্ব্বতোপরি সমতল স্থানে শ্রীজনার্দ্দনদেবালয় অবস্থিত। দেবালয়টী বড় নহে; মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। মন্দিরে শ্রীজনার্দ্দনস্বামীর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত—চন্দনচর্চ্চিত কুসুমমাল্যসুশোভিত দিব্য মূর্ত্তি, কিবা মুনিজন-মনোলোভা চরণপঙ্কজমাধুরী, কিবা অপরূপলাবণ্যময় বদনারবিন্দের স্বর্গীয় শোভা, রূপের ছটায় মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ আলোকিত। এমন মোহন অমিয়মাখা মূরতি আর কোথায় আছে? বৈষ্ণব পদকর্ত্তার ভাষায় বলিতে হয়,

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে,
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে।

ঠাকুর, চিরদিন পরে আজ দয়া করিয়া অনিন্দ্যসুন্দর আনন্দময় মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছ; কিন্তু আমার ত প্রেম নাই, ভক্তি নাই, ভাষা নাই; আমি জানি না তোমায় কি নিবেদন করিব, আমি বুঝি না তোমায় মাথায় [redacted] কি বুকে টানিয়া লইব। এই সময়ের উপযোগী দুই একটী গান স্মরণ করিতেছি—

(১)

যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে, দয়া করি কুটীরে আমারি,
আমি কি দিয়ে তুষিব, পূজিব তোমারে, বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদিপর ছুটিয়া, আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া;
হাসিব গাইব ঢালিব চরণে নয়নেরি বারি ॥

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে, আমার আশার অতীত মণি,
আজি আঁধারে, পথের ধূলায়, মাথায় কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।
যদি এসেছ দিব হৃদয়-আসন পাতি, দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি;
রহিব পড়িয়া—দিবস রজনী চরণে তোমারি ॥

(২)

[বেহাগ]

চৈতন্য থাকিতে প্রভো, করি নিবেদন,
অন্তকালে এ কাঙ্গালে, দিও দরশন।
কণ্ঠ যবে রুদ্ধ হবে, নিশ্বাস ঘন বহিবে,
ঊর্দ্ধটান হবে নেত্রে না রবে স্পন্দন।
আত্মীয় স্বজন সবে, শোকার্ত্ত গম্ভীর রবে,
যখন তোমার নাম করাবে শ্রবণ।
সে সময়ে অন্তর্য্যামী, সম্মুখে দাঁড়িও তুমি,
নিরখি ও (চাঁদ) মুখ যেন যায় এ জীবন।

ঠাকুর, তোমার দিব্যরূপমাধুরী জীবনে আর দেখিব কি? যে দিন নয়নতারা তমসাচ্ছন্ন হইবে, সে দিন এক বার তোমার ব্রজের যুগলমূর্ত্তিতে হৃৎকদম্বতরুমূলে দাঁড়াইয়া সুবিমল কিরণে প্রাণের আঁধার দূর করিও।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং,
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং,
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং।
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ॥
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

কুইলন। কুইলন (Quilon) ষ্টেশন ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে ৪০ মাইল এবং মাদুরা হইতে ১৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটেই কুইলন সহর, সহরটী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত কুইলন জিলার প্রধান নগর এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটী বিখ্যাত প্রাচীন বন্দর।

কুইলন হইতে কোচিন রাজ্যের এর্ণাকুলম্ (Ernakulam) বন্দর পর্য্যন্ত একটা সমুদ্রের খাল আছে। এই খাল দিয়া কুইলন হইতে এর্ণাকুলম্ পর্য্যন্ত ছোট ছোট বাষ্পীয় পোত (steam launch) যাতায়াত করে, দূরত্ব ৮১ মাইল। দেশীয় নৌকাও পাওয়া যায়, কিন্তু নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয়, সুতরাং নৌকায় যাতায়াত নিরাপদ্ নহে। ত্রিবাঙ্কুর হইতে কোচিন অঞ্চলে যাওয়ার সোজাসুজি পথ নাই। রেলগাড়ীতে যাইতে হইলে অনেক দূর ঘুরিতে হয়, কুইলন হইতে মাদুরা দিয়া দিন্দিগল্ এবং দিন্দিগল্ হইতে ওলাবক্কট দিয়া শোরাণুর যাইতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খাল দিয়া কুইলন হইতে বাষ্পীয় পোতে (Ferry service launch) সোজাসুজি এর্ণাকুলম্ যাওয়া যায়। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের রাজসরকার একযোগে কুইলন

কুইলন ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং ছত্র আছে। সহরে দুইটী দেবমন্দির বিদ্যমান, একটীতে মহাদেব এবং আনন্দবল্লী দেবী এবং অপরটীতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এই দুই মন্দিরে উৎসব হয়। ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে মুকুটালয় নামক স্থানে আর একটী বিষ্ণুমন্দির আছে, এখানেও চৈত্রমাসে উৎসব হয়।

ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে খালের ধারে একটী সুন্দর বাগান আছে। ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে অষ্টমুদি হ্রদের তীরে একটী প্রাসাদ বিদ্যমান, এই প্রাসাদ হইতে বন্যপ্রদেশ এবং খালের দৃশ্য বড়ই মনোরম।

তেনমলয় ও আর্য্যঙ্কবু। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শেঙ্কটা হইতে ত্রিবেন্দ্রম্ পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তন্মধ্যে ২৭ মাইল রেলপথ (ভগবতী-পুরম্এর পর হইতে পুণালুর পর্য্যন্ত) পর্ব্বতের (Travancore hills এর) মধ্য দিয়া গিয়াছে (রেলপথের এই পর্ব্বতান্তর্গত অংশের ইংরেজী নাম Ghat Section)। ইহার দৃশ্য মনোহর। শেঙ্কটা হইতে আর্য্যঙ্কবু (Aryankavu) ৯ মাইল দূরে, তেনমলয় (Tenmalai) আরও ৮ মাইল দূরে। এই দুইটী ষ্টেশনই উক্ত পার্ব্বত্যপথে অবস্থিত। ভগবতীপুর ও আর্য্যঙ্কবু ষ্টেশনের মধ্যে ৳ মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করে।

আর্য্যঙ্কবুতে ষষ্ঠ নামক বনদেবতার একটী মন্দির আছে, স্থানীয় লোকেরা এই দেবতার পূজা করে। বাঙ্গলাদেশের কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা অরণ্যষষ্ঠী নামক দেবতার পূজা ও ব্রত করিয়া থাকে, ত্রিবাঙ্কুরের বনদেবতা "ষষ্ঠ" উক্ত অরণ্য-ষষ্ঠীর ন্যায় কোন দেবতা হইতে পারে। আর্য্যঙ্কবুর "ষষ্ঠ" মন্দিরে ডিসেম্বর মাসে মণ্ডলা পূজা নামক উৎসব হয়।

তেনমলয় ষ্টেশনের ৩ মাইল দূরে কুলাথ পুঝাই (Kulathu Puzai)

হরিদ্বারের কুশাবর্ত্ত ঘাটের ন্যায় এখানকার নদীতে বড় বড় মাছ আছে, মন্দিরের লোকেরা এবং যাত্রিগণ এই সকল মাছকে খাবার দিয়া থাকে।

শেঙ্কটা। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত শেঙ্কটা (Shencottah) সহর, শেঙ্কটা ষ্টেশনের ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশনের দূরত্ব ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে ৯৯ মাইল এবং মাদুরা হইতে ১০৮ মাইল। ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে মহারাজার একটী বাংলো (Travellers' bungalow) আছে এবং সহরে যাত্রীদের জন্য কয়েকটী ছত্র আছে।

শেঙ্কটা নগরে শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির উভয়ই বিদ্যমান। শিবমন্দিরে জানুয়ারী মাসে এবং বিষ্ণুমন্দিরে জুলাই মাসে বার্ষিক উৎসব হয়। ৩ মাইল দূরে তিরুমলয় নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে একটী সুন্দর সুব্রহ্মণ্য মন্দির বিদ্যমান। উৎসবের সময়ে এই দুই মন্দিরেই বহু যাত্রী আগমন করে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিরুধুনগর-শেঙ্কটা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান।

বিরুধুনগর হইতে শেঙ্কটা পর্য্যন্ত এস্. আই. রেলওয়ের যে শাখা সোজা ভাবে (Virudhunagar-Shencottah chord line) গিয়াছে, তাহার নিকটে নিম্নোক্ত তীর্থসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে তেনকাশী, কোর্ত্তলম্, শঙ্করনারায়ণকোবিল ও শ্রীবিল্লিপত্তুর খ্যাতনামা।

(১) তেনকাশী (২) কোর্ত্তলম (কোট্টলম) (৩) শঙ্করনারায়ণকোবিল

তেনকাশী। তিনেবেল্লী জিলার অন্তর্গত তেনকাশী (Tenkasi) ষ্টেশন্ বিরুধুনগর হইতে ৭৬ মাইল (মাদুরা হইতে ১০৩ মাইল) এবং শেঙ্কটা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তেনকাশী সহর চিত্তর নদীর তীরে অবস্থিত। ষ্টেশনের অল্প দূরে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে, এই দেবালয়ে বিশ্বনাথস্বামী নামক মহাদেব এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর দেববিগ্রহ বিরাজমান। তেনকাশী কথার অর্থ দক্ষিণ কাশী, কাজেই এখানে বিশ্বনাথ মন্দির আছে।

কোর্ত্তল্লম্। তেনকাশী ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে কোর্ত্তল্লম্ (Courtallam) বা কোট্টলম্ নামক স্থানে আকাশগঙ্গা নামক চিত্তর নদীর জলপ্রপাত এবং বিখ্যাত একটী বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান। আকাশগঙ্গা পবিত্র তীর্থ, এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, এইরূপ কথিত আছে। জলপ্রপাতের দৃশ্য যেমন সুন্দর, স্নানেও তেমন আরাম। এখানে স্নানের জন্য অনেক তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্য লোক আগমন করেন। শিবমন্দিরের নিকটে পার্ব্বতীদেবী, সরস্বতীদেবী ও গণেশদেবের মন্দির বিদ্যমান। নিকটে অনেক ছত্র আছে। এই স্থানের জলবায়ু উৎকৃষ্ট।

শঙ্করনারায়ণকোবিল। তিনেবেল্লী জিলার অন্তর্গত শঙ্করনারায়ণকোবিল (Sankarnayanarkovil) বিরুধুনগর-শেঙ্কটা সোজা রেলপথের একটী ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব মাদুরা হইতে ৮০ মাইল এবং শেঙ্কটা হইতে ২৮ মাইল। ষ্টেশন হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে একটী সুবিখ্যাত প্রাচীন দেবালয় আছে, দেবালয়ে শ্রীশ্রীশঙ্করনারায়ণবিগ্রহ অর্থাৎ মহাদেব ও বিষ্ণুর সম্মিলিত মূর্ত্তি বিরাজিত। দেবালয় হইতে অল্প দূরে একটী ছত্র বিদ্যমান, ছত্রের কর্ম্মচারী যাত্রী হইতে প্রত্যেক ঘরের ভাড়া।০ হইতে ।৵০ পর্য্যন্ত আদায় করেন। ছত্রে কূপ আছে, জল ভালই। কিন্তু এখানে

দেবালয়ে কারুকার্য্যযুক্ত উচ্চ গোপুর বিদ্যমান। প্রাঙ্গণের মধ্যে কুণ্ড আছে, একটী গোমুখ দিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বদা জল পড়িতেছে, স্নতরাং কুণ্ডের জল ভালই। এই কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান করেন বা জল স্পর্শ করেন। একটী মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী অপর মন্দিরে শ্রীশঙ্করনারায়ণ বা হরিহর দেবের বিগ্রহ বিরাজিত, বিগ্রহের দক্ষিণার্দ্ধ শিব এবং বামার্দ্ধ বিষ্ণু; চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দুই ভুজ শিবের এবং দুই ভুজ বিষ্ণুর, দেবালয়ের অর্চ্চক এইরূপ বলিলেন। এখানে শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্ত্তি থাকাতে শৈব ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুগণই এই মন্দিরে দেবদর্শন ও অর্চ্চনা করেন।

কলুগুমলয়। শঙ্করনারায়ণকোবিল হইতে ১২ মাইল দূরে কলুগুমলয় নামক স্থানে একটী বিখ্যাত স্ব্রহ্মণ্যদেবালয় (কার্ত্তিকেয়ের মন্দির) আছে। ঐ দেবালয় পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। কয়েলপতিপ্রসঙ্গে এই মন্দিরের কথাই আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীবিল্লিপত্তর। শ্রীবিল্লিপত্তর (Srivilliputtur) বিরুধু-নগর-শেঙ্কটা রেলপথের একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব বিরুধুনগর হইতে ২৬ মাইল এবং মাদুরা হইতে ৫৩ মাইল। ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল দূরে একটী সুবিখ্যাত প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে এই দেবালয়ে উৎসব হয়, তদুপলক্ষে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। এই বিল্লিপত্তর নগরেই বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত "পেরিয়া" জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "বিষ্ণুর শ্বশুর" নামে খ্যাত, কারণ ইঁহার কন্যা অণ্ডালকে নারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা আছে (শ্রীরঙ্গম্ প্রসঙ্গে অণ্ডাল বা গোদাদেবীর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)।

শিবকাশী। শ্রীবিল্লিপত্তর হইতে ১০ মাইল দূরে শিবকাশী (Sivakasi) ষ্টেশনের নিকটে এক দেবালয়ে বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মালাবার এবং দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের তীর্থস্থান।

মালাবার উপকূলের নিকটে মালাবার (মল্লার) এবং দক্ষিণ কানারা (কাণ্ডার) অঞ্চলে নিম্নলিখিত তীর্থস্থান সমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে লাক্কিটি ও উড়ুপি প্রসিদ্ধ এবং ত্রিকণগড় ও এদাক্কোলাম্ এই অঞ্চলে খ্যাতনামা।

(১) ওলাবাক্কট (২) লাক্কিটি (৩) ওট্টাপ্পলম্—ত্রিকণগড়
(৪) এদাক্কোলাম্—পন্নানি ও তানর (৫) মনস্তোদ্দি
(৬) কাদালুন্দি (৭) ওয়েষ্ট্ হিল্ (৮) তেল্লিচেরী—চেরুকুন্নম্
(৯) আঝিক্কাল—চেরাকল (১০) নীলেশ্বর
(১১) কসরগড় (১২) মঙ্গলোর (১৩) উড়ুপি।

মালাবার উপকূলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ পশ্চিমঘাট পর্ব্বত ও আরবসাগরের মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং এই সকল স্থানের দৃশ্য পরম রমণীয়। এখানে আসিলে সকলেই তীর্থদর্শনের সঙ্গে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দর্শন করিয়া ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিবেন।

কলিকাতা হইতে এই সকল তীর্থে সমুদ্রপথে সোজাসুজি যাইতে হইলে জাহাজে প্রথমে মালাবারের কালিকট বা তেল্লিচারী নগরে গমন করিবেন, পরে রেলগাড়ীতে অন্যান্য স্থানে যাইবেন। ত্রিবেন্দ্রম্ রেলওয়ের কুইলন্ ষ্টেশন হইতে কোচিন ষ্টেট্ রেলওয়ের এর্ণাকুলম্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছোট বাষ্পীয়পোতে (Ferry steam launch by back water canal) যাওয়া যায় (কুইলন হইতে এর্ণাকুলম্ পর্য্যন্ত শীঘ্রই রেলপথ নির্ম্মাণের কথা হইতেছে)। তৎপর, কোচিন রেলওয়ে যোগে শোরাণুর দিয়া এই সকল তীর্থস্থানে যাইতে পারেন। কেবল রেলগাড়ীতে মালাবার

যাইতে হইলে মাদ্রাজ, ত্রিচী ফোর্ট বা দিন্দিগাল দিয়া যাইতে হইবে। (নিম্নে ওলাবাক্কট্ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

ওলাবাক্কট। ওলাবাক্কট (Olavakkot) দক্ষিণ ভারত রেলপথের পোদান্থর-মঙ্গলোর (Podanur-Mangalore) শাখার একটী ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে যাইতে হইলে (১) মাদ্রাজ, (২) ত্রিচী ফোর্ট্ বা (৩) দিন্দিগাল্ (Dindigal Jn.) দিয়া যাইতে হইবে।

(১) মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল্) হইতে এম্. এস্. এম্. রেলওয়ে যোগে জলারপেট (Jalarpet Jn.) ১৩৩ মাইল, জলারপেট হইতে এস্. আই. রেলওয়ে যোগে পোদান্থর দিয়া ওলাবাক্কট ২০০ মাইল, মাদ্রাজ হইতে মালাবার এক্সপ্রেস (Malabar Express) নামক দ্রুতগামী গাড়ীতে কোথাও না নামিয়া ওলাবাক্কট যাওয়া যায় (দূরত্ব ৩৩৩ মাইল)।

(২) ত্রিচীফোর্ট্ ষ্টেশন হইতে ইরোদ (Erode Jn.) জংশনে গাড়ী বদ্‌লাইয়া ওলাবাক্কট যাইতে হয়। মোট দূরত্ব ১৭৩ মাইল।

(৩) মাতুরা এবং ত্রিচীর মধ্যবর্ত্তী দিন্দিগাল (Dindigul Jn.) জংশন হইতে পোদান্থর (Podanur Jn.) জংশন দিয়া ওলাবাক্কট যাইতে পারা যায়। দূরত্ব ১১২ মাইল।

কলিকাতার যাত্রিগণ প্রথমে রামেশ্বর বা কন্যাকুমারীতে গমন করিলে, ফিরিবার সময়ে দিন্দিগালের পথে ওলাবাক্কট এবং মালাবার উপকূলের তীর্থস্থানসমূহে যাইতে পারিবেন। কিন্তু কেহ যদি রামেশ্বরে না গিয়া প্রথমেই মালাবার উপকূলে যাইতে চাহেন, তবে তিনি মাদ্রাজ বা ত্রিচী ফোর্ট্ দিয়া যাইবেন।

ওলাবাক্কট কল্পদী (Kalpathi) নদীর তীরে অবস্থিত, ইহার নিকটে বহুসংখ্যক দেবালয় আছে। শিবমন্দিরটী তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এই মন্দির ওলাবাক্কট ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে

যাবৎ উৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে চারিদিক্ হইতে যাত্রিসমাগম হয়। ষ্টেশনের আধ মাইল দূরে একটী খ্যাতনামা দেবী-মন্দির বিদ্যমান।

লাক্কিটি। ওলাবাক্কটের ১৫ মাইল পশ্চিমে লাক্কিটি (Lakkiti) ষ্টেশন। ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে তিরুবিল্বমলয় নামক বিখ্যাত তীর্থ। এই তীর্থস্থানকে কেহ কেহ দক্ষিণকাশী আখ্যা দিয়া থাকেন। স্থানীয়-লোকেরা দাক্ষিণাত্যের অন্ততঃ তিন চারিটী তীর্থকে এই নাম দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এখানে ভারত নামক নদীর তীরে শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির আছে। আর একটী বিষ্ণুমন্দির এবং অদূরে শিবমন্দিরও আছে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাণ্ডবেরা এখানে আসিয়া বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে নারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন। ফাল্গুনমাসে মেলা উপলক্ষে অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও যাত্রিসমাগম হয়। এই সকল মন্দির এখন কোচিন দরবারের তত্ত্বাবধানে আছে।

ওট্টাপ্পলম্—ত্রিকণগড়ু। ওট্টাপ্পলম্ (Ottappalam) ষ্টেশন ওলাবক্কট্ হইতে ১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ওট্টাপ্পলমের নিকটস্থ ত্রিকণগড় (Trikongod) নামক স্থানে শ্রীশঙ্করনারায়ণ (হরিহর) মন্দির আছে। ত্রিকণগড়ের শ্রীমন্দির এই অঞ্চলের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ দেবালয়। মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত অনেক স্ত্রীলোক আরোগ্যলাভের আশায় এই মন্দিরে অর্চ্চনা ও দেবদর্শন করিয়া থাকে।

এদাক্কোলাম্—পন্নান ও তান্নুর। ওলাবাক্কটের ২৭ মাইল পশ্চিমে শোরাণুর জংশন, শোরাণুরের ২৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে এদাক্কোলাম (Edakkolam) ষ্টেশন, সুতরাং এদাক্কোলাম্ মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল্) হইতে ৩৮৩ মাইল দূরবর্ত্তী। এদাক্কোলাম্ ষ্টেশনের অল্প দূরে একটী বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির আছে, এখানে এপ্রিল মাসে ২০ দিন ব্যাপী উৎসব হয়।

এদাক্কোলামের ৮ মাইল দূরে পন্নানি (Ponnani) নামক স্থানে, খ্যাতনামা দুর্গাদেবীর মন্দির বিদ্যমান। কথিত আছে, এই মন্দির পরশুরামদেবের প্রতিষ্ঠিত। নিকটে একটী বৃহৎ সরোবর আছে।

পন্নানি তালুকের অন্তর্গত তানুর (Tanur) ষ্টেশনের নিকটে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির (শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির) বিদ্যমান।

মনন্তোদ্দি। পন্নারির উত্তরপূর্ব্বে মালাবার জিলার অন্তর্গত মনন্তোদ্দি নগর। তেল্লিচেরি ষ্টেশন হইতে মোটর বাস্এ মনন্তোদ্দি যাইতে হয়। এই নগরের ২ মাইল দূরে মনন্তোদ্দি নদীর তীরে একটী দুর্গামন্দির এবং বিখ্যাত মৎস্যতীর্থ আছে।

কাদালুন্দি। কাদালুন্দি (Kadalundi) ষ্টেশন ওলাবক্কট হইতে ৭২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং মালাবারের প্রধান নগর কালিকটের ৯ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের উপরে পুরাতন দুর্গের মধ্যে একটী দেবমন্দির আছে। এই দুর্গে পূর্ব্বে কালিকটের জামরিন (Zamorin) বা অধিপতি বাস করিতেন।

ওয়েষ্ট্ হিল্। মালাবার জিলার প্রধান নগর কালিকট সহরের ৩ মাইল উত্তরে ওয়েষ্ট্ হিল্ (West Hill) ষ্টেশন। ষ্টেশনের নিকটে পাহাড়ের উপরে পার্ব্বতী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। এখানে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা উপলক্ষে উৎসব হয়।

তেল্লিচেরী—চেরুকুন্নম্। তেল্লিচেরী (Telli-cherry) উত্তর মালাবার জিলার একটী প্রধান বন্দর, কালিকট সহর হইতে ৪২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মাদ্রাজ হইতে মালাবার এক্সপ্রেস্ গাড়ীতে তেল্লিচেরী যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টিম্ ন্যাভিগেশন কোম্পানী এবং এসিয়াটিক্ ষ্টিম্ ন্যাভিগেশন কোম্পানীর জাহাজে তেল্লিচেরী যাইতে পারা যায়। ফরাসী অধিকৃত

নগরে যাত্রীদের নিমিত্ত একটী ছত্র আছে। নগর হইতে ছয় বা সাত মাইল দূরে চেরুকুন্নম্ (Cherukunnam) নামক স্থানে অন্নপূর্ণা-দেবীর মন্দির বিদ্যমান।

আঝিক্কাল—চেরাকল। আঝিক্কাল (Azhikkal) ষ্টেশন তেল্লিচেরী হইতে ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে চেরাকল (Cherakal) নামক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। নিকটে একটী বৃহৎ পবিত্র সরোবর বিদ্যমান। মন্দির এবং সরোবর উভয়ই চেরাকলের রাজাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

নীলেশ্বর। নীলেশ্বর (Nileswar) ষ্টেশন তেল্লিচেরী হইতে ৪৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটে ভগবতীর মন্দির বিদ্যমান, জুন মাসে মহোৎসব হয়।

কসরগড়। কসরগড় (Kasargod) ষ্টেশন তেল্লিচেরী হইতে ৬৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে, চন্দ্রগিরি নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে, সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই স্থানে কয়েকটী দেবালয় আছে। তন্মধ্যে মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির এবং পাণ্ডুরঙ্গ মন্দির খ্যাতনামা। এখানে ফাল্গুন মাসে উৎসব উপলক্ষে অনেক যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। ১০ মাইল দূরে মাদ্দুর নামক স্থানে গুহাভ্যন্তরে ৭ হাত উচ্চ প্রস্তরময় গণেশমূর্ত্তি বিদ্যমান।

মঙ্গলোর। দক্ষিণ কানারার প্রধান নগর মঙ্গলোর (Mangalore) নেত্রবতী ও গুর্পূর নামক দুই নদীর মোহানার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মালাবার উপকূলে অবস্থিত। এই নগরের তিন দিকেই নদী এবং সমুদ্র। সহরটী বড়ই মনোরম, রাজপথ সকল প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। মঙ্গলোর ষ্টেশন মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) হইতে ৫৫১ মাইল দূরবর্ত্তী, মালাবার এক্সপ্রেস গাড়ী মাদ্রাজ হইতে মঙ্গলোর যাতায়াত করে। মঙ্গলোর ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং ছত্র আছে। মঙ্গলা দেবীর প্রাচীন মন্দির ষ্টেশনের নিকটে

উর অর্থাৎ মঙ্গলাপুর) হইয়াছে। মঙ্গলোর হইতে ২ মাইল দূরে কাদিরী (Kadiri) নামক স্থানে একটী বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান।

মঙ্গলোর হইতে ২৮ মাইল দূরে কার্কল নামক স্থানে ৩০ ফুট উচ্চ একটা অদ্ভুত বিশাল কৃষ্ণপ্রস্তরময় দিগম্বর মূর্ত্তি (দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের কোন মহাত্মার মূর্ত্তি) পাহাড়ের উপরে বিরাজমান। এই মূর্ত্তি দেখিয়া বহু বিদেশীয় পর্য্যাটক বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কিরূপে এই বিরাট মূর্ত্তি পাহাড়ে খোদিত হইয়া স্থানান্তরিত হইল, তাহা অনুমান করাও কঠিন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা মঙ্গলোরে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এখানে হিন্দু রাজত্ব বিদ্যমান ছিল। তৎপর মহিশুরের হায়দর আলি এই স্থান দখল করেন। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সহিত ইংরেজদের অনেক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুসুলতানকে পরাজিত করিলে, মঙ্গলোর তদবধি ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। মঙ্গলোরের চতুর্দ্দিকে জৈনদিগের অনেক মন্দির এবং কারুকার্য্যশোভিত বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। এই সহরের জিস্যুট্ কলেজ (Jesuit College of St. Aloysius) ভারতবিখ্যাত। এই কলেজের মধ্যে জিস্যুট্‌দিগের যে ধর্ম্মমন্দির আছে, তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী পরম রমণীয় দ্রষ্টব্য বস্তু।

উড়ুপি *। উড়ুপি (Udipi) মঙ্গলোরের ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্থাপিত উড়ুপির শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। দুই বৎসর পর পর এই দেবালয়ে একটী বড় রকমের উৎসব হয়, তখন নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী (বিশেষতঃ মাধ্বীসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ) এখানে আগমন করেন। উড়ুপি



উড়ুপি—শ্রীকৃষ্ণ (পৃঃ ১৯৯)

মাধ্বীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের প্রধান কেন্দ্র। মঙ্গলোর হইতে উড়ুপি পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব কাণ্ডার দেশে "উড়ুপ কৃষ্ণ" দর্শন করিয়াছিলেন।

উড়ুপির শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে:—একদা দ্বারকা হইতে একখানি জাহাজ মালাবার উপকূলে আসিতেছিল, এই জাহাজের মধ্যে গোপীচন্দনে আবৃত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ছিল। দৈবযোগে উক্ত জাহাজ জলমগ্ন হয়, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শ্রীবিগ্রহের উদ্ধার সাধন করেন এবং উড়ুপিতে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

উড়ুপির শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু মুরলীধারী নহেন; মনে হয়, মা যশোদার প্রাণারাম বালগোপাল মূর্ত্তি। এই প্রিয়দর্শন গোপালমূর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করিলে কত কথাই মনে হয়। আমরা অনেকেই ত নিজ নিজ গোপালকে কোলে লইয়া কত স্নেহ করি, কত আনন্দে আত্মহারা হই; কিন্তু আমাদের গোপালেরা যাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই আসল গোপালের কথা আমরা মনে করি কই? হায়, যদি কেহ দুর্ভাগ্যক্রমে গোপালহারা হইয়া থাকেন, তবে আসুন এক বার উড়ুপির "শিশুগোপবেশ" গোপালকে প্রাণ ভরিয়া দেখি, দেখিয়া উপলব্ধি করি—আমাদের হারাণ গোপাল যাঁর অঙ্গছায়া, তাঁরই অঙ্গে মিশিয়াছে। আসুন, ক্ষণকাল অশ্রু সংবরণ করিয়া আমরা সেই গোপালকে প্রাণের ভিতরে দেখি, যাঁর ডাকে আমাদের গোপালেরা তাদের দু'দিনের বান্ধবগণকে ছাড়িয়া চির-সুহৃদের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে। যিনি জগতের সকল গোপালেরই একাধারে মিলিত মূর্ত্তি, সেই প্রাণগোপালকে প্রেমের সহিত মিছরি মাখন খাওয়াইয়া, আসুন এক বার গোপাল-বিয়োগ-বিধুর প্রাণের জ্বালা উপশমিত করি। যশোদাদুলাল শ্রীনন্দনন্দন গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রজকুলরমণীরা যেমন প্রতিদিন আনন্দোচ্ছ্বাসে গোপালের আরতি করিতেন, আসুন

সকলে যশোমতী মায়ের অনুগামী হইয়া ব্রজবধূগণের ন্যায় প্রাণগোপালের কর্পূরারতি করি :—

[বেহাগ-খাম্বাজ]

গোঠে হইতে আইল নন্দদুলাল (আমার)।
গো-ধূলি ধূসর, শ্যামের কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শিঙ্গাবেণু শুনিয়া বরজবাসী ঘন শোভা পায়।
মঙ্গল সাজি দীপ করে বধূগণ, মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায় ॥
ধেনুবৎসগণ, গোঠে পরবেশল, মন্দিরতলে নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী ধাওল ॥
ঝর ঝর দুটি আঁখি, হয়ে পাগলিনীর মত, (হায় পাগলিনীর মত)।
(ধারার বিরাম নাই—বিরাম নাই,
প্রেমধারার বিরাম নাই, বিরাম নাই)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কোচিন রাজকীয় রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান।

মালাবার উপকূলে কোচিন রাজকীয় রেলপথের নিকটে নিম্নলিখিত তীর্থসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে কালদী, বাইকাম্ এবং এত্তুমানুর প্রসিদ্ধ।

(১) ত্রিচুর (২) ইরিঞ্জলাকুড়া (৩) কালদী (৪) আলোয়ায়ী
(৫) এর্ণাকুলাম্—বাইকাম্ (৬) এত্তুমানুর।

এই সকল তীর্থস্থানে যাইতে হইলে মাদ্রাজ, ত্রিচী ফোর্ট বা

বা দিন্দিগাল দিয়া শোরাণুর জংশনে যাইবেন, এই ষ্টেশন হইতে কোচিন রাজকীয় রেলপথে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবেন। শোরাণুরের দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে ৩৬০ মাইল। কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় পোতেও মালাবার উপকূলে যাইতে পারেন।

ত্রিচুর। ত্রিচুর (Trichur) নগর কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত, এই নগরের নিকটে কোচিন রাজকীয় রেলপথে ত্রিচুর নামক একটা বড় ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব শোরাণুর হইতে ২১ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ৩৮০ মাইল। ত্রিচুরে একটী ভাল বাংলো, দুইটী ছত্র এবং কয়েকটী হোটেল আছে। সহরের মধ্যস্থলে সুবৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান, ইহার চারিদিকে চারিটী গোপুর শোভা পাইতেছে। ত্রিচুর নগরে একটী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আছে। যে সকল ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তপঃ, শৌচ, মৌন এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

ত্রিচুর হইতে ২০ মাইল দূরে গুরুবায়ুর (Guruvayoor) নামক স্থানে একটী খ্যাতনামা বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। ত্রিচুর হইতে গুরুবায়ুর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে।

ইরিঞ্জলাকুড়া। ইরিঞ্জলাকুড়া (Irinjalakuda) ষ্টেশন (Cochin State Ry) শোরাণুর হইতে ৩৫ মাইল। ষ্টেশনের নিকটে ছত্র আছে। ৫ মাইল দূরে ইরিঞ্জলাকুড়া সহর। ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে। সহরে একটী বৃহৎ প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান। তন্মধ্যে কুদলমাণিকস্বামী অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা বিষ্ণুর অংশাবতার ভরত সন্ন্যাসীবেশে বিরাজিত। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখের ৩য় সপ্তাহে মহোৎসব হয়। ৮ মাইল দূরে ক্রঙ্গানোর (Cranganore) নামক স্থানে প্রসিদ্ধ ভগবতীমন্দির বিদ্যমান।

কোচিন এবং মালাবার হইতে সকল শ্রেণীর মালয়ালীরা (Malayalees অর্থাৎ মালাবার-নিবাসিগণ) উৎসবে যোগদান করেন।

কালদী। কালদী রোড (Kaladi Road) কোচিন রাজকীয় রেলপথের একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব শোরাণুর জংশন হইতে ৪৯ মাইল। এই ষ্টেশন হইতে কালদী ৪ মাইল দূরে ; কালদী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মোটর বাস্ যাতায়াত করে, ভাড়া জন প্রতি।- আনা। ষ্টেশনের নিকটে ব্রাহ্মণের হোটেল আছে এবং কালদীতে দুইটী ছত্রও রহিয়াছে।

কালদী ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতভাষ্যপ্রণেতা স্বনামখ্যাত শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান, এই স্থানে আলোয়ায়ী নদীতীরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য মনোরম। মন্দিরে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এবং সারদাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ১৯১০ সালে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। প্রত্যহ এখানে অনেক যাত্রী আগমন করে। মহিশূরের শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ এই মন্দিরও রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এখানকার সেবাপূজার তত্ত্বাবধান করেন। এখানে বেদবিদ্যালয় এবং বেদান্তবিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বাসস্থান এবং ভোজন প্রদত্ত হয়। এই মন্দিরে অর্চ্চনা করাইতে হইলে প্রত্যেক যাত্রীর অন্ততঃ ।৵০ খরচ লাগে। এখানে বৈদিক নিয়মে পূজা হইয়া থাকে (দাক্ষিণাত্যের প্রায় মন্দিরেই তান্ত্রিক নিয়মে পূজা হয়)। নিকটে একটী শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আচার্য্য শঙ্করের বিরচিত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন (শুনা যায়, এই স্তোত্রটী হরিদ্বারের মহাত্মা ভোলাগিরি মহারাজ অনেক সময়ে পাঠ করিতেন)।

আলোয়ায়ী। আলোয়ায়ী (Alwaye) কোচিন রাজকীয় রেলপথের একটা ছোট ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব শোরাণুর হইতে ৫৪ মাইল।

এখানে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে স্নানের যোগ এবং মেলা হয়, তখন কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর হইতে বহু যাত্রী এই দেবালয়ে আসিয়া থাকে। আলোয়ায়ী কোচিন রাজ্যের স্বাস্থ্যনিবাস।

এর্ণাকুলম্—বাইকাম্। এর্ণাকুলম্ (Ernakulam) শোরাণুর হইতে ৬৫ মাইল এবং মাদ্রাজ হইতে ৪২৫ মাইল। এই নগর কোচিন রাজ্যের রাজধানী (Seat of Cochin State Durbar)। কোচিনের মহারাজা অধিকাংশ সময়েই ৬ মাইল দূরে ত্রিপাণিথুরাই (Tripanithurai) নামক স্থানে বাস করেন। এর্ণাকুলম্ হইতে ২ মাইল দূরে কোচিন নগর। এই নগরের এক অংশ ব্রিটিশ কোচিন। কোচিন ভারতবর্ষ মধ্যে ইউরোপীয়দের (পর্ত্তুগিজদের) সর্ব্ব প্রথম উপনিবেশ। কোচিনের পানীয় জল তেমন উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু আলোয়ায়ী হইতে পেরিয়ার নদীর জল এখানে নৌকাযোগে আনীত হয়।

এর্ণাকুলম্ হইতে ২০ মাইল দূরে বাইকাম্ (Vaikam) নামক স্থানে একটী খ্যাতনামা শিবের মন্দির আছে। এই মন্দিরে, দেবদর্শনার্থে প্রতিদিন, বিশেষতঃ পর্ব্ব উপলক্ষে, বহু যাত্রী আগমন করে। এর্ণাকুলম্ হইতে বাইকাম্ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ছোট ছোট বাষ্পীয় পোত (Steam Launches) যাতায়াত করে।

এত্তুমান্নুর। আলোয়ায়ী ষ্টেশন হইতে ৫২ মাইল দূরে (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে) এত্তুমান্নুর (Ettumanoor) নামক স্থানে একটী বিখ্যাত প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান। কথিত আছে, এই মন্দিরে ভক্তিভাবে শিবের অর্চ্চনা করিলে অনেক কঠিনপীড়াগ্রস্ত রোগীও আরোগ্য লাভ করে। এই নিমিত্ত ভারতের সকল স্থান হইতে এখানে অনেক যাত্রী আগমন করে। আলোয়ায়ী হইতে রীতিমত মোটর বাস্ সার্ভিস আছে, ভাড়া জন প্রতি ১৲। এত্তুমান্নুরে ছত্র আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সালেম, কয়ম্বেটোর এবং নীলগিরি অঞ্চলের তীর্থস্থান।

সালেম ও কয়ম্বেটোর জিলায় নিম্নোক্ত তীর্থস্থানসকল বিদ্যমান। এই সকল তীর্থের মধ্যে ভবানী (ইরোদ) এবং পেরুর (মেলা চিদম্বরম্ ও দক্ষিণ কৈলাস) বিখ্যাত। নীলগিরি জিলায় নীলগিরি পর্ব্বতমালার দৃশ্য পরম রমণীয় এবং নীলগিরির অন্তর্গত কোটগিরি পুণ্যতোয়া ভবানী নদীর উৎপত্তিস্থান, এই পবিত্র স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব স্নান করিয়াছিলেন।

(১) সালেম জংশন—তারামঙ্গলম্ (২) শঙ্করীড্রাগ
(৩) কোলানল্লী (৪) কডুমুদি (৫) ইরোদ্—ভবানী
(৬) তিরুপ্পার (৭) কয়ম্বেটোর—পেরুর ও দক্ষিণ কৈলাস
(৮) নীলগিরি—কোটগিরি।

সালেম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের ৩টী রাস্তা আছে, (১) মাদ্রাজ হইতে জলারপেট জংশন দিয়া, (২) ত্রিচী ফোর্ট হইতে ইরোদ্ জংশন দিয়া এবং (৩) দিন্দিগাল জংশন হইতে পোদানুর দিয়া।

এই অঞ্চলে তীর্থভ্রমণের সময়ে কয়ম্বেটোর হইতে আর একটু অগ্রসর হইয়া নীলগিরি অবশ্য দেখিবেন।

সালেম জংশন—তারামঙ্গলম্। এস. আই. রেলওয়ের জলারপেট ও ইরোদ জংশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সালেম

সালেম সহর সালেম জিলার প্রধান নগর। এই নগর ইরোদের ৩৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল্) হইতে ২০৮ মাইল দূরে অবস্থিত। সালেম জংশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী মিটার ড্যাম (Meter Dam) পর্য্যন্ত একটা শাখা রেলপথ আছে। মিটার ড্যাম্ ষ্টেশনের নিকটে সুবিখ্যাত মিটার বাঁধ (Meter Dam); এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৫৩০০ ফুট এবং উচ্চতা ২২০ ফুট পর্য্যন্ত। এত বড় বাঁধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কোথাও নাই।

সালেম-মিটারড্যাম শাখা রেলপথে মেচেরী রোড্ (Mecheri Road) একটা ছোট ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব সালেম জংশন হইতে ১৮ মাইল। মেচেরী ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে তারামঙ্গলম্ নামক স্থানে একটী ছোট দেবমন্দির আছে, মন্দিরটী অতি সুন্দর এবং বহু কারুকার্য্যযুক্ত।

সালেম জংশন হইতে ২০ মাইল দূরে ইয়ার্কদ (Yercaud) নামক একটা স্বাস্থ্যনিবাস আছে, ইয়ার্কদ ৪৫০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। দৃশ্য সুন্দর। ষ্টেশন হইতে ইয়ার্কদ পর্য্যন্ত মোটর বাস্ যাতায়াত করে। তারামঙ্গলের যাত্রিগণ এই স্বাস্থ্যনিবাস এবং মিটার বাঁধ দেখিয়া আসিতে পারেন।

শঙ্করীড্রাগ্। সালেম জেলার অন্তর্গত শঙ্করীড্রাগ্ (Sankari-drug) ষ্টেশন সালেম ও ইরোদ্ জংশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, ইহার দূরত্ব সালেম হইতে ২৪ মাইল এবং ইরোদ্ হইতে ১৩ মাইল। এই ষ্টেশনের ৫ মাইল দূরে তিরুচানগোদ (Tiruchangode) নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে একটী বিখ্যাত শিবের মন্দির আছে। দেবালয়ের মধ্যে পৃথক্ মন্দিরে আদিকেশব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। প্রবাদ এই যে কোন সাধু এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কোলানল্লি। কোলানল্লি (Kolanalli) ত্রিচী-ইরোদ্ রেলপথের একটা ছোট ষ্টেশন (কয়ম্বেটোর জিলার ইরোদ তালুকের অন্তর্গত), ইহার দূরত্ব ইরোদ্ হইতে ১৭ মাইল এবং ত্রিচী হইতে ৭২ মাইল। ষ্টেশনের নিকটে একটী ছত্র আছে, এখানে উচ্চশ্রেণীর যাত্রিগণের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশনের নিকটে আধুনিক সময়ে একটী ছোট দেবালয় (দেবীর মন্দির) নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। কথিত আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দেবী কোন অন্ধ ব্যক্তিকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, দেবীর কৃপায় সে ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। তদবধি এই দেবালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

কদুমুদি। কডুমুদি (Kodumudi) ত্রিচী-ইরোদ্ রেলপথের একটা ছোট ষ্টেশন (কয়ম্বেটোর জিলার ইরোদ্ তালুকের অন্তর্গত), ইহার দূরত্ব ইরোদ্ হইতে ২৪ মাইল এবং ত্রিচী হইতে ৬৪ মাইল। ষ্টেশনের নিকটে ছত্র আছে। এই স্থানে কাবেরীতীরে একটী সুন্দর প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান, বৈশাখ মাসে রথযাত্রা হয়।

ইরোদ্—ভবানী। ইরোদ্ নগর কয়ম্বেটোর জিলার অন্তর্গত, এখানে এস্. আই. রেলওয়ের একটী জংশন ষ্টেশন (Erode Jn.) আছে। ইহার দূরত্ব ত্রিচী হইতে ৮৮ মাইল এবং মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) হইতে ২৪৫ মাইল। ইরোদ্ নগর পূর্ব্বে মাদুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর ইং ১৮৮০ সাল হইতে ইরোদ্ ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে। এই নগর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কলিঙ্গনারায়ণ খাল নামে ভবানী নদীর একটী পুরাতন খাল ইরোদ্ ষ্টেশনের নিকট দিয়া গিয়াছে।

ইরোদে শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির উভয়ই বিদ্যমান। ৮ মাইল

মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে একটী কারুকার্য্যযুক্ত শিবের মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ উপাখ্যান কথিত হয়ঃ—

এই স্থানে কোন সিদ্ধ মহাত্মা বাস করিতেন, ভগবান্ বিষ্ণু তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক কলসী অমৃত দান করিয়াছিলেন। অসুরেরা জ্ঞাত হইয়া অমৃত অপহরণের চেষ্টা করিলে ঐ মহাত্মা ধ্যানস্থ হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ অমৃতরক্ষার্থে অনুচরবর্গকে ঐ স্থানে প্রেরণ করিলেন। অসুরগণ যুদ্ধে নিহত হইল। এই অমৃতই কালে ঘনীভূত হইয়া "অমৃতলিঙ্গম্" নামক শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছিল।

কাবেরী ও ভবানীর সঙ্গমস্থলে স্নান ও তপস্যা করিয়া অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই জন্য এই সিদ্ধক্ষেত্রে বহু যাত্রিসমাগম হয়।

তিরুপ্পার। কয়ম্বেটোর জিলার অন্তর্গত তিরুপ্পার (Tirupper) ষ্টেশন ইরোদ্ জংশন হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নয়াল নদীর তীরে অবস্থিত। প্রায় ৭ মাইল দূরে অবনাশী (Avanashi) নামক স্থানে খ্যাতনামা শিবপার্ব্বতীর মন্দির বিদ্যমান, কয়ম্বেটোর জিলার অনেক লোক এই মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দূর দেশ হইতেও যাত্রিসমাগম হয়। তিরুপ্পার হইতে অবনাশী পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, ভাড়া জনপ্রতি।০।

কয়ম্বেটোর্—পেরুর। পোদানুর জংশন হইতে (নীলগিরির দিকে) মেত্তুপালয়ম্ (Mettupalaiyam) পর্য্যন্ত এস্. আই. রেলওয়ের যে শাখা আছে, কয়ম্বেটোর (Coimbatore) সেই শাখায় একটা বড় ষ্টেশন। কয়ম্বেটোর পোদানুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে, এবং ইরোদ হইতে ৬২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এই অঞ্চলে যাওয়ার ৩টী রাস্তার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আজকাল রাত্রি সওয়া নয়টায় নীলগিরি এক্সপ্রেস গাড়ী মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) হইতে রওনা হইয়া পর দিন প্রাতে সাড়ে সাতটায় কয়ম্বেটোর পৌছায়।

কয়ম্বেটোর সহর কয়ম্বেটোর জিলার প্রধান নগর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান। সহরের নিকটে কয়েকটী কাপড়ের কল আছে। এখানে দুইটী কলেজ আছে, একটীতে কৃষিসংক্রান্ত এবং অপরটীতে বনসংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হয় (The Agricultural College and the Forest College)। সহরের জলবায়ু ভাল।

কয়ম্বেটোরের ৩ মাইল দূরে পেরুর (Perur) বা মেলা "চিদম্বরম্" নামক বিখ্যাত তীর্থস্থান বিদ্যমান। এই তীর্থে নটরাজ মহাদেবের একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত মন্দির আছে, প্রতিবৎসর জুন মাসে এবং ডিসেম্বর মাসে উৎসব উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। এই মন্দির দাক্ষিণাত্যের নায়ক বংশীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পেরুরের অনতিদূরে বেলিঙ্গিরি পাহাড় (Vellingiri Hills) এবং মরুদমলয় পাহাড়ও (Marudamalai) তীর্থস্থান, প্রথমোক্ত পাহাড় দাক্ষিণাত্যের কৈলাস পর্ব্বত নামে খ্যাত।

নীলগিরি। পোদানুর জংশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী মেত্তুপালয়ম্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখা আছে। মেত্তুপালয়ম্ হইতে "নীলগিরি" পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী উটকামণ্ড (Ootacamund) বা উটী পর্য্যন্ত আর একটী শাখা রেলপথ আছে, শেষোক্ত শাখার নাম নীলগিরি রেলপথ।

মাদ্রাজ হইতে উটী যাইতে হইলে আজকাল রাত্রি সওয়া নয়টায় নীলগিরি এক্সপ্রেস (Blue Mountain Express) গাড়ীতে চাপিয়া পর দিন বেলা ১২ টায় উটীতে পৌছিতে পারা যায়। রামেশ্বর-কন্যাকুমারী দর্শনান্তে বা মালাবার উপকূলে ভ্রমণান্তে উটী যাইতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমে পোদানুর জংশনে গমন করিবেন এবং ঐ ষ্টেশনে গাড়ী বদ্‌লাইয়া কুনুর এবং উটী যাইবেন।

করিলে নীলগিরি দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করা উচিত হইবে না। যে সকল স্থান যোগী-ঋষি-ভক্তের সাধনাক্ষেত্র বা ভগবানের লীলাস্থলী, অথবা যে সকল স্থানে ভগবৎ-লীলার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিগ্রহাদি কিংবা পুণ্যতোয়া সরোবরাদি বর্ত্তমান, সেই সকল স্থানই তীর্থ। তীর্থে সাধারণতঃ দেববিগ্রহ, পুণ্যতোয়া নদী, পবিত্র সরোবর বা সাগর বিদ্যমান থাকে। এই অর্থে নীলগিরির অন্তর্গত কোটগিরি তীর্থস্থান; কিন্তু সমগ্র নীলগিরিও ভগবানের একটা বিশিষ্ট বিভূতি সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ অরূপ ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ বা দৃশ্যমান বাহ্যরূপ; সুতরাং হিমালয়, নীলগিরি প্রভৃতিও ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ বা বিভূতি। সমস্ত জীব এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভগবদ্রূপে চিন্তা করা ভক্তিমার্গের সাধন প্রণালীর অঙ্গ। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণকালে নীলগিরির প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিয়া ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন। ভগবানের লীলাবিগ্রহ দর্শনের ন্যায়, তাঁহার বিভূতিস্বরূপ নীলগিরির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদনে (সকলেরই মহাপ্রভুর ন্যায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বা ভগবৎদর্শন না হউক) অন্ততঃ প্রাণে ভক্তিভাব অবশ্যই জাগরিত হইবে।

নীলগিরির সৌন্দর্য্য দর্শককে স্মরণ করাইয়া দিবে—যিনি অনন্ত-সৌন্দর্য্যের আধার, যিনি রসস্বরূপ ("রসো বৈ সঃ"), দৃশ্যমান জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহারই ক্ষীণ প্রতিবিম্ব মাত্র; নীলগিরির বনফুল, বন্যলতা, তরুরাজি, নির্ঝরিণী, পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী, হ্রদ এবং জলপ্রপাত, সকলেই ভগবানের মহিমা প্রচার করিতেছে, সকলেই যেন এক তানে সেই বিভুর গুণগান করিতেছে।

ঝিঁঝিট।

অচল ঘন গহন, গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে ... [illegible]

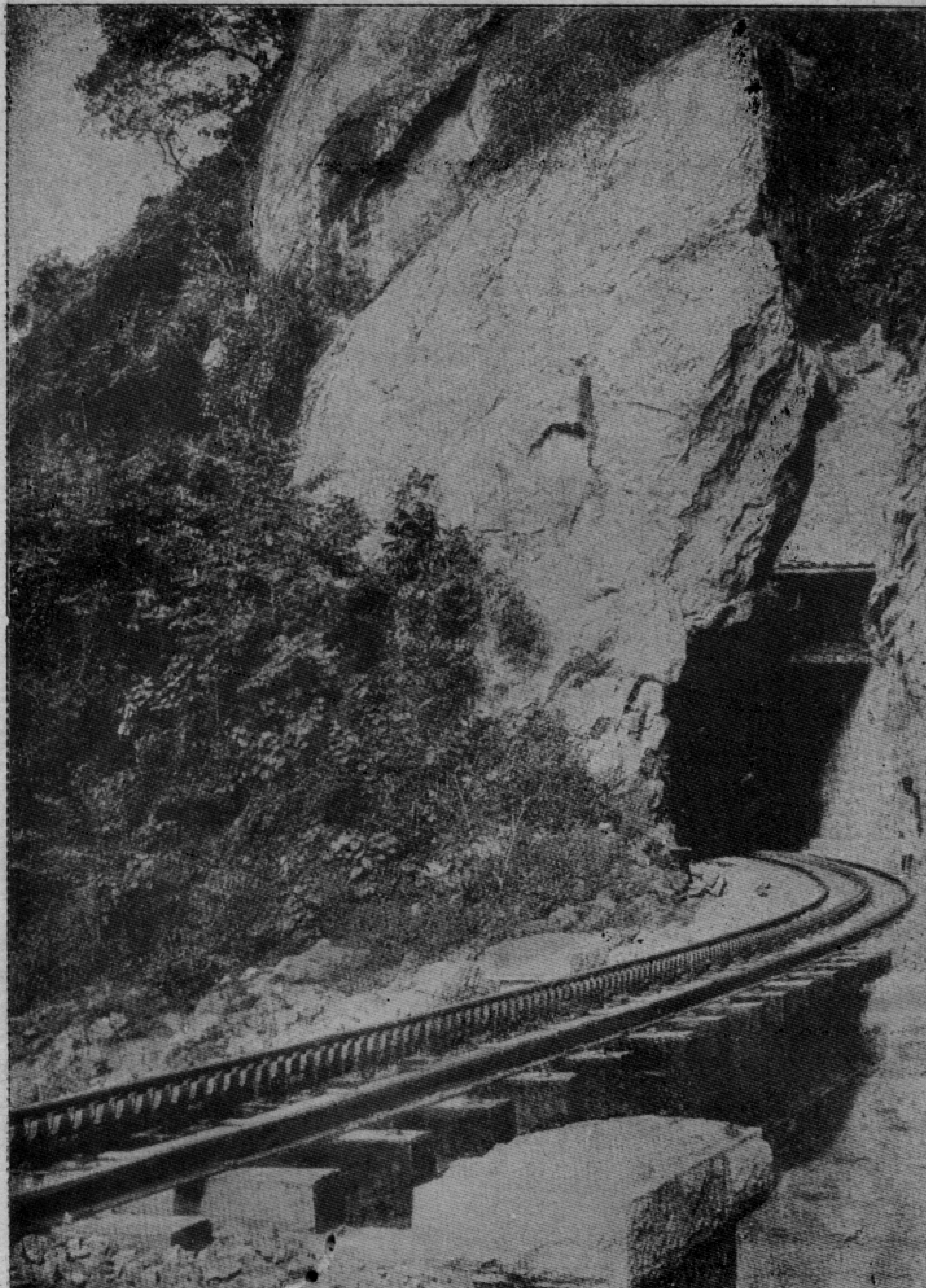
সকল তরুরাজি সাজি ফুলফলে গাওরে।
বিহগকুল গাও আজি মধুরতর তানে॥

গাও জীবজন্তু আজি যে আছ যেখানে।
জগৎপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে॥

মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে।
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি॥

কুন্নুর ও কোটগিরি। মেত্তুপলায়ম্ ষ্টেশন হইতে নীলগিরির আরম্ভ। এখান হইতে রেলগাড়ী যতই উটীর দিকে অগ্রসর হইবে, ততই পথের উভয় পার্শ্বের মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া দর্শক মুগ্ধ হইবেন। কোথাও সুড়ঙ্গ, কোথাও পার্ব্বত্যনদী, কোথাও নির্ঝরিণী, ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন দৃশ্য নয়নপথগামী হইবে। এই সকল দৃশ্য দর্শন করিলে ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দূর দেশে ভ্রমণের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। ১৭ মাইল পরম রমণীয় পার্ব্বত্য পথে অল্পে অল্পে উঠিয়া কুন্নুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন। কুন্নুর স্বাস্থ্যকর নগর, এখানে রাস্তাঘাট ভাল এবং সুন্দর সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান বিদ্যমান। মোটর বাস্ যোগে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে কোটগিরি নামক আর একটী সুন্দর এবং কুন্নুর অপেক্ষাও স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনীত হইবেন। কোটগিরি কাবেরীর করদ নদী পুণ্যসলিলা ভবানীর উৎপত্তিস্থান।

পৃ৩০৫) **উটকামণ্ড**। কুন্নুর হইতে নীলগিরি রেলপথে আরও ১২ মাইল অগ্রসর হইলে মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মনিবাস উটকামণ্ড (Ootacamund) বা উটীতে উপনীত হইবেন। গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজের লাট সাহেব এবং অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারী উটীতে বাস করেন। হায়দরাবাদের নিজাম, বরদার গাইকোয়ার এবং মহিষুরের মহারাজা



নীলগিরি—রেলপথ, সেতু ও সুড়ঙ্গ (পৃঃ ২১০)

কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে সম্ভ্রান্ত ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার জন্য কতিপয় বাংলো (Travellers' bungalows) নির্ম্মিত আছে। উটীতে কয়েকটী ভাল হোটেল আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের উপযোগী ব্রাহ্মণের হোটেলেরও অভাব নাই।

বহু উৎকৃষ্ট অট্টালিকা এবং রমণীয় উদ্যান এই শৈলনিবাসের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। অদূরে একটী হ্রদ এবং ১২ মাইল দূরস্থ পাইকারা নামক স্থানে জলপ্রপাত দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ পরম প্রীতি লাভ করিবেন। উটীর দৃশ্য যেমন সুন্দর, ইহার জলবায়ুও তেমনই উৎকৃষ্ট; এই জন্য অনেকে উটীকে "ভারতের শৈলাবাস সমূহের রাণী" (The Queen of Indian Hill stations) এই গৌরবসূচক আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সম্মান কাহারো কাহারো মতে দার্জ্জিলিংএর প্রাপ্য, কারণ দার্জ্জিলিং হইতে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা (ধবলগিরি) এবং এভারেষ্ট শৃঙ্গ (গৌরীশঙ্কর) প্রভৃতির যেরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেইরূপ দৃশ্য ভারতের অন্য কোন শৈলাবাসে নয়নগোচর হয় না। কিন্তু দার্জ্জিলিংএর জল উৎকৃষ্ট নহে, বায়ুও আর্দ্র। নৈসর্গিক শোভা এবং জলবায়ুর উৎকর্ষ, এই উভয়ের সম্মিলনে উটীই বস্তুতঃ শৈলাবাস-রাজ্ঞী উপাধির যোগ্য। উটীর উচ্চতা ৭৩০০ ফুট; কোদাই-কেনাল ৭০০০ ফুট এবং দার্জ্জিলিং ৬৮০০ ফুট উচ্চ। উটী হইতে মহিসুর (Mysore) পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে এবং জলারপেট ও ব্যাঙ্গেলোর দিয়া রেলগাড়ীতেও যাওয়া যায় (মহিসুর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

ষোড়শ অধ্যায়।

কুর্গ প্রদেশ এবং মহিষুর রাজ্যের তীর্থস্থান।

কুর্গ প্রদেশের চন্দ্রতীর্থ বা তালকাবেরী (কাবেরীর উৎপত্তি স্থান) একটী বিখ্যাত তীর্থ। মহিষুর রাজ্যে নিম্নোক্ত তীর্থস্থানসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মহিষুর (চামুণ্ডাপাহাড়), শ্রীরঙ্গপত্তন, মেলকোট, মালবল্লী ও শৃঙ্গেরী মঠ প্রসিদ্ধ।

(১)	মহিষুর	(২)	নঞ্জনগড়	(৩)	শ্রীরঙ্গপত্তন
(৪)	মেলকোট	(৫)	মালবল্লী ও শিবসমুদ্রম্		
(৬)	বাঙ্গেলোর	(৭)	কলম—অম্বুতীর্থ		
(৮)	নিদ্বাণ্ডা—শিবগঙ্গা	(৯)	বনবর—হালেবিদ্ ও বেলুর		
(১০)	বিরুর এবং শিমোগা	(১১)	শৃঙ্গেরী মঠ	(১২)	খণ্ডেয়
(১৩)	চিতলদ্রুগ—আর্কলি মঠ			(১৪)	হরিহর।

চন্দ্রতীর্থ বা তালকাবেরী। কুর্গ প্রদেশের চন্দ্রতীর্থ বা তাল-কাবেরী (Tal-kaveri) (অর্থাৎ কাবেরীর উৎপত্তি স্থান) একটী খ্যাতনামা তীর্থ। কার্ত্তিক মাসে তুলাকাবেরী যোগ উপলক্ষে এবং দশহরা ও সংক্রান্তি উপলক্ষে বহু যাত্রী চন্দ্রতীর্থে স্নানের নিমিত্ত কুর্গ প্রদেশে গমন করে।

এই তীর্থ মহিষুর হইতে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী। রেলপথ নাই, মহিষুর হইতে মোটর বাস্ যোগে মুর্ণাদ্ (Murnad) যাইতে হইবে, মুর্ণাদ্ হইতে ৮ মাইল বন্য পথ অতিক্রম করিলে বাগামুণ্ডলা (Bagamundla) নামক স্থান পাওয়া যাইবে। উল্লিখিত বাগামুণ্ডলার

গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। মেলা ভিন্ন অন্য সময়ে মোটর বাস্ পাওয়া যায় না ; কিন্তু সকল সময়েই মহিষুর নগর হইতে ছোট মোটর গাড়ী ভাড়া করা যাইতে পারে, ভাড়া জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকার কম নহে।

চন্দ্রতীর্থে যাতায়াতের আরও একটী পথ আছে। মহিষুর হইতে মোটর বাস্এ মার্কারা (কুর্গের প্রধান নগর) যাইতে হইবে, ব্রহ্মগিরি মার্কারা হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী, মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে।

মহিষুর। মহিষুর রাজ্যের মহারাজা মহিষুর (Mysore) নগরে বাস করেন, কিন্তু বাঙ্গেলোর এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী। শেষোক্ত স্থান হইতেই মহিষুর রাজ-সরকার রাজ কার্য্য পরিচালন করেন। মাদ্রাজ (সেণ্ট্রাল) হইতে বাঙ্গেলোর (সিটি জংশন) ২২২ মাইল, ডাক বা এক্সপ্রেস গাড়ীতে ৯ ঘণ্টার পথ। বাঙ্গেলোর (সিটি জংশন) হইতে মহিষুর ৮৬ মাইল (ডাক গাড়ীতে ৪ ঘণ্টার পথ)। ত্রিচিনাপল্লী হইতে ইরোদ ও জলারপেট দিয়া বাঙ্গেলোর যাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত দুই স্থানে গাড়ী বদ্লাইতে হয়। উটকামণ্ড হইতে মহিষুর পর্য্যন্ত মোটর বাস্ সাভিস্ আছে, ভাড়া জন প্রতি ৬॥০ টাকা।

পৌরাণিক যুগে এখানে মহিষাসুর নামক এক মহাপরাক্রমশালী অসুর বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম কান্নাড়া ভাষায় মহিষুর অর্থাৎ মহিষপুর হইয়াছে। কথিত আছে, এখানেই চামুণ্ডাদেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে আহত হইয়া মহিষাসুর রামনাদ দেবীপত্তনে পলায়ন করেন এবং সেখানে দেবী কর্ত্তৃক নিহত হ'ন। মহিষুর নগরে ললিতাদ্রি নামক একটী পাহাড়ে চামুণ্ডাদেবীর বৃহৎ মন্দির বিরাজমান। পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট। মন্দির উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, সম্মুখদিকে কারুকার্য্যযুক্ত তোরণ শোভা পাইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী

বিদ্যমান। দুর্গাপূজার সময়ে এখানে নবরাত্রি উৎসব হয়, ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, হোম ইত্যাদি করিয়া থাকেন। রাজপরিবারবর্গ এই কয়েকদিন পাহাড়ের উপরে বাস করেন। বিজয়া দশমী দিবসে এখানে মহাসমারোহে যে রাজোচিত শোভাযাত্রা হয়, তাহা ভারতবিখ্যাত; এই উপলক্ষে নগরের আলোকসজ্জা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। ললিতাদ্রি হইতে মহিষুর নগরের চতুর্দ্দিকের সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। মহিষুরের মহারাজা বহু ব্যয়ে পর্ব্বতারোহণের জন্য উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন, সুতরাং মোটরগাড়ী নিরাপদে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে পারে। কয়েক মাইল পথ আরোহণ করিলে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির দৃষ্ট হইবে। এই দেশে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বলিদানের প্রথা নাই।

পাহাড়ের নিম্নদেশে মহিষুরের ভূতপূর্ব্ব রাজগণের মূর্ত্তি বিদ্যমান। নিকটস্থ একটী মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন, মঠে নিয়মিতরূপে সাধুসেবার বন্দোবস্ত আছে। মহিষুর নগর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং অধিকাংশ রাজপথ সুপ্রশস্ত। রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ মনোরম। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ সুন্দর নগর একটীও নাই। মহিষুরের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য স্থান পূর্ব্বোক্ত ললিতাদ্রি পাহাড় এবং রাজপুরী অর্থাৎ মহারাজার বাসভবন। রাজপুরীতে মহারাজার দুইটী সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে, একটা পুরাতন এবং অপরটী নূতন। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অট্টালিকা, প্রশস্ত উদ্যান, ময়দান, হস্তীশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি বিদ্যমান, রাজপুরীই সহরের একটা সুবিস্তীর্ণ অংশ। মহারাজার প্রাসাদ বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত। মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা বৈদ্যুতিক আলোকের খরচ মহিষুরে কম। ললিতাদ্রি পাহাড়ে উঠিবার পথেও মহারাজা বৈদ্যুতিক আলোকের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহিষুর হইতে উটকামণ্ড পর্য্যন্ত মোটর বাস সার্ভিস আছে, শ্রীরঙ্গ-

মহিষুর হইতে ২০ মাইল দূরে সোমনাথপুরা নামক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে বিগ্রহ নাই, কিন্তু মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিবে। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলি মন্দিরের দেওয়ালে ও স্তম্ভে অদ্ভুত শিল্পকৌশলসহকারে খোদিত আছে। মোটরে যাওয়া যায়, ভাড়া জন প্রতি ১॥০ টাকা।

মহিষুর নগরে একমাত্র দেবালয় পূর্ব্বোক্ত চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। ললিতাদ্রির উপরিভাগে মহিষাসুরমর্দ্দিনী চামুণ্ডাদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আসুন ভক্ত রামপ্রসাদের এই গানটী স্মরণ করিঃ—

যাও গো মা জননী, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোরে খোসামদি করে॥
মা মা ব'লে পাছু পাছু, যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দ'গ্ধে তারে, দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পরে, দেখ্‌বি না মা বিচার ক'রে॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু কথা শুনাতে পারে, যে জনা হে'তের ধরে॥
তার হয়ে আশ্রিত সদা, থাকিস মা পরাণে ড'রে।
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা জোরে॥

নঞ্জনগড়। মহিষুর হইতে চামরাজনগর পর্য্যন্ত মহিষুর রেলপথের একটা শাখা আছে, এই শাখায় মহিষুর হইতে ১৬ মাইল দূরে নঞ্জনগড় নামক ষ্টেশন (Nanjangud Town) অবস্থিত। নঞ্জনগড়ের নিকটে শ্রীকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান।

শ্রীরঙ্গপত্তন। শ্রীরঙ্গপত্তন (Seringapatam) মহিষুর রেল-পথের একটী ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব মহিষুর হইতে ৯ মাইল এবং বাঙ্গেলোর

সিটী জংশন হইতে ৭৭ মাইল। শ্রীরঙ্গমের ন্যায় শ্রীরঙ্গপত্তনও কাবেরীর দুই শাখায় বেষ্টিত একটা ছোট দ্বীপ। শ্রীরঙ্গপত্তন ষ্টেশন এবং সহর এই দ্বীপের অন্তর্গত। ষ্টেশনের অতি নিকটে মহারাজার একটী ছত্র বিদ্যমান ; ছত্রে কূপ আছে, কিন্তু পাইখানা নাই ; নিকটবর্ত্তী ময়দানে বা কাবেরীতীরে শৌচে যাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন, আরও দুই একটী ছত্র আছে।

কাবেরী এখানে অতি তীব্রবেগে প্রবাহিতা, অবগাহন করা দুষ্কর ; জল সুশীতল এবং স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। স্নানঘাটের দৃশ্য মনোরম ; অদূরে নয়নানন্দকর পর্ব্বতশৃঙ্গ, নদীর উভয় পার্শ্বে পত্রপল্লবে সুশোভিত বিবিধ তরুরাজি সুশীতল ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক সারি সারি দণ্ডায়মান। মহিষুর হইতে বহু লোক ছুটির দিনে বা পর্ব্বদিনে শ্রীরঙ্গপত্তনে আসিয়া কাবেরীতে স্নান করেন ; বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে "তুলা কাবেরী" যোগ উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই এখানে যাত্রিসমাগম হয়।

শ্রীরঙ্গপত্তনে কাবেরী নদীর স্নানঘাটের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে এক বার কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের নদীর গানটী স্মরণ করুন :—

নদি, বল্‌রে বল, আমায় বল্‌রে।
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জলরে॥
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গ'লে আবার হইলে তরল রে।

ওরে যে নামেতে তুমি গল (মরি হায়রে নদি),
ওরে সেই নাম আমায় এক বার বল,
দেখি আমার হৃদিস্থলে, গলে কিনা আমার কঠিন হৃদিস্থলরে।
কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কলরে।

নদিরে, তোর ভাবাবেশে, (মরি হায় হায় রে নদি)
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে ভাসায় ধরাতল রে।
ভক্তজন পবনসঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেমতরঙ্গে তুমি কর টলমল রে।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায় হায় রে নদি)
যারে নিকটে পাও, তারে নাচাও,
উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।

শ্রীরঙ্গপত্তন বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান, মহিষুরের পুরাতন রাজধানী এবং প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ। এখানে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সহরেই ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে টিপু সুলতান নিহত হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনে তিনটী বিখ্যাত দেবালয় আছে, তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির প্রধান। এই মন্দির ষ্টেশনের অতি নিকটে অবস্থিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পর পর ৩টী প্রাচীর আছে। মধ্যের প্রাঙ্গণে একটী মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব এবং লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। তৎপরে আবার লক্ষ্মীদেবীর পৃথক্ মন্দির। ভিতরের মহলে মূলমন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথজীর অনন্তশয্যায় শয়ান সুবৃহৎ মূর্ত্তি বিরাজমান, এই বিগ্রহই আদি রঙ্গনাথদেবের মূর্ত্তি। এখানে মন্দিরাভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো আছে, সুতরাং উত্তমরূপে ঠাকুর দর্শন হয়। এই মন্দিরে ১০৮টী তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চনা করাইতে হইলে ।৵০ ভেট (বা দক্ষিণা) দিতে হয় ; কিন্তু কেবল দর্শন বা কর্পূরারতির জন্য দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট নাই, যাত্রীরা যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন।

কথিত আছে, গৌতম ঋষির কোন শিষ্য শ্রীরঙ্গপত্তনে বাঁলুকাস্তূপের

প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজা করিতেছিলেন। কিছু কাল পরে মহিষুরের রাজকন্যা শ্রীমৎরামানুজাচার্য্যের কৃপায় কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়া উক্ত আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর আদেশে রঙ্গনাথদেবের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মণগণ মধুরস্বরে স্তোত্রপাঠ করিয়া থাকেন, শ্রবণ করিলে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, এই বিশ্ব যে সময়ে প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল, সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে সর্পরাজ অনন্তকে শয্যা করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়াছিলেন। ভগবানের পুনরায় বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াই সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত হইলেন। অতঃপর পদ্মনাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বহু চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও নিজের তত্ত্ব এবং এই পদ্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন না। অবশেষে অভিমান শূন্য হইয়া অন্তর্মুখবৃত্তিদ্বারা সমাধিযোগ অবলম্বন করিলেন। ব্রহ্মা এইরূপে শতবৎসর যাবৎ যোগানুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন এবং স্বীয় হৃদয়মধ্যে অনন্তশয্যায় অধিষ্ঠিত ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা শেষশায়ী ভগবানের বহু স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথজী উক্ত শেষশায়ী ভগবানেরই মূর্ত্তবিগ্রহ, সুতরাং আসুন আমরা সকলে মনে মনে শ্রীরঙ্গপত্তনের আদি রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিয়া ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রের কিয়দংশ পাঠ করি ঃ—

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ ৬

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ১১

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ১৫

(শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়)

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে ভগবন্! বহু কাল পরে অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। দেহধারীদিগের দুর্ভাগ্য এই যে তাহারা ভগবানের তত্ত্ব জানে না। হে বিভো! আপনা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই, জগতে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহারা পৃথক্ অস্তিত্বশীল সত্যবস্তু নহে, যেহেতু আপনিই নিজ মায়াশক্তি প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ১

হে প্রভো! যত দিন লোকসকল আপনার অভয় চরণে শরণাগত না হয়, তত দিন তাহাদের ধন, দেহ ও পুত্রমিত্রাদির নিমিত্ত ভয়, শোক,

ধনপুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে দুঃখের মূল কারণ "আমার, আমার" এই মিথ্যা অভিমান করিয়া থাকে। ৬

হে নাথ! যে সকল পুরুষ (গুরূপদেশ) শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পন্থা জ্ঞাত হইয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, আপনি তাহাদের ভক্তিযোগশোধিত হৃদয়সরোজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। হে পুণ্যশ্লোক! (শ্রবণ ব্যতিরেকে) ভক্তেরা আপনার যে কোন মূর্ত্তরূপ স্বেচ্ছায় ধ্যান করিলেও, আপনি ভক্তজনের অনুগ্রহার্থে সেইরূপেই তাহাদের নিকটে প্রকট হইয়া থাকেন। ১১

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ! আপনি ভিন্ন ভিন্ন অবতারে যে সকল নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল নাম (রামনৃসিংহাদি), অথবা আপনার গুণবাচক বা লীলাসূচক অন্যান্য নাম (দীনবন্ধু, পতিতপাবন, গোপাল, কৃষ্ণ, গিরিধারী ইত্যাদি), প্রাণত্যাগসময়ে অবশ হইয়াও উচ্চারণ (বা স্মরণ) করিলে, মনুষ্য বহু বহু জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি হইতে সদ্যোমুক্ত হইয়া শুদ্ধ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মমৃত্যুরহিত ব্রহ্মস্বরূপ আপনার শরণ লইলাম। ১৫

রঙ্গনাথজীর মন্দির ব্যতিরেকে শ্রীরঙ্গপত্তনে আরও দুইটী বিখ্যাত মন্দির আছে, (১) নৃসিংহদেবের মন্দির এবং (২) ঈশ্বরস্বামী বা গঙ্গাধরেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রথমোক্ত দেবালয় রঙ্গনাথজীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। এই দেবালয়ের মূলমন্দিরে ভগবান্ নৃসিংহদেব এবং পৃথক্ মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। ঈশ্বরস্বামীর মন্দির কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। এই মন্দিরে মহাদেবের অভিষেকের দৃশ্য প্রাণস্পর্শী। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদেবের অভিষেক সম্পন্ন করেন। মূলমন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে পরিক্রমা পথ আছে, তন্মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির বিরাজিত। এই দেবালয়ে মধ্যাহ্নভোগের সময়ে উপস্থিত

ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরের নিকটে টিপুসুলতানের মৃত্যুস্থান। ফটকের উপরে একটা প্রস্তরফলকে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা হইতে স্থানটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দর আলি এবং টিপু সুলতানের সমাধিস্থানের উপরে অতি সুন্দর মসজিদ আছে এবং কিঞ্চিৎ দূরে টিপু সুলতানের গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান। এই প্রাসাদে মহিষুর যুদ্ধ সংক্রান্ত ছবি এবং অন্যান্য অনেক সুন্দর ছবি আছে। উক্ত মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে মহিষুর ও মেলকোট প্রভৃতি স্থানে প্রত্যহ মোটর বাস্ যাতায়াত করে।

শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে কিছু দূরে শ্রাবণবেলাকুলা নামক স্থানে একটী সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত জৈনমন্দির আছে।

মেলকোট। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৩ মাইল দূরে এবং মহিষুর নগর হইতে ১২ মাইল দূরে ফ্রেঞ্চরক্স্ (French Rocks) নামক একটা ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের ১৫ মাইল দূরে মেলকোট (Melkote) নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অবস্থিত, মেলকোটের প্রাচীন নাম যাদবাদ্রি। উক্ত ষ্টেশন হইতে মোটর বাস্ যোগে বা গোযানে মেলকোটে যাইতে পারা যায়। মোটর বাস্এর ভাড়া জন প্রতি এক টাকার মধ্যে। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতেও মোটর বাস্এ মেলকোট গমন করা যায়।

মেলকোটে দুইটী বিষ্ণুমন্দির আছে, একটী মন্দিরে শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীনারায়ণ (বা যাদবাদ্রিপতি) বিগ্রহ এবং শ্রীসম্পৎকুমার বিগ্রহ বিরাজমান, শেষোক্ত বিগ্রহের জন্যই মেলকোট বিখ্যাত। অপর মন্দির পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, এই মন্দিরে শ্রীনরসিংহস্বামীর অতি সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত।

মধ্যে যাদবাদ্রিপতি বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের অত্যাচারের আশঙ্কায় এই প্রাচীন বিগ্রহ অর্চ্চকগণ কর্ত্তৃক গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিল। স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যে কল্যাণী নামক সরোবরের সন্নিধানে উক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্যের প্রভাবে প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই অতি সুন্দর এবং বৃহৎ একটী মন্দির ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়।

শ্রীযাদবাদ্রিপতির উৎসববিগ্রহ শ্রীসম্পৎকুমার মুসলমানকর্ত্তৃক দিল্লীতে নীত হইয়াছিল এবং অন্যান্য লুণ্ঠিত দেববিগ্রহের সঙ্গে সম্রাটের তোষা-খানায় রক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া উক্ত বিগ্রহের নিমিত্ত দিল্লী গমন করেন এবং দিল্লীশ্বরের নিকটে বিগ্রহটী প্রার্থনা করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনে ও পাণ্ডিত্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত বিগ্রহ দান করিয়াছিলেন। আচার্য্য উক্ত উৎসব-বিগ্রহ যাদবাদ্রিপতি মন্দিরে (বর্ত্তমান মেলকোটে) যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কথিত আছে, শ্রীসম্পৎকুমার বিগ্রহ দিল্লীশ্বরের কন্যা বিবি লচিমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এক জন ব্রাহ্মণ এই বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, এই কথা জ্ঞাত হইয়া বিবি লচিমার অনেক অনুসন্ধানের পরে বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক মেলকোটে আগমন করেন এবং এই স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। এই মুসলমান রমণীর অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেম দর্শন করিয়া শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য তাঁহাকে মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, বিবি লচিমার শ্রীসম্পৎকুমার বিগ্রহের সঙ্গে অলৌকিক ভাবে বিলীন হইয়াছিলেন। প্রকৃত ভক্ত নীচকুলোদ্ভব বা বিজাতীয় হইলেও হিন্দুসমাজ চিরকালই ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন; কিন্তু সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের

মালবল্লী ও শিবসমুদ্রম্‌। মহিষুর এবং বাঙ্গেলোরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহিষুর রেলপথে মাদ্দুর (Maddur) ষ্টেশন অবস্থিত, ইহার দূরত্ব মহিষুর হইতে ৪০ মাইল এবং বাঙ্গেলোর হইতে ৪৬ মাইল। মাদ্দুর হইতে ২০ মাইল দূরে মালবল্লী, মালবল্লী হইতে আরও ২০ মাইল দূরে শিবসমুদ্রম্ নামক স্থান। প্রথমোক্ত স্থানে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গনাথজীর মন্দির বিদ্যমান। শুনিলাম, এই দেবালয় রঙ্গনাথজীর আদি-স্থান। মহিষুরভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মালবল্লী এই উভয় স্থানেই রঙ্গনাথজী দর্শন করা উচিত। মাদ্দুর হইতে মালবল্লী এবং শিবসমুদ্রম্ মোটর বাস্‌এ যাতায়াত করিতে হইবে।

শিবসমুদ্রম্ একটী ছোট দ্বীপ, কাবেরী নদী শ্রীরঙ্গমের ন্যায় এখানেও দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া উক্ত দ্বীপের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দুই শাখায় দুইটী জলপ্রপাত বিদ্যমান, পূর্ব্বদিকের শাখায় ভর চুক্কি এবং পশ্চিমের শাখায় গগনচুক্কি জলপ্রপাত। জলপ্রপাত দুইটীর দৃশ্য পরম রমণীয়।

তিনশত ফুটেরও অধিক উচ্চ একটী স্থান হইতে কাবেরীর জল তীব্রবেগে নিম্নে পড়িতেছে। জলপ্রপাতের পতনশীল জলের বেগের সাহায্যে কল চালাইয়া মহিষুর রাজসরকার বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিজলী প্রস্তুত করিতেছেন এবং এই বিজলীর সাহায্যে মহিষুর, বাঙ্গেলার এবং কোলার এই তিনটী নগরে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃতির যে শক্তির বৃথা অপচয় হইতেছিল, তাহা কিরূপ সুকৌশলে মানুষের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইবেন। মহিষুরের রাজ সরকার এই বিষয়ে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সেইরূপ কৃতিত্বের নিদর্শন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শিবসমুদ্রের জলপ্রপাত এবং বৈদ্যুতিক কারখানা বাঙ্গালী

বাঙ্গেলোর। বাঙ্গেলোর (Bangalore) মহিষুর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী। ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে ২২২ মাইল, ডাক বা এক্সপ্রেস গাড়ীতে মাদ্রাজ হইতে নয় বা দশ ঘণ্টার পথ। ত্রিচী হইতে ইরোদ জংশন এবং জলারপেট দিয়া বাঙ্গেলোর গমন করা যায়; কিন্তু উক্ত দুই স্থানেই গাড়ী বদ্‌লাইতে হয়। বাঙ্গেলোরে পর্ব্বতগুহামধ্যে গবি-গঙ্গাধরেশ্বর মন্দির নামে একটী মন্দির বিদ্যমান। প্রস্তরময় পর্ব্বতগাত্রে শিবের প্রকাণ্ড ত্রিশূল, ছত্র এবং ঢাক খোদিত আছে।

বাঙ্গেলোর মহিষুরের ন্যায় সুন্দর, পরিষ্কৃতপরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। সহরটী দুই অংশে বিভক্ত; এক অংশ বাঙ্গেলোর সিটী (পুরাতন সহর), ইহা মহিষুর সামন্ত রাজ্যের অন্তর্গত; অপর অংশ বাঙ্গেলোর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট বা সেনানিবাস (Bangalore Cantonment)। শেষোক্ত অংশ ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত, এখানে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বাস করেন। বাঙ্গেলোরের উচ্চতা ৩০০০ ফুট; সুতরাং নগরটী গ্রীষ্মকালে গরম নহে, এবং শীতকালেও এখানে দার্জ্জিলিং, উটী প্রভৃতির ন্যায় অতিরিক্ত শীত নাই; এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চ শৈলাবাস অপেক্ষা বাঙ্গেলোরের ন্যায় অল্প উচ্চ স্থানই অধিকতর উপযোগী। বাঙ্গেলোর সিটী এবং বাঙ্গেলোর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ এই উভয় সহরই সাঁওতালপরগণার দেওঘরের ন্যায় ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে অনেক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গেলোরে বহু অট্টালিকা, রমণীয় উদ্যান, কলেজ, হাঁসপাতাল, মহারাজার রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি বিদ্যমান। বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজ বা ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিয়ুট্ অব্ সায়েন্স (The Indian Institute of Science) বাঙ্গেলোর সিটিতে অবস্থিত।

কলস এবং অম্বুতীর্থ। মহিষুর রাজ্যে বালিহন্নার তালুকে ভদ্রানদীর সমীপে কলস নামক একটী গ্রাম আছে, এই গ্রামে

নামক গ্রাম অবস্থিত; এই গ্রামের ভিতর দিয়া ভদ্রানদীর তীরে তীরে কিছু দূর অগ্রসর হইলে অম্বুতীর্থ নামক তীর্থ প্রাপ্ত হইবেন। স্নানের যোগ উপলক্ষে অম্বুতীর্থে যাত্রিসমাগম হয়।

নিদ্বাণ্ডা—শিবগঙ্গা। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের বাঙ্গেলোর-পুণা শাখায় নিদ্বাণ্ডা (Nidvanda) নামে ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব বাঙ্গেলোর হইতে ৩০ মাইল। এই ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক খ্যাতনামা তীর্থ শিবগঙ্গা পাহাড়ে গমন করিতে হয়। ষ্টেশনে অশ্বযান এবং গোযানের অভাব নাই। শিবগঙ্গায় দুইটী ধর্ম্মশালা এবং কয়েকটী মণ্ডপ বা বিশ্রামস্থান আছে। এখানে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে কয়েকটী বড় বড় মন্দির এবং পাতালগঙ্গা নামক অতলস্পর্শ পবিত্র কুণ্ড বিদ্যমান। প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে এই স্থানে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পর্ব্বতের শিখরদেশে দুইটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে একটী স্তম্ভ হইতে ঐ দিবস জলের স্রোত বহির্গত হয়। এই সময়ে এখানে মেলা হয় এবং বহু যাত্রী আগমন করে।

বনবর—হালেবিদ্ ও বেলুর। বাঙ্গেলোর-পুণা রেলপথে বনবর (Banavar) ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব বাঙ্গেলোর হইতে ১১৩ মাইল। বনবর হইতে ১৫ মাইল দূরে হালেবিদ্ (Halebid) এবং আরও ১১ মাইল দূরে বেলুর অবস্থিত। বনবর ষ্টেশন হইতে উভয় স্থানেই গোশকটে যাওয়া যায়।

হালেবিদ্ প্রাচীন দোরাসমুদ্রনগরের বর্ত্তমান নাম, এই নগর হয়সালা রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানে কয়েকটী পরম রমণীয় কিন্তু ভগ্নদশাপ্রাপ্ত দেবমন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে হয়সালেশ্বর মন্দির এবং কেদারেশ্বর মন্দির বিখ্যাত। প্রথমোক্ত মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণে ভাস্করগণ কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

মন্দিরের কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরটী এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।

বেলুরে চেন্নাকেশবের মন্দিরও অতি সুন্দর, এই মন্দির রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনকর্ত্তৃক প্রায় ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

বিরুর এবং শিমোগা। পুনা-বাঙ্গেলোর রেলপথে বাঙ্গেলোর হইতে ১৩১ মাইল দূরে বিরুর (Birur) ষ্টেশন অবস্থিত। বিরুর জিলার বুদন পর্ব্বতশ্রেণী প্রাকৃতিক শোভার জন্য বিখ্যাত। এই পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গের উচ্চতা ৬৩০০ ফুটের অধিক, ইহা অপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ মহিষুর রাজ্যে নাই। বুদন পাহাড়ে দত্তাত্রেয় ঋষির আসন বিদ্যমান, প্রবাদ এই যে এই পাহাড়ের একটী গুহার মধ্যে দত্তাত্রেয় ঋষি অদৃশ্য হইয়াছেন। কথিত আছে, যখন এই ঋষি পুনরায় গুহা হইতে আবির্ভূত হইবেন, তখন কল্কী অবতারের সূচনা হইবে এবং অবশেষে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

বুদন পাহাড়ের একটী গুহার সম্মুখে বাবা বুদন নামক মুসলমান পীরের সমাধিস্থান বর্ত্তমান, এই পীরের নামানুসারেই পাহাড়ের নাম বুদন পাহাড় হইয়াছে। বাবা বুদনের সমাধি "দক্ষিণদেশের মক্কা" নামে অভিহিত হয়, ইহা মুসলমানদের একটা তীর্থ স্থান।

বিরুর হইতে আরাসলু (Arasalu) পর্য্যন্ত যে একটী শাখা রেলপথ আছে, শিমোগা সহর (Shimoga Town) তাহারই একটা ষ্টেশন; বিরুর হইতে ইহার দূরত্ব ৪০ মাইল। শিমোগা হইতে ৬৪ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ জার্সপ্পা জলপ্রপাত, এখানে শরবতী নদী প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ পাহাড় হইতে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। এই চারিটী নির্ঝরিণীর দৃশ্য (বিশেষতঃ সন্ধ্যাসময়ে) বড়ই চমৎকার, শিবসমুদ্রম এর দৃশ্য অপেক্ষাও মনোহর। মহিসুর রাজ্যের

প্রপাতের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর এবং ভগবদ্ভাবোদ্দীপক। এই সকল স্থানের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে আকুলপ্রাণ দর্শকেরা স্বতঃই বলিবেন, হে বিভো! তোমার কত বিভূতি, কত লীলাস্থান দর্শন করিলাম; কিন্তু হায়, আশা পূরিল কই? ঠাকুর! প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে দাও, মিটিয়ে দাও। মনে হইবে —

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা, মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মম, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যাম-শোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবেহে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না॥

শৃঙ্গেরী মঠ। মহিষুর রাজ্যের কাডুর জিলায় শৃঙ্গেরী (Sringeri) নামক স্থানে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শৃঙ্গেরী মঠ অবস্থিত। শৃঙ্গেরীর ভাল নাম শৃঙ্গগিরি বা সিংহারি। শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা, দক্ষিণে মহিষুর রাজ্যে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব্বে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, উত্তরে বদরী-নারায়ণের পথে জ্যোতির্ম্মঠ (যোষীমঠ) এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ। শৃঙ্গেরী তুঙ্গা নদীর নিকটে অবস্থিত। আচার্য্য শঙ্কর এখানে সারদাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সরস্বতীবিগ্রহ স্থাপিত করেন এবং নিকটেই শৃঙ্গেরীমঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যতম শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যকে এই মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

বাঙ্গেলোর-পুণা রেলপথে বিরুর জংশন (Birur Jn.) নামক ষ্টেশনে

আরাসলু-বিরুর শাখা রেলপথে টারিকিয়ার জংশন (Tarikere Jn.) বা শিমোগা (Shimoga) যাইতে হইবে। বিরুর হইতে টারিকিয়ার ১৬ মাইল দূরে এবং শিমোগা সহর ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। শৃঙ্গেরী শিমোগা হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী, মোটর বাস্ সার্ভিস্ আছে, ভাড়া জন প্রতি ৩৲ তিন টাকা। টারিকিয়ার হইতেও মোটর বাস্এ শৃঙ্গেরী যাওয়া যায়, দূরত্ব ৬০ মাইল, ভাড়া জন প্রতি ৩৲। শিমোগায় নামিলে জার্সপ্পা জলপ্রপাত দেখারও সুযোগ হইবে (বিরুর-শিমোগা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

খণ্ডেয়। মহিষুরের কাডুর জিলায় বালিহন্নার তালুকে ভদ্রানদী তীরে খণ্ডেয় নামক স্থানে কয়েকটী প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে মার্কণ্ডেশ্বর মন্দিরই প্রধান। তদ্ভিন্ন, শ্রীজনার্দ্দনদেবের মন্দির এবং মৃত্যুঞ্জয়শিবের মন্দিরও উল্লেখযোগ্য।

চিতলদ্রুগ—আর্কলিমঠ। পুনা-বাঙ্গেলোর রেলপথের চিকজাজুর (Chikjajur) ষ্টেশন বাঙ্গেলোর হইতে ১৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে একটী শাখা রেলপথ চিতলদ্রুগ (Chital-drug) গিয়াছে, দূরত্ব ২১ মাইল। শেষোক্ত নগরের পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে আর্কলিমঠ অবস্থিত। এই স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে কয়েকটী অদ্ভুত রকমের অতি প্রাচীন মন্দির, শিবলিঙ্গ, স্নানাগার ইত্যাদি বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ ৫০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে এই সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হরিহর। পুনা-বাঙ্গেলোর রেলপথে হরিহর (Harihar) নামে ষ্টেশন আছে। বাঙ্গেলোর হইতে ইহার দূরত্ব ২১১ মাইল। এই সহর মহিষুর রাজ্যের সীমান্তে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত হরিহর মন্দির বর্ত্তমান। এই মন্দির প্রায় ৭০০ বৎসর প্রাচীন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হাম্পি ও কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ।

হস্পেট ষ্টেশন, তুঙ্গভদ্রা নদী ও কিষ্কিন্ধ্যা।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরপশ্চিম অংশে মহিষুর রাজ্যের উত্তরে বেলারি নামক একটী জিলা আছে, মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের হস্পেট (Hospet Jn.) ষ্টেশন বেলারি জিলার অন্তর্গত এবং নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ সীমার সন্নিকটে অবস্থিত। মাদ্রাজ হইতে হস্পেট যাইতে হইলে এম্. এস্. এম্ রেলওয়ের মাদ্রাজ-রায়চর শাখায় প্রথমে গুণ্টাকল্ (Guntakal Jn.) গমন করিতে হইবে (দূরত্ব ২৭৬ মাইল), তৎপরে গুণ্টাকল-হুব্‌লি রেলপথে হস্পেট যাইতে হইবে (দূরত্ব ৭১ মাইল)। বাঙ্গালা দেশের যাত্রীরা মাদ্রাজ না গিয়া প্রথমেই হস্পেট যাইতে ইচ্ছা করিলে, বেজোয়াদা (Bezwada Jn.) হইতে মসলিপত্তন-গুণ্টাকল রেল-পথে গুণ্টাকল যাইবেন (বেজোয়াদা হইতে গুণ্টাকলের দূরত্ব ২৭৯ মাইল)।

মহিষুর রাজ্যে তীর্থভ্রমণ সমাপন করিয়া হস্পেট যাইতে ইচ্ছুক হইলে, বাঙ্গেলোর ষ্টেশন হইতে গুণ্টাকল্ যাইবেন, অথবা বাঙ্গেলোর-পুণা রেলপথের অন্যান্য তীর্থ দর্শনান্তে হুব্‌লি দিয়া হস্পেট যাইবেন। বাঙ্গেলোর হইতে হস্পেটের দূরত্ব গুণ্টাকলের পথে ২৪৬ মাইল, কিন্তু হুব্‌লি দিয়া ঘূরিয়া গেলে ৩৮১ মাইল।

মহিষুরে তুঙ্গা এবং ভদ্রা নামে দুইটী নদী আছে, কুদালি নামক স্থানে উভয় নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নাম ধারণ করিয়াছে। তুঙ্গ-ভদ্রা হস্পেটের নিকট দিয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে এবং

ভাগীরথী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী এবং তুঙ্গভদ্রা এই পাঁচটী নদী দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ গঙ্গা নামে অভিহিত। তুঙ্গভদ্রা পূর্ব্বকালে পম্পা নামে পরিচিত ছিল। তুঙ্গভদ্রা-গঙ্গায় স্নান করার জন্য এবং কিষ্কিন্ধ্যা দর্শনের নিমিত্ত ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু লোক সর্ব্বদা হস্পেট ষ্টেশনে গমন করেন। হস্পেট ষ্টেশনের ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর একটী পারঘাট আছে, এই ঘাটের সম্মুখে নদীর অপর পারেই নিজাম রাজ্যের আরম্ভ। এই অঞ্চলে তুঙ্গভদ্রা নদী ব্রিটিশ ভারতকে নিজামরাজ্য হইতে পৃথক্ করিতেছে।

তুঙ্গভদ্রার উত্তর পার্শ্বে উক্ত পারঘাটের সমীপে অবস্থিত নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ পর্ব্বতময় স্থান এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যা নামে পরিচিত। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণপার্শ্বে ব্রিটিশ রাজ্যে হাম্পি, বিজয়নগর এবং ফটিকশিলা (বাল্মীকি-রামায়ণের মাল্যবান্ বা প্রস্রবণ গিরি) অবস্থিত। বাঙ্গালীর পক্ষে সুদূর কিষ্কিন্ধ্যা দর্শন কষ্টসাধ্য; কিন্তু এই অঞ্চলের তীর্থস্থানসকল দর্শন করিলে, নিশ্চয়ই দর্শকগণ শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিবেন।

উত্তরভারতে হিমালয়, চিত্রকূট ও ব্রজভূমির কদমখণ্ডী, পশ্চিম ভারতে গির্ণার, মধ্যভারতে নর্ম্মদা, পূর্ব্ব ভারতে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থ এবং দক্ষিণ ভারতে কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চল ও নীলগিরি, মহিসুরের জলপ্রপাতসকল এবং ত্রিবাঙ্কুরের কন্যাকুমারী, এই সমুদয় তীর্থস্থান নৈসর্গিক শোভার জন্য বিখ্যাত। এই সকল পুণ্যস্থানের মধ্যে হিমালয়, গির্ণার, কিষ্কিন্ধ্যা ও কন্যাকুমারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিজয়নগর ও কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চল একাধারে ভগবানের লীলাস্থলী, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান, হিন্দুর অতীত গৌরবের একমাত্র নিদর্শন, প্রকৃতির অতুলনীয় রম্য কানন, শ্রেষ্ঠ তপোভূমি এবং ভাস্করশিল্পের

মণি এবং শক্তিসাধনার উপযোগী মহাশ্মশান; সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য দ্রষ্টব্য পুণ্যতম ক্ষেত্র।

তীর্থ-যাত্রীরা হস্পেট ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত তীর্থস্থান-সকল দর্শন করিবেন। প্রথমোক্ত ৬টী স্থান তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ব্রিটিশ রাজ্যে (মাদ্রাজ প্রদেশে) অবস্থিত এবং অবশিষ্ট ৪টী স্থান নিজাম রাজ্য হায়দরাবাদের অন্তর্গত।

(১) হাম্পি—পম্পাপতি মন্দির (২) চক্রতীর্থ
(৩) বিঠোবা মন্দির (৪) বিজয়নগর ভগ্নপ্রাসাদ এবং দেবমন্দির
(৫) মতঙ্গ পর্ব্বত (৬) মাল্যবন্ত পাহাড় (ফটিক শিলা)
(৭) আনেগন্দি গ্রাম (৮) চিন্তামণি আশ্রম
(৯) ঋষ্যমূক ও অঞ্জনা পাহাড় (১০) পম্পাসরোবর এবং শবরীগুহা।

কিষ্কিন্ধ্যাযাত্রীর জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা :—কিষ্কিন্ধ্যার চতুর্দ্দিকে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করিতে হইলে প্রায় ১ মাসের প্রয়োজন। এই বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য স্থানে দীর্ঘকাল বাস করা কষ্টকর; কিন্তু তিন চারি দিন মধ্যেই উল্লিখিত প্রধান প্রধান স্থানসমূহ দর্শন করা সম্ভব হইবে। হস্পেট ষ্টেশনের প্রায় ১ মাইল দূরে অনন্তশয়নগুড়ি নামে গ্রাম আছে, যাত্রিগণ প্রথম দিন ঐ গ্রামের ছত্রে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিবেন এবং অপরাহ্নে হাম্পি যাইবেন। ঐ দিবস সায়াহ্নে এবং পর দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে হাম্পি ও বিজয় নগরের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিয়া ২য় রাত্রিও হাম্পিতে যাপন করিবেন। ৩য় দিন ভোর বেলা তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে গমন করিবেন এবং নদী পার হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই পম্পাসরোবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া চিন্তামণি ফিরিবেন। পম্পাসরোবরের তীরস্থ আশ্রমে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া

চিন্তামণি ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপন পূর্ব্বক ৪র্থ দিন প্রাতে তুঙ্গভদ্রার পারঘাটে নদী পার হইয়াই ফটিকশিলা যাইবেন। এখানে দর্শন ও মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া ৪র্থ দিবস অপরাহ্ণে হস্পেট ষ্টেশনে ফিরিবেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় পাণ্ডা নাই। হস্পেট ষ্টেশনে দুই এক জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, ইঁহাদের এক জনকে সঙ্গে লওয়া কর্ত্তব্য। হস্পেট ষ্টেশন হইতেই মোটরগাড়ী বা অশ্বযানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, অন্য কোথাও গাড়ী পাওয়া যায় না। গাড়ী তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হাম্পি, বিজয়নগর ও ফটিকশিলা প্রভৃতি সকল স্থানে যাইবে এবং তুঙ্গভদ্রার পারঘাট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। কিষ্কিন্ধ্যা দর্শনান্তে কখন পারঘাটে ফিরিবেন পূর্ব্বেই গাড়ীওয়ালাকে বলিয়া দিলে সে যথাসময়ে পারঘাটে উপস্থিত হইয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। গাড়ী প্রায় কোন মন্দিরের ফটক পর্য্যন্ত যাইবে না, কিছু না কিছু দূরে থাকিবে, সুতরাং অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেই হইবে। এই সকল স্থানে কুলি মজুরও পাওয়া যায় না, কারণ হাম্পি একটী ক্ষুদ্র পল্লী, আর ফটিকশিলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য-স্থানে দুই একটী দেবালয় মাত্র আছে। পম্পাসরোবরে যাইতে হইলে তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া আধ মাইল দূরবর্ত্তী আনেগন্দি গ্রাম হইতে গোশকট ভাড়া করিয়া লইবেন (অশ্বযান পাওয়া যায় না)। এখানে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে গাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু অপরাহ্ণে গাড়ী দুষ্প্রাপ্য। হাম্পি, ফটিকশিলা প্রভৃতি স্থানে বাজার নাই, খাদ্যবস্তু পূর্ব্বেই অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। অনন্তশয়নগুডি এবং আনেগুন্দিতে বাজার আছে।

প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, বালী কিষ্কিন্ধ্যা নামক বানররাজ্যের রাজা ছিলেন। অনুজ সুগ্রীবের সহিত

সুগ্রীব বালী কর্ত্তৃক পরাজিত ও তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে মতঙ্গারণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মতঙ্গবনে এই সময়ে মতঙ্গ ঋষি বাস করিতেন, কোন কারণবশতঃ তিনি বালীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে এই বনে আসিলে বালীর মৃত্যু হইবে। এই কারণে মতঙ্গবনে বাস করাই সুগ্রীব নিরাপদ্ মনে করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের সঙ্গে হনুমান্ নামক এক জন বলিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। হনুমানের মাতার নাম ছিল অঞ্জনা, তিনি অঞ্জনা পাহাড়ে বাস করিতেন এবং এই পাহাড়েই হনুমানের জন্ম হইয়াছিল। মতঙ্গবনের অন্তর্গত ঋষ্যমূক পর্ব্বত ও মলয়গিরি প্রভৃতি স্থানে সুগ্রীব হনুমানাদি অনুচরবর্গসহ বিচরণ করিতেন। মতঙ্গবন ও অঞ্জনা পাহাড় কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। এই স্থানে পম্পা নামক একটী নদী (বর্ত্তমান তুঙ্গভদ্রা) এবং পম্পাসরোবর নামক সুবৃহৎ হ্রদ ছিল। পম্পানদী তখন পম্পাসরোবরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃবাক্যপালনের নিমিত্ত সীতাদেবী ও লক্ষ্মণদেব সহ বনে গমন করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নাসিকে পঞ্চবটীবনে বাস করেন। এই সময়ে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাদেবীর অপহরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে বহুদিন যাবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কিষ্কিন্ধ্যায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সম্মুখভাগে পম্পাতীরে হনুমানের সাক্ষাৎ পাইলেন। হনুমান্জী শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণদেবকে সুগ্রীবের নিকটে লইয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। উভয়েই তখন বিপন্ন ; শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃজায়াপহরণকারী বালীর বধ সাধন করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সুগ্রীবও সীতাদেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বলে বলীয়ান্ হইয়া সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহবান করিলেন। এই যুদ্ধে বালী শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

সমাগতপ্রায় দেখিয়া সানুজ শ্রীরামচন্দ্র মাল্যবান্ গিরিতে (ফটিকশিলায়) বর্ষার চারিমাস কাল বাস করিয়া চাতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন করিলেন। অতঃপর সুগ্রীব চারিদিকে বিশ্বস্ত বানরদিগকে সীতাদেবীর সন্ধানার্থে পাঠাইলেন, হনুমান্‌জীও দক্ষিণদেশে প্রেরিত হইলেন। কিছু কাল পরে হনুমান্‌জী সংবাদ লইয়া আসিলেন, সীতাদেবী লঙ্কায় অশোকবনে আছেন। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, হনুমান্ ও জাম্বুবান্ প্রভৃতি সহ অসংখ্য বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কাভিমুখে অভিযান করিলেন এবং রামনাদের নিকটে দর্ভশয়নম্ নামক স্থানে উপনীত হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কয়েকমাস যাবৎ কিষ্কিন্ধ্যায় লীলা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যা পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর পার্শ্বে নিজামরাজ্যে আনেগন্দি, ঋষ্যমূক, অঞ্জনাপর্ব্বত এবং পম্পাসরোবর প্রভৃতি যে সকল স্থান অধুনা কিষ্কিন্ধ্যা নামে পরিচিত, তৎসমুদয় প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ছিল, এই কথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা তুঙ্গভদ্রা (পম্পা) নদীর দক্ষিণপার্শ্বেও আংশিকরূপে বিস্তৃত ছিল, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। পম্পানদীর গতিপথ শ্রীরামচন্দ্রের সময় হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবেই আছে, এ কথা বলা যায় না। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে পম্পানদী এক্ষণে পম্পাসরোবর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং পম্পাহ্রদ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণদিকে হাম্পিতে যে পম্পাপতি বা বিরূপাক্ষ মহাদেব আছেন, কথিত আছে, বালী রাজাই সেই মহাদেব স্থাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং হাম্পি তখন বালীর রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। বালীবধের সময়ে যে স্থানে সুগ্রীবের সহিত বালীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানটী চিন্তামণি দেবালয়ের সম্মুখে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে নিম্বাপুরগ্রামে এখনও

তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে। এই সকল কারণে অনুমান হয়, প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা হাম্পি, নিম্বাপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

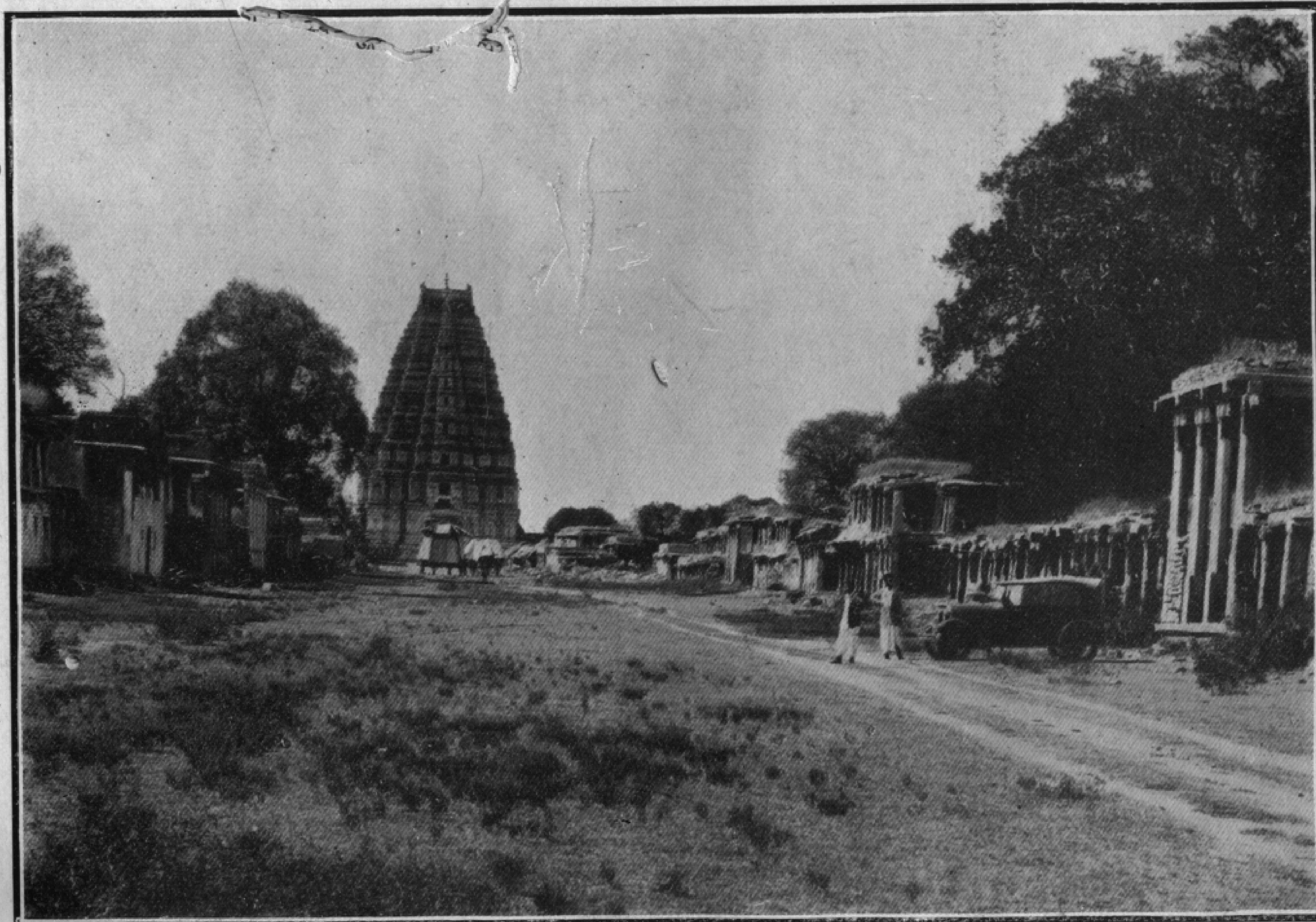
অসংখ্য প্রস্তরময় পাহাড় ("ডোঙ্গর"), পর্ব্বতগাত্রে বহুসংখ্যক গুহা এবং পম্পা বা তুঙ্গভদ্রা নদী প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশাল প্রস্তরখণ্ডসকল কেহ যেন উপর্য্যুপরি স্থাপিত এবং সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। আবার কোথাও দেখা যায়, উপরিভাগ অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এইরূপ এক খণ্ড ছোট প্রস্তরের উপরে বৃহৎ শত শত মণ ভারী প্রস্তর স্থিরভাবে রহিয়াছে ; দেখিলেই দর্শকের আতঙ্ক হয়, এখনই বুঝি স্খলিত হইবে। স্থানীয় লোকেরা বলেন, প্রাচীন যুগের বলবান্ বানরেরাই এইরূপে পাথর সাজাইয়া খেলা করিয়াছিল !

বিজয়নগর রাজ্য। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্য নামে এক বিখ্যাত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম বিজয়নগর (প্রাচীন বিদ্যানগর)। এক সময়ে বিজয়নগর একটী বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, বর্ত্তমান হাম্পি এই নগরের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র স্থান মাত্র (স্থানীয় কানাড়ী ভাষায় পম্পাপুর শব্দ হাম্পিতে পরিণত হইয়াছে)। আনেগন্দি এবং তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরের সমীপবর্ত্তী অন্যান্য স্থান পূর্ব্বে বিজয়নগরের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজা কৃষ্ণদেব রাও নামক এক জন সুবিখ্যাত প্রতাপান্বিত হিন্দু নৃপতি বিজয়নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি নিজ বাহুবলে অন্যান্য রাজগণকে জয় করিয়া দাক্ষিণাত্যব্যাপী বিপুল হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সাম্রাজ্য পশ্চিমে প্রায় বোম্বাই পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বোত্তরে উৎকল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের করতলগত, সেই সময়েও তিনি মুসলমান

মহারাজা কৃষ্ণদেব রাও যেমন ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই আবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বিদ্বান্ এবং কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে সুবৃহৎ রমণীয় দেবালয় সমূহ নির্ম্মাণ (বা সংস্কার) করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুমন্দিরসমূহ রক্ষা করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছেন। বিজয়নগরে তিনি যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কলাকৌশল সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এশিয়া ও ইউরোপের পর্য্যটকগণ লিখিয়াছেন যে ঈদৃশ অনুপম রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর কোন নরপতি আধুনিক যুগে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হ'ন নাই। [পাঠকগণ সিউয়েল সাহেবের বিস্মৃত সাম্রাজ্য নামক পুস্তক ("Forgotten Empire" by Mr. Sewell) এবং লঙহার্ষ্ট সাহেবের হাম্পির ধ্বংসাবশেষ নামক পুস্তক হইতে বিজয়নগরের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারেন।]

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুরাজগণের গৃহবিবাদ ও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ বশতঃ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিজাপুর, গোলকণ্ডা প্রভৃতি স্থানের মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে বিজয়নগর রাজ্য অধিকার করেন এবং পূর্ব্বোক্ত মনোহর রাজপ্রাসাদ এবং দেবালয় প্রভৃতি ধ্বংস করেন। যে বিজয়নগর রাজ্যের রাজগণের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুমন্দির ও হিন্দুসভ্যতা দুই শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ মুসলমানের হস্ত হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল, সেই রাজ্য ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধের ফলে মুসলমানের হাতেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এক্ষণে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ভ্রমণকারিগণ হাম্পি আগমন করেন। বিজয়নগরের হাজরা রামস্বামীমন্দির এবং হাম্পির সন্নিহিত মুসলমান-বিধ্বস্ত বিঠোবা মন্দির বিজয়নগর রাজগণের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। বিজয়নগর হিন্দুর অতীত গৌরবের মহাশ্মশান। শ্মশানদর্শন



হাম্পি (বিজয়নগর)—পম্পাপতি দেবালয় (পৃঃ ২৩৭)

হিন্দুসাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। বিজয়নগরের শ্মশানভূমিদর্শন সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য। (অবশ্য অশ্রু বিসর্জ্জনের জন্য নহে, সাধনার বীজ সংগ্রহের নিমিত্ত)।

হাম্পি। হস্পেট ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক ছয় মাইল দূরে হাম্পি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে বিখ্যাত পম্পাপতি (বিরূপাক্ষ) মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। দেবালয়টী কারুকার্য্যশোভিত, সিংহদ্বারের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে তামা বা স্বর্ণের পাতে মণ্ডিত কয়েকটী স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। নিকটে নদী ও পর্ব্বত থাকাতে দৃশ্য মনোরম। প্রবেশদ্বারের বামদিকে কৈলাস নামে যে উচ্চ স্থান আছে, তাহা সকলেরই দর্শনীয়। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া দর্শকগণ আনন্দ লাভ করিবেন।

পম্পাপতি মন্দিরে যাত্রীদের বাসোপযোগী ঘর আছে, সুতরাং ইচ্ছা হইলে এই দেবালয়ে দুই এক দিন বাস করিতে পারেন।

চক্রতীর্থ। বিরূপাক্ষদেবের মন্দির হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে চক্রতীর্থ নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র দেবালয় আছে, মন্দিরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। দেবালয়ের সম্মুখে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ, এই বৃক্ষের পাদদেশেই তুঙ্গভদ্রা নদী তীব্রবেগে প্রবাহিতা, অপর পারে ঋষ্যমূক পর্ব্বত শোভা পাইতেছে; এই তিনের সম্মিলনে স্থানটীর দৃশ্য পরম রমণীয়। সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে শ্রীরামচন্দ্র যে সময়ে লক্ষ্মণদেব সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পম্পানদীতীরস্থ এই চক্রতীর্থেই হনুমান্‌জীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই ঘটনার স্মরণার্থে এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। যে ভূমি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের পদরজাভিষিক্ত, যাহার সন্নিধানে পূতসলিলা পম্পানদী প্রবাহিতা, যে স্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মিলনক্ষেত্র ও সাময়িক বাসভূমি পবিত্র ঋষ্যমূক পর্ব্বত অদূরে দৃশ্যমান, সেই পুণ্য-

স্মৃতিজড়িত অশ্বত্থছায়াস্নিগ্ধ পবিত্র স্থানে দীর্ঘকাল যাবৎ উপবিষ্ট হইয়া এক দিন ধন্য হইয়াছিলাম এবং সুদুর্লভ স্বর্গীয় আনন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কিছু ক্ষণ এখানে স্থিরচিত্তে উপবেশন করিলে সকলেরই স্থানমাহাত্ম্যের উপলব্ধি হইবে।

বিঠোবা মন্দির। চক্রতীর্থ হইতে অল্প দূরে বিজয়নগর-রাজনির্ম্মিত বিঠোবা বা বিট্‌ঠল দেবের মন্দির বিদ্যমান। এই অপূর্ব্ব-কারুকার্য্যশোভিত মন্দির এখনও বিজয়নগরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। মন্দিরে দেববিগ্রহ নাই, মুসলমানদের ভয়ে বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছিল (সম্ভবতঃ পাণ্ঢারপুরে)। এই মন্দিরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য এবং নাটমন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভ সকল দর্শন করিয়া দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। মোটর গাড়ী বা অশ্বযান এই মন্দির পর্য্যন্ত গমন করে, এখানে গাড়ী রাখিয়া আমরা পদব্রজে চক্রতীর্থ ও পম্পাপতিমন্দির দর্শন করিয়াছিলাম (দূরত্ব যাতায়াতে প্রায় ১॥ মাইল)।

বিজয়নগর—ভগ্ন প্রাসাদ এবং সন্নিহিত দেবালয়সমূহ। হস্পেট হইতে ৬ মাইল দূরে এবং হাম্পির নিকটে বিজয়নগরের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং হস্তীশালা, উষ্ট্রশালা প্রভৃতি বিদ্যমান। একটী মন্দিরে সুবৃহৎ পদ্মাবতীশ্বরবিগ্রহ বিরাজিত। নিকটেই রঙ্গনাথজীর মন্দির এবং কিঞ্চিৎ দূরে কোদণ্ডরাম-স্বামীর মন্দির বর্ত্তমান। নরসিংহস্বামীর মন্দির এক খণ্ড বিশাল প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। প্রাসাদের অনতিদূরে হাজরা রামস্বামীমন্দির নামক আর একটী বিখ্যাত পরম রমণীয় দেবালয় আছে, বিজয়নগরের মহারাজা এবং মহারাণী এই দেবালয়ে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতেন। দেবালয়টী উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাঙ্গণে একটী ছোট মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী

ঘটনা খোদিত আছে। তাড়কাবধ, হরধনুর্ভঙ্গ, রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের মৃত্যুশয্যা ইত্যাদি বহুবিধ প্রস্তরে খোদিত চিত্র ভারতীয় ভাস্করশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান।

মতঙ্গপর্ব্বত। "মতঙ্গপর্ব্বত তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে এবং হাম্পি গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। মতঙ্গপর্ব্বতের উপরে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত পরশুরামের দুই মূর্ত্তি, একটী দেবীর মূর্ত্তি এবং তিনটী বৃষমূর্ত্তি আছে। লঙহার্ষ্ট সাহেব বলেন যে মতঙ্গ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে বিজয়নগরের মনোহর চিত্রপট চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয় এবং এ চিত্রপটের তুলনা দক্ষিণ ভারতে আর নাই।" *

ফটিকশিলা। হস্পেট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণপার্শ্বে ফটিকশিলা বা মাল্যবন্ত পর্ব্বত অবস্থিত, এই পর্ব্বতের নাম মূল সংস্কৃত রামায়ণে মাল্যবান্ গিরি বা প্রস্রবণ গিরি, তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণে ফটিকশিলা। হস্পেট হইতে একটী প্রশস্ত রাজপথ অনন্তশয়নগুডি এবং কমলাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বেলারি নগরে গিয়াছে, এই পথে হস্পেট হইতে বেলারি পর্য্যন্ত মোটর যাতায়াত করে। রাস্তাটী ফটিকশিলার নিকট দিয়া গিয়াছে। ফটিক-শিলার উপরে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটী প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান। মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তরগাত্রে খোদিত আছে, এই প্রস্তর পাহাড়েরই অংশ। পাহাড়ে কূপ না থাকিলেও জলাভাব নাই। এইরূপ প্রস্তরময় উচ্চ স্থানে কূপ খনন করা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সুদুরূহ। দীর্ঘাকার একটী অপ্রশস্ত গভীর গর্ত্ত মধ্যে উৎকৃষ্ট পানীয় জল বিদ্যমান। ইহার নাম রামবাণ। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, বালীবধের পরে শ্রীরাম-

---

* (হাজরারামস্বামীর মন্দিরের বিবরণ এবং মতঙ্গপর্ব্বতের বিবরণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

চন্দ্র লক্ষ্মণদেবসহ ফটিকশিলায় চারিমাস যাবৎ বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি বাণদ্বারা পৃথিবী ভেদপূর্ব্বক পাতাল হইতে জল উঠাইয়া এখানে একটী জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জন্য জলাশয়টী এক্ষণে রামবাণ নামে পরিচিত। দেবালয়ের প্রাচীরের বহির্দিকে লক্ষ্মণবাণ নামক এইরূপ আর একটী জলাশয় আছে, ইহার জল পানের উপযুক্ত না হইলেও অন্যান্য কার্য্যের উপযোগী। লক্ষ্মণবাণের নিকটস্থ একটী গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই গুহার সন্নিহিত স্থান বড়ই মনোরম।

এই মন্দিরে শ্রীসম্প্রদায়ের কয়েক জন বৈষ্ণব সাধু বাস করেন, এক জন বাঙ্গালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবও কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে আছেন। দেবালয়ের বর্ত্তমান সেবায়েত তোতাদ্রির মহন্তজীর চেলা; তাঁহার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যাত্রিগণ সন্তুষ্ট হইবেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণরজে পবিত্রীকৃত এই দেবালয়ে আমরা এক অহোরাত্র বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অহল্যাপাবন, পিতৃভক্ত, করুণাময়, শরণাগত জনের আশ্রয়, নিজ মায়ায় নররূপী, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে চারি মাস যাবৎ লীলা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যভূমির দর্শন ও স্পর্শ লাভ করিয়া মনে করিলাম,

"ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতকার্য্যোঽস্মি রাঘব"।

ফটিকশিলায় লক্ষ্মণবাণের সন্নিহিত স্থান হইতে বিজয়নগর ও হাম্পির পার্ব্বত্য দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। এক দিন সায়াহ্নে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে এই নির্জ্জন স্নিগ্ধ শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিদেবীর স্নেহমাখা শীতল সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে দুঃখপূর্ণ

কথা মনে পড়িলে অতীতের কত কাহিনী স্মৃতিপটে উদিত হয়। কোথায় সেই বালী ও সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য? শৌর্য্যে এবং শিল্পকলায় আধুনিক ভারতের গৌরবস্বরূপ, ধর্ম্মকর্ম্মে এবং সাধনভজনে এক সময়ে দক্ষিণভারতের কেন্দ্রস্বরূপ, এই কি সেই বিজয়নগর? মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের অমরাপুরীতুল্য কই সেই সমৃদ্ধিশালী রাজপুরী? দাক্ষিণাত্যের এক-চ্ছত্র সম্রাট্ মুসলমানবিজয়ী ধর্ম্মাপরায়ণ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রাও যে অনির্ব্বচনীয়শোভাসম্পন্ন, ভূতলে অতুলনীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তীকালে মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া এখন ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। যে নগরে শত শত রমণীয় হর্ম্ম্য, অসংখ্য বেদস্তোত্রমুখরিত বিবিধবাদ্যধ্বনিত দেবালয় ও বহু পান্থনিবাস শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বিজন বনে পরিণত। যে সকল পার্ব্বত্য গুহায় শত শত সাধুসন্ন্যাসী বাস করিয়া নির্বিঘ্নে ভজন সাধন করিতেন, সেই সকল গুহা এখন ব্যাঘ্র ও সর্পের আবাসস্থান। কেবল সামান্য কয়েকটী দেবালয় এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের লীলামাধুরীর নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া বিজয়-নগরের অতীত বিজয়কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। মনে হয়—

রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।
যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী॥

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরকোশল রাজ্য কোথায়? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মথুরা রাজ্যই বা কোথায়? যে সকল রাজ্যে স্বয়ং ভগবান্ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কালের করালগ্রাসে নিপতিত, সুতরাং বিজয়নগর বা দিল্লীর সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এ আর বিচিত্র কি?

বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ ও দেবালয় এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। হিন্দু-মাত্রই কর্ম্মফলবাদী, সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে

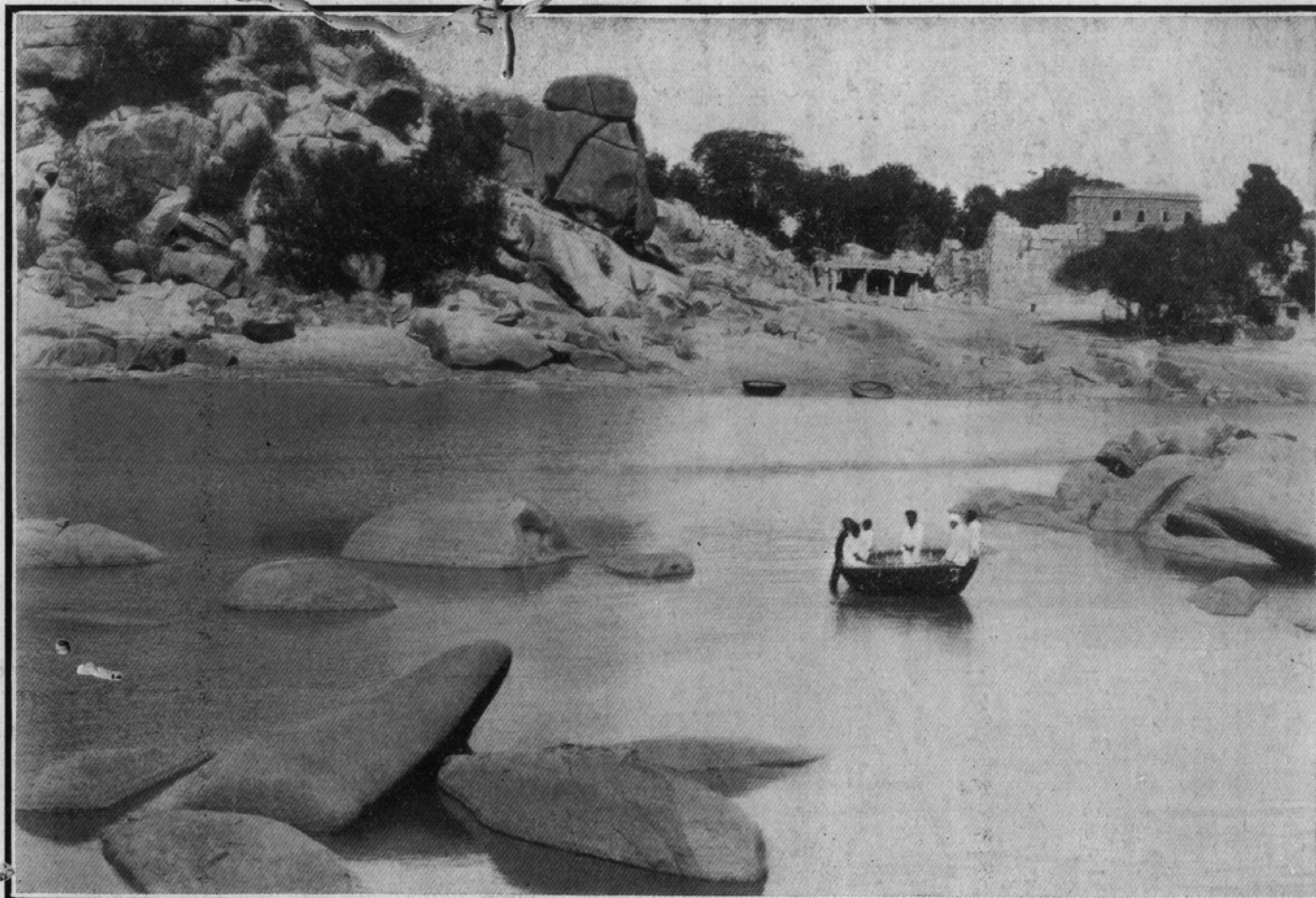
প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির দুঃখদৈন্যের জন্য সেই ব্যক্তি বা জাতির কর্ম্মই দায়ী। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান্ ন্যায়পরায়ণ; নিজেরা অযোগ্য বলিয়াই আমরা ভগবানের বিধানানুসারে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজয়নগরের ধ্বংসের জন্য হিন্দুগণই দায়ী। ধ্বংস কে করিয়াছিল? কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লোকে ধ্বংসের নিমিত্তমাত্র হয়? কর্ত্তা এক, অন্যেরা নিমিত্তমাত্র। কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা। শ্রীশ্রীপার্থসারথি শ্রীমৎপার্থকে কুরুক্ষেত্রে এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

অর্থ :—উৎকট কালরূপী আমি লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত আছি। (হে অর্জ্জুন,) তুমি বধ না করিলেও প্রতিপক্ষদলের যোদ্ধগণ কেহই জীবিত থাকিবে না।

এই কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভগবানের ন্যায়ানুগত বিচারে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসের যোগ্য বলিয়া তিনি স্বয়ংই মুসলমান বা ইংরেজকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, আর মুসলমান বা ইংরেজ দেশে না আসিলেও ভগবান্ অন্য কাহাকেও উপলক্ষ করিয়া হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতেন।

বস্তুতঃ ঈশ্বরই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, মানুষ কেবল যন্ত্র বা নিমিত্তস্বরূপ। ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবসকল, ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায় "কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত", কর্ম্ম করিয়া



কিষ্কিন্ধ্যা (আনেগন্দি)—তুঙ্গভদ্রা পারঘাট (পৃঃ ২৪৩)

জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হয়, তত দিনই জীবসকল আপনাদিগকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখের ভোক্তা হয় এবং স্থল বিশেষে অপরের প্রতিও মিথ্যা দোষারোপ করে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্‌দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

অর্থঃ— ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াসূত্রদ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূতসকলকে চালিত করেন ("কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়")।

আনেগন্দি। ফটিকশিলা হইতে ২ মাইল দূরে (হস্পেট হইতে সোজাপথে ৮ মাইল) দূরে তুঙ্গভদ্রার পারঘাট। "টোক্‌রা" নামক এক প্রকার গোলাকার নৌকায় এক জন মাঝি নদী পার করিয়া দেয়। টোক্‌রা বেতের তৈয়ারী, বাহিরের পিঠ চামড়ায় মোড়া, ইহার মধ্যে দশ পনর জন বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে। তুঙ্গভদ্রার স্রোত অতি তীব্র, অতিরিক্ত লোকের ভিঁড় হইলে টোক্‌রা জলমগ্ন হইতে পারে; সুতরাং সতর্কভাবে নদী পার হইতে হইবে। তুঙ্গভদ্রায় কোথাও বাঁধান স্নানের ঘাট নাই। যাত্রিগণ উক্ত পারঘাটে বা চিন্তামণিতে অথবা হাম্পিতে তুঙ্গভদ্রাগঙ্গায় স্নানতর্পণ করেন।

তুঙ্গভদ্রা পার হইলেই আধ মাইল দূরে আনেগন্দি গ্রাম, বিজয়নগরের মহারাজার এক জন বংশধর এখানে বাস করেন, ইনি এক্ষণে নিজাম রাজ্যের এক জন জমিদার মাত্র। আনেগন্দি গ্রাম, পম্পাসরোবর প্রভৃতি ইঁহার জমিদারির অন্তর্গত। ইংরেজ সরকার হইতেও ইনি কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাইয়া থাকেন। আনেগন্দি গ্রামে একটী দেবালয় আছে।

চিন্তামণি আশ্রম। আনেগন্দির অতি নিকটে তুঙ্গভদ্রা তীরে চিন্তামণি নামক দেবালয় ও সাধুর আশ্রম দর্শন করা যাত্রী মাত্রেরই

কর্ত্তব্য। এখানে চিন্তামণি দেবী ও মহাদেবের বিগ্রহ আছে। নিকটে দুইটী বৃহৎ গুহা বিদ্যমান, একটীর নাম রামগুহা, আশ্রমের দুই এক জন সাধু সময়ে সময়ে ঐ গুহায় বসিয়া নির্জ্জনে ভজন করেন।

আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে একটী ধনুকাকৃতি চিহ্ন প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে, প্রবাদ এই যে যখন অপর পারে বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন শ্রীরামচন্দ্র ঐ ধনুকাঙ্কিতস্থানে দাঁড়াইয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বালীকে নিহত করিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রার অপর পারে নিম্বাপুর গ্রামে যে স্তূপাকার অস্থি আছে, তাহাই বালীর অস্থি, এইরূপ কথিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্রের বালীবধলীলারহস্য আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। বুঝিবার প্রয়োজনও নাই; কেবল এই চাই, পবিত্র রাম নাম রসনায় উচ্চারিত হইয়া আমাদের বহুজন্ম-সঞ্চিত কলুষরাশি বিনষ্ট করুক।

রা-শব্দোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ।
পুনরাগমনং ভিত্ত্বা ম-শব্দস্ত কপাটবৎ॥

রা-শব্দ উচ্চারণ মাত্রই পাপসকল বহির্গমন করে, ম-শব্দোচ্চারণ কপাটের ন্যায় উহাদের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করে; অর্থাৎ রাম নামে পাপ বিদূরিত হয় এবং পাপের পুনরাক্রমণভয়ও নষ্ট হয়।

চিন্তামণি আশ্রমের দৃশ্য পরম রমণীয়, সম্মুখেই তুঙ্গভদ্রা নদী, নদীর অপর পার্শ্বে অদূরে পাহাড়। স্থানটী নির্জ্জন এবং ভজনোপযোগী সন্দেহ নাই। নিকটে যাত্রীদের জন্য একটী ধর্ম্মশালা আছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর ভজনানুকূল স্থানে আমরা সময়াভাবে একটী দিনও বাস করিতে পারি নাই। হাম্পি ও কিষ্কিন্ধ্যার সকল স্থানই সুন্দর, তন্মধ্যে আবার চক্রতীর্থ, চিন্তামণি, মতঙ্গপর্ব্বত ও ফটিকাশিলা শ্রেষ্ঠ।

ঠাকুর! তোমার কত লীলাস্থান দর্শন করিলাম, দর্শনে আনন্দও পাইলাম। কিন্তু তোমায় নিকটে পাইয়াও পাইনা কেন? ধরা দিয়েও

দেখিনা। যদি এ আঁখিতে দেখা না যায়, তবে নিয়ে যাও এই অকর্ম্মণ্য আঁখি, আমি না হয় আঁধার ঘরে আশা করিয়া বসিয়া থাকিব যে তুমি এক দিন আসিয়া আঁধার ঘুচাইবে।

গীতি কবিতা *।

তুমি, প্রাণের মাঝারে, রয়েছ সতত,
তবু ত তোমারে পাইনে।
তুমি, নয়ন নিকটে, আছ অবিরত,
কত চাই, তবু দেখিনে॥
তব, মোহিনী বীণার, সুমধুর তানে,
রয়েছে বিশ্ব ভরিয়ে।
মম, মোহ আবরণে, আবৃত শ্রবণ,
রয়েছে বধির হইয়ে॥
তুমি, চির জনমের, পরাণ বঁধুয়া,
রয়েছ পরাণে লুকিয়ে।
আমি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আকুল পরাণে,
ছায়াপথে মরি ঘূরিয়ে॥
মম, তাপিত হৃদয়, শীতল করহে,
প্রেমবারি বরিষণে।
তব, রূপের ছটায়, তিমির নাশিয়ে,
বঁধূ বস হৃদি আসনে॥
(বঁধূ, মিটাবো পিয়াসা, জুড়াইব জ্বালা,
সেবিয়ে শীতল চরণে)

* সন ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসের "উৎসব" নামক মাসিক পত্রে কোন্ সাধক মহিলা-

ঋষ্যমূক পর্ব্বত ও অঞ্জনাপাহাড়। আনেগন্দি গ্রাম হইতে পম্পাসরোবরে যাতায়াতের পথে ঋষ্যমূক পর্ব্বত, অঞ্জনা পাহাড় এবং অন্যান্য অনেক পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। তুঙ্গভদ্রার অপর তীরস্থ চক্রতীর্থে দাঁড়াইলে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের এক পার্শ্ব দৃষ্টিপথে পতিত হয়, পম্পাসরোবরের পথে ঐ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বও দৃষ্টিগোচর হয়। অঞ্জনাপাহাড়ের নিকটে অঞ্জনাহল্লি ও হনুমান হল্লি (হল্লি = পল্লী) নামক দুইটী গ্রাম বর্ত্তমান। এই সকল পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা বিদ্যমান।

পম্পাসরোবর ও শবরীগুহা। পম্পাসরোবর আনেগন্দি গ্রাম হইতে ২॥ মাইল দূরে অবস্থিত। যাত্রিগণ আনেগন্দি হইতে পম্পাসরোবরে যাতায়াতের নিমিত্ত গোশকট ভাড়া করিতে পারেন, যাতায়াতের ভাড়া এক টাকা। সরোবর তীরে একটী আশ্রম ও ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। এখানে কয়েকজন "শ্রী" সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বাস করেন। উক্ত আশ্রমে একটী ছোট মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

রামায়ণে বর্ণিত পম্পাসরোবর একটী বৃহৎ হ্রদ, এই হ্রদের মধ্য দিয়াই তখন পম্পানদী প্রবাহিতা ছিল। এক্ষণে সরোবরটী একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে এবং পম্পানদী (তুঙ্গভদ্রা) দূরে সরিয়া গিয়াছে। পম্পাসরোবর সুবিখ্যাত পুণ্য তীর্থ। ভারতবর্ষে চারিটী প্রসিদ্ধ পুণ্য সরোবর আছে, যথা, দক্ষিণে পম্পা সরোবর, উত্তরে মানস সরোবর (তিব্বতে), পশ্চিমে নারায়ণ সরোবর (কচ্ছদেশে) এবং পূর্ব্বে বিন্দুসরোবর (উৎকলে ভুবনেশ্বর তীর্থে)। কেহ কেহ বলেন, জ্বালামুখীর নিকটস্থ রোয়াইল সরোবর প্রসিদ্ধ চারি সরোবরের অন্যতম, বিন্দুসরোবর নহে।

পম্পাসরোবর যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চারিদিকে পাহাড়; সুতরাং স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরোবরের পূর্ব্ব-শোভা এখন আর নাই। যে সরোবর এক সময়ে অসংখ্য হংস, চক্রবাক



কিষ্কিন্ধ্যা—পম্পাসরোবর (পৃঃ ২৪৬)

শ্বেতোৎপলশোভিত ছিল, দেখিয়া হতাশ হইলাম, সেই সরোবর এক্ষণে প্রায়শঃ তৃণাচ্ছন্ন একটী ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। অল্প দিন হইল হায়দরাবাদ-নিবাসী কোন ধনী মাড়োয়ারী হিন্দু একটা পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়া দিয়াছেন, এই প্রণালী দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর জল অল্পে অল্পে সরোবরে পতিত হওয়াতে সরোবরটী জলশূন্য হইতেছে না। সম্ভবতঃ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলে পম্পাসরোবরের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে; যদি কোন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অর্থশালী হিন্দু এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন পুণ্যতীর্থ সংরক্ষিত হয় এবং দাতারও প্রভূত পুণ্য ও কীর্ত্তি অর্জ্জিত হয়।

সরোবরতীরস্থ আশ্রমের নিকটে একটী গুহা বিদ্যমান, এই গুহার নাম শবরীগুহা। শবরী প্রথমে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন এবং আশ্রমের সেবা কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যজাতীয়া, এই জন্য অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। অতঃপর শবরী এই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী শবরীবনে বাস করেন।

শবরীবন বাদামি ষ্টেশন হইতে পনর বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। [বাদামি মাদ্রাজ ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র রেলপথের গাদাগ্-শোলাপুর শাখার একটা ছোট ষ্টেশন। হস্পেটের ৫২ মাইল দূরে গাদাগ্ (Gadag), গাদাগ্ হইতে ৪২ মাইল দূরে বাদামি (Badami)]। শবরী বহুদিন যাবৎ স্বীয় গুরু মতঙ্গ ঋষির উপদেশ অনুসারে শবরীবনে বাস করিয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে শ্রীরামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শবরীবনে গিয়া শবরীকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তৎপ্রদত্ত বন্য ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনহীন শবরীকে (এবং সময়ান্তরে গুহক চণ্ডালকেও) কৃতার্থ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভক্তবৎসল ও পতিতপাবন নাম সার্থক করিলেন এবং

ভক্তের অল্পায়াসলভ্য। শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে বর দিতে চাহিলেন; কিন্তু শবরী বলিলেন, "প্রভো! শ্রীগুরুদেবের আদেশে আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এখানে বাস করিতেছি, আপনার দর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম, আমার জন্ম সফল হইল। শ্রীগুরুদেব কোন বর চাহিতে বলেন নাই, সুতরাং বরে আমার প্রয়োজন নাই।" ধন্য শবরীর গুরুনিষ্ঠা, ধন্য তাঁর ভগবৎপ্রেম। সুদূর শবরীবনে গিয়া শবরীকে প্রণাম করার সৌভাগ্য ঘটিল না, এই শবরীগুহা দর্শনকালেই তাঁহাকে প্রণাম করা যা'ক এবং সেই শবরী-বৎসল পতিতপাবনকেও প্রণাম করা যা'ক :—

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

গান *।

জয় সীতাপতি জয় রামচন্দ্র, চিদানন্দ সনাতন,
তুমি হরি নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত, মাধব মধুসূদন।
জয় নরসিংহ দেবকীনন্দন, জয় শ্রীরাধারমণ,
তুমি পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, পদ্মপলাশলোচন।
জয় দর্পহারী কানাইয়া লালা, কাল-কালীয়দমন,
তুমি বলিকে ছলিতে ত্রিপাদ ভূমি, দান করিলে গ্রহণ।
(ওহে) শমনদমন শ্রীনন্দনন্দন, গোপীমানসহরণ,
আমায় অন্তকালে গঙ্গাজলে, দিওহে তব শ্রীচরণ॥

অতিরিক্ত পত্র

রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ নামক পুস্তক হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সঙ্কলিত হইল :—

মাদুরা। রাজা কুলশেখর পাণ্ড্য কর্ত্তৃক কুণ্ডলীকৃত সর্পের আকারে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে পূর্ব্বে কদম্ববন ছিল, সুন্দরেশ্বরস্বামীর দেবালয়-প্রাঙ্গণে একটী কদম্ব বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান।

মীনাক্ষিদেবীর জন্ম :—কথিত আছে, স্বয়ং পার্ব্বতীদেবী পাণ্ড্য-রাজ বংশে কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এই কন্যাই মীনাক্ষিদেবী। পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, যজ্ঞকুণ্ড হইতে মীনাক্ষিদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুন্দরেশ্বর মহাদেবের সহিত মীনাক্ষিদেবীর বিবাহ হয়। মীনাক্ষিদেবীর এক পুত্র জন্মে, নাম সুব্রহ্মণ্যদেব (কার্ত্তিকেয়)।

ত্রিচি পাহাড় (গণেশপাহাড় বা দক্ষিণ কৈলাস)। গণেশজীর বিগ্রহের গাত্রে যে দাগ আছে, তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান এইরূপ :—

শ্রীরামচন্দ্র প্রদত্ত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া বিভীষণ লঙ্কায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, শ্রীরঙ্গমে আসিলে তাঁহার শৌচে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, বিগ্রহ মাটিতে রাখিলে আর নড়িবে না। ত্রিচি-শৈলের গণেশজী ব্রাহ্মণবালকবেশে মূর্ত্তিটী হস্তগত করেন এবং বিভীষণের নিষেধ না মানিয়া বিগ্রহটী ভূমিতে স্থাপন করত পলায়ন করেন। বিভীষণ যষ্টিহস্তে পশ্চাদ্‌গমন করেন। ছদ্মবেশী গণেশজী মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিভীষণও ছাড়িবার পাত্র নহেন, অগত্যা গণেশবিগ্রহের গাত্রেই যষ্টির আঘাত করিলেন।

[এখানে বিভীষণ আসিয়াছিলেন, কাজেই প্রস্তরে তাঁহার পদচিহ্ন বিদ্যমান। মুসলমানেরা পীরের পদচিহ্ন বলেন, এই কথা রেলকোম্পানীর

উপসংহার।

দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ।

শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য। ভারতবর্ষে চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিদ্যমান, নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় তন্মধ্যে অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষি। ইঁহাদের নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায় পূর্ব্বে "চতুঃসন" বা "ঋষি" সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। ভগবান্ স্বয়ং হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া সনকাদি ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন, দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার ঋষি হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। সুদর্শন চক্রের অবতার ভগবান্ নিয়মানন্দাচার্য্য দেবর্ষি নারদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, একদা বহুসংখ্যক যতি সন্ধ্যার প্রাক্কালে উক্ত আচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যাস্তের পরে ভোজন করেন না, এই কথা জ্ঞাত হইয়া চক্রাবতার শ্রীমৎনিয়মানন্দাচার্য্য অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ভগবানের সুদর্শন চক্র আহ্বান পূর্ব্বক আশ্রমস্থ উচ্চ নিম্ব বৃক্ষের উপরে স্থাপন করেন। চক্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হওয়াতে যতিগণ মনে করিলেন, দিবাবসানের বিলম্ব আছে; সুতরাং তাঁহারা ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে আচার্য্য চক্র প্রত্যাহার করিলেন; তখন দেখা গেল, রাত্রির দ্বিতীয় যামার্দ্ধ অতীত। নিম্ববৃক্ষে সূর্য্যকে (সূর্য্যরূপে প্রতিভাত চক্রকে) ধারণ করিয়াছিলেন, এই অলৌকিক ঘটনা হইতে আচার্য্য নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন;

শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য বেদান্তপারিজাতসৌরভ নামে ব্রহ্মসূত্রের অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি গীতার টীকা, দশশ্লোকী (বা সিদ্ধান্তরত্ন), বেদান্ততত্ত্ববোধ, বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রদীপ, ঐতিহ্যতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণস্তবরাজ, মন্ত্ররহস্যষোড়শী, প্রপত্তিচিন্তামণি প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎশিষ্য শ্রীমৎশ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যকে সামান্যরূপে বিস্তৃত করিয়া বেদান্তকৌস্তুভ নামক ভাষ্য রচনা করেন। শেষোক্ত আচার্য্যের প্রশিষ্য শ্রীমৎপুরুষোত্তমাচার্য্য বেদান্তরত্নমঞ্জুষা নামক দশশ্লোকীর ভাষ্য রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের একটী গ্রন্থ (বেদান্তরত্নমঞ্জুষার টীকা) হইতে জানা যায় যে শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য তৈলঙ্গব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনাই এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। শ্রীবৃন্দাবনের সমীপস্থ ধ্রুবঘাটে সম্ভবতঃ তিনি জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ধ্রুবঘাটে এবং জয়পুরের অনতিদূরস্থ সলিমাবাদে এবং কলিকাতার সন্নিহিত বর্দ্ধমানে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আশ্রম বিদ্যমান। শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য মাদ্রাজদেশীয় হইলেও মাদ্রাজে তাঁহার সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটে নাই। ব্রজমণ্ডলই নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব্বোক্ত ধ্রুবঘাট ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের আরও দুইটী বিখ্যাত স্থান ব্রজধামে আছে, টাট্টিস্থান নামে পরিচিত শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারী দেবালয়ের মহন্তের স্থান এবং ব্রজচৌরাশীক্রোশের মহন্ত অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্ত মহাত্মা স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত কেমারবনের আশ্রম। চিত্রকূটের কামদা পাহাড়ের পাদদেশেও একটী নিম্বার্কাশ্রম বিদ্যমান।

বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল হইতে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। কথিত আছে, মাধবমুকুন্দচরণ নামক এক

নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে প্রচলিত শাঙ্করিক মায়াবাদ খণ্ডন করেন (শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্. এ. প্রণীত "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)। বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ভক্তকবি শ্রীমৎজয়দেব গোস্বামীও নিম্বার্কসম্প্রদায়েরই অন্যতম আচার্য্য। বাঙ্গালাদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধ্বী সম্প্রদায়ের শাখা হইলেও শেষোক্ত সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সামান্য রূপান্তর মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শিষ্য বঙ্গদেশের গৌরব শ্রীযুক্ত সন্তদাসজীমহারাজের প্রভাবে নিম্বার্কসম্প্রদায় এই দেশের বহু স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুরে (গঙ্গার পশ্চিমপারে) একটী নিম্বার্কাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য এক জন প্রাচীন ঋষি। প্রাচীন ঋষিরা সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহাদের আয়ুষ্কাল বা আবির্ভাবকাল এক্ষণে নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রাচীনকালে সনাতন বৈদিক সত্য ও সাধনাপদ্ধতি গুরুপরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইত, তৎকালে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে অধিকারভেদে বিভিন্নরূপ উপদেশ দিতেন, প্রত্যেক শিষ্যই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন যে গুরুদত্ত উপদেশ শাস্ত্রসম্মত ও অভ্রান্ত। এই বিশ্বাসের যুগেই উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের আকারে শ্রীমৎনিম্বার্কাচার্য্য কর্ত্তৃক ও তৎশিষ্য শ্রীমৎশ্রীনিবাসাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক। পরবর্ত্তীকালে বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে যে সময়ে ভারতবর্ষ নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই অবিশ্বাসের যুগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া

দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগিরূপে নূতন ভাষায় (বাহ্যদৃষ্টিতে) নূতন মতবাদ প্রচার করিলেন, তাহার ফলে নাস্তিকতা বিতাড়িত হইল এবং সনাতন অদ্বৈততত্ত্ব (নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব) এবং দ্বৈতভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা অব্যাহত রহিল।

আচার্য্য শঙ্করের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ ভাষ্য ভারতের সর্ব্বত্র পণ্ডিত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীমৎ শ্রীনিবাসাচার্য্য শাঙ্করিক মত উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া উভয়েই অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং বিশ্বাসের অযোগ্য।

দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কেহই নিম্বার্কভাষ্যের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। স্বনামখ্যাত স্যর আর্. জি. ভাণ্ডারকার একটী মাত্র নিম্বার্কস্থান হইতে সংগৃহীত গুরুপরম্পরা অবলম্বনে বোধ হয় যথোচিত গবেষণা না করিয়াই তৎপ্রণীত একটী পুস্তকের পাদটীকার কয়েক পংক্তির মধ্যে একটা স্বকপোলকল্পিত মত প্রচার করিয়াছেন, কেহ কেহ বিনা বিচারে তাহাই সত্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিভিন্ন নিম্বার্কস্থান হইতে সংগৃহীত নিম্বার্কসম্প্রদায়ের তিন চারিটী পৃথক্ পৃথক্ গুরুপরম্পরা আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি। নিম্বার্কভাষ্য শঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এই সিদ্ধান্তেই উক্ত গুরুপরম্পরাসমূহের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়; কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্তের সহিত অধিকাংশ গুরুপরম্পরার সামঞ্জস্য স্থাপন দুরূহ অসম্ভব মনে হয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মালাবার উপকূলে কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত কালদী (Kaladi) নামক স্থানে

(পৃঃ ২০২ দ্রষ্টব্য)। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার অমানুষিক প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি অষ্টমবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নর্ম্মদাতীরে শ্রীমৎগৌড়পাদাচার্য্যের শিষ্য শ্রীমৎগোবিন্দপাদাচার্য্যের নিকটে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শঙ্কর গুরুর আদেশে কিছু কাল কাশীধামে বাস করেন এবং পরে বদরীনারায়ণে গমন করেন। বারাণসী ও বদরীনারায়ণে তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়েই তিনি কয়েক জন শিষ্যকে অধ্যাপনা করিতেন। গ্রন্থ রচনা সমাপন পূর্ব্বক তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ন এবং আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই তিনি পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। গ্রন্থপ্রণয়ন, দিগ্বিজয়, মঠস্থাপন এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সমাপন পূর্ব্বক আচার্য্যবর ৩২ বৎসর বয়সেই অন্তর্দ্ধান করেন।

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, তিনি কেদারনাথে মানবলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু একটী গ্রন্থে দেখিলাম এবং শিবকাঞ্চীতে আমরাও জ্ঞাত হইলাম যে তিনি জীবনের শেষ সময় শিবকাঞ্চীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, শিবকাঞ্চী কামাক্ষীমন্দিরে অদ্যাপি তাঁহার সমাধির উপরে তদীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যানিসন্ধিৎসুগণ এই সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিতে পারেন।

আচার্য্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী প্রসিদ্ধ মঠ স্থাপন করেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার চারি জন প্রধান শিষ্যের উপরে এই সকল মঠের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করেন।

(১) মহিষুর রাজ্যে শিমোগা ষ্টেশন হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে তুঙ্গানদী-তীরে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরী (সিংহারি) মঠ। তাঁহার শিষ্য স্বরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডন মিশ্র) এই মঠের ১ম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) দ্বারকায় সারদা মঠ (১ম অধ্যক্ষ হস্তামলকাচার্য্য)। আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায়ানুসারে হস্তামলকাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং আচার্য্য স্বয়ং তাঁহার জন্মস্থান কালদীতে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) বদরীনারায়ণের পথে বিষ্ণুপ্রয়াগে জ্যোতির্ম্মঠ বা যোষীমঠ (১ম অধ্যক্ষ তোটকাচার্য্য)। বর্ত্তমান সময়ে বদরীনারায়ণ মন্দিরের এবং জ্যোতির্ম্মঠের অধ্যক্ষ এক জন নম্বুরি ব্রাহ্মণ। এই মঠে সন্ন্যাসীর আধিপত্য নাই।

আচার্য্য শঙ্কর নিম্নোক্ত দশনামী সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং চারি মঠের অধীনে এই সন্ন্যাসীদিগকে স্থাপন করেন :—

দশনামী সন্ন্যাসী :—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই সকল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে।

আচার্য্যবর প্রয়াগে মগধরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাজিত করেন, মণ্ডনমিশ্র আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যবাদীর যুক্তি খণ্ডন করেন এবং সর্ব্বশূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমতও খণ্ডন করেন। অলৌকিক প্রতিভাবলে আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের গ্লানি হইতে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। যে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর বহু স্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নিজ জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত, ইহাই আচার্য্যদেবের অদ্ভুত ধীশক্তি এবং অমানুষিক কর্ম্মশক্তির নিদর্শন এবং সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তিরও পরিচায়ক। তাঁহার কার্য্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও কাপালিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের অনাচার দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দেবতাবিশেষের উপাসনা প্রচার করেন নাই। সকল উপাসনা সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবাদের আদর্শ প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি কোন

দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করত জ্ঞানযোগদ্বারা আত্মস্বরূপের জীবন্ত উপলব্ধি এবং চরমে সাযুজ্যমুক্তি অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একান্ত অভিন্নত্ব লাভই শঙ্করমতে সাধকের আদর্শ। তিনি দ্বারকা, তক্ষশীলা, কামরূপ প্রভৃতি বহু স্থানের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্যই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি।

(১) শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষৎ। তিনি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয় এবং শ্বেতাশ্বতর এই ১২ খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। (শ্বেতাশ্বতরভাষ্য শঙ্কররচিত কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না)

(২) স্মৃতিপ্রস্থান। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও সনৎসুজাতীয় শাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থান। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমার ঋষির অধ্যাত্মোপদেশই সনৎসুজাতীয় শাস্ত্র। আচার্য্যশঙ্কর এই শাস্ত্রের এবং গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

(৩) ন্যায়প্রস্থান বা মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র নামক বেদান্ত-দর্শন (শারীরক মীমাংসা দর্শন)। আচার্য্যবর ব্রহ্মসূত্রের অতি বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়নপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাষ্যের বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভামতী টীকা বিখ্যাত। (শঙ্করভাষ্য, এই ভাষ্যের টীকা ভামতী ও পঞ্চপাদিকা, ভামতীর টীকা কল্পতরু এবং কল্পতরুর টীকা পরিমল, এই পাঁচ খানি গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের প্রধান গ্রন্থ)।

এতদ্ভিন্ন, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের আরও বহু গ্রন্থ আছে, যথা, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, হস্তামলকভাষ্য, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, বিবেকচূড়ামণি, উপদেশ-সহস্রী, অপরোক্ষানুভূতি, শতশ্লোকী, দশশ্লোকী, সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-[illegible] ইত্যাদি।

প্রণয়ন শেষ করিয়াছিলেন। ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মময় জীবন সমাপ্ত হয়, অল্পকাল মধ্যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে জ্ঞানের গঙ্গোত্রী-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহার জীবনেও কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বপ্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয় সুস্পষ্ট; অলোকসামান্য মনীষা এবং অদ্ভুত কর্ম্মশক্তিই আচার্য্য শঙ্করের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য। দ্বিতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম শ্রীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য লক্ষ্মণাবতার শ্রীমৎ-রামানুজাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদ্রাজনগরের সন্নিহিত শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে (পৃঃ ৭১ দ্রষ্টব্য) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারই নামানুসারে শ্রীসম্প্রদায় অধুনা রামানুজসম্প্রদায় বা "আচারী" সম্প্রদায় নামে বিশেষরূপে পরিচিত। শ্রীরঙ্গম্ আচারী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বা শেষশায়ী ভগবান্ বা শ্রীশ্রীসীতারাম এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। আচার্য্য রামানুজের প্রায় তিন শত বৎসর পরে শ্রীমৎরামানন্দ-স্বামী নামে রামানুজসম্প্রদায়ের আর এক জন খ্যাতনামা আচার্য্য যুক্ত-প্রদেশে (প্রয়াগে) জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারই নামানুসারে রামানুজ-সম্প্রদায়ের অপর এক শাখা এক্ষণে রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের প্রধান কেন্দ্র অযোধ্যা এবং উপাস্য শ্রীশ্রীসীতারাম। অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায় অপেক্ষা রামাৎসম্প্রদায়ই অধুনা সমধিক বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে।

আচার্য্য রামানুজের পিতার নাম আসুরি কেশবভট্ট, ইনি এক জন স্বধর্ম্মপরায়ণ যজ্ঞনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীরঙ্গমের মহাত্মা যামুনাচার্য্যের শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের ভগ্নী কান্তিমতীকে উক্ত কেশবভট্ট বিবাহ করেন। কথিত আছে, আসুরি কেশবাচার্য্য পুত্রকামনায় মাদ্রাজে (তৎকালীন বৃন্দারণ্যে) পার্থসারথিমন্দিরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পার্থসারথিস্বামীর বরপ্রভাবেই শ্রীরামানুজের জন্ম হয়।

রামানুজস্বামী কাঞ্চীনগরে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের নিকটে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি শীঘ্রই বেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং অনেক স্থলে গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নিজেই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুশিষ্যের বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ সশিষ্য কাশীগমনের ছলে বন্য পথে রামানুজকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন, রামানুজ দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। কথিত আছে, নিবিড় বনের মধ্যে কোন ব্যাধদম্পতি রামানুজের পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহাকে কাঞ্চী পৌছাইয়া দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

রামানুজের পিতা কেশবভট্ট পুত্রের ষোড়শবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, অল্পদিন পরে ভট্ট মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। রামানুজ বাল্যকালেই বিষ্ণুকাঞ্চীতে ভগবান্ বরদরাজের সেবক মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রজাতীয় হইলেও রামানুজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া রামানুজকে মহাত্মা যামুনাচার্য্যের শিষ্য মহাপূর্ণের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। অতঃপর রামানুজ মহাপূর্ণের নিকটেই দীক্ষা লাভ করেন।

রামানুজস্বামী তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনে শান্তিলাভ করেন নাই। অবশেষে তিনি পত্নীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া নিজে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক কোন মঠে বাস করেন। এই সময়ে দাশরথি, কুরেশ প্রভৃতি অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁহার পূর্ব্বগুরু অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আচার্য্য রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ গমন করেন এবং শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন। তিনি মহাত্মা যামুনাচার্য্যের শিষ্য মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণের নিকটে পুনর্ব্বার দীক্ষা বা মন্ত্রার্থ গ্রহণ করেন। এই সময়ের একটী ঘটনাতে

আচার্য্য রামানুজের মহানুভবতা, আত্মত্যাগ এবং বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট হইয়াছিল, এই ঘটনা শ্রীপেরাম্বুত্বুর প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে পুনরুল্লিখিত হইল না।

আচার্য্য রামানুজ মহাত্মা যামুনাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানে ও ভক্তিতে শ্রীযামুনাচার্য্যের সমকক্ষ হইলেন। শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রধান অর্চ্চক ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া আচার্য্য রামানুজকে বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু অর্চ্চকের স্ত্রী এই কথা প্রকাশ করাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই নৃশংস অর্চ্চকও আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি নামক দাক্ষিণাত্যের কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতমণ্ডলীকে জয় করিয়া আচার্য্য রামানুজের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইলেন; কিন্তু ১৬ দিন যাবৎ বিচারে কাহারও জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে ১৭শ দিনে শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রভাবে যজ্ঞমূর্ত্তি আপনা হইতেই পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক আচার্য্য রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে আচার্য্যদেব দাক্ষিণাত্যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়া দীর্ঘকাল শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়াছিলেন। ধনুর্দাস নামক এক জন হীন-চরিত্র ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর আচার্য্য তদীয় শিষ্য কুরেশস্বামীর সমভিব্যাহারে কাশ্মীর সারদাপীঠে গমন করেন। এই স্থানে অলৌকিকভাবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের বোধায়ন বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পীঠের পণ্ডিতগণ এই পুস্তক বলপূর্ব্বক তাঁহা হইতে পুনর্গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বেই অদ্ভুতস্মৃতি-

বিস্তৃতাকারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কুম্ভকোণম্ হইতে কূর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র স্থানীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

কাঞ্চীর শৈবরাজা কৃমিকণ্ঠ বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন, তিনি রামানুজাচার্য্যকে নিজ সভায় আহ্বান করেন। আচার্য্যের শিষ্য কুরেশস্বামী রাজার অভিপ্রায়সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নিজে রাজসভায় গমন করেন, কিন্তু গুরুদেবকে শ্রীরঙ্গম্ হইতে পলায়ন করিতে বলেন। কাঞ্চীপ্রসঙ্গে কুরেশস্বামীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ কয়েক জন শিষ্য সহ বন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং নানা স্থানে ভ্রমণান্তে বৌদ্ধরাজা বিট্‌ঠলদেবের দেশে উপনীত হইলেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্যসহ উক্ত রাজা আচার্য্যকর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন (এই রাজা অতঃপর বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন)। হাজার হাজার বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আচার্য্য মহিশুররাজ্যে মেলকোটে গমন করেন। মেলকোটে তাঁহার কার্য্য মেলকোট প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

কাঞ্চীরাজ কৃমিকণ্ঠের মৃত্যুর পরে আচার্য্য রামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানে অসংখ্য লোক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিল। ১২০ বৎসর বয়সে তিনি সমাধিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক লীলা সংবরণ করেন। দেহান্তের পূর্ব্বে ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে আচার্য্য রামানুজের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য উচ্চ অধিকারীর জন্য জ্ঞানযোগ ও মায়াবাদ এবং সাধারণের জন্য সগুণ উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অসংখ্য অনধিকারী ব্যক্তি "সোঽহং"বাদ অবলম্বন পূর্ব্বক সগুণ উপাসনা ত্যাগ করিয়াছিল। এই অনর্থ দূরীকরণের জন্যই প্রেমাবতার

শ্রীমৎরামানুজাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের উপযোগী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীভাষ্য ব্যতীত রামানুজাচার্য্য রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে, যথা, গীতাভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, শরণাগতিগদ্যত্রয়, ভগবদারাধনাক্রম, এবং বেদান্ত সংগ্রহ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য। তৃতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালাবার উপকূলের দক্ষিণ কানারায় উড়ুপি হইতে (পৃঃ ১৯৮ দ্রষ্টব্য) ৬ মাইল দূরবর্ত্তী বেলিগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারই নামানুসারে ব্রহ্মসম্প্রদায় এক্ষণে মাধ্বি-সম্প্রদায় নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছে। ইঁহার পিতার নাম মধ্যগেহ ভট্ট। উড়ুপির নারায়ণের প্রসাদে ভট্ট পুত্র লাভ করেন এবং পুত্রের নাম বাসুদেব রাখেন। বাসুদেব স্বগৃহে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ নামক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম ধারণ করেন। গুরুর নিকটে তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিলেন, কিন্তু অনেকস্থলেই তিনি গুরুর অদ্বৈতমতানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন না। গুরু তাঁহাকে আনন্দতীর্থ নাম প্রদান করিয়া অনন্তেশ্বর মঠের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং কোন কোন স্থানে বিচারে অদ্বৈতবাদিগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় দ্বৈতমত স্থাপন করেন।

শ্রীমৎমধ্বাচার্য্যের প্রথম গ্রন্থ দ্বৈতমতানুযায়ী গীতাভাষ্য, তৎপরে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্যে বহু পৌরাণিক বাক্যের সাহায্যে দ্বৈতমত স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, মধ্বাচার্য্যের গুরু অচ্যুতপ্রকাশ বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য উড়ুপিতে শ্রীকৃষ্ণমন্দির স্থাপন করেন, উড়ুপি মাধ্বি-

সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান। আচার্য্য দাক্ষিণাত্যে ও আর্য্যাবর্ত্তে বহু তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বদরিকাশ্রমে তাঁহার সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং ব্যাসদেবের আদেশে তিনি হরিদ্বারে আগমন করেন। এই স্থানে আচার্য্য বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজধানী কল্যাণ নগরে গমন করেন, এখানে তাঁহার প্রধান শিষ্য শোভন ভট্ট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শোভন ভট্ট উত্তরকালে পদ্মনাভ তীর্থ নামে পরিচিত হ'ন এবং গুরুর তিরোভাবের পরে মঠাধিপত্য লাভ করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উড়ুপির অনতি-দূরস্থ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, এমন কি মধ্বাচার্য্যের পুস্তকালয়টী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্বাচার্য্য রাজার সাহায্যে পুস্তকালয় পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্যের তিরোভাবকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বহুসংখ্যক বেদান্তগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা, গীতাভাষ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য, অণুভাষ্য (পদ্যে লিখিত ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য), ঋক্‌ভাষ্য, অনুব্যাখ্যান, প্রমাণলক্ষণ, কথালক্ষণ, উপাধিখণ্ডন, মায়াবাদখণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন, তত্ত্বসংখ্যান, তত্ত্ববিবেক, তত্ত্বোদ্যোত, কর্ম্মনির্ণয়, বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবৎ-তাৎপর্য্যনির্ণয়, মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়, ন্যায়বিবরণ, তন্ত্রসারসংগ্রহ, দ্বাদশস্তোত্র, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, যমকভারত (মহাভারতের মর্ম্ম), সদাচারস্মৃতি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে জন সাধারণের

তত্ত্বালোচনা জনসাধারণের উপযোগী নহে এবং অনধিকারীর হাতে পড়িয়া বরঞ্চ ইহা কর্ম্মত্যাগ ও উপাসনাত্যাগরূপ অনর্থ উৎপন্ন করে; সুতরাং তিনি শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষা পুরাণের উপরই বেশী জোর দিয়াছিলেন। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে সাধনাকালে (ব্যবহারদশায়) দ্বৈতবাদ সকল মতেই স্বীকার্য্য এবং অদ্বৈততত্ত্ব ভগবৎপ্রেমের চরম পরিণতির স্বাভাবিক ফল, সুতরাং ভক্তিমার্গে অদ্বৈততত্ত্বালোচনা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও সাধকের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

মায়াবাদ উৎকৃষ্ট হইলেও তদুৎপন্ন সোঽহংবাদ অনধিকারীর হাতে নাস্তিকতায় পরিণত হইয়াছিল, ইহা দেখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব মায়াবাদকে নাস্তিকবাদ বলিয়াছিলেন এবং সাধারণের জন্য "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" এই মধ্বাচার্য্যপ্রভাবিত দ্বৈতবাদের উপরে জোর দিয়াছিলেন। ভগবান্ এবং ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণ চিরকালই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী (অথচ সনাতন তত্ত্বের মূলতঃ অবিরোধী) নূতন মতবাদ ও সাধনাপ্রণালী জীবের কল্যাণার্থে প্রচার করিয়া থাকেন।

শ্রীমৎবল্লভাচার্য্য। চতুর্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত (প্রাচীন নাম রুদ্রসম্প্রদায়)। শ্রীমৎবিষ্ণুস্বামী সম্ভবতঃ এক জন বহু প্রাচীন আচার্য্য, ইঁহার জন্মস্থান বা জন্মকাল কিছুই জানা যায় নাই, তৎপ্রণীত ভাষ্যও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এই সম্প্রদায়ের এক জন বিখ্যাত আচার্য্য শ্রীমৎবল্লভাচার্য্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মাদ্রাজের তৈলঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুস্বামীসম্প্রদায় অধুনা আচার্য্য বল্লভের নামানুসারেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আচার্য্য কিছুকাল মথুরার সন্নিহিত গোকুলে বাস করিয়াছিলেন। "ভক্তমাল" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, আচার্য্য বল্লভ তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রাওর সভায় গমন করেন এবং রাজসভায় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণকে

বৈঠক বা মঠ আছে। কথিত আছে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং বালগোপাল সেবা প্রচার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আচার্য্য বল্লভের পুষ্টিমার্গনামক উপাসনা-প্রণালীর নূতনত্ব এই যে তাঁহার মতে ভগবদুপাসনার নিমিত্ত উপবাস বা কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশের প্রয়োজন নাই, ভোগবিলাসের সঙ্গেই উপাসনা ও ভগবৎসেবা চলিতে পারে।

জীবনের শেষ সময়ে শ্রীমৎবল্লভাচার্য্য কাশীধামে জেঠনবড়ে বাস করিয়াছিলেন, এখানে তাঁহার এক মঠ অদ্যাপি বিদ্যমান। তিনি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক হনুমান্ ঘাটে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বহু লোক এই সময়ে দেখিয়াছিলেন যে একটী উজ্জ্বল অগ্নিশিখা গঙ্গার ঘাট হইতে উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে লীন হইয়া গেল।

আচার্য্য বল্লভ নিজ গ্রন্থে শঙ্করমত খণ্ডনপূর্ব্বক "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "অণুভাষ্য" (ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য)। এই ভাষ্যের "ভাষ্যপ্রকাশ" নামক এক টীকা আছে। এই টীকায়, শাঙ্কর, রামানুজীয়, মাধ্ব, শৈব, ভাস্করীয় ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক আচার্য্য বল্লভের মত স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা-সুবোধিনী বল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন, সিদ্ধান্তরহস্য প্রভৃতি তৎপ্রণীত আরও দুই তিন খানি গ্রন্থ আছে, এইরূপ শুনা যায়।

গ্রন্থসমাপনকালে ব্রজলীলাস্মরণ।

দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণুমূর্ত্তি (শেষশায়ী বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি), কোথাও বা শ্রীশ্রীরামসীতার মূর্ত্তি এবং দুই এক স্থানে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণ আনন্দ লাভ করিবেন। অধিকাংশ দেবালয়েই শিবলিঙ্গ এবং পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি কিংবা সুব্রহ্মণ্যদেবের বিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীবৃন্দাবনের যুগলমূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতের কোন দেবালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। গোরক্ষ-পুরের সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমৎগম্ভীরানাথ বাবাজী বলিতেন, "রূপ বহুৎ হ্যায়, স্বরূপ একই হ্যায়।" বিগ্রহসকল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপের বহুরূপমাত্র, শাস্ত্রসম্মত এই সনাতন তত্ত্বে বিশ্বাস থাকিলে কাহারও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না এবং বহুপ্রকার উপাধি-ভেদের মধ্যেও তাত্ত্বিক অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অধিকারভেদে বিভিন্নরূপবিশিষ্ট ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা ও ধ্যান করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, নিজ নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সকল সাধকেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই জন্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভেদাভেদ তত্ত্ব অবগত হইয়া ভক্তচূড়ামণি হনুমান্‌জী বলিয়াছিলেন—

তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামো রাজীবলোচনঃ।

এই কারণে ব্রজের দ্বিভুজ মুরলীধারী কিশোরগোপালের চরণাশ্রিত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত ব্রজলীলামাধুরী স্মরণপূর্ব্বক দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি।

ভক্তগণের প্রাণারাম ব্রজবিহারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ এবং লীলা সরল সুললিত প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া শ্রীজয়দেবচণ্ডীদাসপ্রমুখ ভক্তকবিগণ বঙ্গসাহিত্যে এবং বঙ্গবাসী ভক্তের প্রাণে অমর হইয়া

রহিয়াছেন। ব্রজগোপীর আদর্শপ্রেম তাঁহাদের সঙ্গীতময় কবিতায় মূর্ত্তিমান্ রূপ ধারণ পূর্ব্বক ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলির চিরনূতন সুমধুর ঝঙ্কার এখনও "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তজনের প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। বাঙ্গলার বৈষ্ণবকবিগণ বস্তুতঃই দুঃখদৈন্যকাতর বাঙ্গালীর জন্য মৃতসঞ্জীবনী সুধার অপূর্ব্ব ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে দুই এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী এই ভাণ্ডারের পদামৃতমাধুরী আস্বাদন করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইতেছেন, এবং সকল গৌড়জনকে পরিবেশন করিয়া ধন্য হইতেছেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের অমৃতভাণ্ডার হইতে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের লীলাবিষয়ক কয়েকটী পদ * নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। রসগ্রাহী পাঠকপাঠিকাগণ রসময়ের রসমাধুরী আস্বাদন করুন এবং ভক্ত গোবিন্দদাসের সিদ্ধহস্তে অঙ্কিত যুগলরূপের চিত্র নিজ নিজ হৃদয়রাসমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করুন, আর সেই শুভ মুহূর্ত্তে আপনাদের চরণরেণুদানে এই দীনকেও কৃতার্থ করুন।

(১)

সখি কানু সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা †
উড়িছে বিনোদ বায়॥
বিনোদ কপালে, বিনোদ তিলক,
বিনোদ বিনোদ সাজে।

---

* শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর সম্পাদিত শ্রীপদামৃতমাধুরী হইতে সঙ্কলিত।

† বরিহা = ময়ূরপুচ্ছ।

বিনোদ অধরে, বিনোদ মুরলী,
বিনোদ বিনোদ বাজে ॥
বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা,
বিনোদ বিনোদ দোলে ।
কোন বিনোদিনী, বিনোদ গাঁথনি,
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে ॥
বিনোদ কটিতে, বিনোদ ধটি
বিনোদ বিনোদ সাজে ।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর
বিনোদ বিনোদ বাজে ॥
কহে শ্যামানন্দ বিনোদ নাগর
বিনোদ কদম্ব তলে ।
কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়ে
কলসী ভাসাইলা জলে ॥

(২)

কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে ।
অপরূপ রূপ কদম্বমূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায় ।
মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয় ॥
নাচিছে ময়ূর জলদোপরি ।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি ॥
আরো অপরূপ, কহিতে নারি ।
যথা মেঘ তথা না হয় বারি ॥

হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়ন যুগলে বহয়ে বারি॥
হেন মনে লয় বিজুরী হ'য়ে।
মেঘের গায়ে থাকি জড়াইয়ে॥
জ্ঞানদাসে কহে না কহ আন।
যে কহিলা ধনি সেই সে প্রমাণ॥

(৩)

আধ আধ অঙ্গে মিলল রাধা কানু।
আধ কপালে চাঁদ, আধ ভালে ভানু॥
আধ শিরে শোভে চূড়া, আধ শিরে বেণী।
আধ গৌর তনু, আধ নীলমণি॥
আধ ভুজে বলয়া, আধ নীল চুড়ি।
আধ অঙ্গে পীত বাস, আধ নীল সাড়ী॥
আধ অঙ্গে হেলাহেলি, ফিরাফিরি বাহু।
গোবিন্দ দাস কহে, চাঁদে গরাসল রাহু॥

সংশোধন ঃ—২৫৬ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তিতে "সাযুজ্যমুক্তি" স্থলে "নির্ব্বাণ মুক্তি" হইবে।

১ম পরিশিষ্ট।

দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক বিবরণ।

দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষের যে অংশ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরে তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত, এবং যে অংশ উক্ত পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণে, তাহা দাক্ষিণাত্য (The Deccan) নামে অভিহিত। মান্দ্রাজ প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণাংশ, মহিসুর, কুর্গ, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত।

দক্ষিণভারত। তীর্থভ্রমণের জন্য ভারতবর্ষকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা,

(১) পূর্ব্বভারত—বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম।

(২) উত্তর ভারত—যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচীস্থান, কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম ও ভুটান, উত্তরাখণ্ড বা হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থান।

(৩) পশ্চিম ও মধ্যভারত—বোম্বাই প্রদেশ, কাঠিওয়ার ও কচ্ছ প্রদেশ, সিন্ধু দেশ, রাজপুতানা ও মধ্যভারতের সামন্তরাজ্যসমূহ (Central India Agency) মধ্যপ্রদেশ এবং হায়দরাবাদ।

(৪) দক্ষিণভারত—মান্দ্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহিসুর ও কুর্গ। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে অবস্থিত যে ত্রিকোণ ভূমির পূর্ব্বসীমা বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমসীমা আরব সাগর এবং উত্তর সীমা তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদী, সেই প্রাকৃতিক সীমাবিশিষ্ট দেশ এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত হস্পেট্ (হোসাপত্তন অর্থাৎ নূতন নগর, ভুতপূর্ব্ব নাগলাপুর) এর নিকটবর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যা এবং বেজোয়াদার অনতিদূরস্থ গোদাবরী তীরবর্ত্তী ভদ্রাচলম্ হায়দরাবাদ নিজামরাজ্যে অবস্থিত হইলেও দক্ষিণভারতের উত্তর সীমার সন্নিহিত, সুতরাং এই দুইটী তীর্থস্থানকেও এই পুস্তকে দক্ষিণভারতের তীর্থরূপে গণ্য করা হইয়াছে, কারণ দক্ষিণভারত ভ্রমণকালেই উক্ত তীর্থদ্বয় দর্শন করার সুযোগ ঘটে।

পর্ব্বত। দক্ষিণভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে সমুদ্রের উপকূল হইতে অল্প দূরে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে, এই দুইটী ও অন্যান্য পর্ব্বতের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা (The Western Ghats)। এই পর্ব্বতের উচ্চতা কিঞ্চিদধিক ৪০০০ ফুট।

(২) পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা (The Eastern Ghats)। এই পর্ব্বত পশ্চিমঘাট অপেক্ষা কম উচ্চ।

(৩) নীলগিরি। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণপশ্চিমদিকে বক্র ভাবে আসিয়া মহিষুর রাজ্যের দক্ষিণে উটকামণ্ডের নিকটে পশ্চিম-ঘাটের সহিত যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে নীলগিরি নামক উচ্চ পর্ব্বতমালা বিরাজমান। নীলগিরির দোদাবেত্তা (Dodabetta) শৃঙ্গের উচ্চতা ৮৭৫০ ফুট। নীলগিরির দক্ষিণে পালঘাটের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে কোন পর্ব্বত নাই।

(৪) আনামলয় পর্ব্বতশ্রেণী পালঘাটের দক্ষিণে; ইঁহারই আনামুদি নামক শৃঙ্গ ৮৮৫০ ফুট উচ্চ (দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ)।

(৫) পলনি পাহাড় (Pulny Hills) আনামলয় পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত।

(৬) কার্ডেমম্ পাহাড় (Cardamum Hills) আনামলয় পর্ব্বত

হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক্ করিতেছে।

দক্ষিণভারতের প্রধান প্রধান বিভাগ।

(১) দক্ষিণভারতের পূর্ব্ব উপকূলে যে অপ্রশস্ত স্থান (Coast Strip) বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত এবং উত্তরে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার নাম করমণ্ডল উপকূল (Coromandel Coast)।

করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত, এই প্রশস্ত অংশ কর্ণাটিক নামেও অভিহিত হয়।

(২) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী যে স্থান কৃষ্ণানদীর উত্তরে এবং চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত, তাহার নাম নর্দার্ণ সার্কার্স্, এই কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

(৩) দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী (পশ্চিমঘাট প্রভৃতি) এবং আরবসাগর, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অত্যন্ত অপ্রশস্ত স্থানের নাম মালাবার উপকূল (The Malabar Coast)।

(ক) মালাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবাঙ্কুর নামক সামন্ত রাজ্য। এই রাজ্যের প্রধান নগর ত্রিবেন্দ্রম্ (Trivandrum)। কন্যাকুমারী ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত। কুইলন এবং আল্লেপি এই রাজ্যের প্রধান বন্দর।

(খ) মালাবার উপকূলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তরে কোচিন নামক সামন্ত রাজ্য অবস্থিত। কোচিন রাজ্যের প্রধান নগর এর্ণাকুলম্ এবং প্রধান বন্দর কোচিন।

(গ) মালাবার উপকূলে কোচিন রাজ্যের উত্তরে মালাবার জিলা অবস্থিত। এই জিলার প্রধান নগর কালিকট্ (Calicut) মালাবার উপকূলের একটী বন্দর।

(ঘ) মালাবার জিলার উত্তরে মালাবার উপকূলে সাউথ

কানারা (South Canara) জিলা, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলোর (Mangalore) মালাবার উপকূলের আর একটী বন্দর। মালাবার ও সাউথ কানারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। মালাবার উপকূলের উত্তরে কঙ্কন উপকূল অবস্থিত, কঙ্কন মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত।

(৪) পশ্চিম ঘাট ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহিষুর নামক সামন্ত রাজ্য অবস্থিত। মহিষুরের মহারাজা মহিষুর নগরে বাস করেন, কিন্তু বাঙ্গালোর নগর বর্ত্তমান রাজধানী, মহিষুর রাজসরকার এই স্থান হইতে রাজকার্য্য পরিচালন করেন এবং এখানেই গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি (Agent) বাস করেন।

(৫) কুর্গ প্রদেশ মহিষুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ইং ১৮৩৪ সালের পূর্ব্বে কুর্গ একটী সামন্ত রাজ্য ছিল, ঐ সাল হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন একটী প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। মার্কারা এই প্রদেশের রাজধানী।

(৬) মহিষুর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন ব্যতীত আরও তিনটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান, যথা, (ক) স্বন্দুর (Sundur) (মহিষুরের উত্তরে বেলারির নিকটে)। (খ) বঙ্গনপল্লী (বেলারীর পূর্ব্বে)। (গ) ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণ পূর্ব্বে পদ্মকোট রাজ্য।

মহিষুর রাজ্য ভারতগবর্ণমেণ্ট-সংরক্ষিত (Protected State), অবশিষ্ট সামন্তরাজ্যসমূহ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সংরক্ষণাধীন।

দক্ষিণ ভারতের কয়েকটী প্রাচীন বিভাগ।

(১) বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের যে অংশ চিল্কা হ্রদ হইতে চিকাকোল রোড্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ গঞ্জাম প্রভৃতি যে উপকূল প্রদেশে উৎকলের (উড়িয়া) ভাষা প্রচলিত, তাহার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। প্রাচীন সময়ে কলিঙ্গ দেশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল, এবং শীঘ্রই পুনরায় এই দেশ উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজা

প্রতাপ রুদ্রের রাজত্বকালে উৎকল দেশান্তর্গত কলিঙ্গ দেশ দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) চিকাকোল রোড্ এবং নেল্লোরের মধ্যবর্ত্তী উপকূলপ্রদেশ প্রাচীনকালে তৈলঙ্গ বা ত্রৈলিঙ্গ দেশ নামে খ্যাত ছিল। এই দেশের ভাষা তেলেগু। এক সময়ে তৈলঙ্গ দেশের উত্তরাংশ (রাজামহেন্দ্রী হইতে চিকাকোল রোড্ পর্য্যন্ত) কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণাংশ (রাজামহেন্দ্রী হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত) অন্ধ্র দেশ নামে আখ্যাত ছিল। পরবর্ত্তী কালে এবং বর্ত্তমান সময়েও সমগ্র তৈলঙ্গ দেশই অন্ধ্রদেশ নামে পরিচিত, এই দেশের নামানুসারে ওয়ালটেয়ারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত।

(৩) করমণ্ডল উপকূল বা কর্ণাটিকের যে অংশ ত্রিচিনাপল্লী হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পূর্ব্বে চোল রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কখনও কাঞ্চীপুর (Conjeeveram), কখনও বা ত্রিচিনাপল্লী এই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(৪) মাদ্রাজের পূর্ব্ব উপকূলের সমীপস্থ যে স্থান কন্যাকুমারী হইতে ত্রিচিনাপল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পাণ্ড্য দেশ নামে অভিহিত হইত। মাদুরা এই পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(৫) ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরল (নারিকেলের দেশ) এবং চেরা নামক দুই রাজ্য ছিল, বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর সম্ভবতঃ কেরল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

(৬) মালাবার উপকূলের প্রাচীন নাম মল্লার বা মলয় দেশ।

(৭) কানারার প্রাচীন নাম কাণ্ডার দেশ।

(৮) বেলারি জিলার হাম্পি ও তাহার সমীপস্থ স্থান পূর্ব্বে বিজয়-নগর নামে খ্যাত ছিল। এই বিজয়নগরের বিখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণদেব রাও সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

নদী। ওয়ালটেয়ার হইতে রেলগাড়ীতে তিনেবেল্লী পর্য্যন্ত গমন করিলে দক্ষিণ ভারতের যে যে নদী ক্রমে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) গোদাবরী নদী বোম্বাই প্রদেশের নাসিক নগর হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত ত্র্যম্বক পাহাড়ের উপরিস্থ কুশাবর্ত্ত হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের কোকনদ বন্দরের নিকটে সপ্তমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। গোদাবরী দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রধান নদী, ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল। নাসিক, ভদ্রাচল, রাজামহেন্দ্রী, দ্রাক্ষারাম, কোটিপল্লী ও কোকনদ প্রভৃতি তীর্থ গোদাবরী তীরে অবস্থিত।

(২) কৃষ্ণানদী কঙ্কনদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশে বেজোয়াদার নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর সীমা তুঙ্গভদ্রা নদী কৃষ্ণার করদ নদী। মহিশুর রাজ্যে তুঙ্গা ও ভদ্রা নামক দুইটী নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশের ভীমা নদীও কৃষ্ণার করদ নদী।

(৩) এবং (৪)। উত্তর পেন্নার ও দক্ষিণ পেন্নার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী, উভয়েই পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত।

(৫) কাবেরী নদী কুর্গপ্রদেশে পশ্চিমঘাটের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতের চন্দ্রতীর্থ নির্ঝরিণী হইতে উৎপন্ন এবং দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে কাবেরীপত্তনের নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। কাবেরীর গতিপথের একটু নূতনত্ব আছে। স্থানে স্থানে এই নদী দুই শাখায় বিভক্ত, কিন্তু অল্প দূরেই আবার উভয় শাখা মিলিত হইয়াছে ; সুতরাং কাবেরীর গতিপথে কয়েকটী দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। মহিশুরের শিবসমুদ্রম্ ও শ্রীরঙ্গপত্তন এবং ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্ত্তী সুবিখ্যাত শ্রীরঙ্গম্ এইরূপে উৎপন্ন দ্বীপ। আবার কোন কোন স্থানে কাবেরী উচ্চ ভূমি হইতে নিম্নে

প্রবলবেগে পতিত হওয়াতে মনোহর জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। শিবসমুদ্রমের নিকটে ভরচুক্কি ও গগনচুক্কি নামক কাবেরীর জলপ্রপাত দুইটীর দৃশ্য নয়নানন্দদায়ক।

(৬) বৈগাই নদী মাদুরার নিকট দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

(৭) তাম্রপর্ণী নদী টিনেবেল্লীর নিকট দিয়া প্রবাহিত।

(৮) মহিষুর রাজ্যে শিমোগা হইতে ৬৪ মাইল দূরে শরবতী নামে ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর জার্সপ্পা জলপ্রপাত দক্ষিণ ভারতের সর্ব্ব-প্রধান জলপ্রপাত।

রেলপথ। (১) কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ (B. N. R.) বিদ্যমান।

(২) ওয়ালটেয়ার হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তাহা মাদ্রাজ ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র রেলপথের প্রধান অংশ (Main line)। মাদ্রাজ ও বেজোয়াদা হইতে এই রেলপথের আর কয়েকটী শাখা দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মাদ্রাজ রেলওয়ে ও ভূতপূর্ব্ব দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে, এই উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে মাদ্রাজ ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র রেলওয়ে (সংক্ষেপে এম্. এস্. এম্. আর্. M. S. M. R.) নামে পরিচিত হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গেলোর, পুনা, বেলারি, উটী, কালিকট, মঙ্গলোর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাজ ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র রেলপথে যাইতে পারা যায়। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল (Madras Central) নামক বড় ষ্টেশন এই রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন।

(৩) দক্ষিণভারত রেলওয়ে বা সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (সংক্ষেপে এস্. আই. রেলওয়ে, S. I. R.) নামক আর একটী রেলপথ মাদ্রাজ এগ্মোর (Madras Egmore) ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে করমণ্ডল উপকূল দিয়া তুতিকোরিণ ও টিনেবেল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে ইহার অন্যান্য শাখাও আছে। মাদ্রাজ হইতে কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থে এই রেলওয়ে যোগে যাতায়াত করিতে হয়।

বন্দর, খ্যাতনামা নগর ও শৈলনিবাস। পূর্ব্ব উপকূলে বিশাখাপত্তন, কোকনদ, নাগপত্তন, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, কুদ্দালোর, তুতিকোরিণ এবং কুলশেখরপত্তনম্, এই কয়েকটী বন্দর আছে। পশ্চিম উপকূলে বালিয়াথুরা (ত্রিবেন্দ্রম্), কুইলন্, আল্লেপী, কোচিন, কালিকট, তেল্লিচেরী এবং মঙ্গলোর এই কয়েকটী প্রধান বন্দর অবস্থিত। মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনে বহুব্যয়ে পোতাশ্রয় (Harbour) প্রস্তুত করা হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে উক্ত বন্দরগুলি ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক নগর আছে। বড় সহরের মধ্যে মাদ্রাজের নীচেই মাদুরা এবং তৎপরে ত্রিচিনাপল্লী। এতদ্ভিন্ন, রাজমহেন্দ্রী, নেল্লোর, কাঞ্চী, মায়াবরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, দিন্দিগাল, সালেম, কয়েম্বেটোর, বেলারি, তিনেবেল্লী প্রভৃতি অনেক সহর আছে।

মাদ্রাজপ্রদেশে দুইটী প্রধান শৈলনিবাস আছে, যথা, (১) নীলগিরির উটী বা উটকামণ্ড, (২) দিন্দিগালের নিকটে কোদাইকেনাল। এতদ্ভিন্ন, সালেমের নিকটস্থ ইয়ার্কদ আর একটী স্বাস্থ্যনিবাস। কোচিন রাজ্যে আলোয়ায়ী নামক স্বাস্থ্যনিবাস আছে, মহিশুর রাজ্যে বাঙ্গালোরও স্বাস্থ্যকর স্থান।

এইরূপ কথিত আছে যে সৌন্দর্য্য হিসাবে ভারতের মধ্যে দার্জিলিং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস, স্বাস্থ্য হিসাবে কোদাইকেনাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য এই উভয় দিক্ হইতে বিচার করিলে, উটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অধিবাসী এবং ভাষা। দক্ষিণভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দু, অবশিষ্ট প্রধানতঃ খৃষ্টান ও মুসলমান। অধিবাসিগণ দ্রাবিড় জাতীয়, নীলগিরি অঞ্চলে তোড়া (The Todas)

নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। মাদ্রাজ প্রদেশ, বিশেষতঃ কোচিন রাজ্য অত্যন্ত জনাকীর্ণ। কোচিনে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ছয় শত লোকের বাস। অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ দেশে অর্থাৎ চিকাকোল রাজ্যের দক্ষিণস্থ নেল্লোর পর্য্যন্ত উপকূলপ্রদেশে তেলেগু ভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন সমগ্র করমণ্ডল উপকূলে (চোল ও পাণ্ড্য) রাজ্যে তামিল ভাষা প্রচলিত। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে এবং মালাবার জিলায় মালয়ালম্ ভাষা এবং মহিসুর রাজ্যে ও দক্ষিণ কানারায় কান্নাড়া (Canarese) ভাষা প্রচলিত।

উক্ত চারিটী ভাষাই দ্রাবিড় ভাষা। এই দেশের মুসলমানেরা হিন্দিতে কথা বলিতে পারে; কিন্তু হিন্দুরা প্রায়ই হিন্দি জানে না। বঙ্গদেশের ন্যায় মাদ্রাজপ্রদেশেও অধিকাংশ লোক ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক ইংরেজীতে বাক্যালাপ করিতে পারেন। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরাও ইংরেজীতে কথা বলিতে অভ্যাস করে, এই বিষয়ে ইহারা বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অগ্রগামী মনে হয়। দক্ষিণভারত ভ্রমণের একটা গুরুতর অসুবিধা এই যে স্থানীয় কুলি, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতি সাধারণ লোকদিগের কোন কথাই বোধগম্য হয় না এবং তাহারাও বিদেশীদিগের ভাষা অথবা ইংরেজী বা হিন্দি বুঝিতে পারে না। ভ্রমণকারিগণের সুবিধার জন্য দক্ষিণভারতে প্রচলিত চারি প্রকার ভাষারই কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথার তালিকা এই পুস্তকের ৩য় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল।

উৎপন্নদ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্য। দক্ষিণভারতে ধান্য, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি প্রচুরপরিমাণে জন্মে এবং চা, কফি, সিন্কোনা এবং মসলা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে নানা প্রকার মূল্যবান্ কাষ্ঠ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে সেগুণ, চন্দন কাষ্ঠ এবং

আবলুস কাষ্ঠ (Ebony) প্রধান। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে নারিকেল ও কলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কমলালেবু অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায়। রাজমহেন্দ্রীতে কার্ত্তিকমাসে অতি সুলভ মূল্যে বড় বড় আতা পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে সরিষার তৈল পাওয়া যায় না, স্থানীয় লোকেরা তৎপরিবর্ত্তে নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। আটা বা ময়দা এদেশের অধিকাংশ স্থানেই দুষ্প্রাপ্য,কয়েকটী বড় বড় সহরে পাওয়া যায়। আতপ চাউল, আলু, কাঁচা মুগের ডাল, দুধ এবং ঘি সকল স্থানেই পাওয়া যায়; কিন্তু উৎকৃষ্ট ঘি বা দুধ অধিকাংশ স্থানেই দুষ্প্রাপ্য। ক্ষীর বা ছানার সন্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণকালে বাঙ্গালীগণ অন্ততঃ কিছু সরিষার তৈল সঙ্গে লইবেন।

জলবায়ু। দক্ষিণ ভারতের কোন অংশ সমুদ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, সুতরাং এই দেশের জলবায়ু প্রায় সর্ব্বত্র নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সমতল স্থান অপেক্ষা পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানের উত্তাপ কিছু কম। কারণ শেষোক্ত স্থান উচ্চভূমি, সুতরাং উচ্চতা বশতঃ ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল।

বৃষ্টি। বঙ্গদেশের ন্যায় মালাবার উপকূলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ (South west monsoons) বশতঃ এই সময়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। দক্ষিণভারতের অন্যান্য স্থানেও এই সময়ে কিছু না কিছু বৃষ্টি হইয়া থাকে। করমণ্ডল উপকূলে, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ কার্ণেটিক প্রদেশে (North east monsoons বা উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বশতঃ) আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। অতএব, দক্ষিণভারত ভ্রমণের পক্ষে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চমাস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শারদীয়

পূজার অবকাশে অনেক বাঙ্গালী দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টির নিমিত্ত কখন কখন একটু অসুবিধা হইতে পারে।

নৈসর্গিক শোভা। দক্ষিণভারতের নিম্নলিখিত স্থানসমূহ নৈসর্গিক শোভার জন্য বিখ্যাত :—

ওয়ালটেয়ার (উচ্চ ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতট, বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয় (harbour) এবং সিমাচল), তিরুপতি-তিরুমলয় (বালাজী), রামেশ্বরে রামঝরকা, কন্যাকুমারী, তিনেবেল্লী জিলার কোর্ত্তল্লম্ (চিত্তুর নদীর জলপ্রপাত), পাপনাশম্ ও কল্লিদাইকুরিচির সন্নিহিত জলপ্রপাত, কোদাইকেনালের নিকটস্থ হ্রদ ও জলপ্রপাত, মালাবার উপকূলে সমুদ্র ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য, নীলগিরি (কুন্নুর, কোটগিরি, উটী ও তৎসন্নিহিত পাইকারা জলপ্রপাত), মহিষুর (ললিতাদ্রি), শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত, শিমোগার নিকটে জার্সপ্পা জলপ্রপাত (দক্ষিণভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত), বিরুরে বুদন পাহাড়, হাম্পি ও বিজয়নগর (পম্পাপতিমন্দির, চক্রতীর্থ, ফটিকশিলা), কিষ্কিন্ধ্যা (চিন্তামণি আশ্রম, ঋষ্যমূক, অঞ্জনা পাহাড়, পম্পাসরোবর)।

কারুকার্য্যে শ্রেষ্ঠ মন্দির। দক্ষিণভারতের নিম্নোক্ত স্থানের দেবালয়সমূহ ভারতের ভাস্করকলাকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন :—

মাদুরা (মীনাক্ষি-সুন্দরেশ্বর দেবালয়, পুডুমণ্ডপ), শ্রীরঙ্গম্ (জম্বুকেশ্বর মন্দির ও শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়), রামেশ্বরদেবালয়, চিদম্বরম্, কুম্ভকোণম্ (রামস্বামী ও শার্ঙ্গপাণি দেবালয়), হাম্পি ও বিজয়নগর (বিঠোবা মন্দির ও বিজয়নগরের হাজরা রামস্বামী মন্দির), বেল্লোর, কালহস্তী, তিরুবীল্লামলয়, কাঞ্চী (একাম্রনাথ ও কামাক্ষী মন্দির এবং বিষ্ণুকাঞ্চী দেবালয়), মহিষুর রাজ্যে সোমনাথপুরা, হালেবিদ্ ও বেলুর, সালেমের নিকটে তারামঙ্গলম্, ঈরোদ্ (ভবানীর অমৃতলিঙ্গ মন্দির),

কয়ম্বেটোর সন্নিহিত মেলাচিদম্বরম্, অবত্যার কয়েল, তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর দেবালয়, বিশেষতঃ সুব্রহ্মণ্য মন্দির), তিনেবেল্লী দেবালয়, তিরুচেন্দুর, মায়াবরম্, তিরুবাল্লুর, ত্রিবাঙ্কুরে শুচীন্দ্রম্ ও অনন্তপদ্মনাভ দেবালয়, ইত্যাদি। মঙ্গলোরে জিসুট্ কলেজের ধর্ম্মমন্দির এবং মহিযুরের সন্নিহিত শ্রাবণবেলাকুলার জৈনমন্দিরও কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

২য় পরিশিষ্ট।

দক্ষিণ ভারতের ৪০টী শ্রেষ্ঠ তীর্থে ভ্রমণ।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যূনাধিক ১৫০টী তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০টী স্থান অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক অঞ্চলের খ্যাতনামা তীর্থসমূহের নাম সেই অঞ্চলের তীর্থপ্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক বারে সমস্ত তীর্থদর্শন করা অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব ; কিন্তু নিম্নোক্তক্রমে দক্ষিণ ভারতে কিঞ্চিদধিক দুই মাস ভ্রমণ করিতে পারিলে এক বারেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৪০টী তীর্থস্থান দর্শন করা সম্ভব হইবে।

ওয়ালটেয়ার ও সিমাচল	...	...	২ দিন
রাজমহেন্দ্রী	...	...	১ „
কালহস্তী (রাজমহেন্দ্রী হইতে গুন্টুর, গুন্টুরে গাড়ী বদলাইয়া তিরুপতি, পথে কালহস্তী)		...	১ „
তিরুপতি-তিরুমল্লয় (বালাজী)	...	...	২ „
শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী	...	...	২ „

মাদ্রাজ	...	...	২ দিন
পঞ্চতীর্থ (পক্ষী তীর্থ) ও মহাবলিপুরম্ (চিংলিপুট ষ্টেশন)			২ ,,
তিরুবান্নামলয় (বিল্লুপুরম্ ষ্টেশনে গাড়ী বদল)		...	১ ,,
চিদম্বরম্ ও শ্রীমুষ্ণম্	...	...	২ ,,
মায়াবরম্	...	...	১ ,,
তিরুবাল্লুর	...	...	১ ,,
মান্নারগুড়ি (দক্ষিণদ্বারকা)	...	...	১ ,,
কুম্ভকোণম্	...	...	১ ,,
তাঞ্জোর ও তিরুবাদি	...	...	১ ,,
ত্রিচিনাপল্লী ও শ্রীরঙ্গম্	...	...	২ ,,
রামনাদ (দর্ভশয়নম্)	...	...	১ ,,
রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটি	...	...	৩ ,,
মাদুরা	...	...	১ ,,
তিনেবেল্লী	...	...	১ ,,
শ্রীবৈকুণ্ঠম্	...	...	১ ,,
তোতাদ্রি	...	...	১ ,,
শুচীন্দ্রম্ ও কন্যাকুমারী	...	...	৩ ,,
ত্রিবেন্দ্রম্ (অনন্তশয়নম্)	...	...	২ ,,
বরকলা (শ্রীজনার্দ্দন)	...	...	১ ,,
শ্রীবিল্লিপত্তর	...	...	১ ,,
মাদুরা (২য় বার)	...	...	১ ,,
মঙ্গলোর ও উড়ুপ্পি (মাদুরা হইতে দিন্দিগাল জংশন, তৎপর পোদান্নুর দিয়া মঙ্গলোর)			২ ,,
কালদি (মঙ্গলোর হইতে শোরাণুর দিয়া কালদিরোড্)			১ ,,

পেরুর বা মেলাচিদম্বর (কালদিরোড্ হইতে শোরাণুর ও পোদানুর দিয়া কয়ম্বেটোর)	১ দিন
নীলগিরি, কোটগিরি ও উটী (কয়ম্বেটোর হইতে মেত্তুপালয়ম্ দিয়া কুন্নুর ও কোটগিরি)	৩ „
মহিসুর (উটী হইতে মোটর বাস্‌যোগে ; অথবা পোদানুর, ইরোদ্, জলারপেট ও বাঙ্গেলোর দিয়া মহিসুর)	২ „
শ্রীরঙ্গপত্তন	২ „
মেলকোট	১ „
মঙ্গলবল্লী ও শিবসমুদ্রম্ (মাদ্দুর হইতে মোটরবাসে)	২ „
শৃঙ্গেরী মঠ (বাঙ্গেলোর হইতে বিরুর ও শিমোগা দিয়া)	২ „
হাম্পি, বিজয় নগর, তুঙ্গভদ্রা, কিষ্কিন্ধ্যা (বাঙ্গেলোর হইতে গুন্টাকল দিয়া হস্‌পেট ষ্টেশন)	৪ „
ভদ্রাচলম্ (হস্পেট হইতে হায়দরাবাদের পথে দোর্ণাকল জংশন দিয়া)	২ „
বেজোয়াদা এবং তৎপর ওয়ালটেয়ার দিয়া হাওড়া ...	৩ „

দক্ষিণ ভারতে দুই বার ভ্রমণে সমর্থ হইলে নিম্নলিখিতক্রমে প্রত্যেক অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করিবেন (কয়েকটী যাওয়ার সময়ে এবং কয়েকটী ফিরিবার সময়ে) :—

১ম বারে :—ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থান, গোদাবরী অঞ্চল, বেজোয়াদার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল, মাদ্রাজের সন্নিহিত স্থান, আর্কট অঞ্চল, মায়াবরম্ অঞ্চল, তাঞ্জোর অঞ্চল, ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চল এবং মাদুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থস্থান সমূহ।

২য় বারে :—অবশিষ্ট সমুদয় অঞ্চলের খ্যাতনামা তীর্থসকল।

সমুদ্রপথে ভ্রমণের পক্ষপাতী হইলে কলিকাতা হইতে বাষ্পীয়পোতে করমণ্ডল উপকূলের তুতিকোরিণ বন্দর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। তুতি-

কোরিণ হইতে রেলপথে তিনেবেল্লী এবং অন্যান্য স্থানে যাইতে হইবে। তিনেবেল্লী অঞ্চলে তীর্থদর্শনের পরে মূল পুস্তকে যে ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলের খ্যাতনামা তীর্থসমূহ দর্শন করিবেন।

যদি কেহ এই পুস্তকে বর্ণিত সমুদয় তীর্থস্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে এক সঙ্গে অন্ততঃ নয়মাস কাল দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে হইবে, অথবা প্রতি বার দুই মাস হিসাবে নিম্নোক্তক্রমে ৫ বার ভ্রমণ করিতে হইবে :—

১ম বার :—ওয়ালটেয়ার, রাজমহেন্দ্রী, বেজোয়াদা এবং মাদ্রাজ নগরের সমীপবর্ত্তী তীর্থসমূহ।

২য় বার :—আর্কট, মায়াবরম্, তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চলের তীর্থসমূহ এবং পদ্মকোট রাজ্যের তীর্থ।

৩য় বার :—মাদুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ, তিনেবল্লী অঞ্চল ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তীর্থ এবং বিরুধুনগর-শেঙ্কটা সোজা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থ।

৪র্থ বার :—মালাবার ও দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের তীর্থ, কোচিন ষ্টেট রেলওয়ের সমীপস্থ তীর্থ এবং সালেম ও কয়ম্বেটোর অঞ্চলের তীর্থ, নীলগিরি, কোটগিরি ও উটী।

৫ম বার :—কুর্গ প্রদেশ ও মহিষুর রাজ্যের তীর্থ এবং হাম্পি বিজয়-নগর ও কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ দর্শন করা হইলে মহারাষ্ট্র দেশ ও মধ্য-প্রদেশের পথে কলিকাতা ফিরিবেন ; তাহা হইলে পাণ্ঢারপুরের সুপ্রসিদ্ধ বিঠোবামন্দির, নাসিক ও ত্র্যম্বক, মন্মদের সমীপবর্ত্তী ইলোরা ও অজন্তা গুহা, জব্বলপুরের নিকটে নর্ম্মদা, এই সকল বিখ্যাত তীর্থ দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিবে।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

বিভিন্ন মাদ্রাজী ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দ ।

দ্রষ্টব্য :—কান্নাড়া ভাষায় বাঙ্গলা বা সংস্কৃত অপেক্ষা একটী অতিরিক্ত অক্ষর আছে, ইহাকে আমরা নিম্নে ল় এইরূপ লিখিব। ইহার উচ্চারণ ল ও ড় এর মধ্যবর্ত্তী, ল উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল স্পর্শ করে, ড় উচ্চারণে তালু স্পর্শ করে; ল় এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ তালু এবং দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্পর্শ করিবে। উচ্চারণভেদে অর্থের তারতম্য হইতে পারে, যথা, বেলে = মূল্য; কিন্তু বেল়ে = ডা'ল। আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে কান্নাড়া ভাষায় অ এর উচ্চারণ অ এবং আ এর মধ্যবর্ত্তী (হিন্দুস্থানী ভাষায় যেরূপ অ এর উচ্চারণ সেইরূপ)।

বাঙ্গলা	তেলেগু	তামিল	মালেয়ালম্	কান্নাড়া
কত ?	এন্তা ?	এত্রাই ?	এত্রা ?	এষ্টু ?
গাড়ী ভাড়া	বাণ্ডি আদ্দে	বাণ্ডি ওয়ার্ডাকে	বাণ্ডি ওয়ার্ড়েকে	গাড়ী বাড়ীগে
গরুর গাড়ী	এদ্দু বাণ্ডি	মাটু বাণ্ডি	কাড়া বাণ্ডি	এত্তু গাড়ী
কত দূর	এন্তা দূরম্	এন্না দূরম্	এত্রা দূরম্	এষ্টু দূর
মূল্য	বেলা	বিলাই	বিলা	বেলে
টাকা	রূপয়	রূপা	রূপিয়া	রূপাই
এক আনা	ওকা আনা	ওরু আনা	ওর আনা	ওয়ান্দু আনে
এক পয়সা	ওকা পৈসা	কাল আনা	ওরু মুকাল	পাও আনে
চারি আনা	পাওলা	কাল রূপা	কাল রূপিয়া	নাল্কু আনে
আধ	সাগামু	আরাই	পকুদি	অর্দ্ধ
এক	ওকাটি	ওন্নু	ওন্না	ওয়ান্দু

বাঙ্গলা	তেলেগু	তামিল	মালেয়ালম্	কান্নাড়া
দুই	রেণ্ডু	রেণ্ডু	রেণ্ডে	ইয়ারডু
তিন	মুডু	মুন্নু	মুনা	মুরু
চারি	নালুগু	নালু	নালে	নাল্কু
পাঁচ	আইদু	আঞ্জি	আঞ্জে	ঐদু
ছয়	আরু	আরু	আরে	আরু
সাত	এড়ু	এড়ু	এড়ে	ইয়েলু
আট	এনিমিদি	এট্টু	এট্টে	এণ্টু
নয়	তোম্মিদি	ওম্বতু	ওম্বদে	ওম্বত্তু
দশ	পদি	পত্তু	পত্তে	হত্তু
এগার	পদকুত্তু	পদিনোন্নু	পদিনোন্না	হন্নোন্দু
বার	পন্নেণ্ডু	পদি রেণ্ডু	পন্ রেণ্ডে	হন্নেরডু
তের	পদ মুড়ু	পদি মুন্নু	পদি মুনে	হদি মুরু
চৌদ্দ	পদ নালুগু	পদি নালু	পদি নালে	হদি নাল্কু
পনর	পদ হারু	পদি নারু	পদি নরে	হদি নৈদু
এক শ	নুরু	নুর	নুর	নুরু
হাজার	ভেঁয়ী	আয়েরম্	আয়েরম্	সাবিরা
জল	নির্লু	জলম্, তীর্থম্	ওয়েল্লাম্	নীরু
তোলা উনুন	পইয়ি	আডুপু	আডুপা	সেগেড়ি
কাঠ কয়লা	কার্‌রা বগ্‌গু	কাট্টাই করি	বিরেখে	ইজ্জলু
কাঠ	কার্‌রালু	কাট্টে	মরম্	কাট্টিগে
চাউল	বিয়ম্	আরিসি	আরি	আক্কি
নূন	উপ্পু	উপ্পু	উপ্	উপ্পু
তৈল	নূনে	ইয়েন্নাই	এন্না	এন্নে
ঝ ডাল	পেসারা পপ্পু	পাসি পরুপ্পু	চরু পায়ার	হাসি বেলে
গজ	পপ্পু	পরুপ্প	পরিপ	বেলে
ম	পাল্	পাল্	পাল্	হালু

দান

বাঙ্গলা	তেলেগু	তামিল	মালেয়ালম	কান্নাড়া
দধি	পেরুগু	তাইর	তাইর	মোসৃরু
ঘি	নেয়ী	নেয়ী	নেয়ী	তুপ্পা
মরিচ	মিরিয়ালু	মিলাগু	কুরু মোড়কে	করি মেনে
লঙ্কা	মিরাপা কায়ালু	মোড়গা	কাপ্পেল মোড়কে	মেনেসিনা
হলুদ	পাসুপু	মঞ্জল	মান্যাল্	আরসিনা
আদা	আন্নাম্	ইঞ্জি	ইঞ্জি	আল্ল
নারিকেল	কোব্বরি কায়া	তেঙ্গয়	নালিকেরম্	তেঙ্গিনা কা
ডাব	পাইডি কায়া	এলেনির্	এলেনির্	শিয়াল
পাকা কলা	আরেটি পাণ্ডু	বালাই পড়ম্	পড়ম্	বালে হন্নু
কাঁচ্কলা	আরেটি কায়া	বালাই কাই	ওয়ালাই কাই	বালে কাই
আলু	বাঙ্গালি ভুম্পা	উরুলাই কলঙ্গু	উর্লা কড়ঙ্গে	উরলা গাড্ডে
নেবু	নিম্মা কায়া	ইয়েলু মিচ্চম্	চেরু নারিঙ্গা	নিম্বে
মাটি হাঁড়ি বা কলসী	কালিশা বা কুণ্ডাল	পানে	মন্ পাত্রম্	মান্নিনা মাড়ি
ভাড়া (ঘরের)	আদ্দে	বাডাগাট	ওয়ার্ডাকে	বাড়ীগে
দড়ি	তাড়ু	কাইরু	কাইরে	হুগ্গ
কূপ	বাবী (নুয়ী)	কেনারু	কেনারে	বাবী
গুড়	বেল্লম্	বেল্লম	শর্করা	কাকম্বী
চিনি	পঞ্চদারা	চক্করে	পঞ্চসারা	শক্করে
মিছ্রি	পটিকা পস্তদারা	কল্কণ্ড্	কল্কণ্ড্	কল্লু, শক্করে
পান	তামালা পাকু	বেত্তেলে	বেত্তেলাই	এলে আড়িকে
চূণ	সুন্নম্	চূণম্	চুন্নাম্বু	সুন্না
সুপারি	চক্কা	পাকু	পাকু	আড়িকে
মধু	তেনৈ	থেন	থেন	জেন্তু নালি
ধোপা	সাকলি	বান্নন্	ওয়ালু তের্ডন্	অ… কই
নাপিত	মঙ্গলি	অম্বাট্টান	অম্বাট্টান	ন… কালু